# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।



☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১১ চৈত্র শনিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।


## প্রাতঃকাল।

প্রাতঃকাল কি রমণীয় কাল। এ সময়ে সকলই নিস্তব্ধ—সকলই প্রশান্ত। আমাদের মনে সাংসারিক চিন্তা এখনো স্থান পায় নাই, কর্ণ-বধিরকারী বিষয়-কোলাহলের এখনো আরম্ভ হয় নাই, কর্ম্মক্ষেত্র এখনো মুক্ত হয় নাই। কিছু পূর্ব্বেই দিগ্বিতান সূচি-ভেদ্য-তিমিরাবলিতে আবৃত ছিল—সে সময়ের এপ্রকার ভাব, যেন আমি ভিন্ন আর কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। এক্ষণে দিবাকরের উদয় হইয়াছে, মৃতকল্প জীবগণ নববীর্য্য ধারণ করিয়াছে। সমস্ত দিবসের মধ্যে দিবাকর এমন মধুরভাব ধারণ করে না, গন্ধবহ এরূপ সুখাবহ হয় না। এই সময়ে সকলই মধুময় পরমার্থ রসে পরিপূরিত। প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্যে যে ব্যক্তি সেই স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য-জ্যোতি দেখিতে না পায়, তাহার অচেতন মন মনই নহে।

এই শান্তি-পূর্ণ সময়ে আমাদের মনও শান্তি-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর গত রজনীতে আমাদের শরীর অবসন্ন হইল—মন নিরুৎসাহ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া গেল;—ক্রমে হস্ত পদ অসাড় হইল—ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হইল—চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইল। আমরা সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রতিকৃতি নিদ্রাতে অভিভূত থাকিয়া বন্ধু, বান্ধব, জগৎ, ঈশ্বর সকলই বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু এক্ষণে আমরা যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের অবসন্ন অঙ্গ সমুদায় নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমাদের জড়িমাপন্ন নেত্র-যুগল আবার উজ্জ্বল এবং প্রভাযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মন যেন বিস্মৃতির আলয় হইতে নিজ নিকেতনে উপনীত হইয়াছে।

কিন্তু যৎকালে আমরা গভীর নিদ্রাতে অভিভূত ছিলাম, তখনও আমরা নিরাশ্রয় ছিলাম না। আমরা যখন চিন্তাশূন্য ছিলাম, তখন ঈশ্বর আমাদিগকে বিস্মৃত ছিলেন না। আমাদের যখন এমন শক্তি ছিল না যে আপনাকে রক্ষা করি, তখন ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। সেই শয্যাই যদি আমাদের মৃত্যু শয্যা হইত, তাহা হইলে কেবা আমারদিগকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে পারিত? কিন্তু তাহা না হইয়া আমাদের শরীরের সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা জানিতেও পারি নাই। এক্ষণে আমাদের আশ্রয়দাতার প্রতি কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যাঁহার প্রসাদে আমাদের চক্ষু স্বীয় কোটরে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করত এক্ষণে সতেজ হইল, তাহা তাঁহার প্রতি উন্মীলন কর; আমারদের হস্ত অনে-

ক ক্ষণ পর্য্যন্ত অবশ থাকিয়া যাঁহার নিয়মে এক্ষণে সবল হইল, তাহা তাঁহার প্রতি উত্তোলন কর। আমাদের জিহ্বা যাহার আদেশে উন্মুক্ত হইল, তাহাতে সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন কর।

এক্ষণে আমরা পুনর্ব্বার কর্ম্ম-ভূমিতে পদ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যে সংসার কণ্টকে কতবার বিদ্ধ হইয়াছি, তাহার মধ্য দিয়াই বিচরণ করিতে হইবে; যে সকল বিষয় মন হইতে আর কোন ক্রমেই অপনীত হইবার নহে, তাহাতেই হয়তো লিপ্ত হইতে হইবে; যে সকল কার্য্য আর কখনই বিস্মৃত হইবার নহে, তাহাই হয়তো সম্পন্ন করিতে হইবে। লোকের নিকট হইতে কত নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতে হইবে—কত পাপ প্ররোচন প্রলোভনে আমাদের দুর্ব্বল মন আকৃষ্ট হইবে—কত অনর্থকরী প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। এ দিনের কিছুই স্থির নাই। কত অনতিক্রমণীয় বিপদ রাশি সম্মুখে রহিয়াছে। কত দুঃসহ ভার নিবহ আমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। এই দিনই হয়তো আমাদের এই পৃথিবীর শেষ দিন। এই দিবসের প্রারম্ভে সেই সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি। যাহাতে দিবসের সমুদায় কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর হয়, তাহার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার অভয় প্রদ ক্রোড়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহার কার্য্যে আমাদের অপ্রতিহত অনুরাগ হইবে—তাঁহার উজ্জ্বল মুখ সম্মুখে থাকিলে সংসারের কুটিল পথও সরল হইয়া যাইবে।

---

## ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

### অষ্টম উপদেশ

---

### মুক্তি

ঈশ্বরের উপাসনা কি নিমিত্তে? যে ব্যক্তি উত্তর করে, সুখ সম্পদ পাইবার নিমিত্তে; সে বালকের ন্যায় উত্তর করে। তাহার যথার্থ লক্ষ্য স্থান এখনো হৃদয়ে আইসে নাই। এখানে সুখ দুঃখের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে, পরীক্ষার নিমিত্তে, ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে বিপদ প্রেরণ করিতেছেন। বিষয়-সুখ কখনই ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত লক্ষ্য নহে। তবে ঈশ্বরের উপাসনা কি নিমিত্তে? যে ব্যক্তি উত্তর করে, মুক্তি লাভের নিমিত্তে; সেই পণ্ডিতের ন্যায় উত্তর করে। মুক্তিই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য স্থান—তাহার আনুষঙ্গিক যাহা কিছু উপকারী, তাহাই আমাদের প্রার্থনা যোগ্য। মুক্তির পথে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের নিকট স্বভাবতঃ আমাদের এই প্রকার প্রার্থনা যায়, যে হে পরমাত্মন্! আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর, আমার আত্মাতে পবিত্রতা বিস্তার কর; তুমি আমার নিকটে প্রকাশিত হও; তোমার সহবাসে আমাকে নিরন্তর রক্ষা কর। মুক্তি যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমরা মধ্য দেশে থাকি। সমুদায় সংসারের কার্য্যই পরিধি হয়, আর আমরা মধ্যের বিন্দুতে অবস্থিতি করি। এই মধ্য দেশে থাকিলে সকলের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ থাকে; কিছুই বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না। মুক্তি যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমরা এমত স্থানে আছি, যে সেখান হইতে সমুদয় সংসার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—আমরা মধ্য পথে থাকি, আর সমুদায়ই আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া থাকে। শরীর রক্ষা যে এমত নীচ কার্য্য, তাহা অবধি আর আত্মার উৎকর্ষ সাধন পর্য্যন্ত, সকলই আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে। মুক্তির প্রতি যাহার লক্ষ্য থাকে, তাহার নিকটে সমুদয় নিঃস্বার্থ ধর্ম্মকার্য্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া আইসে। তর্কের উপর, লোকবাক্যের উপর, দেশাচারের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয় না। আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য তাঁহার প্রাণগত যত্ন থাকে, কেননা পবিত্র স্বরূপকে লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মুক্তির দিকে যাঁহার লক্ষ্য থাকে, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় ভিদ্যমান হয়। আমাদের হৃদয় গ্রন্থি কি? না মোহ, অজ্ঞান, স্বার্থপরতা। এই [illegible]

কল গ্রন্থিই আমাদিগকে সংসার পাশে, মৃত্যুর পাশে, বদ্ধ করিয়া রাখে। মুক্তির প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি পুণ্য পদবীতে সহজেই আরোহণ করিতে থাকেন। আমাদের এমন সকল সঙ্কট সময় উপস্থিত হয়, এ প্রকার গুরুতর ভার আমাদের উপর চতুর্দ্দিক দিয়া পতিত হয়, যে সেই সময় সেই সকল অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। এমন সূক্ষ্ম স্থল এক এক সময়ে উপস্থিত হয়, যাহা গ্রন্থ মধ্যে কেহ কখন উল্লেখ করেন নাই, যাহা অন্যের উপদেশে কখনো শ্রবণ করা যায় নাই, সেই সেই স্থলে কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা কেমন উঠিন। এই সকল স্থলে কি কর্ত্তব্য? শত শত গ্রন্থ মধ্যে শত শত লোকের নিকট হইতে আমরা যে উপদেশ পাই না, এক বার ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সেই সকল বিষয় আলোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই পরম গুরু হইতে শিক্ষা লাভ করি। মুক্তির প্রতি লক্ষ্য থাকিলে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সকল কর্ম্মেরই যোগ থাকে। অন্যেরা যেখানে রাশি রাশি কর্ত্তব্য ভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আমাদের নিকটে সে সকল কর্ত্তব্য একীভাব ধারণ করে। অন্যেরা যে স্থলে কর্ত্তব্য কি ভাবিয়াই স্থির করিতে পারে না, সেই সকল স্থানে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা যথা উপদেশ প্রাপ্ত হই। অন্যেরা যেখানে একাকী আপন ক্ষুদ্র বলে পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেখানে আমরা ঈশ্বরকেই সহায় পাই—তাঁহার নিকটে আপনাকে সমর্পণ করিয়া চতুর্গুণ বল প্রাপ্ত হই। অন্যেরা যখন একবার পতিত হইয়া নিরাশ-নীরে পতিত হয়, ঈশ্বর স্বীয় ক্রোড় বিস্তার করিয়া দিলেও তাঁহাকে আশ্রয় করিতে যায় না, আমরা সেই সময়ে সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হইয়া আবার উদ্ধার হই। যাহাতে আমরা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটেই যাইতে পারি, তিনি এই প্রকার শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করেন, বল বীর্য্য প্রদান করেন।

মুক্তি কি? না, সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া। মৃত্যুর পাশ হইতে প্রমুক্ত হইয়া অমৃতের দিকে অগ্রসর হওয়া। বিষয়াকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষয়ের অতীত পদার্থকে আশ্রয় করা। যত কাল আমরা সংসার বন্ধনেই বদ্ধ থাকি, তত দিন আমাদের বদ্ধ ভাব। যত দিন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকি, ততদিন মৃত্যুর পাশেই বদ্ধ হইয়া থাকি। আমরা অন্তরে মুক্ত না হইলে মুক্তির ভাব বুঝিতে পারি না। আমরা এখানে মৃত্যু আর অমৃতের সন্ধিস্থলে রহিয়াছি। মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে যত যাইতে থাকি, ততই আমাদের মুক্তভাব উপলব্ধি হইতে থাকে। আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা সকলকেই একত্র করিয়া ঈশ্বরেতে যতই সমর্পণ করিতে পারিব, ততই আমরা মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আর আমাদের বিবাদ থাকিবে না, তখনই আমাদের যথার্থ মোক্ষাবস্থা হইবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ কি? দ্যুলোক, ভূলোক, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, সকলই যাঁহার এক রাজদণ্ডের উপর চলিতেছে, তাঁহার সহিত বিবাদ কে করিতে পারে? কেবল মনুষ্যই কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া অকৃতজ্ঞ ও অসৎ পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম পথের বিপরীত দিকে চলিতে যায় ও শাস্তি ভোগ করে। আমাদের ইচ্ছা কখনো তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হয়, কখনো বা বিরোধিনী হয়। তাঁহার সহিত কখনো আমাদের সন্ধি থাকে, কখনো বিবাদ থাকে। এই স্বাধীনতা শক্তি মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের এক অমূল্য দান। মনুষ্যকে এই অধিকার দিয়া তিনি তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যে তুমি আপনা হইতে আমার পথে আইস। সকলেই সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্য করিতেছে, কিন্তু মনুষ্য কেবল জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। সমস্ত জগৎ সমস্ত ঘটনা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে, কিন্তু আমরা আপন ইচ্ছাতে সেই অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছি। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করি, আমাদিগকে স্বাধীন করিবার তাঁহার অভিপ্রায়ই এই। এস্থলে অনু-

ক্রোধ, ভয়, বাধ্যতা, এ সকল কিছুই নাই। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি এই চাহেন। তাঁহার ইচ্ছা এ প্রকার নয় যে আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পূজা করি। তাঁহার শাসন এ প্রকার নয় যে ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে মান্য করিতেই হইবে। তিনি এ প্রকার রাজা নহেন, যে আমরা সকলেই তাঁহার ক্রীত দাস। আমরা বিনা অনুরোধে বিনা ভয়ে তাঁহার প্রীতি, তাঁহার মঙ্গলভাব প্রতীতি করিয়া আপনা হইতে তাঁহাকে যে পূজা অর্পণ করি, সেই তাঁহার যথার্থ পূজা এবং সেই তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায়। আমরা তাঁহার যন্ত্র, আর তিনি আমাদের যন্ত্রী, আমাদের সহিত তাঁহার এ প্রকার ভাব নহে।

এই প্রকার স্বাধীন করিয়া দিয়াই তিনি আমাদিগকে মুক্তি লাভের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি যদি আমাদিগকে এ প্রকার করিয়া দিতেন যে যন্ত্রের ন্যায় তাঁহার কার্য্য করিয়াই যাইব, তাহা হইলে আমরা মুক্তির কোন অর্থই পাইতাম না। তিনি আমাদের সকল শক্তির নেতা রূপে আমাদিগকে একটী কর্ত্তৃত্ব শক্তি দিয়াছেন; এই কর্ত্তৃত্ব শক্তি হইতেই আমরা মুক্তির ভাব বিশেষ বুঝিতেছি। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মুক্তি লাভ করিব, তাঁহার যদি এই অভিপ্রায় না থাকিত, তবে আমাদের কর্ত্তৃত্ব থাকার বিশেষ অভিসন্ধি প্রকাশ পাইত না। আমাদের দিয়া কি সংসারের উন্নতি হইবে? সুখ প্রবাহ বৃদ্ধি হইবে? সভ্যতা বিস্তার হইবে? জন সমাজের [illegible] হইবে? এই উদ্দেশে কি তিনি আমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। তিনি যদি কর্ত্তৃত্ব না দিয়া আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলেও কি সেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। তিনি যদি আমাদের স্বার্থপরতাকে আরো দুরন্ত করিয়া দিতেন, আমাদের লোকানুরাগ প্রবৃত্তি আরো তেজস্বিনী করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কি জন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা হইত না? সুখই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কি তিনি আরো প্রচুর রূপে সুখ বর্ষণ করিতে পারিতেন না? তিনি আমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন বলিয়া বরং আমরা অনেক সময়ে বিষয় সুখ হইতে বঞ্চিতই হইতেছি। সুখই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কি তিনি আমাদিগকে পশুর ন্যায় প্রকৃতির অধীন করিয়া সুখী করিতে পারিতেন না। আমরা কর্ত্তৃত্ব পাইয়া এই দেখিতেছি, যে বিষয় সুখের প্রতিকূলেই অনেক সময়ে যাইতে হয়। আমরা বিষয়াকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথে যাইতে পারি, এখানকার সমুদয় শিক্ষার তাৎপর্য্যই এই। আমরা এখান হইতেই মুক্তির আস্বাদন প্রাপ্ত হইতেছি। বিষয়ের প্রতিকূলে—লোকের প্রতিকূলে—পাপের প্রতিকূলে আমাদের কর্ত্তৃত্ব যত বিস্তার করিতে পারি, ততই আমাদের মুক্ত ভাব উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা এখানে আমাদের কুপ্রবৃত্তিকে যেমন একবার পরাজয় করিতে পারি, ভবিষ্যতের জন্য ততটুকু বল পাই—পরে পরে আরো সহজে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারি। আমরা যেমন পাপ হইতে মুক্ত হইতে থাকি, পাপকে অতিক্রম করিবার বলও প্রাপ্ত হইতে থাকি; আবার বলও যেমন বৃদ্ধি হয়, বিমুক্তিও তেমনি সহজে লাভ করিতে থাকি। আমরা জীবদ্দশাতেই মুক্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হই।

আমরা এখান হইতেই সেই মুক্তির সোপানে পদ নিঃক্ষেপ করিতেছি। ঈশ্বরকে এখানেই উপভোগ করিতেছি। আমাদের জ্ঞানজ্যোতিঃ যত উজ্জ্বল হইতেছে, তাঁহার মহিমা আমাদিগের নিকটে ততই বিকশিত হইতেছে; আমাদের পবিত্রতা ও সাধুভাবের যত উন্নতি হইতেছে, তাঁহার মঙ্গলভাব সেই পরিমাণে গ্রহণ করিতেছি। আমরা বিষয়ের প্রতিকূলতা, অবস্থার প্রতিস্রোত যত অতিক্রম করিতেছি; সেই অমৃতের দিকে ততই অগ্রসর হইতেছি এবং ব্রহ্মানন্দের ততই আস্বাদ পাইতেছি। দেবলোকে দেবতারা যে আনন্দরস পান করিতেছেন, তাহা এই ব্রহ্মানন্দের উন্নত ভাব। [illegible] কি

কোন প্রশস্ত সময়ে আমাদের চিত্ত ঈশ্বরে সন্নিবেশিত হইয়া যখন আমাদের লোম হর্ষণ হয়, হৃদয় কম্পিত হয়, আমরা গভীর পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করি, তখন সেই প্রেমানন্দেরই আস্বাদন পাই। এখানে আমরা চাতক পক্ষির ন্যায় ঈশ্বরের প্রেম বিন্দুর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি, সেই বিন্দু ক্রমে সাগর হইয়া উঠিবে। আমরা যখন সেই অনন্ত প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইব, তখন আমাদের হৃদয়ে শোক মোহ; বিলাপ ক্রন্দন; পাপ তাপ আর কিছুই থাকিবে না; কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকিবে।

## ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

ধর্ম্মজীবি জীবের ঈশ্বরের সহিত অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি ধর্ম্মরাজ্যের রাজা ও নিয়ন্তা। "সদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ" ধর্ম্মের ইনি প্রবর্ত্তক: এই হেতু আমাদের উপরে তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার দেখিতে পাই। তাঁহার আধিপত্য বলের আধিপত্য নহে কিন্তু তাঁহার শাসন ধর্ম্ম শাসন। তাঁহার স্বরূপ এরূপ পরমোৎকৃষ্ট যে আমাদের প্রকৃতি তাঁহাতেই চরিতার্থ হয়। সেই পূর্ণমঙ্গল পুরুষ ভিন্ন আমরা আর কাহারো নিকটে সর্ব্বতোভাবে প্রণত হইতে পারি না। তিনি আমাদের প্রকৃতি এ রূপ করিয়া দিয়াছেন যে যদি কেহ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষও হয়, অথচ তাহার মঙ্গল ভাব না থাকে, তবে সেও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। ঈশ্বরকে মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে তবে তাঁহার উপাসনায় আমাদের অধিকার জন্মে। তিনি ভয় দেখাইয়া আমাদের অধীনত্ব গ্রহণ করেন না। তিনি আমাদের দাসত্ব চাহেন না। যে রাজার সকল প্রজাই ক্রীত দাস, তাঁহার মহিমা কি? আমরা ঈশ্বরের স্বাধীন প্রজা। আমরা আপনা হইতে সেই মঙ্গলময় পুরুষে যে পূজা অর্পণ করি, তাহা ভিন্ন তিনি অন্য প্রকার পূজা গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রেম ভাব, তাঁহার গম্ভীর মঙ্গল ভাব, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া তাঁহাকে আপনা হইতেই শ্রদ্ধা অর্পণ করি, তাহাই তিনি চাহেন। আমরা যেমন অমঙ্গল-স্বরূপে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি না, সেই রূপ পরিমিত মঙ্গল ভাবে অর্পিত হইলে আমাদের শ্রদ্ধার চরিতার্থতা হয় না। আমরা যে কোন পুরুষকে পরিমিত মঙ্গল মনে করি, সে কখন ঈশ্বর নহে। পরমেশ্বর পূর্ণ মঙ্গল। তিনি কোন অকাট্য নিয়মে বদ্ধ নহেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা হইতে ধর্ম্মরাজ্যের সমস্ত নিয়ম নিঃসৃত হইতেছে অতএব তিনি আমাদিগকে রাজার ন্যায় শাসন করিতেছেন। আমাদের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্বের পরিসীমা নাই। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পবিত্রতার প্রস্রবণ। তাঁহার যাহা অভিপ্রেত, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য; যাহা তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, তাহাই অকর্ত্তব্য, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। এই হেতু সকল কর্ত্তব্যই ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সাধারণ সম্বন্ধ এই যে তিনি আমাদের ন্যায়বান্ রাজা ও নিয়ন্তা, আমরা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের প্রজা। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আরো অনেক প্রকার।

ঈশ্বর হইতে আমরা সকলই পাইয়াছি। আমাদের শরীর মন, আমাদের জীবন যৌবন, আমাদের সকল কালের সকল সুখ সৌভাগ্য; তাঁহা হইতেই। আমরা যত দূর জানিয়াছি, আমাদের জানিবার যত দূর অধিকার, সে জ্ঞান সে অধিকার তিনিই দিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান লাভের উপযোগী শক্তি সমুদয় তাঁহা হইতেই পাইয়াছি। গ্রন্থ, আচার্য্য, বিশ্বরাজ্য, যেখান হইতে যে কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছি, সেই পরম গুরুই তাহার মূল কারণ। আমরা বিষয়ের প্রতিস্রোতে ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারি, আমাদের এই আশ্চর্য্য শক্তি, এই আশ্চর্য্য অধিকার, আমাদের এই স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব ভার, তাঁহা হইতেই

পাইয়াছি। আমরা তাঁহার প্রসাদ ও আশ্রয় পাইয়াই পাপকে পরাজয় করিতে পারি, ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি এবং পুণ্য সঞ্চয় করি। এ সকলেতেই তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আমরা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার ঋণ-পাশে বদ্ধ রহিয়াছি। সময়ে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। তিনি আবার আমাদের নিয়ন্তা, তিনি ধর্ম্মরাজ্যের রাজা। ধর্ম্মরাজ্যে কিঞ্চিৎ বিপ্লব করিলে আমরা তাঁহার নিকটে অপরাধী হই। সেই রাজ্যের নিয়ম রক্ষা করিলে তাঁহাকেই মান্য করা হয়। আমরা যাহা কিছু পাপ করি, তাহাতে তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হই; পাপ করিয়াও তাঁহার নিকট ভিন্ন আর কোথাও যাইতে পারি না। আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হই— তাঁহার ক্ষমা ব্যতীত আর আমাদের নিস্তার হয় না। এই সময়ে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের আর এক প্রকার ভাব হয়। যদিও আমাদের প্রতি তাঁহার ক্রোধ দৃষ্টি নাই, তথাপি আমরা তাঁহার নিকটে অপরাধী হইয়াছি। এই সময়ে আমাদের মনে অনুশোচনা আইসে এবং ঈশ্বর পতিত-পাবন রূপে প্রকাশিত হয়েন। তিনি যেমন আমাদের রাজা ও প্রভু—আমাদের সুখদাতা রক্ষিতা ও পতিত-পাবন; সেই রূপ তিনি আমাদের লক্ষ্য স্থান। তিনি আমারদের যন্ত্রী আর আমরা তাঁহার যন্ত্র নহি। তিনি আমাদের দিয়া আপনার কোন কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইবেন, আপনার কোন অভাব মোচন করিবেন, এমত নহে। তাঁহার এ প্রকার কোন অভাবই নাই। যাহাতে আমরা তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারি, তাঁহাকে প্রীতি করিবার যোগ্য হইতে পারি, এই উদ্দেশেই তিনি আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মকে আমাদের মন্ত্রী করিয়া দিয়াছেন, এই জন্য যে আমরা তাঁহার মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিব। তিনি আমাদিগকে অনন্ত কালের উপযুক্ততা দিয়াছেন, কেবল ইহারই জন্য যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানিতে থাকিব। ইহ লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্তকালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। তিনি যখন আমাদের শেষ লক্ষ্য, তখন তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের প্রকৃতির চরিতার্থতা হয়। আমরা কি কোন ফল-কামনা করিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইব? না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই তাঁহার উপাসনা—তাঁহাকে রক্ষা করিবার কালেও তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহাকে লাভ করিবার ফলও এই, যে আরো প্রশস্তভাবে তাঁহার উপাসনায় সক্ষম হইব। আমাদের সকল কালেই তাঁহার উপাসনা।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যে সকল বন্ধনে বদ্ধ আছি, তাহা যখন জানিতে পারি-যখন তাঁহার মহান্ কার্য্য সকল শিক্ষা করিয়া তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা রূপে প্রতীতি করি, যখন পাপ করিয়া তাঁহাকে পতিত-পাবন বলিয়া স্মরণ করি, যখন পাপকে পরাভব করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করি, যখন তাঁহার অজস্র করুণার বর্ষণ পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই, তখন আমাদের মনের ভাব কি প্রকার হয়? ঔদাস্য, অশ্রদ্ধা, ভয়, এই সকল ভাব? ইহার মধ্যে ভয় যদিও কখন কখন আইসে তথাপি এই কি ঈশ্বরের প্রতি সাধারণ ভাব? এমন কোন আনন্দের সময়—কোন প্রশস্ত পবিত্র সময় কি কখন আইসে নাই, যখন সেই মঙ্গলময়ের প্রতি ভয় ভিন্ন অন্য ভাবের উদয় হইয়াছে? ঈশ্বরকে ভয়ই করিতে হইবে, আমরা সহজ জ্ঞানে কি ইহাই প্রাপ্ত হইতেছি? আমরা যখন কোন পাপকর্ম্ম মনের সহিত ঘৃণা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করি, তখন ঈশ্বরের নিকটে আমাদের ক্রন্দন কি ভয়ের ক্রন্দন? প্রথম কালেই ভয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভয় আমাদের চিরস্থায়ী ভাব নহে। তবে আর কোন্ ভাব তাঁহার প্রতি অর্পিত হইতে পারে? সে একই ভাব—তাহা প্রীতি। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা" এই সত্যের প্রতি আমাদের সহজ জ্ঞান সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা তাঁহাকে প্রীতি করি, এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি মনুষ্যের নিকট হইতে প্রীতি আকর্ষণ করিবেন বলিয়াই তাহাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। ভয়েতে কখন প্রীতি জন্মিতে পারে না। মনের সহিত যে প্রীতি সেই প্রীতি। যে সকল ক্রীত দাস জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কেবল ভয়ে ভয়ে স্বীয় দুর্দ্দান্ত প্রভুর কঠোর আদেশ পালন করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে প্রভু কি প্রীতি চাহিতে পারে? কখনই না। স্বাধীনতাই প্রীতির আশ্রয় ভূমি। ভয় ও উপরোধ ও অধীনতা প্রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা, কর্ত্তৃস্বভাব কেন দিয়াছেন? তিনি কি তাঁহাকে কোন যন্ত্রের ন্যায় নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না? তিনি কি তাঁহাকে পশুর ন্যায় প্রবৃত্তির অধীন করিয়া সুখী করিতে পারিতেন না? তিনি আমাদিগকে এরূপ করিলেন না কেন? কেন না তিনি আমাদের নিকট হইতে প্রীতি চাহেন। যাহাতে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রীতি করি, এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি আমাদের নিকট হইতে দাসত্ব চাহেন না, কিন্তু পিতৃ ভক্তি ও প্রেম চাহেন।

আমরা ঈশ্বরের যে মহান্ ও রমণীয় ভাব সকল দেখিতে পাই, তাহাতে আমাদের প্রীতির উৎস সহজেই উৎসারিত হইতে থাকে। প্রীতির সহিত যে উপাসনা, সেই উপাসনা - প্রীতি বিহীন যে উপাসনা, সে উপাসনা নহে। আমাদের অন্তরে যদি কৃতজ্ঞতা কি শ্রদ্ধা কি প্রীতির ভাব না থাকে; তবে শত শত বাহ্যিক অনুষ্ঠানেও ঈশ্বরের উপাসনা হয় না। বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করিলে লোকের নিকটেই বিনয় রক্ষা হইতে পারে, ঈশ্বরের নিকট বিনয় রক্ষা হয় না। আমরা অন্য লোকের মনের ভাব অতি অল্পই বুঝিতে পারি; প্রদাতার মনে হিতৈষণা থাকুক বা না থাকুক, তাহার বাহ্য ক্রিয়াতেই আমরা উপকৃত হই—আমরাই যখন সহস্র সহস্র বিনয়পূর্ণ কপট বাক্য তুচ্ছ করি, যখন প্রীতি বিহীন উপকারকে উপকারই বোধ করি না; তখন ঈশ্বরের প্রতি বাহ্যিক ভাব প্রকাশ করিতে যাওয়া কেমন মূঢ়ত্বের কর্ম্ম। ছায়া যেমন বস্তুর উপরে নির্ভর করে, আমাদের বাহ্যক্রিয়াও সেই রূপ আন্তরিক ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বরের জন্য বাহ্য আড়ম্বর করার কোন অর্থই হয় না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়া যত করিতে পারে, তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে আর অধিক কিছুই দিতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত সন্তান মিলিয়াও ঈশ্বরের আনন্দের কণামাত্রও বর্দ্ধন করিতে পারে না। তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য স্পষ্টই রহিয়াছে। আমাদের সকলই তাঁহা হইতে--হয় প্রীতি দেয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর; নতুবা আর সকলই ছলনা মাত্র।

তাঁহাকে প্রীতি করা কি বড়ই আয়াসের কর্ম্ম? একবার ভাবিয়া দেখ কাহাকে প্রীতি করিবার কথা হইতেছে। যিনি স্বভাবতই নিষ্কলঙ্ক সুন্দর প্রেমময় পুরুষ, তাঁহাকে প্রীতি করিতে গেলে কি আমাদের স্বভাবকে বিকৃত করিতে হয়? মনুষ্যের যদি এমন বিশ্বাস থাকে, যে ঈশ্বর ন্যায় ও মঙ্গলের বিরোধে কার্য্য করেন, তবে তিনি অবশ্যই বলিতে পারেন, যে তাহাতে তাঁহার প্রীতি স্বভাবতই যায় না। কিন্তু যখন আমাদের এই অটল বিশ্বাস, যে আমরা যাহা সত্য ও মঙ্গল বলিয়া জানি, তাহা হইতে তিনি অনন্তগুণে সত্য—অনন্তগুণে মঙ্গল; আর আমরা যাহা অসৎ ও অমঙ্গল দেখি, তাহা তিনি কখনই নহেন, কখনই হইতে পারেন না; তখন তাঁহার প্রতি প্রীতি ভিন্ন আর কি ভাব অর্পিত হইতে পারে? যিনি স্বভাবতই প্রেমময় তাঁহাকে প্রীতি করা কেমন স্বাভাবিক। তাঁহাকে প্রীতি করিবার আদেশ আমরা অন্তর হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের নিকট হইতে তাঁহার প্রীতি পাইবার অধিকার আছে। তাঁহার প্রীতিতেই আমাদের সমুদয় প্রকৃতির চারিতার্থতা হয়—তাঁহার প্রীতির জ্যোতিঃ না পাইলে আমাদের প্রকৃতি হীন ও মলিন হইয়া থাকে।

ঈশ্বরে নিঃস্বার্থ প্রেম নিঃস্বার্থ অনুরাগ

অর্পণ করিতে হইবে। ধর্ম্মের জন্যই যেমন ধর্ম্মকে সাধন করিতে হইবে; ঈশ্বরের জন্যই সেই রূপ ঈশ্বরকে আরাধনা করিতে হইবে। এই সহজ সত্যের প্রতি যে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য প্রেমময় পুরুষকে প্রীতি করিব, তাঁহার জন্য কর্ম্মাকর্ম্ম কার্য্য কারণ অনুসন্ধান করা কি? আমাদের হৃদয়ের ক্ষুধা কি প্রীতি নহে? সংসার আমাদের এই প্রেম-ক্ষুধা অল্পই নিবারণ করিতে পারে, তথাপি সংসারেও আমরা স্থল বিশেষে নিষ্কাম প্রীতি স্থাপন করি। পুত্র বৃদ্ধ বয়সের যষ্টি স্বরূপ হইবে, এই জন্য কি মাতা তাহাকে স্নেহ করেন? না পিতা পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবেন, এই ভয়ে তাঁহাকে পুত্র ভক্তি করে? এই সংসারের প্রেমও যদি নিঃস্বার্থ হইতে পারে, তবে ঈশ্বর প্রীতির ফল অনুসন্ধান কেন করিতে যাই। যিনি সমস্ত প্রেমের আকর স্বরূপ, যাঁহার ক্রোড়ে আমরা অতি যত্নের সহিত লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি, তাঁহাকে প্রীতি করিবার কি কোন অভিসন্ধি চাই? লোভ, ভয়, এই সকল দিয়া কি সেই প্রীতিকে কলঙ্কিত করা উচিত? ঈশ্বর আমাদের কাম্য বিষয় লাভের উপায় নহেন, কিন্তু তিনি আমাদের পরগতি শেষ লক্ষ্য। আমাদের মনে যে কোন কুটিল অভিসন্ধি গুপ্ত থাকে, তাহাই ঈশ্বরের উপাসনার প্রতিবন্ধক হয়। তাঁহাতে নিষ্কাম নিষ্ঠা আবশ্যক। আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিব, কেননা তাঁহাকে প্রীতি করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। আমরা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে জীবন ব্যয় করিব, কেন না তাহা তাঁহারই কার্য্য। ইহাতে আমাদের অন্য কোন অভিসন্ধি নাই। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, যেমন নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত, সেইরূপ ঈশ্বরের উপাসনাও নিষ্কাম উপাসনা হওয়া উচিত। তাঁহার উপাসনার অধিকারই আমাদের শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমরা সকল কার্য্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারি, ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। তাহার ফলাফল ক্ষতি বৃদ্ধি বিবেচনা করা আমাদের নহে। ফল প্রদান করিবার ভার সেই ফলদাতার হস্তেই আছে। তাঁহার প্রীতিতে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে হইবে।

---

## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৮ পৌষ বুধবার ১৭৮১ শক

পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপি। সমুদয় বিশ্ব সেই পরম দেবতার মন্দির। শূন্য তাঁহার নিগূঢ় সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা অতি ক্ষুদ্রজীব; তিনি মহান্ "তিনি পুরাণমগ্র্যং।" তিনি অনিত্য বস্তু-সকলের মধ্যে একমাত্র নিত্য পদার্থ। সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ—তিনি আপনার মহিমাতেই আপনি নিয়ত স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। তাঁহার নিকটে কিছুই বৃহৎ নহে ও কিছুই ক্ষুদ্র নহে। তিনি অণু হইতেও অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্; সাধুকর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি নাই, অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস নাই। আমরা অল্প বিষয় জানিতেছি—অল্প বিষয় লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-নেত্র সর্ব্বত্রই বিস্তৃত রহিয়াছে। বিচিত্রতা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না—নির্জ্জন তাঁহার নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারে না—অন্ধকার তাঁহাকে অন্ধ করিতে পারে না। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্রই, তাঁহার শক্তি সর্ব্ব লোক পালনী—তাঁহার প্রেম সমুদয় জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই সেই মহান্ দুর্জ্ঞেয় পুরুষকে জানিতেছি—ক্ষুদ্র কীট হইয়া সেই দেব দেবের আরাধনা করিতেছি—তাঁহার নিকটস্থ হইতে সাহস করিতেছি। এ কেবল তাঁহারি প্রসাদ, তাঁহারি করুণা। আমাদের কি সাধ্য যে তাঁহার রাজ সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তি হই;

কি পুণ্য বল যে তাঁহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সন্নিধানের যোগ্য হইতে পারি। এ কেবল তাঁহারই করুণা, তাঁহারই করুণা। সমুদয় লোক ও সমুদয় জীবের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে, আমাদের কি সৌভাগ্য! তিনি আমাদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্তেও বিস্মৃত নহেন। আমরা জানি আর না জানি, তাঁহার প্রীতি দৃষ্টি আমাদের প্রতি সর্ব্বদা রহিয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি বা না করি, তিনি আমাদিগকে করুণা বিতরণে ক্ষান্ত নহেন। আমরা তাঁহার পিতৃভাব উপলব্ধি করি কি না করি, তিনি আমাদের পরম পিতা রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার হস্ত আমাদের জন্য বিনির্ম্মুক্ত রহিয়াছে, তাঁহার মধুর আহ্বান শ্রবণ করিলে তিনি আমারদিগকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। ধনের জন্য লালায়িত হইয়া হয়ত তাহা পাওয়া যায় না, খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য চির জীবন ঘূর্ণায়মান হইলে হয়ত তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ করুণা যে সাধক মনের সহিত তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেই তিনি সেই প্রার্থনা অচিরাৎ পূর্ণ করেন।

কিন্তু আমরা কি বিমূঢ়। কি ক্ষীণ মতি। বিষয়ের মধুর স্বরেই আমরা প্রবঞ্চিত রহিয়াছি। সংসারই আমাদের সর্ব্বস্ব, ঈশ্বর কিছুই নহেন। কতকগুলি চেতন-শূন্য জড়-রাশিই আমাদের নিকটে সত্য, জগতের প্রাণ ঈশ্বর সত্য নহেন। সুখই আমাদের সেব্য, প্রদাতা কৃতজ্ঞতার বিষয় নহেন। মৃত্যুর ভীষণ করাল মূর্ত্তি দেখিয়া যখন আমরা ভীত হই, তখন হয়ত ঈশ্বরকে স্মরণ করি, কিন্তু কর্ম্মের সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি; বিষয় কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে মনে স্থান দিই না। বিষাদ ও বিপদের সময় যখন আমারদিগকে সকলে পরিত্যাগ করে, তখনই হয়ত ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করি; কিন্তু সম্পদের সময়ে কেবল সম্পদকেই সেবা করিতে রত থাকি। দুর্ব্বহ রোগে আক্রান্ত হইয়া হয়ত পৃথিবী লোককে ক্ষণ কালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করি এবং অনন্ত কালের প্রতি একবার তাকিয়া দেখি: কিন্তু আবার যখন সুস্থতা পাই, যখন সুখ-সমীরণ সেবন করি, তখন মৃত্যুকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাই—ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি, বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত হই—ইহকালই সর্ব্বস্ব হয়, অনন্ত ভাবি কালের প্রতি লক্ষ্যই আইসে না। সংসারই আমাদিগের উপরে প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছে। আমরা কিসের জন্য খেদ করি? বিষয়ের অভাব জন্য। কিসেতে স্ফীত হই? সাংসারিক সম্পদে। কিসেতে মুহ্যমান হই? বিষয় বিপদে। কি বিষয় চিন্তা করি? আপনার ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই অধিক কাল চিন্তা করি। ইহাতে মনের স্বাস্থ্য, আত্মার স্বাস্থ্য কখনই হয় না। আমরা অল্প বিষয়ের জন্য সেই ভূমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। আমরা আমাদের অনন্ত কালের উপযুক্ততাকে বিনাশ করিতেছি।

কিন্তু দূর দৃষ্টিতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয়। শিশুর নিকটে বর্ত্তমান কালই সর্ব্বস্ব। আপাতরম্য বিষয়ই তাহার নিকটে রমণীয়। বালক অল্পে অল্পে পরিণাম দৃষ্টি শিক্ষা করিতে থাকে। সে শিক্ষকের প্রীতি লাভের প্রত্যাশায় পাঠাভ্যাসে কেমন মনোযোগী হয়—সমবয়স্কের সহিত ক্রীড়ার কালকে কেমন আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই দূর দৃষ্টি আরো অধিক হয়। কৃষক তাহার পরিশ্রমের ভাবিফলের প্রতি কেমন ধৈর্য্যের সহিত লক্ষ্য করে—পিতা তাহার পুত্র সকলের ভাবি মঙ্গল উদ্দেশে কি কষ্ট পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করেন। জ্ঞান আর অজ্ঞান, শিশুকাল আর যৌবন কাল—ইহার মধ্যে বিশেষ ভিন্নতা কিসে হয়? না দূর দৃষ্টিতে। আমরা কেবল বর্ত্তমানেরই জীব নহি, কিন্তু ভাবি কালের জন্য প্রস্তুত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। এই পৃথিবী লোকের জন্যও যদি এই নিয়ম হয়, তবে অনন্ত ভাবি কালের প্রতি আমরা কেন না দৃষ্টি করি—বিষয়ের আবরণ ভেদ করিয়া কেন না আমরা সত্যের প্রতি লক্ষ্য করি—মৃত্যুর পরপারে কেন না দৃষ্টি পাত করি।

আমারদের অনন্ত কালের সম্বল কেবল

এক মাত্র ঈশ্বর। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের অস্থায়ী সম্বন্ধ—আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ কেবল ঈশ্বরের সঙ্গেই আছে। যখন বন্ধু-বান্ধব সকল হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইব—যখন এ লোক হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে ; তখন আমাদের জন্য ঈশ্বরই থাকিবেন। তিনি স্বয়ং আপনাকে প্রদান করিয়া আমাদের ক্ষুধা শান্তি করিবেন, আমাদের পুষ্টি সাধন করিবেন। এখানে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলে তাহা আর কোন কালেই ছিন্ন হইবেক না, একবার তিনি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়া আর কখনই অন্তরিত হইবেন না। তিনি আমাদের চিরকালের সম্বল ও উপজীবিকা। আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকিবেন। যখন আমাদের বল বীর্য্য ক্ষীণ হইবে—যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে ; তখনই কি ঈশ্বরকে স্মরণ করিব? এখনই তাঁহাকে আশ্রয় কর, এখানেই তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ কর ; তিনি আমাদিগকে তাঁহার শীতল আশ্রয় প্রদান করিবেন—অমৃতের পথ প্রদর্শন করিবেন—তিনি নির্ব্বিঘ্নে সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ করিবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

---

## ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনের এক বিশেষ কাল উপস্থিত হইয়াছে। এ ধর্ম্মের উপরে এক্ষণে সকলেরই চক্ষু পড়িয়াছে, ইহার প্রতি আর কেহ উদাসীন নাই। চতুর্দ্দিক্ দিয়া শত্রু দলেরা ইহাকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যত দিন পর্য্যন্ত ইহার উন্নতি প্রকাশ পায় নাই, তত দিন ইহার উপরে কাহারো লক্ষ্য ছিল না, কাহারো কটাক্ষ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সকলের বিষদৃষ্টি ইহাতে পতিত হইয়াছে। ইহার প্রতি অনেকের যে সদ্ভাব আছে, স্নেহভাব আছে, এমন কখনই মনে করিও না;ইহার বিদ্বেষী অনেকেই। এক দিকে খৃষ্টানেরা ; তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে সমুদয় ভারতবর্ষকে খৃষ্টান ধর্ম্মে অবনত করেন। তাঁহারা দেখিতেছেন কোথা হইতে এক ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া তাঁহাদের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছে। এ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এ ধর্ম্মের প্রতি, ইহার প্রচারকের প্রতি, গৃহীতার প্রতি, তাঁহাদের একটী ঈর্ষা,বিদ্বেষভাব, বিলক্ষণ রহিয়াছে। পৌত্তলিকেরাও এ ধর্ম্মের শত্রু। পূর্ব্বের মত তাহাদের ইহাতে আর নিরপেক্ষ ভাব নাই। তাহাদের অন্তরে দ্বেষভাব জ্বলিতেছে। যে সকল পরিবারেরা আবহমান কাল অসত্য ধর্ম্মের শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, তাহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক এক গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলের নিদ্রিত মনকে জাগ্রত করিয়া দিতেছে। যাঁহারা পৌত্তলিক পরিবারের মধ্যে থাকিয়া সত্যধর্ম্ম এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নানা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে—অনেকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাস্ত হইতেছেন। তাঁহাদের পরিবারেরা তাঁহাদের ইহকাল পরকাল দুয়েরই প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। মনুষ্যের শাসন যতদূর না যাইতে পারে, তাঁহাদের শাসন ততদূর বিস্তৃত। তাঁহারা যে কেবল তাঁহাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সংসারের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়েন, তাহা নহে। তাঁহাদের ধর্ম্মোন্নতির যাহাতে ব্যাঘাত জন্মে, ধর্ম্মকার্য্য যাহাতে অক্ষুব্ধচিত্তে না করিতে পারেন, ঈশ্বরের উপাসনা যে নির্ব্বিঘ্নে করিবেন তাহাও যাহাতে না পারেন, এতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের চেষ্টা। তাঁহারা তাঁহাদের ব্রাহ্মভ্রাতাকে সকল সম্পদের সম্পদ ঈশ্বর হইতেও বঞ্চিত করিতে চাহেন। পৌত্তলিকেরা তো এই প্রকার, আবার এইক্ষণে এক নূতন দল উত্থিত হইয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। মনুষ্য হইয়া অদৃশ্য অলক্ষ্য ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করে তাহারা ইহার কোন অর্থই পায় না। তাহাদের মুখে এই কথা শুনা যায়, ঈশ্বর আছেন তো আছেন,তাহাতে আমাদের কি ? শত সহস্র লক্ষ্য যোজন দূরবর্ত্তী একটী নক্ষ-

ন্ত্রেরও সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আমাদের স্রষ্টা পাতা ঈশ্বরের সহিত তাহাদের মতে কোন সম্বন্ধই নাই। যে সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বৃথা ক্ষেপণ করিবে, সে সময় বিদ্যা শিক্ষা করিলে উপকার দর্শে; সংসারের প্রতি মন দিলে কার্য্য দেখে। সংসারের উন্নতি কর; লোকের উপকার কর; আমোদ প্রমোদ কর; এই তাহাদের উপদেশ। সার বিষয়কে অবহেলা করিয়া কল্পনাতেই নৃত্য করা, ঈশ্বর ধর্ম্ম পরকাল যাহার মীমাংসা কস্মিন্ কালেও হয় নাই, তাহাতেই কাল ব্যয় করা অপেক্ষা তাহাদের মতে আর কিছুই অনিষ্টকর নহে। তাহারা নিরপেক্ষ থাকিলেও এ দেশের মঙ্গল, কিন্তু তাহা না থাকিয়া তাহারা আপনাদের দলে অনেককেই আকর্ষণ করিতেছেন।

অতএব দেখ সকলেই আমাদের বিপক্ষ। আমাদের সহায় অতি অল্প। আমাদের হস্তে যে সংগ্রাম রহিয়াছে, সে কিছু সহজ সংগ্রাম নহে। আমাদের সমুদয় দল বল একত্র করিয়া এই সকল বিপক্ষতা অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু আমরা তাহার কি করিতেছি? আমরা কি আমাদের সকল বল একত্র করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি? আমাদের চতুর্দ্দিকেই শত্রু দল; খৃষ্টানেরা বিপক্ষ, পৌত্তলিকেরা বিপক্ষ, নাস্তিকেরা বিপক্ষ; এই বিপক্ষতা অতিক্রম করিবার জন্য আমরা কি করিতেছি? ঐক্য, সৌহার্দ্দ, প্রণয়ভাবই আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র। এক প্রীতি সূত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের বন্ধন। ঈশ্বরে প্রীতি; আপনাদের মধ্যে প্রীতি; এই দুই ভাবই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলাধার। প্রীতি ছাড়িয়া কোন কার্য্যও আমাদের নহে; আমাদের কার্য্যও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রণয়ভাবটি বিস্তার করা অতীব কর্ত্তব্য। আমাদিগের মধ্যে পরস্পর দ্বেষভাব, ক্রোধভাব, বিচ্ছিন্নভাব না থাকে, সকলেরই ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অন্যের দোষের প্রতিক্ষমানেত্র বিস্তার করা, তাহার উপরে আক্রোশ না করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন ভাবে দৃষ্টি করা, অসৎকে সদ্ভাব দ্বারা পরাজয় করা, এই আমাদের কার্য্য। সকলেরই ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, কিসে আমাদের মধ্যে একটী ঐক্য বন্ধনবদ্ধ হয়, ভ্রাতৃ ভাব স্থাপিত হয়। যে ঐক্য বন্ধন এই হতভাগ্য দেশে কোন উপায়ে কখন হয় নাই, এক্ষণে তাহারই সংস্থাপনের ভার ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেন এই মহৎ কার্য্যের প্রতিবন্ধক না হই। আমরা যেন এ বিষয়ে উদাসীন না থাকি। আমাদের সমুদয় বল একত্র করিয়া যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে নিয়োগ করি। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত হইলে এদেশে যাহা কখন হয় নাই, তাহাই হইবে; এখান হইতে ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ ও পিতৃভক্তি—ঈশ্বরে প্রীতি ও আপনাদের মধ্যে প্রণয় ভাব এ দুইই একত্রে উত্থিত হইয়া সকল স্থানকেই সিক্ত করিবে।

ত্যাগ স্বীকার করা, কষ্ট বহন করা, বিপক্ষতা সহ্য করা এবং সকলে ঐক্য হইয়া অপরাজিত চিত্তে ধর্ম্মকে রক্ষা করা: সকল ধর্ম্মের উন্নতিই এই প্রকারে হয়। ধর্ম্মযুদ্ধে সঙ্কুচিত হইলে আমাদের দিয়া কিছুই হইবে না। আমাদের এই প্রকারে চলিতে হইবে, যেন সমুদয় ব্রাহ্মই এক শরীর—ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার প্রাণ। ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবিতবান্ ধর্ম্ম করিতে হইবে, মৃতধর্ম্মের বল কোথায়? সৌহার্দ্দ বন্ধনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বল। এক হস্তে খড়্গ, অন্য হস্তে শাস্ত্র ধারণ করিয়া এধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে না। প্রতি জন যেন এই মনে করেন, আমার উপরেই এ ধর্ম্মের সকল ভার পতিত হইয়াছে। যাঁহার যত সাধ্য তিনি সেই প্রকারে সাহায্য করুন। এধর্ম্মের যিনি উপদেশ দেন, এ ধর্ম্ম যিনি শিক্ষা করেন, এই উভয়ই ইহার সহযোগী। প্রতি ব্রাহ্মেরই এই মনে করিতে হইবে, আমার উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সমুদয় ভার। তিনি তাঁহার সহযোগী পাইলে ঈর্ষান্বিত হইবেন না, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে আনন্দিত হইবেন। তিনি যেখান হইতেই হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দেখিলেই সুখী হইবেন।

তিনি দুর্নিবার দেশাচারকে অতিক্রম করিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে দণ্ডায়মান হইবেন; লোকভয় তাঁহাকে কিছুমাত্র ভয় দিতে পারিবে না। যদি প্রত্যেকে এই রূপে চেষ্টা করেন, তবে কি তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিছুমাত্র অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। বালক কি যুবা, ধনী কি দরিদ্র, সকলেই ইহাতে কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। অতি হীন অবস্থার লোকেও এ ধর্ম্মের সহায় হইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্বই এই। রাজ ভবনে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার, দরিদ্রের অন্ধকার কুটীরেও সেই প্রকার। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সেই জগৎপিতারই অনুকরণ কর; তাঁহার নিকটে কেহই নীচ নহে, কেহই ত্যাজ্য নহে। তাঁহার উপরেই নির্ভর করিয়া সকল স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বল প্রকাশ করিতে থাক—সকল স্থানেই প্রীতি সূত্র বিস্তার কর—ঐক্য বন্ধন বদ্ধ কর। প্রথমে দেখ আমি যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে কতদূর পারিয়াছি: পরে দেখ আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম কতদূর প্রচার করিতে পারিয়াছি। আপনাকে যথার্থ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে নিবিষ্ট কর, অন্যকে তাহার আশ্রয়ে আনয়ন কর। প্রতি ব্রাহ্মই যদি এই প্রকারে আচরণ করেন, তবে এখন যেমন তিন দশ বিপক্ষ, এমন শত সহস্র শত্রুদল একত্র হইলেও কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা যদি ইহার বিপরীত আচরণ করি, যদি আমরা সকলে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকি, যদি লোক ভয়কে আমরা ঈশ্বর হইতে অধিক করিয়া মানি; যদি দেশাচারই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়; যদি ধর্ম্মের জন্য একটুকুও ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারি; ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পরিবারের কিঞ্চিৎ ক্রোধ দৃষ্টির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হই; যদি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে এতটুকু বিশ্বাস না থাকে যে সকল বিপদের মধ্যে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করা কোন মতেই আমাদের সাধ্য হইবে না। তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম শরবৃক্ষের ন্যায় নিস্তেজিত থাকিবে, অল্প বায়ুবেগেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা জান, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায় কে? স্বয়ং ঈশ্বর এ ধর্ম্মের সহায়। যেখানে তিনি আছেন, সমুদয় জগৎ সংসার একত্র হইলেও ইহার কিছুই করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায় যদি আর কেহই না থাকে, তথাপি তিনি ইহার মূলকে কদাপি উন্মূলিত হইতে দিবেন না। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যদিও এক্ষণে সকলেই আমাদের বিপক্ষ; আমাদের ধন নাই, সহায় নাই, ঐক্য নাই; তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্ম এ সমুদয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কেমন অল্পে অল্পে উত্থিত হইতেছেন। অল্পে অল্পে, কেন? না ব্রাহ্মধর্ম্মে সার আছে। দীর্ঘ কাল স্থায়ী সারবান্ বৃক্ষ এক দিনেই উন্নত হইয়া উঠিতে পারে না। পৃথিবীর ভাবই এই, এখানে যাহা শীঘ্র শীঘ্র ফলবান্ হয়, তাহা তেমনি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ত্রিংশৎ বৎসরের ঝঞ্ঝাবায়ু অতিক্রম করিয়া দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় উন্নত হইয়া রহিয়াছে, ইহা এদেশের অত্যন্ত শুভ চিহ্ন। ইহার আশু উন্নতি না দেখিতে পাইয়া বিপন্ন হইও না; মরুভূমি তুল্য এই যে বঙ্গভূমি, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হওয়া যত আশ্চর্য্য, তাহার উন্নতি হওয়া ততোধিক আশ্চর্য্য নহে। এ দেশের দুরবস্থা মনে করিলে আমাদের আশা আর কোন ক্রমেই বল পায় না। আমরা কোন রূপেই ইহা স্থির পাই না, ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবই কি প্রকারে হইল? কোন কার্য্যকারণ সূত্রেই আমরা ইহা নির্ণয় করিতে পারি না; ইহাতে কেবল একমাত্র ঈশ্বরের প্রসাদ ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি বিষয়েও ঈশ্বরের প্রতিই আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" ইহার উপরেই আমাদের একান্ত ভরসা। সেই সত্য পুরুষের সংকল্পই এই যে যাহা কিছু সত্য, পবিত্র; তাহাই অবশেষে জয়ী হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি এক্ষণে এদেশে নির্ব্বাণও হয়, যদি এখানকার একটী লোকেও তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহাতেই বা কি? তাঁহাদেরই কি

আমাদের আশা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে? কখনই না। এখন ইহা বিলুপ্ত হইলে আর কি হইবে? আমাদেরই অশ্রুপাত হইবে। আমরা এধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া ইহার বলে বলী হইয়া ইহার উন্নতি সাধন করিতে পারিলে আমারদিগের যে এক গৌরব হইত তাহাই হইবে না, আর কি হইবে? হিমালয়কে তাহার মূল হইতে বরং বিচ্ছিন্ন করা যায়, সূর্য্যকে তাহার কক্ষাদেশ হইতে বরং বিচ্যুত করা যায়; তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মকে মানব প্রকৃতি হইতে কদাপি উন্মূলন করা যাইবে না। এ ধর্ম্ম সকল পৃথিবীর ধর্ম্ম, মানব জাতির ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম এ কালে প্রকাশ না হয়, অন্য কালে প্রকাশিত হইবে। এই মরুভূমিতে না হয়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উন্নত দেশে হইবে। কিন্তু যাহাতে আমরা স্বহস্তে জল সেচন করিয়াছি, যাহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছি, আমরা কোন্ প্রাণে এখান হইতে তাহার উচ্ছেদ দশা দেখিব? এই সকল বিবেচনা করিয়া তোমরা সকলে জাগ্রত হও। তোমরা যাহার জন্য সংগ্রাম করিবে, সে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম—তোমরা যাঁহাকে সহায় পাইবে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তোমরা এমন উপযুক্ত কালও আর কখন পাইবে না; এমন দুর্ল্লভ কালকে উপেক্ষা করিলে ইহা হয়ত চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জীবিত ধর্ম্ম, তাহা এইক্ষণকার বিপক্ষতাতেই প্রকাশ পাইতেছে; ইহা মৃত ধর্ম্ম হইলে ইহার প্রতি কেহ লক্ষ্যই করিত না। তোমরা তোমাদের বল প্রকাশ করিবার এক্ষণে অবসর পাইয়াছ। সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণ পণে প্রচার কর। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিয়া যে মন্দ, যে পতিত, যে বিযুক্ত, সকলকেই একত্র করিয়া এই একই কার্য্যে নিয়োগ কর। সকল বিপদ মস্তকে ধারণ কর, সকল বিপক্ষতা সহ্য কর, সকল ত্যাগ স্বীকার কর, যদি তাহাতে এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—যদি তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতাপ অতি অল্প স্থানেও অক্ষুণ্ণ হয়।

# বিজ্ঞান

## বায়ু-বিজ্ঞান।

২০০ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৩ পৃষ্ঠার পর

ষষ্ঠতঃ। বায়ুর যে গুণ থাকাতে উহাকে চাপিয়া সংকুচিত করা যায় তাহাকে সংকোচ্যতা গুণ (Compressibility) কহে। জল প্রভৃতি দ্রব পদার্থের এই গুণ এত অল্প যে কিছুমাত্র নাই বলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু তাহারা সহস্র মণ ভারে নিপীড়িত হইলেও এত অল্প পরিমাণে সংকুচিত হয়, যে তাহা সহজে অনুভূত হয় না। কোন কোন কঠিন পদার্থের এই গুণ অপেক্ষাকৃত অধিক আছে বটে কিন্তু বায়ুর তুলনায় তাহাও অতি অল্প মাত্র এবং তাহাদের সংকোচ্যতা গুণ বায়ুর ন্যায় নিয়মিত নহে। বায়ুর এই গুণ এত অধিক যে তাহাকে চাপিয়া কতদূর পর্য্যন্ত অল্পায়তনে আনা যাইতে পারে তাহার সীমা করা যায় না।

এই ক. খ. চিহ্নিত নলের খ অন্ত রুদ্ধ ও ক অন্ত খোলা এবং তাহাতে গ. চিহ্নিত একটি চাপদণ্ড (Piston) এরূপ ভাবে সংযুক্ত যে ইচ্ছামতে তাহাকে নলের মধ্যে সঞ্চালন করা যাইতে পারে—অথচ তাহার কোন পার্শ্ব দিয়া নলান্তর্গত বায়ু নির্গত বা বাহ্য বায়ু প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ঐ চাপদণ্ডের উপর প্রদেশ এক বর্গইঞ্চ পরিমিত। যখন চাপ-দণ্ড ঐ নলের ক. চিহ্নিত স্থানে থাকে, তখন তাহার উপর বায়ুরাশির যে ৭৷৷০ সের চাপ আছে তাহা নলের ভিতর রুদ্ধ বায়ুর উপর পড়ে কিন্তু তাহাতে নলান্তর্গত বায়ুর আয়তনের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, চাপদণ্ডটী সাম্যাবস্থায় থাকে; যেহেতু বায়ুরাশি যে রূপ চাপদণ্ডকে অধোভাগে নলান্তর্গত বায়ুর উপর চাপিতেছে, বায়ুর স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাতে নলান্তর্গত বায়ুও সেই চাপদণ্ডকে ঊর্দ্ধ ভাগে উন্নত করিতেছে; চাপদণ্ডের উপরিভাগে বায়ুরাশির চাপ, ও অধোভাগে বায়ুর স্থিতিস্থাপক শক্তির প্রতিচাপ সমান রহিয়াছে। ঐ চাপদণ্ডের উপরে যে বায়ুস্তম্ভের ৭৷৷০ সের চাপ ... তদ্ব্যতীত যদি আর ৭৷৷০ সের চাপ দেওয়া

যায়, তবে সেই চাপদণ্ড নলান্তর্গত বায়ুকে চাপিয়া নলের মধ্য পর্য্যন্ত আইলে, তাহাতে ঐ বায়ুর আয়তনের অর্দ্ধেক হ্রাস হয়। যদি নলান্তর্গত বায়ুর উৎসেদ ১২ দ্বাদশ ফুট থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত ১৫ পঞ্চদশ সের চাপে সঙ্কুচিত হইয়া ৬ ফুট হয়। তদুপরি যদি আর ৭৷৷০ সের চাপ (সর্ব্ব সমেত ২২৷৷০) দেওয়া যায় তবে তাহার আয়তনের দুই তৃতীয়াংশের হ্রাস হয়, এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪ ফুট মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই রূপ চাপদণ্ডের উপরে যে পরিমাণে অধিক চাপ দেওয়া যাইবেক তৎপরিমাণে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে (অর্থাৎ দুই বায়ুরাশির সমান ১৫ সের চাপে অর্দ্ধেক; তিন বায়ুরাশির সমান ২২৷৷০ সের চাপে দুই তৃতীয়াংশ ও ৪ চারি বায়ুরাশির সমান ৩০ সের চাপে ত্রি চতুর্থাংশ ইত্যাদি নিয়ম ক্রমে সেই বায়ু চাপিত ও সংকুচিত হইবেক। এই নিয়মানুসারে ৭৷৷০ সেরের দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ চাপে সেই বায়ুর ক্রমশঃ অর্দ্ধেক তৃতীয়াংশ চতুর্থাংশ আয়তনে সঙ্কুচিত হইবে এবং যে পরিমাণে ঐ চাপের হ্রাস হইবেক পূর্ব্বোক্ত মতে ঠিক সেই পরিমাণে বায়ুর আয়তনের বৃদ্ধি হইবেক। চাপ দ্বারা বায়ুকে যে কত অংশে সংকোচ করা যায় তাহার পরিসীমা নাই। অতএব সংকোচ্যতা বায়ুর একটী বিশেষ গুণ বলিতে হইবেক, যেহেতু কি কঠিন কি দ্রব কোন পদার্থেরই এই গুণ এত অধিক দৃষ্ট হয় না।

সপ্তমতঃ। পূর্ব্বোক্ত গুণ ব্যতীত স্থিতি স্থাপকতা নামক বায়ুর আর একটী বিশেষ গুণ আছে তাহাও সংকোচ্যতা গুণের ন্যায় বিস্ময়জনক ও অনির্দ্দেশ্য। পূর্ব্বলিখিত ক. খ. চিহ্নিত নলের তৃতীয়াংশ জল পূর্ণ করত গ. দণ্ডকে প্রথমতঃ ঠিক সেই জলের উপরে স্থাপন করিয়া তৎপরে কিছুদূর ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে সেই জল ও চাপদণ্ডের মধ্য-স্থান শূন্য থাকে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি নলের এক তৃতীয়াংশ বায়ু পূর্ণ থাকে তবে ঐ গ. চিহ্নিত চাপদণ্ড যত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করা যায় ততই সেই বায়ু বিস্তৃত হয় এই প্রকারে তাহার আয়তন যে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে তাহার সীমা করা যায় না। বায়ুর এই গুণকে স্থিতি স্থাপকতা কহে।

পূর্ব্বোক্ত নলের বিষয়ে বলা গিয়াছে যে চাপদণ্ড নলের মুখ পর্য্যন্ত আনিয়া রাখিলে বায়ুভারে তাহা অবনত হয় না কিন্তু যেমন তেমনি থাকে। তাহার কারণ এই যে নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর স্থিতি-স্থাপক শক্তি আর বাহ্য বায়ুর চাপ উভয়ই সমান।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে পৃথিবীর সন্নিকট বায়ুর স্থিতিস্থাপক শক্তি, আর বায়ু রাশির চাপ উভয়ই সমান অর্থাৎ ৭৷৷০ সের; যেহেতু স্থিতিস্থাপক শক্তি, বায়ু রাশির চাপের অপেক্ষা অল্প বা অধিক হইলে ঐ চাপদণ্ড নামিয়া বা উঠিয়া যাইত, কখনই স্থিরভাবে থাকিত না; কারণ চাপ ও প্রতিচাপ উভয়ই সমান না হইলে কোন বস্তুই সাম্যাবস্থায় থাকিতে পারে না। অতএব প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থানের উপরে বায়ুরাশির যে রূপ ৭৷৷০ চাপ আছে, বায়ুকে কোন পাত্রে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সেই পাত্রের অভ্যন্তর প্রদেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থানও সেই রূপ বায়ুর স্থিতিস্থাপক শক্তির ৭৷৷০ সের চাপে বহির্মুখে চাপিত হয়।

পরন্তু বায়ু যে পরিমাণে সংকুচিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং চাপের হ্রাস হইলে যে পরিমাণে তাহার আয়তনের বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে তাহার স্থিতি স্থাপক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ক, খ, চিহ্নিত নলের বায়ু শুদ্ধ বায়ু রাশির ৭৷৷০ ভারে যখন ১২ ফুট উচ্চ থাকে তখন তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তিও ৭৷৷০ সের। সেই বায়ু যখন পূর্ব্ব কথিত মত চাপে ৬ ফুট, ৪ ফুট ও ৩ ফুট হয়, তখন তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তি পর্য্যায় ক্রমে ১৫ সের, ২২৷৷০ সের ও ৩০ সের অর্থাৎ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, ও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয় এবং যদি সেই ১২ ফুট বায়ু বিস্তৃত হইয়া ২৪ ফুট হয় তবে তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তিও অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ হইয়া থাকে। এই রূপ যে পরিমাণে বায়ু সংকুচিত বা বিস্তারিত হইবেক সেই পরিমাণেই তাহার স্থিতি স্থাপক শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবেক।

পৃথিবীর সন্নিকটস্তরের বায়ুর ঘনত্ব, গুরুত্ব, চাপ, ও স্থিতি স্থাপক শক্তি তদুপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা অধিক যেহেতু তদুপরি অধিক বায়ুরাশির চাপ আছে; আমরা যতই ঊর্দ্ধে উত্থিত হই, ততই বায়ুর পূর্ব্বোক্ত গুণের হ্রাস হয়, যেহেতু তদুপরি বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প। পিরানিজ (Pyrannis) আল্পস (Alps) প্রভৃতি পর্ব্বতের শিখরদেশস্থ বায়ু এত লঘু ও সূক্ষ্ম, যে তাহা অনায়াসেই অনুভব হয়। এবং (Biot) বায়ট ও গে লোসকে (Guy Lussuc) প্রভৃতি বিজ্ঞান বিৎপণ্ডিতেরা ব্যোমযান দ্বারা পৃথিবীর ২৩০০০ ফুট * ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিয়াছেন; তদ-

* ইহার অপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধে অদ্যাপি কেহই উঠিতে পারেন নাই।

কার বায়ু এত সূক্ষ্ম ও লঘু যে শ্বাস প্রশ্বাসের অতিশয় কষ্ট বোধ হয় এবং তাহার চাপ শক্তি এত অল্প যে আমাদিগের শরীরস্থ শিরান্তর্গত তরল পদার্থের উপরি বায়ুর স্বভাবত যত চাপ আছে, তাহার অনেক হ্রাস হওয়াতে শরীরের কোন কোন ইন্দ্রিয় অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে, সময়ে সময়ে শরীরের নানা স্থানে (Cupping glass) কপিংগ্লাস শিঙ্গা বসানর লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয় এবং নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত নির্গত ও কর্ণকুহরে বাদ্যধ্বনি প্রভৃতি নানাবিধ অস্বাভাবিক শব্দের অনুভব হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা কিছু দূর আর অধিক উর্দ্ধে উত্থিত হইলে শরীরস্থ শিরা সমস্ত বিদীর্ণ ও শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই প্রাণ বিনাশ হয়।

এস্থলে অনেকের এই রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে অধিক দূর উর্দ্ধে উঠিলে শরীরের উপর বায়ু চাপের হ্রাস হয় বটে কিন্তু যে পরিমাণে শরীরের বাহ্য চাপ হ্রাস হয় সেই পরিমাণে অন্তরের প্রতিচাপেরও হ্রাস হইয়া থাকে; কেননা যে বায়ু বাহিরে থাকে তাহাই আমরা নিঃশ্বাস সহকারে গ্রহণ করি। অতএব যখন সেখানেও চাপ ও প্রতিচাপ সাম্যাবস্থায় থাকে তখন কেন তথায় আমারদিগের শিরা সমস্ত বিদীর্ণ হইয়া নানা স্থান হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হইবেক?

আমারদিগের দেহের সমস্ত বৃহতন্তু (Tissue) ও তরল পদার্থ (বৃহতন্তু অধিক ও তরল পদার্থ অত্যল্প) স্থিতিস্থাপক গুণ-বিশিষ্ট; চাপে সঙ্কুচিত ও চাপ হ্রাসে বিস্তৃত হয়। সেই বৃহতন্তু ও তরল পদার্থ সকল বায়ুর বাহ্য ও আন্তরিক চাপে সতত সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, অধিক উপরে উঠিলে যতই সেই বায়ুর বাহ্য ও আন্তরিক চাপ হ্রাস হয় ততই সেই বৃহতন্তু ও তরল পদার্থ সকল বিস্তৃত ও শিথিল হইয়া পড়ে এবং এই জন্যই রক্তবহা নাড়ী সকল বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

---

"While thou, O my God, art my Help and Defender,
No cares can o'erwhelm me, no terrors appal;
The wiles and the snares of this world will but render
More lively my hope in my God and my All.
And when Thou demandest the life Thou hast given
With joy will I answer Thy merciful call;
And quit Thee on earth, but to find Thee in heaven,
My portion for ever, my God and my All."

# বিজ্ঞাপন

অনেক ব্রাহ্ম উত্তম রূপে সংস্কৃত ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালীন তাহা উপাচার্য্যের সহিত পাঠ করিতে থাকেন কিন্তু তাঁহারা সমস্বরে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারাতে উপাসনার অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; অতএব তাহা সংশোধিত করা অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এ নিমিত্তে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ১৫ বৈশাখ অবধি প্রতিদিন প্রাতঃকাল সাত ঘণ্টা এবং অপরাহ্ণ পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংস্কৃত ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দেওয়া যাইবে। যাঁহারা তাহা শিক্ষা করিবার মানস করেন, তাঁহারা উক্ত সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেই শিক্ষা পাইতে পারিবেন। উত্তম রূপে শিক্ষিত হইলে তবে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সময়ে উপাচার্য্যের সহিত পাঠ করিবার অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইবেন। অনুমতি ভিন্ন কেহ তৎকালে তথায় উপাসনা পাঠ করিতে পারিবেন না।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য।

---

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ।৵০ ছয় আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক ৩ তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিবার মানস করেন, তাঁহারা তাহা এই মাসের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসমাজ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
সম্পাদক।

---

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য যাহা প্রতি রবিবার দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর আরম্ভ হইত, এক্ষণে তাহা প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৬।।০ ঘণ্টার পরে আরম্ভ হইয়া থাকে। কেবল প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হয়।

## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

বাঙ্গলাভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয়, মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

| | |
|---|---|
| ষট্ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান .. .. | ১ |
| আত্মতত্ত্ববিদ্যা .... .... .... | ৵০ |
| প্রাত্যহিক উপাসনা .. ... .. .. | ৴০ |
| পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. .. ... | ।৵০ |
| রাজা রামমোহন রায় কৃত চূর্ণক .. .. | ।৵০ |
| ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম .... .. | ৵০ |
| দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ঐ .. .. | ॥০ |
| ঋগ্বেদ সংহিতা—প্রথমখণ্ড .. .. .. | ১ |
| ঐ—দ্বিতীয় খণ্ড .. .. .. .. | ১ |
| তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .. .. | ।০ |
| সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ .. ... | ॥০ |
| সংস্কৃত পাঠোপকারক .. .. | ৵০ |
| ব্রহ্মসংগীত—ব্রহ্মোপাসনা সহিত .. .. | ।০ |
| পরমেশ্বরের মহিমা .. .. .. .. | ।০ |
| পদার্থবিদ্যা .. .. .. .. .. | ॥০ |
| রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. .. | ॥০ |
| বৃত্তিসহিত দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ | ৵০ |
| বর্ণমালা দ্বিতীয়ভাগ .. .. .. | ৴০ |
| বেদান্তিক ডাকট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড .. .. | ৵০ |
| ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি ও ব্যাখ্যান—রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদিত .. .. | ।০ |
| ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধি .. | ৵০ |
| বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম ... .. .. | ।০ |
| ১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |
| ১৭৭০ শকের শ্রাবণমাস ভিন্ন ১১ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .... | ২ |
| ১৭৭১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |
| ১৭৭২ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |
| ১৭৭৩ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |
| ১৭৭৪ শকের ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র ভিন্ন ৮ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... | ১ |
| ১৭৭৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |
| ১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... | ৫ |
| ১৭৭৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |
| ১৭৭৮ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... | ৫ |
| ১৭৭৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |
| ১৭৮০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |
| ১৭৮১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৫ |

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে।

## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮১ শকের ফাল্গুন মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

### মাসিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঠাকুর.. .. | ৪৫ |
| " কালীপ্রসন্ন সিংহ .. .. | ৬ |
| " রমাপ্রসাদ রায় .. .. | ৬ |
| " কাশীনাথ দত্ত .. ... | ৫ |
| " মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় .. | ৪ |
| " রামচন্দ্র ঘোষাল .... .. | ৩ |
| " দিগম্বর মিত্র .. .. | ২ |
| " বৈকুণ্ঠনাথ সেন .. .. .. | ১ |
| | ৭২ |

### সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় .. | ২ |
| " দয়ালচন্দ্র শিরোমণি .. | ১ |
| " হরিমোহন রায় ... .. | ১ |
| " ভোলানাথ চক্রবর্ত্তি .. | ১ |
| " প্রতাপচন্দ্র মজুমদার .. | ১ |

### শুভকর্ম্মের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় .. | ১ |
| " রুক্মিণীকান্ত রায় .. ... | ১ |

### এককালীন দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর .. .. | ১০০ |
| " রাধামাধব দাস .. .. | ১ |
| " নিতাইচরণ অধিকারি .. | ১ |
| " গোপালকৃষ্ণ ঘোষ .. | ১ |
| " গোপালচন্দ্র দাস .. | ১ |
| " গোলোকচন্দ্র বর্ম্মা .. .. | ১ |
| " মধুসূদন বর্ম্মা ... .. | ১ |
| | ১০৬ |
| দানাধারে প্রাপ্ত.... .... | ৭৵১ |
| | ১৯৩৵১৫ |

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ছয় আনা মাত্র। ১৮ চৈত্র শনিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

## ১৭৮১ শকের শেষ দিনের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩০ চৈত্র বুধবার।

অদ্যকার দিন বর্ষের শেষ দিন। একটী বৎসর আমারদের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে। অদ্য আমরা সেই সর্ব্ব কল্যাণ দাতা—সেই সর্ব্ব সম্পদের সম্পদ দেবদেবের উপাসনা নিমিত্তে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, ইহা আমাদের কেমন সৌভাগ্য! অদ্য কি প্রকার পুষ্প দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব? অদ্যকার পুষ্প কৃতজ্ঞতা। আমরা যাঁহার ক্রোড়ে সম্বৎসর পরিপালিত হইয়া আসিয়াছি—যাঁহার করুণা দিনে দিনে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সকলকে সিক্ত করিয়াছে, সকলে মিলিয়া তাঁহার পদে প্রণিপাত কর। অদ্য তাঁহার আরাধনাতে যেন মনের কোন সংকোচ না থাকে—খর্ব্বতা না থাকে; সকল মালিনতা ও বিষণ্ণতা দূর করিয়া মনের সহিত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। গত বৎসরের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমাদের জীবনের সমস্ত পথে কেবল তাঁহারই করুণার প্রবাহ প্রবাহিত দেখি। আমরা তাঁহার প্রসাদে কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, কত ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছি, কত সময় আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি নানা বিপদ ও ক্লেশের মধ্যে আমাদের বর্ম্ম ও দুর্গের ন্যায় হইয়াছেন। যে সকল সঙ্কট স্থানে পতিত হইয়া কখনই আশা ছিল না যে তাহা হইতে আর উত্তীর্ণ হইতে পারিব, সেই সকল সঙ্কটের মধ্য হইতে তিনি আমারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। কত সময় আশাশূন্য হইয়া চিন্তা ও ব্যাকুলতার তরঙ্গে অস্থির হইয়াছি, তখন তিনি সান্ত্বনা-বারি নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার আমারদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। এমন সকল বিপদের সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের বল অবসন্ন হইল, বুদ্ধি পরাভূত হইল, তখন কাহার প্রসাদে আমরা বল বীর্য্য লাভ করিয়াছি? কেবল সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই প্রসাদে। তিনি আমাদের সকল বিপদের প্রশমন, সকল সম্পদের মূল; চতুর্দ্দিক্ হইতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব উত্থিত হইতেছে—এই পবিত্র উপহার দিয়া তাঁহার পূজা কর।

এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা যখন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করিয়াছি, তখনও তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার স্নেহময় চক্ষু সকল সম-

স্নেই আমাদের প্রতি অর্পিত ছিল। সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা সকল প্রকার দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। তিনি আমাদের আত্মাকে কত সময় পাপ তাপ শোক মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন। যে সকল হৃদয়-গ্রন্থি আমাদের কুটিল গতির কারণ, তাহা তিনি ছেদন করিয়াছেন। কত সময় আমরা পাপপঙ্কে পতিত হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিলাম, তিনি পুনর্ব্বার আমারদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার শীতল ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছেন। আমরা যখন সেই পরম গতি, পরম সম্পদ—সেই রস-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছিলাম; তখন কাহার প্রসাদে, কাহার আশ্রয়ে, পুনর্ব্বার পুণ্য পদবীতে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি? কেবল সেই বিঘ্ন বিনাশক দুর্গতি নাশক পরমেশ্বরেরই প্রসাদে। তিনি আমাদের নির্জ্জীব ভাবকে সতেজ করিয়াছেন। তিনি আমাদের মুমূর্ষু আত্মাকে জীবন দান করিয়াছেন। আমাদের আত্মাতে এক্ষণে যাহা কিছু আত্ম-প্রসাদ আছে, তাহাতে তাঁহারই অপার প্রসাদ স্মরণ হইতেছে। আমাদের অন্তরে দেবাসুরের যুদ্ধ যে নিয়তই রহিয়াছে, তাহাতে দেবতাদিগের জয় কিসে হইয়াছে, কেবল সেই পরমেশ্বরেরই প্রসাদাৎ। আমরা যখনি তাঁহার অমৃতময় পথে পদার্পণ করিয়াছি; তিনি আমাদিগকে বার বার উৎসাহ ও সাহস দিয়া আরো বলীয়ান্ করিয়াছেন। আমরা যখন বিপথগামী হইয়াছি, তখন আমাদের সম্মুখে নানা বিভীষিকা বিস্তার করিয়া তাঁহার সৎপথে লইয়া গিয়াছেন। আমরা এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিত হইয়া পবিত্র ব্রহ্ম প্রীতি উপার্জ্জন করিয়াছি—তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া সুপবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছি; ইহা কেবল তাঁহারই প্রসাদে। সর্ব্বস্থান হইতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব উদয় হইতেছে। সকলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে নমস্কার কর।

হে পরমাত্মন্ যে সময়ে আমার আপনার ক্ষুদ্র বলের উপরেই নির্ভর ছিল, তখন চতুর্দ্দিকে ভয়ই দেখিয়াছি; যখনি তোমার উপর নির্ভর গিয়াছে, তখনই ভয় শূন্য হইয়াছি। হে ভয়-হরণ! তোমার সহিত সম্মিলন হইলে তাপিতের সকল সন্তাপ দূর হয়। আমার আপনার উপর কিছুই ভরশা নাই—যখন তোমার শীতল ক্রোড়ের আশ্রয় পাই, তখন আমি নূতন হইয়া উত্থিত হই; তখন বলিতে থাকি যে "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৭৮২ শক।

আমারদিগের জীবনের এক বর্ষ গত হইল। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রদর্শিত পুণ্য-পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত কত দূর প্রাণ ও মন সমর্পণ করিয়াছি, তাহা স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। তাঁহার প্রতি প্রীতি কি আমাদিগের কার্য্যের ও চিন্তার ও মনোগত ভাবের একমাত্র পরিচালক ও নিয়ন্তা হইয়াছে? আমাদিগের আশা ভরশা কামনা সকলি কি তাঁহার প্রতি একান্তে নির্ভর করিতেছে? কোন নিকটস্থ বন্ধুর ন্যায় কি আমরা তাঁহার প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি? তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, ইহা কি আমাদিগের মনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে, ও তজ্জনিত আমাদিগের ধর্ম্ম সাধন করিতে কি প্রগাঢ়তর অধ্যবসায় জন্মিয়াছে? হে ব্রাহ্মগণ! যেমন সমুদ্র-পোত-নাবিক গভীর সমুদ্র গর্ব্ভে পোত চালনা করিবার সময়ে দিগ্দর্শন যন্ত্রের সহায় দ্বারা দিক্ নিরূপণ না করিলে স্বীয় পোতকে সমুদ্র নিহিত শৈলখণ্ড শুপ্তচর প্রভৃতি বিষম প্রত্যূহ সমূহ হইতে রক্ষা করিতে পারে না; সেই রূপ আমাদের আত্মা এই ভয়াবহ সংসার পারাবার পার হইবার জন্য

ঈশ্বরের প্রতি অটল ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন না করিলে হৃদয়ের কুটিল মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। তিনি ভবার্ণবের কর্ণধার। আমরা যদি অনন্যগতি হইয়া তাঁহার করুণার শরণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের জীবনকে মোহঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা করেন, ও ধর্ম্মের অনুকূল অনুরাগ-বায়ুর সহায় দ্বারা তাঁহার অভয়-কোলে উত্তীর্ণ করেন। যদি তিনি আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ও একমাত্র সাধন হন, তবে আমরা না সম্পদের হিল্লোলে হেলায়মান না বিপদের তরঙ্গে ভগ্ন হইয়া ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হই। তিনি আমাদের একমাত্র আশ্রয় হইলে আমাদের ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যখন আমরা তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করি; তখনই ধর্ম্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ মন্দীভূত হয়, তখন ধর্ম্মকে আমাদের অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া আর প্রতীতি হয় না, তখন ধর্ম্মের নিমিত্তে কোন পার্থিব বিষয়কে বিসর্জ্জন করিতে মনে তাদৃশ সাহস ও উৎসাহ হয় না, বরং ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া কোন স্বার্থ-সাধন করিবার নিমিত্ত মন লালসা-পরবশ হয়। ফলতঃ আমাদের যাবতীয় দুঃখ আছে, তাহার মূল কেবল তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। হা! আমরা প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করিবার সময়ে মনে করি, যে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আর কোন কার্য্য ও কোন চিন্তা করিব না; কিন্তু আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য আমরা বিষয়-পথে ধাবিত হইলে আমাদের সে লক্ষ্য ও সে ভাব কিছুই থাকে না। আমরা বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া আমার আমার করিয়া যে প্রকার বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হই, আমরা বৃথা কর্ম্মে যে রূপ অর্থ ও সময় যত্ন ও চেষ্টা সমর্পণ করি; তাহাতে আমরা ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া কখনই প্রতীয়মান হই না, বরং নিতান্ত স্বার্থের দাস বলিয়া লক্ষিত হই। ব্রাহ্মগণ! আমরা যদি উপাসনা কালীন ঈশ্বরকে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করি, আর অন্য সকল সময়ে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি ও আপনাপন প্রবৃত্তি বিশেষ দ্বারা পরিচালিত হই; তবে আমরা আমাদিগের সমস্ত জীবন তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন জন্য সমর্পণ করিয়াছি, ইহা কি প্রকারে বলিতে পারি? ঈশ্বরারাধনা অপেক্ষা যদি আমাদিগের লোকের সঙ্গে ও বিষয়ের সঙ্গে অধিক সময় যাপন করিতে হয়, আর সেই বিষয়-কার্য্য করিবার সময় যদি তাঁহার প্রতি আমাদের মন স্থির না রহিল; তবে আমাদের আর কি হইল? আমরা ঈশ্বরোপাসনা কালে তাঁহার সহবাস জনিত যে মহান্ পবিত্রভাব প্রাপ্ত হই; কি উপায় দ্বারা বিষয়ের সঙ্গে লোকের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেই ভাব রক্ষা করিতে পারি। তাঁহার সহায় ব্যতীত আমাদিগের তাঁহার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্ম-পথে আরোহণ করিবার আর অন্য উপায় নাই। অতএব যেমন চাতক বারিদ-বারি পতনের প্রতি একান্তে চাহিয়া থাকে, আমরা সেই রূপ সতৃষ্ণ ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি স্বয়ং আপনাকে দান করিয়া আমাদিগের পিপাসা শান্তি করিবেন এবং তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় পথে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবেন।

হে পরমাত্মন্! আমরা সংসারের মহামোহে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভুলিয়া কাল যাপন করিতেছি। তোমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভক্তি করিতে হয় ও তোমার প্রিয়কার্য্য যে রূপ অনুরাগের সহিত সাধন করিতে হয়, আমরা তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না। হে প্রভো! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের দুর্ব্বল মনকে তোমার প্রীতি-সুধাপান করিতে বলীয়ান্ কর ও আমাদিগের সমস্ত কার্য্য ও কামনাকে তোমার দিকে লইয়া যাও। আমরা তোমার নিতান্ত অধীন ও শরণাপন্ন হইলাম। তোমার সহায় ব্যতিরেকে তোমাকে পাইবার আর অন্য উপায় নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

---

## স্বর্গ ও নরক।

স্বর্গ নরকের ভাব কিছু না কিছু সকল ধর্ম্মেতেই পাওয়া যায়। যেখানে পাপ পুণ্যের কথা কিছু আছে—যে ধর্ম্মে কর্ত্তব্যের ভাব কিছুমাত্র পরিস্ফুটিত হইয়াছে, সেখানে স্বর্গ নরকের কোন না কোন প্রকার প্রসঙ্গ অবশ্যই পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্মেতেই পাপ-লোক দুঃখময়* এবং পুণ্য-লোক সুখের ধাম† বলিয়া বর্ণনা আছে। এ পৃথিবীতে আমাদের ন্যায়ের ভাব চরিতার্থ হয় না, এখানে পাপ পুণ্যের উপযুক্ত মত দণ্ড পুরস্কার বিধান হয় না। যে পাপী সে সুখ সম্পদ ভোগ করিতেছে; যে ধার্ম্মিক সে দীনভাবে দিন যাপন করিতেছে। সেই ন্যায় যথা উপযুক্ত রূপে বিতরণের নিমিত্তে আমরা সকলে স্বভাবতঃ পরলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছি। সকল ধর্ম্মেরই এই উপদেশ যে পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর পরলোকে পাপ পুণ্যের কর্ম্মফল ন্যায্য রূপে বিধান করিবেন। আমরা সহজ জ্ঞানে যাহা পাইতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মে সংক্ষেপের মধ্যে তাহার সকলই আছে। "পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যং স্থানং স্ম গচ্ছতি। পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলং।" কিন্তু সেই পুণ্যফল আর পাপফল বিশেষ করিয়া বলিতে গিয়াই নানা ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম্মেতেই সুখ এবং পাপেতে দুঃখ এই আমরা সহজ জ্ঞানে জানিতেছি। কিন্তু যেখানে সেই সুখের ভাব ও দুঃখের ভাব সবিশেষ বর্ণন করা হইয়াছে, সেখানে সত্যের পরিবর্ত্তে কল্পনাই স্থান পাইতেছে। ধর্ম্মের সঙ্গে সুখের কি প্রকার আর পাপের সঙ্গেও দুঃখেরই বা কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্বর্গ নরকের ভাব অনেক বুঝা যাইবে।

সুখ কি? আমাদের সমুদয় বৃত্তির চরিতার্থতাতেই সুখ। আমাদের কোন এক বৃত্তি নিদ্রিত থাকিলে সুখের একটী দ্বার রুদ্ধ হইল। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সকল বাহ্য বিষয়ের প্রতি উন্মুখ রহিয়াছে, তাঁহার মানস-রসনা সৌন্দর্য্য রস পান করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল জ্ঞান এবং সত্যের দিকেই প্রসারিত হইতেছে, তাঁহার হৃদয় প্রেমক্ষুধা শান্তির নিমিত্তে নিয়ত ব্যাকুলিত হইতেছে, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতি শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়াই চরিতার্থ হইতেছে এবং তজ্জনিত বিমল আত্ম-প্রসাদেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, তাঁহার ঈশ্বর-স্পৃহা বিশ্বের স্থূল আবরণ ছেদ করিয়া অদৃশ্য অলক্ষ্য বিষয়াতীত ঈশ্বরকে পাইয়া চরিতার্থ হইতেছে! মনুষ্য যদি সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে চাহেন, তবে তাঁহার জন্য অর্থ, জ্ঞান, প্রেম, ধর্ম্ম, ঈশ্বর, এ সকলই আবশ্যক। আমাদের কোন এক বৃত্তি কোন এক ইচ্ছা অসম্পন্ন থাকিলে তজ্জনিত সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের সুখ যখন এমত বিভিন্ন প্রকার, তখন ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে, যে এসমুদায় সুখ এক কালে উপভোগ করা আমাদের সাধ্য হয় না। ইন্দ্রিয় লোলুপ ব্যক্তি বুদ্ধি-জনিত ও ধর্ম্ম-জনিত সুখভোগে সমর্থ হয় না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির অনেক সময় বিষয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের হৃদয়ে কোন দুঃসহ পরিতাপ উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়-সুখ বিজ্ঞান-সুখ ইহার কিছুই আস্বাদন করিতে পারি না এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে ধর্ম্ম-যোদ্ধাগণ ধর্ম্মবর্ম্মে আবৃত থাকিয়া বিপক্ষদিগের সহস্র প্রকার অত্যাচারকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহাদের আত্মার শান্তি কেহই হরণ করিতে পারে নাই। "প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে"। ইহা হইতে আমরা এক নিয়ম এই পাইতেছি, যে মহৎ ও পবিত্র সুখ উপভোগ করিতে হইলে নিকৃষ্ট সুখ অনেক সময় পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়ের সঙ্গে যেমন আমাদের বিষয় সুখ, ধর্ম্মের সঙ্গে সেই রূপ আত্মপ্রসাদ

---

* অনন্দানামতেলোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ—ব্রাহ্মধর্ম্ম।

† স্বর্গেলোকে নভয়ং কিঞ্চ নাস্তি। নতত্র ত্বং নজরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে। কঠোপনিষৎ।

নচিকেতা যমকে বলিতেছেন। স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু তুমিও সেখানে নাই, জরাও সেখানে ভয় দিতে পারে না। অশনাপিপাসা এ উভয়ই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে সুখভোগ করে। স্বর্গলোকের কেমন সহজ নিষ্কপট বর্ণনা

এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের উপভোগ হয়। এই ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদ এবং ঈশ্বরের সহবাস জনিত ব্রহ্মানন্দ আমাদের চিরজীবনের সম্বল। বিষয়ের যোগে যে সুখ, তাহা বিষয়ের বিচ্ছেদেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু ধর্ম্মের আনন্দ ও ব্রহ্মানন্দ আমাদের অক্ষয় ধন। মনুষ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্ম প্রকৃতি ক্রমিকই প্রশস্ত ও উন্নত হইতে থাকিবে এবং তজ্জনিত আনন্দ আরো অধিক হইতে থাকিবে। যৌবন কালে যেমন নূতন নূতন সুখের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়া শৈশব-কালের সুখ সমুদায়কে অতিক্রম করে, আত্মার উন্নতাবস্থাতেও সেই রূপ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঈশ্বর-প্রীতি, এই সকল হইতেই আনন্দ ধারা নিঃসৃত হইয়া নিকৃষ্ট সুখ সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া উঠিবে।

ধর্ম্মের সঙ্গে আত্ম-প্রসাদের সঙ্গেই বিশেষ যোগ, বিষয়-সুখের সঙ্গে সে প্রকার নাই। আমাদের আস্বাদন না থাকিলে যেমন আহারের বিচার থাকিত না, সেই রূপ আত্ম-প্রসাদ না থাকিলে আমরা ধর্ম্মের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতাম না; সুতরাং অনেক স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। আমরা নিস্বার্থভাবে ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিলেই ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে আত্ম-প্রসাদ প্রেরণ করেন। বিষয়-সুখ যদিও অনেক সময় ধর্ম্মের বিরোধী হয়; কিন্তু আত্ম-প্রসাদ বিশ্বাসী অনুচরের ন্যায় তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমারদিগকে ধর্ম্মকার্য্যে আরো উৎসাহ দিতে থাকে। বিষয় সুখ ধর্ম্মের নিয়ত সঙ্গী নহে। ধর্ম্মকে সাধন করিতেই হইবে; তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়-সুখ পাওয়া যায় ভালই, না যায় তাহাতেই বা কি? আমাদের সকল বৃত্তির চরিতার্থতাতেই সুখ; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের বিরোধী সুখকে পরিত্যাগ করাতে ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইলে বিষয়-সুখ অনেক সময় বিসর্জ্জন করিতে হইবে, কষ্টকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের যৌবনকালে সকল প্রবৃত্তিই সমুন্নত হয়। এই সময়ে আমাদের আমোদ-স্পৃহা, লোকানুরাগ, বিষয়-লালসা, সকলই প্রবল হইয়া উঠে। এই কালেই আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে সর্ব্বদা বিরোধ উপস্থিত হয়। মনের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিলেই তাহাতে আমাদের সুখ; ধর্ম্মের আদেশে সেই সুখকে বিসর্জ্জন করিলে আত্ম-প্রসাদ থাকে। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে গেলে অনেক সময় বিষয় সুখকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম-জনিত আনন্দ আরো অধিক উজ্জ্বল হইতে থাকিবে। নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম কার্য্যের ফল আত্ম-প্রসাদ; ইন্দ্রিয় সুখ, বিজ্ঞান-সুখ, ধর্ম্মের নিকট হইতে প্রার্থনা করা বৃথা।

সুখ এবং আত্ম-প্রসাদএই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিলে অনেক ভ্রম দূর হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের রাজ্যে বিচার নাই; ধার্ম্মিকেরাই অধিক দুঃখী, পাপীরাই এ সংসারে সুখে আছে। হিতৈষণা, ন্যায়, সত্য অবলম্বন করিতে গেলেই ধন মান মর্য্যাদার হানি উপস্থিত হয়। অতএব সংসারে সুখে থাকিতে গেলে ধর্ম্ম রক্ষা কোন ক্রমেই হয় না।

আমরা ধার্ম্মিক হইলে সংসারের সকল সুখ সম্পদ ভোগ করিতে পাইব, ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্যই এরূপ বিধান করেন নাই। তিনি আমাদের সুখ তত চাহেন না, যত আমাদের ধর্ম্ম চাহেন। যদি ধার্ম্মিক হইবামাত্র আমাদের সমুদয় কামনা চরিতার্থ হইত, তবে ধর্ম্মের কোন মূল্য, কোন বলই থাকিত না। ধর্ম্মের এ প্রকার উদার ভাব যে আমরা যদি সুখ উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করি, তবে তাহার পবিত্রতার হানি হয়। ত্যাগই ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ; কিন্তু আমরা যদি ভাবি লাভের উদ্দেশে ত্যাগ আপাততঃ স্বীকার করি, তবে ধর্ম্মতঃ সে ত্যাগই নহে। ধর্ম্মের জন্য সম্যক্ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্যই আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমরা যদি ভাবি সুখের প্রত্যাশায় বর্ত্তমান সুখ পরিত্যাগ করি, তবে তাহা ধর্ম্ম সাধন হইল না, স্বার্থ সাধন মাত্র। ধর্ম্মের আদেশ বলিয়াই কার্য্য করিতে হইবে; তা-

হাতে অন্য কোন গুপ্ত অভিসন্ধি থাকিলে হইবে না। এস্থলে বিষয় সুখের সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে কেমন বিরোধ; আমাদের সম্পূর্ণ লোভ-শূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। তবে ঈশ্বর যদি তাহার পুরস্কার দেন; তিনি যদি আমাদের কষ্টের শতগুণ সুখ আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন, তবে ইহাতে তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহাতে আমাদের নিস্বার্থ ভাবের কোন হানি হইল না।

বিষয়-সুখের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ থাকাতেই ধর্ম্মের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের যাহা যাহা ইচ্ছা, তাহাই যদি ধর্ম্ম হইত; আমাদের স্বেচ্ছাচার আর কর্ত্তব্যে যদি কোন প্রভেদ না থাকিত; তবে ধর্ম্ম কার্য্যের মূল্য কি থাকিত? আমরা আপনা হইতে ধর্ম্ম পথে যাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, এবং এই হেতু তিনি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে সৎপথ, অসৎপথ দুইই রহিয়াছে এবং এই দুয়ের মধ্যে যাহা ইচ্ছা আমরা বাছিয়া লইতে পারি, এই কর্ত্তৃত্ব ভারও রহিয়াছে। যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক সৎকে অবলম্বন করাতেই ধর্ম্ম, তখন যদি ধর্ম্মের বিরোধী ইচ্ছা আমাদের কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মের উপার্জ্জন কি হইত? সংসারের কোন প্রলোভনই যদি আমাদিগকে ধর্ম্ম-পথ হইতে আকর্ষণ করিবার জন্য আমাদের সম্মুখে না আসিত, তবে ধর্ম্ম রক্ষার গৌরব কি থাকিত? তাহা হইলে আমরা নির্দ্দোষ থাকিতাম বটে; কিন্তু সে বিবেচনায় পশুরাও নির্দ্দোষ। যাই ধর্ম্মের বিরোধী বিষয়-সকল আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, যাই আমরা বলপূর্ব্বক সেই সকল বিষয়ের প্রতিস্রোতে যাইতেছি, তাহাতেই আমরা ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি। ঈশ্বর যদি কেবল আমাদিগকে সুখী করিবার ইচ্ছা করিতেন, তবে ধর্ম্ম না দিয়াও সুখী করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহার শুভ অভিপ্রায় এই যে আমরা ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি, তখন আমাদের লক্ষ্য কি বিষয় সুখ হওয়া উচিত? না ধর্ম্মের জন্য বিষয় সুখের হানিকে হানি বোধ করা উচিত?

আমরা এখানে দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। অনেক স্থলে ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকে, অনেক স্থলে নির্ব্বিরোধ। এক আমাদের নির্দ্দোষাবস্থা; অন্য আমাদের উন্নতি কিম্বা দুর্গতির অবস্থা। আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে অনেক স্থলে ধর্ম্মের ঐক্য দেখা যায়। শরীর রক্ষা আমাদের পরম ধর্ম্ম; কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি বশতও শরীর সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অশন বসন সুখ-স্বচ্ছন্দতা পাইবার নিমিত্তে লোকে যে এত কষ্ট সহ্য করিতেছে, ধর্ম্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র গৌরব নাই। কিন্তু যদি আমাদের এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আমরা বিপদে একান্ত আক্রান্ত হই—শোকেতে ব্যাকুল মতি হই—আপনার প্রতি আর কিছু মাত্র আদর থাকে না; মৃত্যুই আমাদের প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে; এমন অবস্থায় যদি আমরা আমাদের সমুদয় বল একত্র করিয়া কেবল ধর্ম্মের জন্য কর্ত্তব্যের জন্য আত্ম রক্ষা করি; সেই স্থলেই আমাদের ধর্ম্ম বল প্রকাশ পায়। এই প্রকার আমরা ধর্ম্ম হইতে হিতৈষণার আদেশ পাইতেছি এবং আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেও অন্যের প্রতি প্রেম, দয়া, করুণা বিস্তার করিতেছি। কিন্তু মাতা যে তাঁহার পুত্রকে স্নেহ করেন, স্বামী যে তাঁহার স্ত্রীকে প্রীতি করেন, দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি দয়া অনুভব করেন, তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম-গৌরব কি? সংগ্রাম স্থলেই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আমরা যখন আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন করিয়া নিরাহারী নিরাশ্রয়কে অন্ন বস্ত্র প্রদান করি—যখন আমরা সমুদয় কষ্ট সহ্য করিয়া সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে আমাদের কোন চিরপালিত মন্দ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করি—যখন শত্রুকে প্রেম দ্বারা পরাজয় করি, অসাধুকে সাধুতাতে জয় করি—যখন ধর্ম্মের

জন্য প্রাণের আশঙ্কাও পরিত্যাগ করি; তখনই আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব; তখনই আমাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়; তখনই আত্মাতে আত্মপ্রসাদ অবতীর্ণ হয়। আত্মার বল বীর্য্য এই প্রকারেই উপার্জ্জন হয়। নির্দ্দোষাবস্থায় অনন্ত সুখের অবস্থায় এপ্রকার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এই সকল সংগ্রাম স্থলেই আমাদের পরীক্ষা ও শিক্ষা হয়। এই হেতু ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারে চিরদিন সুখের ক্রোড়ে শয়ান রাখেন নাই। তিনি আমাদিগকে নানা কঠোর অবস্থাতে নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যেখানে এই প্রকার সংগ্রাম নাই, সেখানে জীবনই নাই বলিতে হইবে। দেব-ভাব পশু-ভাব—কুপ্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তির সংগ্রামে আমরা ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি।

যাহারা স্বর্গকে এই কেবল সুখের ধাম বলিয়া বর্ণনা করে, তাহাদের ভ্রম এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এখানে প্রসাদই স্বর্গের পূর্ব্বাভাস; কিন্তু তাহারদিগের মতে সেই স্বর্গেতে বিষয় সুখই রাশীকৃত সঞ্চিত হইয়াছে। যে সকল কামনা এই মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ তাহাই সেখানে পূর্ণ হইবে। "সরথাঃ সতূর্য্যা অপ্সরাঃ, মহদায়তন কানন, সুশীতল ছায়া, বিস্তীর্ণ নদী, এই সমুদয় স্বর্গলোকে প্রচুর রূপে পাওয়া যাইবে। এই সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া আমাদের সমুদয় ধর্ম্ম কার্য্যের শেষ ফল! এখানে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে স্বর্গলোকে আমরা অশ্ব রথ গজে পরিবৃত হইব। এখানে সুরা পান হইতে বিরত হইলে স্বর্গলোকে উৎকৃষ্ট মদ্য প্রাপ্ত হইব। স্বর্গের এই প্রকার ভাব কি হীন ভাব! ইহাতে আমাদের আত্মা কখনই সায় দেয় না।

বিষয়-সুখই কি আমাদের পরম পুরুষার্থ? আমাদের সমুদায় ধর্ম্ম-কার্য্যের শেষ ফল কি অকিঞ্চিৎকর বিষয় সুখ? আমাদের সমুদায় আশা ভরসা কি এই প্রকার সুখেতে পর্য্যবসান হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা উন্নত উদ্ধত পবিত্র ফল কি আর কিছুই নাই? হে বিদ্বন্! তুমি কি মনে কর, তোমাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি। মনে কর এখানে তোমার সকল ইচ্ছা চরিতার্থ হইয়াছে, তুমি এখানকার সকল কামনার কামভাগী হইয়াছ, পার্থিব সুখের কোন অভাব নাই; ধন মান যশ প্রভুত্ব অপর্য্যাপ্ত রূপে ভোগ করিতেছ; এই কি তোমার পরম প্রার্থনীয় অবস্থা? এই অবস্থাতেই কি তুমি চিরকাল পরিতৃপ্ত থাকিতে পার? এই সুখ প্রদর্শনি যদি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার সম্মুখে বিস্তৃত থাকে, তাহাতেই কি তুমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর? না তোমার আত্মা ইহা অপেক্ষা মহত্তর উচ্চতর বিষয় চায়? মনুষ্যের আত্মা এই সকল প্রশ্নে কখনই সায় দিতে পারে না। আমরা যদি স্বর্গলোক পর্য্যন্ত এই প্রকার এক সুখের মঞ্চ প্রস্তুত করি, তবে তাহাতে কতক দূর আরোহণ করিয়াই দেখিতে পাই যে আমাদের যাহা আশা ছিল, তাহার কিছুই পূর্ণ হইল না।

সহস্র সহস্র ইন্দ্রিয়-সুখ সহস্র সহস্র কৃত্রিম শোভায় অনুরঞ্জিত হইলেও আমাদের আত্মাকে পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় সুখ অবশ্য সেব্য, তাহার সন্দেহ নাই। শোভা সঙ্গীত সৌগন্ধে পরিবৃত মনোহর উদ্যান বা উন্নত প্রাসাদে বাস করা—যে সকল স্থানে কর্ণ কোন অশ্রাব্য স্বর শুনিতে পায় না, চক্ষু কোন কুৎসিত রূপ দেখিতে পায় না, এমন সকল স্থানে কালক্ষেপ করা—নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রীতে আমাদের পশু-প্রকৃতিকে চরিতার্থ করা, এসকল সামান্য সুখ নহে। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিরা যাহা বলুন না কেন, এসকল সুখ কখনই হেয় নহে। জগদীশ্বর আমাদের জন্য এপ্রকার সুখ অপর্য্যাপ্ত রূপে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের চক্ষু কর্ণ পবিত্র সুখের দুই বিস্তীর্ণ দ্বার। কিন্তু এই প্রকার ইন্দ্রিয় সুখই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে। ইহাতেই আমাদের সমুদয় প্রকৃতি চরিতার্থ হয় না। আমরা ইহা অপেক্ষাও আরো অধিক কিছু চাই। নিতান্ত ইন্দ্রিয়

লোলুপ ব্যক্তিও এ প্রকার সুখে সম্যক্ পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। যৌবন কাল অতিক্রম করিয়া ইহা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। আমরা যৌবন কালে যত অপর্য্যাপ্ত রূপে সুখভোগ করি, পরে তত শীঘ্র তাহাতে বিরক্তি জন্মে। যাহারা সে সময়ে পরিমিত রূপে সুখভোগ করে, পরে আর তাহাতে তেমন স্পৃহা থাকে না। আমাদের জীবনের এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আমাদের সাংসারিক সমুদয় ভাব শীতল হইয়া যায় এবং সংসারকেই যাহারা সর্ব্বস্ব ধন জানিয়া সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও বুঝিতে পারে যে সেই সংসারও তাহাদের শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে নাই।

অতএব স্বর্গকে এই প্রকার সুখের ধাম বলিয়া বর্ণন করা কি মূঢ়ত্বের কর্ম্ম! বিষয় সুখে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না, এই আমাদের পরম মঙ্গল। তবে সেই সুখই কি আমাদের জীবনের শেষ লক্ষ্য, সমুদায় কর্ম্মের শেষ ফল হইবে?

পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে আমাদের নিঃস্বার্থ ভাবে লোভ শূন্য হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমরা স্বর্গের লোভে ধর্ম্মেতে অনুরক্ত হই, নরকের ভয়ে পাপ হইতে বিরত হই, ধর্ম্মজীবি জীবের ভাব এ প্রকার হওয়া উচিত নহে। যে ঈশ্বর আমাদের নিষ্কাম প্রীতি চাহেন তাঁহা হইতেই আমরা নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের শিক্ষা পাইতেছি। শিশু তাহার মাতার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলে মাতা তাহাকে শাসন করেন এবং তাহাকে সুখী করিবার জন্যও তিনি নিয়ত তৎপর রহিয়াছেন। কিন্তু মাতার কি ইচ্ছা এই যে শিশু শাস্তির ভয়ে তাঁহাকে মান্য করুক এবং ক্রীড়াসামগ্রী পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহাকে ভাল বাসুক! তবে ঈশ্বরই কি আমাদিগের নিকট হইতে এই প্রকার মান্য আর এই প্রকার প্রেম চাহেন? দুর্দান্ত প্রভুর কম্পমান ভৃত্যই যখন নিঃস্বার্থ প্রেম বাহ্যিক দেখাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে তখন ঈশ্বর কি আমাদের সমল ভাবে সন্তুষ্ট থাকিবেন?

সেই ঈশ্বরই আমাদিগকে ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা লাভ ক্ষতি ফলাফল বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তাঁহার শিক্ষা এপ্রকার নয়। আমাদের নিঃস্বার্থ ভাব দেখিলে তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পুরস্কার দেন এবং তিনি নিজেই তাহার পুরস্কার হয়েন।

মনুষ্যকে যাহারা লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মে আনিতে চাহে অথবা ভয় দেখাইয়া পাপ হইতে বিরত করিতে চাহে, তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব অবগত নহে।

ঈশ্বর আমাদিগকে ভবিষ্যতে দণ্ড পুরস্কার দিবার জন্যই এখানে প্রেরণ করেন নাই। তিনি আমাদিগের জন্য একদিকে স্বর্গ আর একদিকে নরক সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে তাহার মধ্য স্থল এই পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া রাখেন নাই, যে মৃত্যুর পরে হয় অনন্ত স্বর্গ ভোগ বা অনন্ত নরক ভোগ হইবে। আত্মার উৎকর্ষ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ পৃথিবীতেও আমাদের শিক্ষার শেষ হইবে না। আমরা সহজ জ্ঞানে এই বুঝিতে পারি যে ঈশ্বর "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" পাপীর দণ্ড অবশ্যই হইবে। ন্যায়বান ঈশ্বর এখানেই হউক, পরত্রই হউক, পাপের উপযুক্ত দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন; কিন্তু দণ্ডের জন্যই তাঁহার দণ্ড দিবার তাৎপর্য্য নহে কিন্তু পাপীর পরিত্রাণের জন্য। সেই প্রকার ঈশ্বর অবশ্য ধর্ম্মের পুরস্কার দিবেন; কিন্তু পুরস্কারের জন্য আমাদের ধর্ম্ম নহে। আমরা কি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিব? কখনই না। ঈশ্বর সুখকে আমাদের পরম পুরস্কার করিয়া রাখেন নাই; কিন্তু সুখ আমাদের অন্ন স্বরূপ; সেই অন্নে আমরা বল পাইয়া আরো প্রকৃষ্ট রূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি, এই তাঁহার অভিপ্রায়। আমরা ধর্ম্ম সাধন করিয়া ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিলাম; ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলাম, এই আমাদের পুরস্কার; ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই? আমরা পাপকলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া, সত্যতা পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়া, পুনঃ ক

ক্ষয় করিয়া, স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়া, পরিশেষে এক আমাদের লক্ষ্য এই হইল যে স্বর্গে গিয়া একটুকু সুখভোগ করিব? ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আমাদের লক্ষ্য ঈশ্বরের দিকেই যায়। আমরা ধর্ম্ম-সাধন করিয়া সেই পবিত্র স্বরূপকে পাইবার অধিকারী হই।

সাংসারিক সুখভোগের জন্য ধর্ম্মাচরণ যে প্রকার, স্বর্গ লাভের জন্য ধর্ম্ম সাধনও সেই প্রকার। স্বার্থপরতা কি পরলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেই তাহা ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিল? যদি অল্প পুরস্কারের জন্য ধর্ম্ম সাধন প্রকৃত ধর্ম্ম না হয়, তবে অধিক পুরস্কারের জন্য যে ধর্ম্ম সেই কি পবিত্র ধর্ম্ম? এক রজত মুদ্রাতে লুব্ধ হওয়াও যাহা এক শত মুদ্রাতেও সেই প্রকার এবং স্বর্গ সুখভোগের প্রত্যাশায়ও সেই প্রকার। এক দিবস কারাবাসের ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়াও যাহা, চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসের ভয়ে বিরত হওয়াও সেই প্রকার; এবং অনন্ত নরকাগ্নি ভয়েও সেই প্রকার। যে ব্যক্তি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধর্ম্ম সাধন করে, সে একেবারেই সকল ধন পাইবার মানসে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিতে পারে; কিন্তু যিনি ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম সাধন করেন, তিনি আর মূল্যের বিষয় বিবেচনা করেন না; তাঁহার পক্ষে অল্প মূল্যও যাহা অধিক মূল্যও সেই প্রকার।

কিন্তু স্বর্গের লোভে যেমন ধর্ম্ম হয় না, নরকের ভয় পাপীর পক্ষে কিরূপ? পাপীকে নরকের ভয় কি দেখাইবে? সে এখানে নরকের জ্বালা সহ্য করিতেছে অথচ তাহাতে তাহার চেতন হয় না। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি—নরকের ভয় যদি এই হয়, তবে তাহাতে তাহার ক্ষতি নাই। তাহাকে সে ভয় কি দেখাইবে, সে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়াই চলিতেছে। সে যে রোগ এখানেই ভোগ করিতেছে, ভবিষ্যতে সেই রোগেরই ভয় দেখান হইতেছে। সে রোগের আরো অধিক ভোগ তাহার পক্ষে ভয় দায়ক নহে। প্রথম অবধিই তাহার আপনাকে শোধন করিবার ক্ষমতা ছিল—প্রথম হইতেই তাহার পরম পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিবার অধিকার ছিল, তাহা সে তুচ্ছ করিয়াছে। পাপীকে অনন্ত নরক, জ্বলন্ত অনল, দুঃসহ যাতনার ভয় দেখাও, তাহাতে তাহার কি হইবে। তাহার পাপের আসক্তি কি ক্ষীণ হইবে? না, কেবল ভয়েরই সঞ্চার হইবে। ভয়েতে চালিত হওয়া অপেক্ষা আর নীচ ভাব কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পাপের মলিনত্ব দেখিতে পাইয়াছে, তাহা হইতে বিরত হইবার ক্ষমতা বুঝিয়াছে, ঈশ্বরের অপ্রসন্নতা অনুভব করিয়াছে, অথচ যাহার পাপের প্রতি কিছু মাত্র ঘৃণা উপস্থিত হয় নাই, ঈশ্বর-প্রীতির শিখা মাত্রও যাহার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয় নাই কিন্তু সে ব্যক্তি নীচ হীন পশুবৎ ভয়েতেই কখন কখন পাপ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারে নাই; তাহার অপরাধের কি তাহাতে কিছুমাত্র লাঘব হইল? মন্দকে ভাল বাসিয়া গ্রহণ করাতেই পাপ; তাহার সহিত ভয় মিশ্রিত হইলেই কি তাহার মলিনত্ব দূর হইল?

পাপীর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যিনি ধর্ম্ম রাজ্যের রাজা, তিনি পাপের দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন। সকল ধর্ম্মই ইহা স্বীকার করিয়া থাকে, স্বয়ং পাপীর অন্তরেই এ ভয় রাজত্ব করে। কিন্তু পাপীর নরক ভোগ কি প্রকার? আত্ম-গ্লানিই পাপীর নরক ভোগ। তাহার দুঃসহ হৃদয় জ্বালাই নরকাগ্নি সমান। পাপীকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্নিময় দৈত্যময় কীট-পূর্ণ নরক কল্পনা করিবার আবশ্যক করে না। তাহার আত্ম-গ্লানির দ্বার খুলিয়া দিলেই সে নরকের সমুদয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে। পাপী ব্যক্তি এখানে আমোদ প্রমোদে আপনার অবস্থা ভুলিয়া থাকে, চির অভ্যাস বশতঃ পাপ কর্ম্মে অকাতরে রত হয়—তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য অধিক আর কিছু আবশ্যক করিবে না, তাহাদের মন বহির্ব্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেই আপনার প্রতি দৃষ্টি করিবে। তখনই সে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিবে। তখন তাহার সেই আত্মগ্লানির যন্ত্রণাই নরকের যন্ত্রণা। এখানে পাপীদের স্ফীত ভাব দেখিয়াই তাহাদিগকে সুখী মনে

করা অতীব ভ্রান্তি। পাপের ফলই এই "দুর্ভিক্ষাৎ যাতি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ং।"

কিন্তু এক বিষয় আমরা জানিতেছি যে পাপীর অন্তে শাস্তি নহে। তাহার পাপ তার সত্ত্বেও হউক না কেন তাহা অবশ্যই পরিমিত। পরিমিত জীব অনন্ত পাপে পাপী কখনই হইতে পারে না। কতটুকু পাপের কিরূপ দণ্ড তাহা যদিও আমরা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে একটী ক্রোধ বাক্যের জন্য প্রাণ দণ্ড করিলে তাহা অন্যায় দণ্ড হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে আমরা ইহাও বলিতে পারি, পরিমিত পাপের জন্য অনন্ত নরক ভোগ কখনই তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে না।

ন্যায়বান্ ঈশ্বর যেমন পাপের দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন, সেই রূপ আমাদের করুণাময় পিতাও পাপীকে শোধন করিবার উপায় বিধান করিবেন। তিনি দণ্ডের জন্যই দণ্ড দেন না, কিন্তু মঙ্গলোদ্দেশেই দণ্ড বিধান করেন। তাঁহার সকল শাস্তি ঔষধ স্বরূপ। তিনি পাপীকে একেবারে পরিত্যাগ করেন না। যে পর্যন্ত না পাপী ব্যক্তি তাহার পাপের জন্য অনুতাপ করিবে, যে পর্যন্ত না সে আপনার যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিবে, যে পর্যন্ত না সে সন্তপ্ত চিত্তে আপনার পরম পিতার প্রতি দৃষ্টি করিবে, সে পর্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করিবে; এবং পরিশেষে যখন সে ঈশ্বরের আহ্বান মন করিবে, তখন তিনি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবেন, এবং পুনর্ব্বার আপন রাজ্যের অধিকারী করিবেন। পাপীর নরক ভোগ এই প্রকার, ধার্ম্মিকের স্বর্গ ভোগের আভাস আমরা এখানেকি পাইতেছি! অন্তরেই তাহার আভাস পাইতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গ কেবল সুখের স্বর্গ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সুখের জন্য ভোগের জন্য এখানেই হউক পরত্র হউক ধর্ম্ম সাধন করিবার শিক্ষা দেন না কিন্তু ইহামুত্রার্থ-ফল-ভোগ বিরাগেরই উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ প্রকার কোন ঔষধ দেন না যে তাহা সেবন করিয়া পাপী একে বারেই সুস্থ হইবে, কিন্তু তিনি এই উপদেশ দেন যে অনিবার্য্য যত্ন সহকারে আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে হইবে এবং আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সংহিত মিলিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমত কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন না যে সেখানে গেলেই আমাদের সকল জ্ঞান সকল ধর্ম্ম সকল সুখ লাভ হইবে। কিন্তু কোন কালেই আমাদের শিক্ষার বিরাম হইবে না। আমরা এক লোক হইতে উচ্চতর লোকে গিয়া উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। "স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" স্বর্গ হইতে স্বর্গ, সুখ হইতে উৎকৃষ্টতর সুখ ভোগ করিতে থাকিব। আমরা অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী, অনন্ত-স্বরূপকে আমরা কোন কালেই জানিয়া শেষ করিতে পারিব না। সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা সকল কালেই পূর্ণ হইতে থাকিব।

আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা যে খানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, ঈশ্বর হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হইব না। সেই জগৎপিতার আশ্রয়ে আমরা চিরকালই থাকিব।

আমাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা একত্রে উন্নত হইতে থাকিবে। সেই সত্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানের স্বর্গীয় অন্ন হইবেন; আমাদের ভাব-সকল উন্নত হইয়া তাঁহাতেই সমর্পিত হইবে, আমরা নূতন ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ঈশ্বরের নূতন নূতন কার্য্য সমাধান করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে থাকিব। আমরা কেবল ধ্যানে থাকিব না, ব্রহ্মেতে লয় হইয়াও যাইব না, কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার তাঁহার সহবাস জনিত আনন্দ ভোগ করিতে করিতেই চিরজীবন যাপন করিব। আমাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এ তিনের একটীও একেবারে বিনাশ হইবে না। আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হইবে। আমাদের প্রীতি এক্ষণে এক পরিবার এক গ্রাম এক দেশের মধ্যে বদ্ধ আছে, কিন্তু তখন তাহা ঈশ্বরের উদার প্রেমের রূপ ধারণ করিবে এবং আমাদের জ্ঞান বিকশিত হইয়া তাঁহাকে আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইবে।

আমাদের সদ্ভাব, হিতৈষণা, পবিত্রতা, উপার্জ্জন হইতে থাকিবে; আমাদের প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক কার্য্য হইতে ধর্ম্মামৃত নিস্যন্দিত হইবে। আমাদের প্রীতি বিস্তার হইয়া সহস্র সহস্র আত্মাকে সিক্ত করিবে। আমরা দেবতাদিগের সঙ্গে পরম পবিত্র প্রেম ভাবে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রিয় অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে থাকিব। তখন আমাদের এখানকার অবস্থা স্মরণ হইলে ইহা আমাদের জীবনের শৈশবকাল মনে হইবে এবং আমাদের এখানকার সমুদয় শিক্ষা শিশুর পদচারণা শিক্ষার ন্যায় বোধ হইবে।

ধর্ম্ম উন্নত ভাব ধারণ করিবে। প্রত্যেক পাপ প্রবৃত্তি বিমর্দ্দিত হইবে এবং আমাদের দেবভাব সকল সমুন্নত হইতে থাকিবে। আমরা পুণ্য-পদবীতে এই প্রকারে আরোহণ করিতে করিতে আমাদের পাপমলা সকল বিধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের আত্মাতে পবিত্রতা, মঙ্গলভাব, আত্মপ্রসাদ, বর্দ্ধমান হইতে থাকিবে। আমাদের দেবভাব সকল আসুরিক প্রবৃত্তির উপরে জয়ী হইয়া আপনার প্রকৃত আধিপত্য সংস্থাপন করিবে।

আমাদের ঈশ্বরের ভাব-সকলও উন্নত হইতে থাকিবে। আমরা তাঁহার মহিমাকেই মহীয়ান্ করিব, তাঁহার উপাসনাতেই জীবন যাপন করিব, তাঁহার সহবাসেই পরিতৃপ্ত হইব, তাঁহার পবিত্র চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব, তাঁহাতে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিব এবং তাঁহার অপার প্রেম আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে পারিব। তিনিই আমাদের উপজীবিকা হইবেন। যদিও চন্দ্র সূর্য্য কখন নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তথাপি এমন দিন অবশ্যই উদিত হইবে। এদিন একবার উদয় হইলে আর কখন অস্ত যাইবে না কিন্তু ইহার আলোক ক্রমিকই উজ্জ্বল হইয়া আমাদের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিতে থাকিবে। ইহাই স্বর্গ ইহাই মুক্তি।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোকএষোস্যপরমআনন্দঃ।

## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২৭ মাঘ বুধবার ১৭৮১ শক।

### ধর্ম্মাবহং পাপনুদং।

পরমেশ্বর ধর্ম্মের আবহ পাপের মোচয়িতা।

যখন আমরা পরম পিতার নিকটে অপরাধী হইয়া মলিন ও হীন ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই; যখন তাঁহার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতি আর সে প্রকার দেখিতে পাই না; তখন কি কঠোর রূপে বুঝিতে পারি যে আমাদের এই অপবিত্র মন লইয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের নিকটে যাওয়া যায় না; কিন্তু তখন আমরা দেখা না পাইয়াই বা কি করি? আর কাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিতে পারি। সংসারের মধ্যে এমন কে আছে যে আমাদের পাপ-সন্তাপ দূর করিতে পারে? বিপদে পড়িলে লোকেরা একটুকু আশ্রয় দিতে পারে—ভিক্ষা চাহিলে তাহারা কিঞ্চিৎ ধনই দিতে পারে; কিন্তু পাপে পতিত হইয়া কাহার আশ্রয় লইতে যাইব? কোথায় গিয়া শান্তি পাইব? এই পাপ-তাপময় সংসারে সেই পাপঘ্ন পতিত-পাবন আমাদের পাপ মোচন না করিলে আমাদের দশা কি হইত? কোথা গিয়া আমাদের গ্লানি ম্লানতা ব্যাকুলতা অপবিত্রতা দূর করিতাম? লোকের সান্ত্বনা বাক্যে আত্মগ্লানি কখন দূর হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র পাপে পাপী, সেও যদি পুণ্য পদবীতে আরোহণ করিতে চায়, তবে সে ঈশ্বরকেই সহায় পাইবে। তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। মাতা তাঁহার দুর্ব্বিনীত শিশুকেযে প্রকার স্নেহময় ভাবে শাসন করেন, যিনি আমাদিগকে সেই প্রকার ভাবে শাসন করিতেছেন, যাঁহার প্রেমের জ্যোতিঃআমাদের প্রতি কখনই মলিন হয় না, যিনি আমাদের সকলকেই আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য মনের অধিপতি হইয়াছেন, যিনি আপনাকে দিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন বলিয়া আমারদিগের আত্মাকে প্রশস্ত করিয়াছেন; আমাদের প্রতি তাঁহার কি প্রকার ভাব একবার ভাবিয়া দেখ। তিনি আমাদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া প-

রিত্যাগ করেন না—তাঁহার সকল শাস্তি ঔষধ এবং তাঁহার সকল ঔষধ আরোগ্য-মূলক। তিনি ধর্ম্মের সহায়, পবিত্রতার সহায়, সাধু ভাবের সহায়। যদি আসুরিক বৃত্তি-সকলকে পরাস্ত করিতে চাহ, তবে তাঁহার শরণাপন্ন হও। আপনার ক্ষুদ্র বলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কখনই করিও না। আমাদের উপরে ঈশ্বরের করুণা-দৃষ্টি অবশ্যই পতিত হইবে। কত কত ব্যক্তি নিম্ন গামী পাপ পথ দিয়া একেবারে পতিত হইতেছিল, এমন সময় অনেক বার এ প্রকার হইয়াছে যে ঈশ্বর তাঁহাদের আত্মাতে বিদ্যুতের ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে চমকিত করিয়াছেন এবং সেই অবধি তাহারা নূতন বল পাইয়া নূতন রূপে উত্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা অনেকের মুমূর্ষু আত্মাকে উদ্ধার করিয়াছেন। ঈশ্বরের যখন এরূপ আশ্চর্য্য করুণা তখন তোমারই প্রতি তিনি কি করুণা-শূন্য হইবেন? এমন কথনই মনে করিও না। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বলে অতি অল্পই করিতে পারি। পাপকে নিরস্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা কর তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর তিনি মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাইবেন। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া চলিলে পদে পদে পতিত হইবে এবং পতিত হইয়া কাহার সহায়ে উদ্ধার হইবে? পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া পবিত্র-ভাব কোথা হইতে পাইবে? অতএব পতিত-পাবনকেই আশ্রয় কর। ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর কেবল পাপীর পরিত্রাতা নহেন, কিন্তু ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক 'ধর্ম্মন্যায়প্রবর্ত্তকঃ'। তিনি পাপকে নিরস্ত করিতেছেন এবং ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আমাদের এমন বিদ্যা নাই, বল নাই, ধন নাই, সহায়ও নাই যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোন মতে রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদেই এ ধর্ম্ম এদেশে অল্পে অল্পে বদ্ধমূল হইতেছে। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া এই ব্রাহ্মসমাজ এত কাল পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রাণ তাঁহারই হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। লোকের বিদ্রূপ কি উপহাস কি বিপক্ষতাতে ইহার কিছুই ক্ষতি হইবেনা। যাহার আয়ু পৃথিবীর সহিত সম কাল, তাহার উপরে খড়্গ হস্ত হইলে তাহার কি হইতে পারে? ইহার দিন দিন উন্নতিই হইবে এবং ইহা নূতন শাখা পল্লবে সজ্জিত হইতে থাকিবে। হে পরমাত্মন্ এই প্রকার সমাজ যেন সকল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—

# বিজ্ঞান

## ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা।

ক্ষুধা আমাদিগের পরম বন্ধু। ইহা জীবনের পালক, পরিশ্রমের উদ্দীপক, এবং মনুষ্যের প্রায় সমস্ত মহৎ কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক। এই ক্ষুধা প্রধান পরিচালক শক্তিরূপে আমাদিগের শরীর যন্ত্রকে সতত পরিচালনা করিতেছে। এই ক্ষুধাই গ্রামোপজীবি-লোক সকলকে একত্রিত করিয়া অনতিক্রমণীয় পর্ব্বত ও নিবিড় কানন মধ্য দিয়া অতি সুগম পথ, পারাবার নিমিত্ত অতি সুকৌশল-সম্পন্ন সুদৃঢ় সেতু, ত্বরিত গমনাগমন নিমিত্ত আশ্চর্য্য লৌহবর্ত্ম এবং বাস নিমিত্ত মনোহর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। ক্ষুধা নাবিক স্বরূপ হইয়া দুস্পার ভয়ঙ্কর সমুদ্র মধ্য দিয়া অর্ণবপোত সকল দেশ দেশান্তরে চালনা করিতেছে। ক্ষুধা তন্তুবায়ের তন্ত্রে, কৃষকের হলে, কুলালের চক্রে, এবং সমস্ত শিল্পকরদিগের যন্ত্রে সতত্তই উপবিষ্ট রহিয়াছে। ক্ষুধা সকলকেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম করণে সতত তাড়না করিতেছে,—ক্ষুধাই এই পৃথিবীর সমস্ত শিল্প কর্ম্ম ও সভ্যতার উন্নতি সাধন করিতেছে। যদি এই ক্ষুধা না থাকিত বা অন্ন অজস্র ও অনায়াসলভ্য হইত তাহা হইলে কোথায় বা অপূর্ব্ব সুসজ্জিত মনোহর অট্টালিকা, শ্রম ও সুকৌশল সম্পন্ন সুদৃশ্য, অতি সূক্ষ্ম কার্পাস, ঊর্ণা ও রেষম নির্ম্মিত বস্ত্র কোথায় বা বাষ্পীয় পোত ও শকট ও আশ্চর্য্য ঘটিকা যন্ত্র থাকিত, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও শিল্প কর্ম্ম এককালেই বিলুপ্ত হইত। মনুষ্য স্বভাবতঃ শ্রমপরাঙ্মুখ, সহজে পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিলে কখনই তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না, শুদ্ধ ক্ষুধাই তাহাদিগের মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে তাড়না করিয়া পরিশ্রমে প্রবৃত্ত করে।

কি ধনী কি কৃষি কি শ্রমোপজীবী সকলেই অগ্রে ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমলব্ধ ফলে অগ্রে ক্ষুধাকে পরিতোষ করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তদ্দ্বারা লোকে অপরের পরিশ্রম ক্রয় করে।

এক ভাবে বুভুক্ষা প্রবৃত্তি আমাদের যে রূপ পরম বন্ধু, অপর ভাবে সেই প্রবৃত্তিই আমাদিগের ভয়ঙ্কর শত্রুস্বরূপ, যেহেতু এই ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হইলে ইহা প্রবল অগ্নির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও সকল মহত্ত্ব একেকালে পরিগ্রাস করিয়া পরিশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। ক্ষুধা যেরূপ আমাদিগের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে মহৎ মহৎ কর্ম্ম করণে তাড়না করে, সেরূপ ইহা আবার যে কত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে তাহার সীমা করা যায় না। কত শত ব্যক্তি এই ক্ষুধার নিমিত্ত অন্যের প্রাণ বধ ও সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত অপহরণ করিতেছে, কত শত ভগ্নপোতস্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোক ক্ষুধাতে উন্মত্ত হইয়া স্বসঙ্গিদিগের মাংসে ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণ বধ করিয়াছে এবং এমত শ্রবণ করা গিয়াছে যে কত কত বুভুক্ষানলোন্মত্ত মাতা স্বীয় শিশুর মাংসে জঠরানল শীতল করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই ক্ষুধা কি? ইহার কার্য্যকারণই বা কি? ক্ষুধা কি তাহা আমরা সামান্য—অনায়াসেই বুঝিতে পারি কিন্তু ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব ও যথার্থ প্রকৃতি কিছুই বুঝা যায় না। বিজ্ঞান শাস্ত্ররূপ ভাস্করের রশ্মি এ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সামান্য ক্ষুদ্বোধ ও ক্ষুন্মুমূর্ষাবস্থার মধ্যে অনন্ত অনুক্রম আছে। অল্প ক্ষুধার সময় যেরূপ একপ্রকার অতি কোমল সুখ বোধ হয় যাহা কোন ক্রমেই বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাহা বোধ করি সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং ক্ষুধার্ত্ত হইলে যেরূপ অত্যন্ত ক্লেশ তাহাও অনেকে সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কিছুদিন সম্পূর্ণ নিরাহারে থাকিলে সেই ক্ষুন্মুমূর্ষাবস্থার যে অনির্ব্বচনীয় অসহ্য যন্ত্রণা, তাহা অত্যল্প লোকের দুরদৃষ্টে ঘটিয়াছে। সময়ে সময়ে দুর্দ্দৈব বশতঃ সমুদ্র মধ্যে অর্ণব-পোত ভগ্ন হওয়াতে তৎস্থিত লোকদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে পাষাণময় হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। সেই সকল শোকসূচক উদাহরণ সহকারে এই ক্ষুধার প্রধান প্রধান লক্ষণ ও কারণ যত দূর সম্ভব তাহা যথাসাধ্য লিখিত হইতেছে।

প্রত্যেক জীবের শরীরের ক্ষতি ও পূরণ সতত সমভাবীভূত রহিয়াছে, আমাদিগের প্রত্যেক ক্রিয়াতেই শরীরের ব্যূহ-তন্তু* (Tissue) ক্ষয় হইতেছে। আমরা যখন হস্তোত্তোলন, পাদ প্রসারণ, ও চক্ষুরুন্মীলন প্রভৃতি শরীরের যে কোন অংশ চালনা, অথবা যে কোন বিষয় চিন্তা করি, তৎসঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক-ব্যূহতন্তু ক্ষয় হয়; এমত কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা, বা কোন বিষয় চিন্তা করা যায় না যাহার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের কিছু না কিছু অংশ ক্ষয় না হয়। অগ্নি কুণ্ডে যে পরিমাণে তেজ উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণেই তাহাতে ইন্ধন দগ্ধ হয়, সেই রূপ যে পরিমাণে শরীর ও মনকে চালনা করা যায়, সেই পরিমাণে দৈহিক-ব্যূহতন্তু ক্ষয় হইয়া থাকে—অধিক শ্রম করিলে অধিক, অল্প শ্রম করিলে অল্প, ব্যূহতন্তু ক্ষয় হয়। অগ্নিকুণ্ডে সতত কাষ্ঠ না দিলে সেই অগ্নি ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ শরীরাভ্যন্তরিক পাবকে অস্থি, মাংস, মজ্জা, প্রভৃতির যত ব্যূহতন্তু ক্ষয় হইতেছে তাহা পরিপূরণার্থ অন্ন রূপ কাষ্ঠ না দিলে জীবনাগ্নি একেকালেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যখন আমাদিগের দৈহিক অংশ ক্ষয় হয় তখন ক্ষুধা স্বভাবতই আমাদিগকে সেই ক্ষতি পূরণার্থ আহ্বান করে। যদিচ শারীরিক অংশ ক্ষয় হওয়াতে ক্ষুদ্বোধ হয় তথাপি সেই ক্ষতিটীই ক্ষুধা নহে, এমত অনেক দেখা গিয়াছে যে শারীরিক অংশ ক্ষয় হইলেও কিছুমাত্র ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। অনেকানেক উন্মত্ত ব্যক্তি কিছুদিন আহার না করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুধার্ত্ত হয় না, এবং সাতিশয় ক্ষুধার সময়ে অত্যন্ত শোক বা আনন্দ উপস্থিত হইলে একবারেই ক্ষুধা বিলুপ্ত হয়, সেই সময়ে কোন বস্তু আহার করা দূরে থাকুক, আহারীয় দ্রব্য দেখিলেও ঘৃণা বোধ হয়। এবং অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে তাম্রকূট. অহিফেণ প্রভৃতি অনেকানেক দ্রব্য ব্যবহারে, ও অপোষণোপযোগী-দ্রব্যে পাকস্থলী পরিপূর্ণ করিলে, আপাততঃ ক্ষুধার নিবারণ হয় কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র শরীরের ক্ষতি পূরণ হয় না। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইতেছে যে শারীরিক অংশ ক্ষয়ই ক্ষুধা নয়, ক্ষুধার আদি কারণ মাত্র। ক্ষুধা যে কি, অদ্যাবধি তাহার কিছুই বুঝা যায় নাই।

যে পরিমাণে শরীরের পোষণ প্রয়োজন, সেই পরিমাণে, শীঘ্র বা বিলম্বে, অধিক বা অল্প ক্ষুধা হয়। যৌবনাবস্থাপেক্ষা বাল্যাবস্থায় শরীরের শীঘ্র শীঘ্র পুষ্টিসাধন হয়, এজন্য যৌবনাবস্থা

* যে সকল মূল বস্তুতে যে অংশ বিরচিত, তাহ সেই অংশের ব্যূহ-তন্তু বলে। ব্যূহ—গঠন, নির্ম্মাণ তন্তু—সূত্র।

অপেক্ষা বাল্যাবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র অন্নের প্রয়োজন অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে।

শরীসৃপ (Reptile) ও মৎস্যদিগের অপেক্ষা পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবদিগের (Mammalia) শারীরিক ক্ষয় অনেকাংশে অধিক, এজন্য শরীসৃপ ও মৎস্যদিগের অপেক্ষা পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবদিগের শীঘ্র শীঘ্র অন্নের প্রয়োজন হয়। অতএব অজাগর রোওয়া সর্প মাসে একবার মাত্র আহার করে, কিন্তু সতেজ শশক শাবকের দিবসে অন্যূন বিংশতিবার আহার করিতে হয়। তাপের তারতম্যানুসারে পৃথক পৃথক জীব শ্রেণীর ক্ষুধারও তারতম্য হইয়া থাকে। তাপ হ্রাসে (শীতে) উষ্ণ-শোণিত-জীবের ক্ষুধার বৃদ্ধি ও শীতল-শোণিত জীবের ক্ষুধার হ্রাস হয়। অত্যন্ত শীতের সময়ে অধিকাংশ শীতল শোণিত জীবেরা কিছুমাত্র আহার করে না। কোন কোন উষ্ণ শোণিতেরা যখন ঘোর-দীর্ঘ-শৈত্যনিদ্রায় (Hybernation) অভিভূত থাকে তখন তাহারাও কিছুমাত্র আহার করে না, যেহেতু তৎকালে তাহারদিগের শারীরিক ক্রিয়া সকল প্রায় স্তম্ভিত থাকাতে দৈহিক অংশ অধিক ক্ষয় হয় না। অত্যন্ত শীতের সময়ে জীবদিগের পরিপাক শক্তিও অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। (Hunter) হণ্টর্ নামক শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিত শীতের প্রারম্ভে কতক গুলি কৃকলাশকে আহার দিয়া সময়ে সময়ে তাহারদিগের এক একটীর উদর কাটিয়া দেখিয়াছেন, যে তাহারদিগের পাকস্থলিতে সেই অন্ন কিছু মাত্র জীর্ণ হয় নাই, এবং বসন্তের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সেই কৃকলাশদিগের মধ্যে যে কএকটী জীবিত ছিল, তাহারা শীতকালের প্রারম্ভের ভোক্ত অন্ন বসন্তের প্রারম্ভে উদ্গিরণ করিয়াছিল, সমস্ত শীতকাল তাহারদিগের পাকস্থলিতে সেই অন্ন থাকাতেও কিছুমাত্র জীর্ণ হয় নাই।

পরন্তু মনুষ্যের ধাতু ও অবস্থা বিশেষে ক্ষুধারও অনেক ইতর বিশেষ হয়। অনেকানেক রোগ (বিশেষতঃ জ্বর রোগ) আরোগ্যের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। এবং কোন কোন রোগে জঠরানল এমত প্রবল হইয়া উঠে, যে যত আহার করা যাউক না কেন, কিছুতেই ক্ষুধার নিবারণ হয় না।

অনেকেই কহেন, জীব শরীর বাষ্পীয় যন্ত্রের সদৃশ, যেহেতু বাষ্পীয় যন্ত্রের গতি শক্তি নিমিত্ত যেরূপ অঙ্গার প্রয়োজন হয়, জীব শরীরের গতি শক্তি নিমিত্ত অন্নও সেই রূপ প্রয়োজনীয়। এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজন পরিমাণে অঙ্গার না দিলে যেরূপ বাষ্পীয় যন্ত্র চলে না, সেইরূপ প্রয়োজন পরিমাণে অন্ন না পাইলে শরীর যন্ত্রেরও গতি শক্তি রহিত হয়।

যদিচ বাষ্পীয় যন্ত্র ও শরীর উভয়ে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু অনেকানেক বিষয়ে এত বিভিন্ন, যে একের সহিত অপরের তুলনা করা কখনই সঙ্গত বোধ হয় না। কোন যন্ত্রই আপনার মূলবস্তু দগ্ধ করে না, তাহার পাবকাধার (Furnace) প্রদগ্ধ ইন্ধনেই তাহার গতিশক্তি উৎপন্ন হয়, এবং সেই ইন্ধন দগ্ধ হইয়া গেলে আর সেই যন্ত্র চলে না; কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ চালনা দ্বারা আপনাকেই দগ্ধ করে, অন্ন দগ্ধ করে না। বাষ্পীয় যন্ত্র ও শরীরের আর একটী বিশেষ পার্থক্য এই যে, তাপ বাষ্পীয় যন্ত্রের গতি শক্তির কারণ, কিন্তু শারীরিক গতি শক্তির কারণ নহে, শুদ্ধ কার্য্য মাত্র; শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া দ্বারা সেই তাপ উৎপন্ন হইয়া দৈহিক বৃহত্তন্তু দগ্ধ করে। সুতরাং যাহা একের কারণ, তাহা অপরের কার্য্য।

আবার দেখ, যে ইন্ধনের দ্বারা বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে তাহা সমস্ত দগ্ধ হইয়া গেলে যদি আর নূতন ইন্ধন না দেওয়া যায়, তবে সেই বাষ্পীয় যন্ত্র তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু অন্ন জীর্ণ হইয়া নূতন নূতন বৃহত্তন্তু উৎপন্ন হইলে পর, কিছু মাত্র আহার না করিলেও কিছু দিন শরীর জীবিত থাকিতে পারে, পরে ক্রমশঃ তাহা শীর্ণ, দুর্ব্বল ও পাণ্ডাস বর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়, যেহেতু শরীরের দিন দিন যে সকল অংশ ক্ষয় হইতেছে তাহা পরিপূরণ হয় না। সুস্থ শরীরের রক্তে যে সকল বস্তু আছে, কোন অনাহারে মৃত ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও সেই সকল বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, শুদ্ধ তাহারদিগের ভাগের কিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়া থাকে—রক্তের গোল ঘনকণা (Globules) যাহা রক্তের প্রধান পোষণোপযোগী অংশ, তাহা অত্যন্ত হ্রাস ও অপোষণোপযোগী বস্তুর (Inorganic substances) অত্যন্ত আধিক্যতা হয়।

সম্পূর্ণ নিরাহারে যে কত দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায় তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, শরীরাভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনানুসারে, শীঘ্র বা বিলম্বে মৃত্যু হইয়া থাকে। দেহ পতনার্থ যত দূর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা এক জনের যত শীঘ্র সম্পূর্ণ হয়, অপরের তত শীঘ্র না হইলেও না হইতে পারে। সম্পূর্ণ নিরাহারে কেহ এক অবস্থাতে দুয় দিনের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই অন্য অবস্থাতে অনাহারে ৩ দুই সপ্তাহ

পর্য্যন্তও জীবিত থাকিতে পারে, যেহেতু অবস্থা ও জীব বিশেষে সেই শরীরাভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন ক্রিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে সম্পূর্ণ হয়।

যদিচ সম্পূর্ণ নিরাহারে, কত দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায় তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু কত পরিমাণে শারীরিক-ক্ষয় হইলে প্রাণ নাশ হয় তাহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। (Chossat) কোসা নামক সুবিখ্যাত শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে শরীরের প্রায় দুই পঞ্চমাংশ ক্ষয় হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার শরীরের গুরুত্ব ১০০ এক শত সের, অনশনে তাহার ৪০ চল্লিশ সের ক্ষয় হইয়া যখন ৬০ ষাট সের অবশিষ্ট থাকে তখনই মৃত্যু হয়। শরীরের দুই পঞ্চমাংশের ক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই সচরাচর অনেকেরই মৃত্যু হয়, কিন্তু উহা অপেক্ষা অধিক ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত অত্যল্প জীব জীবিত থাকে। যাহারদিগের শরীরে অধিক মেদ, (Fat) আছে, কখন কখন তাহারা শরীরের দুই পঞ্চমাংশের কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষয় হইলেও জীবিত থাকিতে পারে। কি উষ্ণ শোণিত, কি শীতল শোণিত, সকল জীবই শরীরের দুই পঞ্চমাংশের ক্ষয় হইলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরশনে উষ্ণ-শোণিত-জীবের যত শীঘ্র শরীরের দুই পঞ্চমাংশের ক্ষয় হয়, শীতল-শোণিত-জীবদিগের তত শীঘ্র হয় না। মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি উষ্ণ-শোণিত-জীবগণ সম্পূর্ণ নিরশনে যত দিন জীবিত থাকে, সর্প ভেক মৎস্য প্রভৃতি শীতল-শোণিতেরা তদপেক্ষা তেইশ বা চব্বিশ গুণ অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে।

সম্পূর্ণ নিরশনে মনুষ্য কত দিন জীবিত থাকিতে পারে তাহা অন্যান্য পশুদিগের উপরি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কোন নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করা যায় না বটে, কিন্তু উভয়েই এক রূপ শারীরিক নিয়মের অধীন, শুদ্ধ কোন কোন বিষয়ের তারতম্য আছে মাত্র। এজন্য অন্যান্য উষ্ণ-শোণিত জীবদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনুষ্য যে কত দিন পর্য্যন্ত নিরশনে জীবিতথাকিতে পারে, তাহা এক প্রকার সত্যের সন্নিকট আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যেহেতু মনুষ্যও উষ্ণ-শোণিতজীব শ্রেণীভুক্ত। পমার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সম্পূর্ণ নিরশনে নিরামিষ-ভোজী পশু ও পক্ষি অপেক্ষা মাংস-ভোজীরা অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে। যেহেতু মাংসাহারিরা এক বার আহার করিলে শীঘ্র ক্ষুধার্ত্ত হয় না, এবং অল্পাহারেই তাহারদিগের শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, নিরামিষ-ভোজিরা প্রায় নিয়তই আহার করে, অধিক পরিমাণে আহার না করিলে তাহারদিগের শারীরিক পুষ্টি সাধন হয় না।

কোসা নামক শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিত সর্ব্ব সমেত ৪৮ আটচল্লিশ টা পক্ষি ও পশু সম্পূর্ণ অনশনে রাখিয়া দেখিয়াছেন, যে তাহারা গড়ে ৯॥ দিবস পর্য্যন্ত, ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২১ এক বিংশতি দিন, ও ন্যূন সংখ্যা ২ দুই দিন জীবিত ছিল। তাহারদিগের মধ্যে অগ্রে শাবক, পরে যুবা ও সর্ব্ব শেষে বৃদ্ধগণ পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। অন্যান্য জীবদিগের ন্যায় মনুষ্যদিগেরও সেই রূপ, নিরশনে অগ্রে শিশু, তৎপরে যুবা, ও সর্ব্বশেষে বয়োধিকগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কোন কোন জীব নিরশনে অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে। লাট্রিল নামক এক সাহেব একটী ঊর্ণনাভকে আলপীন দ্বারা একটী বোতলের ছিপির গায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ৭ চারি মাস পরে সেই পিনটী খুলিয়া দিয়া দেখিলেন যে তখনও সেই ঊর্ণনাভটী জীবিত রহিয়াছে।

সুবিখ্যাত শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিত (Muller) মুলার সাহেব লিখিয়াছেন, যে একটী বৃশ্চিক সম্পূর্ণ অনশনে প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, রণ্ডিলেট সাহেব একটী মৎস্য ৩ তিন বৎসর ও কুডল ফাই সাহেব একটী মৎস্য ৫ পাঁচ বৎসর সম্পূর্ণ নিরাহারে জীবিত রাখিয়াছিলেন। সর্প জাতি নিরশনে যে অনেক মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। মিডাই সাহেব গীল নামক এক প্রকার জলজন্তুকে জল হইতে তুলিয়া সম্পূর্ণ নিরাহারে রাখিয়াছিলেন, সেই গীল নির্জ্জলে ও সম্পূর্ণ নিরাহারেও ৪ চারি সপ্তাহ জীবিত ছিল।

সম্পূর্ণ নিরশনে মনুষ্য সচরাচর প্রায় ৫। ৭ দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ধাতু, বয়স, শারীরিক সুস্থতা, শারীরিক ও মানসিক শ্রম, দেশের উষ্ণতা ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থা বিশেষে ইহা অপেক্ষা শীঘ্র বা বিলম্বেও মৃত্যু হয়। সম্পূর্ণ নিরশনে কেহ কেহ দুই তিন দিবসের মধ্যেই লোকান্তর গমন করে, কেহ বা দুই তিন সপ্তাহের অধিকও জীবিত থাকে।

সম্পূর্ণ নিরাহারে অনেক মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, এমত শত শত উদাহরণ, অনেকানেক পুস্তকে, সমাচার পত্রে, ও বিজ্ঞান পত্রিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল উদাহরণ সপ্রমাণার্থ বিজ্ঞান-শাস্ত্র যেরূপ সঠীক প্রমাণ চাহেন, বস্তুত তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। এবং সেই সকল উদাহরণের মধ্যে কতক গুলিন এরূপ

বাহুল্য ও অসত্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যে কথনই বিশ্বাস-আধারে স্থান দেওয়া যায় না। (M. Berard) এম বিরার্ড নামক শারীর-বিধান-বিৎপণ্ডিত (Dr. Haller) ডক্তর হ্যালারের গ্রন্থ হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকটী অনশনের উদাহরণ, স্বীয় শারীর-বিধান শাস্ত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

একটী যুবতী স্ত্রী স্বীয় দরিদ্রতা প্রকাশ ভয়ে লজ্জায় একাদশ সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিরশনে ছিল, এই সময়ের মধ্যে সময়ে সময়ে অত্যল্প লেবুর রস ব্যতীত আর কিছু মাত্র তাহার গলাধঃকরণ হয় নাই। সেই স্থানের আর অপর দুইটী স্ত্রীলোক একটী ৪ চারি মাস ও আর একটী ১ এক বৎসর কিছু মাত্র আহার করে নাই। (Mackenzie) মেকেনজী সাহেব (Philosophical Transaction) বিজ্ঞান বার্ত্তা নামক পত্রিকাতে লিখিয়াছেন, যে একটী স্ত্রীলোকের ১৮ অষ্টাদশ বৎসর হনুস্তম্ভ (Locked jaw) হইয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে ৪ চারি বৎসর কিছু মাত্র আহার করে নাই। উক্ত পত্রিকার ৪৭ সাত চল্লিশ খণ্ডে আর একটী স্কটলণ্ড দেশীয় স্ত্রীলোকের বিষয় লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে আরো অধিক বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, সেই স্ত্রীলোক ৮ আট বৎসর নিরশনে ছিল, সেই সময়ের মধ্যে দুই এক বার মাত্র অত্যল্প জল পান করিয়াছিল। ইস্তা ফ্রিজেন নামক এক জন ৬ ছয় বৎসর সম্পূর্ণ নিরাহারে ছিল। এবং আর একটী স্ত্রীলোক ৫০ পঞ্চাশ বৎসর অনাহার করে নাই, শুদ্ধ সময়ে সময়ে অত্যল্প দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া ছিল।

সেই বিরার্ড নামক পণ্ডিত উপযুক্ত কয়েকটী অনশনের বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎপরে লিখিয়াছেন যে "যদিচ উল্লিখিত কয়েকটী অনশনের বিষয়ের মধ্যে কোন কোনটীতে বাহুল্য, অসত্য, ও প্রবঞ্চনা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কতক গুলিন যে অবশ্যই সত্য, তাহা কথনই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। প্রতি বর্ষেই সেই রূপ অনশনের নূতন নূতন বিষয় শ্রুত হওয়া যাইতেছে! ১৮৩৬খৃঃ অব্দে (M. Lavegue) এম্ ল্যাভিগনি সাহেব, একটী ৫২ বৎসরের স্ত্রীলোককে দেখিবার নিমিত্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, সেই স্ত্রীলোক অগ্রে ১॥ দেড় বৎসর প্রত্যহ শুদ্ধ অৰ্দ্ধ সের দুগ্ধ পান করিয়া, গত পাঁচ মাস কিছু মাত্র পান বা আহার করে নাই। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে (M. Parizot) এম্ প্যারিজো সাহেব, আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে, মার্সেলস্ দেশীয় একটী যুবতী অগ্রে ৬ ছয় বৎসর কিছু মাত্র অম্লাহার না করিয়া পরে গত পাঁচ বৎসর কিছু মাত্র আহার বা পান করে নাই। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এম্ প্লংগ আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, যে আইরেলণ্ড দেশীয় একটী ৪৮ আট চল্লিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী গত আট বৎসর সম্পূর্ণ নিরশনে রহিয়াছে,,। Berard cours de Phisiologie. Vol. 1.Page 538

ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে বিরার্ড উল্লেখিত অনশনের গল্প গুলি সম্ভব ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শারীরবিধান শাস্ত্রের মতে তাহা কথনই বুঝান যায় না দেখিয়াও, সেই শাস্ত্রের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, তাহার সম্ভবত্ব সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮১ শাকের
চৈত্র মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত কালিদাস সান্যাল.. .. .. ..৮
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর.. .. .. ৪
" শ্রীনাথ ঘোষ.. .. .. .. .. .. ২
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় .... ২
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় .... ২

১৮

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫
" ঈশানচন্দ্র বসু .. .. .. .. ২৫
" মধুসূদন ঘোষ.. .. .. .. .. ১২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য .. .. .. .. .. ৫
" রামকানাই সেন .. .. .. .. .. ৪
" শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় .. .. .. ৩
" ব্রজনাথ মিত্র .. .. .. .. .. ..৩
" রাজনারায়ণ দাস.. .. .. .. ..৩
" যোগেন্দ্রনাথ সেন.. .. .. .. ২
" মণিলাল মল্লিক.. .. .. .. .. ২
" কাশীনাথ দে .. .. .. .. .. ..১
" আশুতোষ ধর.. .. .. .. .. ..১
" প্যারীমোহন রায়.. .. .. .. ..১

৮৭

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন .. .. .. .. ৮
" রাধাগোবিন্দ মৈত্রেয় .. .. .. ২

১০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
" হরদেব চট্টোপাধ্যায় .. .. .. ..৶০

১৶০

দানাধারে প্রাপ্ত.... .... ২৶০

১১৭।০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ছয় আনা মাত্র। ১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিকাতা ****।

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
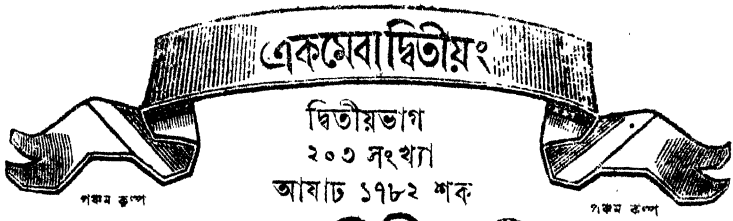
## প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

এই সুরম্য প্রশান্ত সময়ে ঈশ্বরের প্রতি সকলে মন দেও। এই সময়ে আমাদের শরীর মন বুদ্ধি সকলই সেই দিকে অনুকূল। অন্য সময়ে আমাদের মন নানা দিকে ধাবমান হয়--নানা বিষয়ে লিপ্ত হয়; কিন্তু এই সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালই ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক ছবি প্রকাশ করিতেছে। সকল সংসার যেরূপ প্রশান্ত ভাবে সুশৃঙ্খল রূপে সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্য করিতেছে; আমাদের অন্তরেও সেই প্রশান্ত ভাব, সেই সুন্দর শৃঙ্খলা, বিরাজ করিতেছে। এইক্ষণকার সকল ভাবই অনুকূল হইয়া ঈশ্বরের দিকে সকলকে আহ্বান করিতেছে। এমন দুর্লভ পবিত্র সময়কে অবহেলা করিও না; একবার সেই ভূমা অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া আপনাকে পবিত্র কর; সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পাবনের পাবন পরমেশ্বরে আত্মাকে সমাধান করিয়া সেই পবিত্রতা রস আস্বাদন কর। এই পবিত্র সময়ে, এই পবিত্র স্থানে, এই সকল অনুকূল ভাবের মধ্যে যদি ঈশ্বরকে ভুলিয়া রহিলে, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা, তাঁহার অপ্রতিম সৌন্দর্য্য, যাহা এই প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্য ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি এখনই গ্রহণ না করিলে, তবে আর কখন করিবে? যখন সংসারানলে দীপ্তশিরা হইবে, যখন উত্তরঙ্গ কর্ম্ম সাগরে পতিত হইবে, যখন বিষয় কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইবে না, তখন কি আর এমন সহজে ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে? আমাদের আত্মা এখন সেই ভূমার সহিত মিলিত হইয়া যে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে; সে সময়ে তাহা আর থাকিবে না; যাহাতে সংসারানলের তীব্র উষ্ণতা সহ্য করিতে পারা যায়, এই জন্য এখন সেই অমৃত সাগরে স্নান করিয়া শীতল হও। এই প্রাতঃকালের সঙ্গে আমাদের যৌবন কালের কি আশ্চর্য্য উপমা! যৌবন কালে আমাদের সকল ভাবই প্রশস্ত ও উন্নত থাকে। আমাদের সাধুতম হিতৈষণা, দেশানুরাগ, ঈশ্বরানুরাগ, সকলই, এই সময়ে প্রজ্বলিত থাকে। কিন্তু আমাদের নবানুরাগের উপর যখনি সংসারের শীতল বারি পতিত হয়, অমনি সে সকলই নির্ব্বাণ হইয়া যায়; আমরা সে সকল বিষয়ে অসাড় হইয়া পড়ি; সত্যের প্রতি মঙ্গলের প্রতি আর সে প্রকার অনুরাগ ও সে প্রকার উৎসাহ থাকে না। এই প্রাতঃকালে ঈশ্বরের সহবাসে আমাদের মনে যে পবিত্রতার, যে উন্নত ভাবের, সঞ্চার হইতেছে, সংসারের মোহ কোলাহলের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

ইহার ঔষধ কি? যে সময়ে আমাদের আত্মাতে ঈশ্বরের ভাব প্রজ্বলিত হইবে, সে সময়টিকে কোনমতে অবহেলা না করা। এক এক সময়ে তাঁহার পবিত্রতা রস এমন প্রচুর রূপে পান কর, যে তাহা অনেকক্ষণ তোমাকে শীতল রাখিতে পারে। আপনার হৃদয়ে পুষ্করিণী খনন করিয়া রাখ, যে যখনই আমাদের উপর ঈশ্বরের কৃপাবারি পতিত হইবে, তখন তাহা নষ্ট ন হইতে পারে, তাহাতেই রক্ষিত হয়। ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বদাই প্রার্থনা কর যে তিনি তাঁহার করুণাবারি আরো প্রচর রূপে বর্ষণ করেন। এই পবিত্র প্রশান্ত সময়ে আমরা যেমন তাঁহার ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়াছি, সেইরূপ নিরন্তর তাঁহাতে অনুরক্ত থাক। এই প্রাতঃকালে এই সুবর্ণময় সূর্য্যকিরণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, এই সূর্য্য কিরণের ন্যায় ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার কার্য্যে অনুরক্ত থাক। এই সময়ে আমাদের মনে বিচিত্র ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, কিন্তু তথাপি আমরা দিবস ভুলিয়া যাইতেছি না। এই প্রকার আমাদের সমুদয় কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের আভা যেন সর্ব্বদাই প্রকাশিত থাকে। যাহারা আপনার লইয়াই ব্যস্ত, এই সমগ্র বিশ্বসংসার তাহাদের আমোদের স্থল, তাহাদের ক্রীড়ার আলয়। কিন্তু যাহারা ঈশ্বর প্রেমে প্রেমী, এই জগৎ সংসার তাহাদের নিকটে পবিত্র দেব-মন্দির; ইহার সত্তাতে তাহারা এক মহত্তর উচ্চতর সত্তা দেখিতে পায়; তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গলজ্যোতি ইহাতে প্রতিবিম্বিত দেখে। এই পবিত্র সময়ে কত লোকে উৎসব রজনী যাপন করিয়া ক্লান্ত শরীরে অচেতন প্রায় রহিয়াছে, কত লোকে আপন আপন ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহারা এই প্রাতঃকালের যথার্থ গৌরবই অবগত নহে। আমরা যেন এমন সময়কে অবহেলা না করি; কিসে সকল সময়ই ঈশ্বরকে পাইবার অনুকূল হয়, আমাদের লক্ষ্য যেন তাহাই থাকে। প্রতি সূর্য্যের উদয়াস্ত, প্রতি মাস পক্ষের পরিবর্ত্তনে, আমরা যেন আপনার যথার্থ অবস্থা স্মরণ করি; আমাদের গম্য স্থানের ক্রমিকই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ইহা যেন মনে রাখি। ঈশ্বর আমাদিগকে মাসে মাসে, দিনে দিনে, নিমেষে নিমেষে, যে অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা যেন বিস্মৃত না হই। আহা! তাঁহার কি করুণা! গত রজনীতে আমরা তাঁহার ক্রোড়ে কেমন সুখে নিদ্রা গিয়াছি, আমাদের উপর তাঁহার কি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য গায়ক বিহঙ্গদল নীরব হইল, তেজঃপুঞ্জ প্রখর সূর্য্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। আহা! যখন তাঁহার এক নিমেষেরও করুণার অন্ত পাওয়া যায় না; তখন মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, তাঁহার প্রীতিতে যে অনির্ব্বাচ্যরূপে লালিত পালিত হইতেছি, তাহা কি বলিব। তিনি আমাদের জন্য কি না করিয়াছেন? তাঁহার মঙ্গলভাব হইতে আমরা কি না আশা করিতে পারি?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

---

## ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

নবম উপদেশ

### মুক্তি।

মুক্তি কি? ইহার সহজ উত্তর এই, পাপ হইতে মুক্ত হওয়া। এই উত্তরে মুক্তির সমুদয় ভাব প্রকাশ পায় না। ইহা অভাব পক্ষে মুক্তির লক্ষণ বলা হইল। মুক্তির অবস্থা কেবল অভাবের অবস্থা নহে; পাপের অভাবই যে মুক্তি তাহা নহে। পশুদিগের অবস্থা এবং শিশুদের নিষ্পাপাবস্থা মুক্তির অবস্থা নহে। যে মনে জ্ঞান প্রীতি এবং কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; যে মন আপন বলে সত্যের আশ্রয়ে বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেই মুক্ত। তখনই মুক্তাবস্থা, যখন ধর্ম্মের বল, পবিত্রতার বল, বিষয়ের প্রতিকূলে, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে, লোকের প্রতিকূলে চালিত হয়; যখন জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছা মুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। তিনি মুক্ত, যিনি ঈশ্বরের বিশ্বাসে উন্নত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে আসুরিক বৃত্তি সকলকে

দমন করেন এবং নীচ বিষয়-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত পবিত্র বিষয়ে আপনাকে নিয়োগ করেন। তিনিই মুক্ত, যিনি ঈশ্বরকে আপন সহায় জানিয়া তাঁহার হৃদয় লিখিত পবিত্র ধর্ম্ম আপন ইচ্ছাতে অবলম্বন করেন; তাঁহারই অনুযায়ী হইয়া আপনাকে নিয়মিত করেন; এবং সকল অবস্থাতেই আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করেন।

সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমাদের আত্মাকে বলীয়ান্ করিবার জন্য আমারদিগকে লোভ এবং বিপদের দ্বারা আবৃত করিয়াছেন; তিনি আমারদিগকে এমন এক সংসারে স্থাপন করিয়াছেন, যেখানে অসৎ কর্ম্ম বহু প্রত্যাশা যুক্ত; যেখানে কর্ত্তব্যের পথ অসরল ও কণ্টকাবৃত; যেখানে নানা প্রলোভন আমাদের অন্তরের প্রহরীকে আক্রমণ করিতেছে; যেখানে মন অনেক সময় দেহভারে আক্রান্ত হইতেছে এবং বিষয় জাল আমারদিগকে অনেক সময় ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এই সকল বিপত্তিকে অতিক্রম করিতে করিতেই আমাদের মুক্তাবস্থা আরম্ভ হয়।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে আত্মা ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করে, যে সাংসারিক সুখ দুঃখেই একান্ত আক্রান্ত না হয়, যে আহার নিদ্রা আমোদ প্রমোদেই জীবন ব্যয় করে না কিন্তু ঈশ্বরের জন্যই ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া জীবন যাপন করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে বিষয় আসক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে; যে জড়ময় পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিয়া ইহাকে কারাগৃহ তুল্য করিয়া না ফেলে; কিন্তু এই স্থূল আবরণের মধ্য হইতে সর্ব্বাতীত পরমেশ্বরে গমন করে এবং সেই অনন্তের নামাক্ষর সর্ব্বত্র পাঠ করিয়া আপনাকে উন্নত করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে সংসারের অনুরোধ অপেক্ষা ঈশ্বরের অনুরোধ গুরুতর জ্ঞান করে; যে দেশাচারের নিকটেই অবনত না হয়, পৈতৃক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট না থাকে; যেখান হইতেই হউক সত্যের আলোক পাইলেই আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করে এবং যে মনুষ্যের উপদেশ অন্তরের ধর্ম্মোপদেশকে অতিক্রম করিতে না দেয়।

সেই আত্মাই মুক্ত, যাহার প্রীতি সঙ্কীর্ণ নহে; যে এক দেশে বা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধ নহে; যে সকলের প্রতি প্রসন্ন ভাবে দৃষ্টি করে; যে আলস্য অহঙ্কার স্বার্থপরতা অতিক্রম করিয়া হৃদয় গ্রন্থি সকল ছেদন করে এবং ঈশ্বরের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান দিতেও প্রস্তুত থাকে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে আত্মা বাহিরের অবস্থাতেই সংকুচিত হয় না; ঘটনার স্রোতেই নীয়মান হয় না; যে প্রবৃত্তির অধীনতাতেই কার্য্য করে না; কিন্তু আপনার জীবনের সঙ্কল্প স্থির রাখিয়া সকল ঘটনা সকল অবস্থাকেই আপনার উন্নতির অনুকূল করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে ধর্ম্মবলে সবল হইয়া পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকল ভয় পরিত্যাগ করে; পাপকে যাহার সকল বিপদের মধ্যে ভয়ানক বিপদ মনে হয়; কোন ভর্ৎসনা কোন নির্য্যাতনই যাহাকে ধর্ম্ম পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় না; যে এই অস্থায়ী ক্ষুদ্র বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়াতীত নিত্য ভূমা পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে এবং তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছার সহিত যত মিলিত হইবে, তত আমাদের আত্মা মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। জ্ঞান ব্যতীত আমরা মুক্ত হইতে পারি না; কেন না স্বাধীনতা জ্ঞানজ্যোতিঃ হইতে পরিচ্যুত হইলে তাহা অন্ধশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মঙ্গল ভাব ব্যতীতও আমরা মুক্ত হইতে পারি না, কেননা নীচ পশু ভাবের অধীন হইলে আমাদের প্রকৃতি নিতান্ত হীন ও মলিন হইয়া থাকে। আমাদের জ্ঞানের মুক্তাবস্থায় সেই সত্য স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অন্ন হইবেন, তাঁহার মহিমা আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে

পাইব। আমাদের ভাব সকল তখন মুক্ত হইবে, যখন তাহারা ঈশ্বর-প্রীতির রূপ ধারণ করিবে;-যখন সত্যেতে মঙ্গলেতে তাহারা সমর্পিত হইবে। ইচ্ছার মুক্ত ভাব তখন হইবে, যখন তাহা নীচ বিষয়াকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ সত্য, পূর্ণ মঙ্গলের অনুযায়ী হইবে। আমাদের বদ্ধ ভাব গিয়া মুক্ত-ভাব ক্রমে হইতে থাকে। ঈশ্বরই এক মাত্র শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান মোহেতে আচ্ছন্ন নহে; তাঁহার প্রীতির সঙ্গে দ্বেষের যোগ নাই; তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ মঙ্গলের বিরোধিনী নহে; কিন্তু আমাদের যে জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা তাহা অল্পে অল্পে স্বাধীন ভাব ধারণ করে। অজ্ঞান পাশ কুটিলতার পাশ বিষয় বন্ধন হইতে আমরা ক্রমে মুক্ত হই। যে অবধি আমাদের জ্ঞান প্রীতি ও কর্ত্তৃত্ব পরিস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি আমরা মুক্তি লাভের অধিকারী হইয়াছি এবং তাহারা যত বিবৃত হইবে, মুক্তির অবস্থা ততই গ্রহণ করিতে থাকিব। আমাদের জ্ঞান যত ঈশ্বরের জ্ঞানের অনুগামী হইবে;- প্রীতি যত তাঁহার প্রীতিতে মিলিত হইবে; ইচ্ছা যত তাঁহার ইচ্ছার অনুযায়িনী হইবে; ততই আমাদের মুক্ত ভাব। আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা, সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলপূর্ণ পুরুষের সহিত যত ঐক্য হইতে থাকিবে, ততই তাহারা মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমাদের ইচ্ছা যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্তরে ভূলোক ও দ্যুলোকের সামঞ্জস্য শৃঙ্খলা বিরাজ করিতে থাকিবে, তখনই আমাদের মোক্ষাবস্থা। যখন সত্য-জ্যোতিতে জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, প্রীতির শিখায় হৃদয় উদ্দীপ্ত হইবে, বল পবিত্রতা ও উন্নত আশা আমাদের সমুদয় প্রকৃতিকে উজ্জ্বলিত করিবে, তখনই মুক্তি। সেই অমৃতের সঙ্গে যোগ হইলেই আমরা অমৃত সূর্য্য কিরণে বাস করিতে থাকি।

এই মুক্তি লাভ করা আমারদের অনন্ত কাল সাধ্য। ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রীতি, পূর্ণ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে আমাদের অনন্ত জীবন গত হইবে। এখানে আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত একটী কালের নির্দ্দেশ আছে। এখানে আমাদের এক পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীই আমাদের শিক্ষার শেষ স্থল নহে। এখন এক কাল, এজীবনের পর অবধি নিত্য কাল আরম্ভ হইবে; এখানে কেবল সংসারের সঙ্গে যোগ, ঈশ্বরের সহিত কিছুমাত্র যোগ নাই, মৃত্যুর পর অবধি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইবে; এমত নহে। ঈশ্বর আমারদের একালেরও ঈশ্বর, আমাদের পরকালেরও ঈশ্বর। পরজীবন আমাদের ইহজীবনের অনুক্রমণিকা। মুক্তির সোপান এই পৃথিবীলোকেই স্থাপিত রহিয়াছে। এই প্রথম শ্রেণীর পাঠ অভ্যাস করিয়া পরে নূতন নূতন পাঠ অভ্যাস করিতে পাইব। আমরা অমৃতের অধিকারী, আমাদের ক্রমিক উন্নতিই হইবে। জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি পবিত্রতা ক্রমিক উন্নত ভাব ধারণ করিবে। আমাদের ইহ জীবন অনন্ত কালের অন্তর্বর্ত্তী। ইহকাল অনন্তকাল হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। এই জীবদ্দশাতেই আমরা মুক্তির পথে পদনিক্ষেপ করিতেছি এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

এই পৃথিবীলোক হইতে আমাদের উৎকৃষ্ট লোক কি হইবে? সেই লোক, যেখানে পবিত্র প্রেম এবং নির্ম্মলানন্দ বহমান হইতেছে; যেখানে ঈশ্বর প্রীতি হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতেছে; তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেই সকলের আনন্দ জন্মিতেছে। সেই লোকই দেবলোক, যেখানে আমরা ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব, যেখানে আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছার সহিত অধিক মিলিত হইবে। সেই স্বর্গ লোক, সেই পুণ্য ধাম। দেবতারা দেব নাম কেন ধারণ করিয়াছেন; কেন না ঈশ্বরের উপাসনাতেই তাঁহারা নিরন্তর নিমগ্ন আছেন। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে"। তাঁহাতেই তাঁহাদের আনন্দ, তাঁহাতেই তাঁহাদের জীবন। মনুষ্যেরও দেবভাব আছে; কিন্তু সকল সময়ে তিনি সেই পবিত্রভাব রক্ষা করিতে পারেন না। এই হেতু

তাঁহারা দেবনামের যোগ্য নহেন। এই পৃথিবীতেই আমরা স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকের আভাস পাইতেছি। আত্মার প্রকৃত সুস্থাবস্থা—তাহার নির্ম্মল সুশৃঙ্খল ভাবই স্বর্গ। আত্মার বিকৃতাবস্থা, তাহার সমল দূষিত ভাবই নরক। পাপাত্মাকে স্বর্গলোকে রাখিলে তাহার কি হইতে পারে? চিররোগীকে তাহার অন্ধকার কুটীর হইতে সুসজ্জিত প্রাসাদে আনিয়া রাখিলে তাহার কি হইবে? সে যে স্থানে থাকুক, সকল স্থানই তাহার নরক তুল্য বোধ হয়। যে ব্যক্তি কোন দুঃসহ মনস্তাপ ভোগ করিতেছে, বসন্ত কালের মলয়ানিল যাহা সুস্থ ব্যক্তির প্রাণতুল্য, তাহা তাহার যন্ত্রণাদায়ক; পাপাত্মাও সেই প্রকার। যদি পাপাত্মাকে স্বর্গলোকে দেবমণ্ডলীর মধ্যে রাখা যায়, তবে তাহার স্বর্গভোগ নহে, তাহাই তাহার অতি কঠোর শাস্তি। যে সকল পুণ্যাত্মারা ঈশ্বরের আনন্দ অধিক ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞান প্রীতি প্রচুর ভাবে অর্জন করিতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে উন্নত পবিত্র জীবেরাই থাকিতে পারে।

স্বর্গ লোকে ঈশ্বরের প্রচুর ভাব পাওয়া যাইবে। জ্ঞান ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতি আরো উন্নত ভাব ধারণ করিবে। আমরা উন্নত দেবতাদিগের মধ্যে থাকিয়া উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিব। ঈশ্বরের অনুচর হইয়া কার্য্য করিতেছি, তাঁহার মঙ্গল ভাব সম্পন্ন করিতেছি, ইহাতেই আমাদের আনন্দ হইবে। তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়া তাঁহার প্রেমাস্বাদন করিয়া জীবন সার্থক করিব। সেই পবিত্র দেবলোকে যাইবার জন্য পৃথিবীলোকেই প্রস্তুত হইতে হইবে। এখানেই ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলে পরে তাঁহাকে আমরা প্রকৃষ্ট রূপে জানিতে পাইব। এখানকার উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর শিক্ষার অধিকারী হইব। আবার সেখানেই যে আমাদের শিক্ষার শেষ হইল, তাহা নহে। তাহা অপেক্ষা আরও এক উন্নতাবস্থা হইবে; তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিব। আমাদের জীবন উন্নতির স্রোতেই যাইবে। যাহার জীবন আছে, উন্নতি ব্যতীত তাহার মঙ্গল হয় না। আমরা এস্থান হইতে এমন এক লোকে যাইব; যেখানে ধর্ম্ম ও পবিত্রতার স্রোত বহমান হইতেছে; যেখানে প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ উৎসারিত হইতেছে; যেখানে, কি সৌভাগ্যের বিষয়! যেখানে দেবতাদিগের সঙ্গে সমস্বরে আমরা ঈশ্বরের গুণগান করিব, তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে তাঁহার মঙ্গলময় কার্য্য সম্পন্ন করিব, তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ করিব। কি আনন্দের লোক, তাহার জন্য এমন শত শত জীবন বলিদান দেওয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই কি আমাদের উন্নতির শেষ হইল? না, এখনো নহে। ঈশ্বর এখনো বলিতেছেন, এস্থান তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তির স্থল নহে। যদিও এখানে তুমি সহস্র সহস্র আনন্দ ভোগ করিতেছ, যাহা অন্য লোকে পায় নাই; তথাপি এই তোমার শেষ গতি নহে, তোমার পরম সম্পৎ নহে, তোমার পরম লোক নহে। তখন তুমি আশ্চর্য্য হইবে এবং ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা আশ্চর্য্যরূপে অনুভব করিবে। এখানেই আমাদের আত্মার উন্নতি স্পষ্ট রূপে অনুভব করা যায়। এক বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরে আমাদের যে প্রকার অনুরাগ ছিল, এক বৎসর পরে দেখিতে পাই, সে প্রীতি ও অনুরাগ আরো উন্নত হইয়াছে—তাঁহার কার্য্যে আমরা যত সময় ব্যয় করিতাম, তাহা অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় করি; তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে যে স্থানে সঙ্কুচিত হইতাম, তাহা এখন অনায়াসে রক্ষা করিতে পারি; তাঁহার জন্য যত টুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুণ্ণ হইতাম, তাহা এক্ষণে অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। এই প্রকার উন্নতিতেই আমাদের সমস্ত জীবন যাপন হইবে। এখানকার উন্নতিতে আমাদের অনন্ত কালের মহান্ উন্নতির আভাস মাত্র পাইতেছি। তখন আমাদের জ্ঞান যে কত উজ্জ্বল হইবে, প্রীতি যে কত উন্নত হইবে, ইচ্ছা যে কত সবল হইবে; এখান হইতে তাহা বলিতে পারি না। এখানে আমরা যে সত্যের আবরণ মাত্র

দেখিতে পাই, পরে তাহার মধ্য দেশ দেখিতে পাইব; প্রীতি যেমন এখানে এক দেশ কি এক পরিবারে বদ্ধ আছে, তখন তাহা উদার ভাব ধারণ করিবে—তখন ঈশ্বরের উদার প্রীতি দৃষ্টিতে আমরা জগৎ দর্শন করিব। এখানে ইচ্ছা সকল সময়ে আপনার প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, ক্রমে তাহা এমন বলীয়ান্ হইবে যে সে আপনাপনি ধর্ম্মের এবং ঈশ্বরের অনুযায়ী হইবে; প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে তাহার অধীনে আনিবে এবং তাহার উপর আপনার প্রকৃত আধিপত্য স্থাপন করিবে। যখন এই প্রকার আমাদের জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছা ঈশ্বর জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে থাকিবে, তখন আমরা মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রকার মুক্তির ভাব অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন জীবত্ব গিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলে জীবের মুক্তি হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা; তাঁহাদের মুক্তি ঈশ্বর হইয়া যাওয়া। বস্তুতঃ তাহাতে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় না, আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়। সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে অধীনতা তাহাতেই যথার্থ মুক্তি। যাঁহারা বলেন জীব ঈশ্বর হইয়া যাইবে, তাঁহারা আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। ঈশ্বর যেমন আছেন, তেমনই থাকিবেন, আমরাই লয় হইয়া যাইবে। আমাদের আত্মার স্পৃহা এই যে ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকি; ঈশ্বর হইয়া যাই, ইহাতে আমাদের কোন ভাবই সায় দেয় না। তাহা হইলে আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়; ব্রাহ্মধর্ম্মের এপ্রকার নির্ব্বাণ মুক্তি নহে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের অধীন হওয়াই মুক্তি। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা বলেন যে যাহা দেখিতেছি তাহার বাস্তবিক সত্তা নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, আর সকলই অসৎ, সকলই মায়া। তাঁহাদের এবাক্য কল্পনা মাত্র। এই জগৎ মায়া আমরা দেখিতেছি, তাহা সত্য; কেন না তাহা সেই সত্য স্বরূপকেই অবলম্বন করিয়া আছে। সেই সত্যের আশ্রয়ে এই তাবৎ সত্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই ইহা অসৎ; কিন্তু বাস্তবিক কিছুই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না; তবে আমরা যে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, সে আমাদের কল্পনা মাত্র। বৃক্ষকে কি কখন আমরা মূল হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারি? না জগৎ সংসারকে জগৎ কর্ত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারি? তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া এই জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাত হইতেছে। বৈদান্তিক মতের প্রধান পোষক যে শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে আমরা সংসার হইতে উপরত হইয়া ও কর্ম্মের ফলাফলে নিরাকাঙ্ক্ষী হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেতে লয় হইয়া যাই; হীনমতি কুলোকের হস্তে এই মত পড়িয়া তাহার ফল এই হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে পাপ প্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহারা বলে আমি যাহা করিতেছি ঈশ্বরই করিতেছেন; আমি পাপ পুণ্যের ভাগী নহি।

> জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি-
> জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
> যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এই সমস্ত মত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ঈশ্বরের অনুচর হইয়া তাঁহার অধীনতাতেই চিরকাল থাকিব। যতক্ষণ তাঁহার অধীন না থাকি, ততক্ষণ আমাদের মুক্ত ভাব নহে। সংসারের অধীনতাতেই বদ্ধ ভাব, ঈশ্বরের অধীনতাতেই মুক্ত ভাব। "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথমর্ত্ত্যোঽমৃতোভবতি।" যখন আমাদের মোহ, স্বার্থপরতা, দ্বেষ, কুটিলতা, এই সকল হৃদয়গ্রন্থি ভিদ্যমান হইবে; যখন আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব দান করিব; কেবল ফুল চন্দন নয়, কিন্তু প্রাণ মন সকলই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব, তখনই আমাদের মুক্তি লাভ হইবে; তখন মর্ত্ত্য হইয়াও আমরা অমৃত হইব।

অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তি ব্রহ্মেতে লয় হওয়া নহে; ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তি আত্মার

অনন্ত কালের উন্নতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম এপ্রকারও উপদেশ দেন না যে অন্যের হস্তে মুক্তির ভার সমর্পণ করিয়া আমরা মুক্ত হইব, কোন মানব দেবতা কি কোন পুরোহিত আমাদের জন্য মুক্তি আনিয়া দিবেন। ব্রাহ্মদের বিশ্বাস ইহা নয় যে পুরা কালে এক জনের কোন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে আমরা একেবারে পতিত হইয়াছি; আমারদিগকে ঈশ্বরেরও ত্রাণ করিবার সাধ্য নাই; আমাদের অনুতাপও কোন কার্য্যের নহে; এক জন মানব দেবতার সহায়তা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ঈশ্বরই আমাদের মুক্তি দাতা, তিনিই আমাদের পরিত্রাতা। আমরা "আত্ম প্রভাবাৎ দেবপ্রসাদাৎ" ঈশ্বরের প্রসাদে ও স্বীয় যত্নে অন্তরে মুক্ত না হইলে কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে আমাদের মুক্তি হইবে না। আমাদের মুক্তি এই পৃথিবীর মধ্যে কি কোন একটি স্বর্গ লোকের মধ্যেই বদ্ধ নহে; কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহার আশ্রয়ে আমরা চিরকাল থাকিয়া মুক্তির পথে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর স্বর্গে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে থাকিব। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই স্বর্গ, এই মুক্তি।

---

## ঈশ্বরের ভাব।

ঈশ্বরকে জগতের আদি কারণ মাত্র মনে করিলে তাঁহার সমুদয় ভাব মনে করা হয় না; কেন না নাস্তিক আস্তিক উভয়েই আদি কারণ স্বীকার করিয়া থাকে। সেই আদি কারণকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিলেও সকল হয় না; কেন না নাস্তিকেরা যে স্বভাবকে সকলের আদি কারণ মনে করে, সেই অন্ধ শক্তিকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিলেই যে ঈশ্বর বলা হইল এমত নহে। যেপর্য্যন্ত না তাঁহার জ্ঞান এবং মঙ্গলভাব জানিতে পারি, যেপর্য্যন্ত না তাঁহাকে বিজ্ঞানবান্ পবিত্র পুরুষ বলিয়া মনে হয়; যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ভাব আমাদের মনেই আইসে না। কিন্তু যেমন তাঁহার জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ প্রতীয়মান হইবে; সেইরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার অনন্ত-শক্তি অনাদি-কারণ-রূপেও তাঁহাকে জানিতে হইবে। এই দুই ভাবের যোগ না হইলে ঈশ্বরের ভাব সমগ্র হয় না। শুদ্ধ অনন্ত শক্তি এবং আদি কারণ যেমন ঈশ্বর নহে, তেমনি শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পুরুষই ঈশ্বর নহেন—জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের সঙ্গে এই অনন্ত এবং আদি শক্তি একত্র হইলে তবে ঈশ্বরের ভাব সম্পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ও মঙ্গলভাব এবং শক্তির জন্য যদি আর কাহারো উপরে নির্ভর করিতে হয়—তিনি যদি মূল কারণ মূলাধার মূল শক্তি না হয়েন; তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। এই প্রকার মনে করিলে ঈশ্বরকে পরিমিত এবং সৃষ্ট মনে করা হয়; তিনি আর ঈশ্বর থাকেন না, সৃষ্ট আশ্রিত জীব হইয়া পড়েন। যিনি ঈশ্বর তিনি কারণং কারণানাং। তিনি সমস্ত আধারের মূলাধার এবং সর্ব্ব শক্তির মূল শক্তি।

আমরা এখানে যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই আশ্রিত পরিমিত ও পরিবর্ত্ত সহ; এই প্রকার আশ্রিত পরিমিত বস্তু আপনাপনিই হইতে পারে না, আপনারা থাকিতে পারে না। ইহাদের আশ্রয় স্থান, ইহাদের নির্ভরের ভূমি অবশ্যই আছে। পরিমিত আশ্রিত পরিবর্ত্তসহ পদার্থ হইতে আমাদের মন আপনা হইতেই এক সর্ব্বাশ্রয় অপরিমেয় অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপে ধাবিত হয়। পরিমিত ও সান্তবৎ পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সহজ-জ্ঞানে অপরিমিত ও অনন্তের ভাব উদয় হয়। আমরা যখন আকাশ মনে করি, তখন সকল পৃথিবী হইতে অন্তর তাহা হইতেও অন্তর এক অনন্ত আকাশ আমারদের জ্ঞানে প্রকাশ পায় এবং সেই অনন্ত শূন্য আমাদের নিকটে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়, যে পর্য্যন্ত না তাহা ঈশ্বরের সত্তাতে পূর্ণ দেখি। যখন কাল মনে করি তখন তাহাকে এক অনন্ত কালেরই অন্তর্ভূত দেখি। আমরা সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর, কোটি বৎসর পূর্ব্বেই দেখি বা পরেই দেখি সেই অনন্ত কালের সীমা পাই না এবং অনন্ত কালেতেই সেই অনন্ত স্বরূপকে ব্যাপ্ত দেখি। ~~সেই অনন্ত স্বরূপকে~~ আমরা যখন কোন কারণ প্রত্যক্ষ করি, তখন কারণ পরম্পরা হইতে সকল কারণের মূল কারণে গিয়া আমাদের মন নিবৃত্ত হয়।

যখন কোন আশ্রিত বস্তু দেখি; তখন আশ্রয়ের আশ্রয়, আধারের আধার হইতে এক স্বতন্ত্র সর্ব্বাশ্রয় মূলাধারে আমাদের চিত্ত বিরাম করে। যখন কোন পরিমিত শক্তি দেখিতে পাই; তখন সেই শক্তির অবলম্বন তাহার অবলম্বন এক নিরবলম্ব মূল শক্তি আমাদের সহজ-জ্ঞানে উদয় হয়। যখন আমরা আপনার পরিমিত জ্ঞান, পরিমিত কর্ত্তৃত্ব, পরিমিত মঙ্গল ভাব দেখিতে পাই, তখন মঙ্গল রাজ্যের রাজা এক অনন্ত স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের প্রতি আমাদের স্বভাবতই নির্ভর হয়। আমরা সহজ জ্ঞানে ঈশ্বরকে অনন্ত কারণ-রূপে অনন্ত আশ্রয়-রূপে অনন্ত শক্তি-রূপে অনন্ত জ্ঞান রূপে অনন্ত মঙ্গল-রূপে উপলব্ধি করিতেছি। সেই অনন্তের সত্তা ব্যতীত অন্তবৎ বস্তুর কোন অর্থই পাই না।

## কঠোপনিষৎ।

প্রথমাবল্লী।

নচিকেতার উপাখ্যান।

১ বাজশ্রবার পুত্র ফল কামনা করিয়া সর্ব্বস্ব দান* করিলেন। নচিকেতা নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল।

২ গো দক্ষিণা কালে সেই কুমারের মনে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। তিনি মনে করিলেন।

৩ পীতোদক জগ্ধতৃণ দুগ্ধদোহ নিরিন্দ্রিয়া † (এমন সকল গো) (যে যজমান) দান করেন, তিনি আনন্দ শূন্য যে সকল লোক আছে তাহাতেই যান;

৪ (অতএব পিতার অনিষ্ট আপনাকে দিয়াও নিবারণীয় এই ভাবিয়া) পিতাকে বলিলেন; আমাকে কোন্ ঋত্বিককে দান করিবে? দুইবার বলিলেন, তিনবার বলিলেন; (পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন) তোমারে আমি মৃত্যুকে দিব।

৫ (নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন) অনেক (শিষ্যের) মধ্যে আমি প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, (কিন্তু অধম কখনই নহি) পিতা আমাকে দিয়া যমের কি কোন কার্য্য সিদ্ধি করিবেন?

৬ (কিন্তু পিতার বাক্য মিথ্যা না হয় এই উদ্দেশে পিতাকে বলিলেন) পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা হইয়া আসিয়াছে, তাহাও দেখুন; এখনো যাহা হইতেছে তাহাও দেখুন। শস্যের ন্যায় মনুষ্য জীর্ণ হইয়া মরে, শস্যের ন্যায় আবার জন্ম গ্রহণ করে (এমন অনিত্য সংসারে মিথ্যায় কি প্রয়োজন?)

৭ (তাঁহার কথায় পিতা তাঁহাকে যমের নিকট প্রেরণ করিলেন, যমের সঙ্গে তাঁহার তিন দিবস সাক্ষাৎ হইল না। যম গৃহে প্রত্যাগমন করিলে অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিল) ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া সাক্ষাৎ বৈশ্বানর (অগ্নির) ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, (সৎলোকেরা) সৎকার দ্বারা তাঁহার শান্তি করেন। হে বৈবস্বত পাদোদক আনয়ন কর।

৮ যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ নিরাহারে বাস করেন, তাহার আশা, প্রতীক্ষা, সাধুসঙ্গ, সুনৃত, যজ্ঞফল, পুত্র পশু, সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। *

৯ (যম বলিলেন) হে ব্রহ্মন্! যেহেতু আমার গৃহে তিন রাত্রি অনশনে যাপন করিয়াছ— নমস্য অতিথি তুমি তোমাকে নমস্কার। আমার প্রতি প্রসন্ন হও আর তিন রাত্রির প্রতি তিন বর প্রার্থনা কর।

১০ (নচিকেতা বলিলেন) যাহাতে পিতা শান্ত-সঙ্কল্প প্রসন্ন-মনা আর আমার প্রতি ক্রোধ-শূন্য হয়েন; আর তুমি আমাকে গৃহে প্রতি প্রেরণ করিলে যাহাতে আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করেন; তিন বরের মধ্যে এই প্রথম বর।

১১ (যম বলিলেন) আমার আদেশক্রমে অরুণের পুত্র ঔদ্দালকি পূর্ব্বের মতই তোমাকে প্রতীতি করিবেন। তিনি সুখে রাত্রি যাপন করিবেন এবং মৃত্যু-মুখ হইতে

* বিশ্বজিৎ যজ্ঞে; দিগ্‌বিজয়ের পর রাজারা এবং ব্রাহ্মণেরাও এই যজ্ঞ করিতেন।

† অর্থাৎ যাহা পান করিবার তাহা করিয়াছে, যাহা খাইবার তাহা খাইয়াছে, ইহাদের পান ভোজন করিবারও আর শক্তি নাই

* ভারতবর্ষে আতিথ্য ধর্ম্ম বহুকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

প্রমুক্ত হইলে ক্রোধশূন্য হইয়া তোমাকে দেখিবেন।

১২ (নচিকেতা বলিলেন) স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু তুমিও সেখানে নাই, জরাকেও কেহ ভয় করে না। ক্ষুধা পিপাসা এ উভয়কেই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত ব্যক্তি স্বর্গলোকে অভিনন্দিত হয়।

১৩ হে মৃত্যু! তুমি স্বর্গসাধন অগ্নির বিষয় জান; আমি শ্রদ্দধান, আমাকে তাহা বল। স্বর্গীয় লোকেরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বর আমি এই চাহি।

১৪ (যম বলিলেন) তোমাকে বলি, তাহা প্রণিধান কর। হে নচিকেত, আমি স্বর্গীয় অগ্নির বিষয় জানি। ইহাতে অনন্ত লোক পাওয়া যায়, আর ইহা জগতের প্রতিষ্ঠা, ইহাকে তুমি বুদ্ধিতে নিহিত বলিয়া জান।

১৫ (পরে যম) এই লোকাদি অগ্নির বিষয় তাঁহাকে বলিলেন; যত ইষ্টক ও যে প্রকার ইষ্টক দ্বারা যে প্রণালীতে ইহা চয়ন করিতে হয় (সকলই বলিলেন।) যম যাহা যাহা বলিলেন, নচিকেতাও তাহা পুনরুক্তি করিলেন: ইহাতে মৃত্যু তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন।

১৬ মহাত্মা (যম) প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন; আমি তোমাকে সংপ্রতি আর একটী বর দিই; তোমারই নামে এই অগ্নির নাম হইবে, আর এই অনেকরূপা রত্নময়ী মালা গ্রহণ কর।

১৭ (মাতা পিতা ও আচার্য্য) এই তিনের নিকট হইতে অনুশাসিত হইয়া যে ব্যক্তি তিন বার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেন, আর (যজ্ঞ দান অধ্যয়ন) এই তিন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; তিনি জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সর্ব্বজ্ঞ এই পূজনীয় দেবতাকে জানিয়া এবং ইঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

১৮ নাচিকেত অগ্নি চয়নের এই তিন প্রকরণ জানিয়া যে বিজ্ঞ ত্রিণাচিকেত কর্ম্মী ইহা তিনবার চয়ন করেন, তিনি (শরীর পাতের) পূর্ব্বেই মৃত্যুপাশ-সকল ছেদন করিয়া এবং শোককে অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন।

১৯ হে নচিকেত! এই তোমার স্বর্গীয় অগ্নি, যাহা তুমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিয়াছ। লোকেরা এই অগ্নিকে তোমারই (নামে) বলিবে; হে নচিকেত, তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

২০ (নচিকেতা বলিলেন) মৃত (মনুষ্য) বিষয়ে এই এক বিচিকিৎসা আছে, কেহ বলে তাহার (আত্মা) থাকে, কেহ বলে থাকে না। তুমি আমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেও; তিন বরের মধ্যে এই তৃতীয় বর।

২১ (যম বলিলেন) এই বিষয়ে পূর্ব্বে দেবতাদিগেরও বিচিকিৎসা ছিল, ইহা সুবিজ্ঞেয় নয়, এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। হে নচিকেত, অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, ইহার জন্য আর আমাকে উপরোধ করিও না; (এ বর) ত্যাগ কর।

২২ (নচিকেতা বলিলেন) এই বিষয়ে দেবতাদিগেরও বিচিকিৎসা ছিল, আর হে মৃত্যু তুমি বলিতেছ যে ইহা সুবিজ্ঞেয় নয়; তোমার মত বক্তা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। এই বরের তুল্য আর অন্য বর নাই।

২৩ (যম বলিলেন) শতায়ু পুত্র পৌত্র প্রার্থনা কর; অনেক পশু হস্তী হিরণ্য অশ্ব, মহদায়তন ভূমি প্রার্থনা কর; তুমি স্বয়ং যত কাল ইচ্ছা জীবিত থাক।

২৪ কিম্বা ইহার সদৃশ যদি আর কোন বর মনে কর, তাহাও চাহ; বিত্ত চিরজীবিকা প্রার্থনা কর; হে নচিকেত! তুমি প্রশস্ত ভূমিতে রাজত্ব কর; তোমাকে আমি সকল কামনার কামভাগী করিব।

২৫ যে যে কাম্য বিষয় মর্ত্ত্যলোকে দুর্ল্লভ, সেই সকল বিষয় ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর; এই সকল সরথা সতূর্য্যা অপ্সরা, ইহাদের মত মনুষ্যেরা পায় না। হে নচিকেত, আমার এই সকল প্রদত্ত কাম্য বিষয় লইয়া আপনার সন্তোষ সাধন কর; মরণ বিষয়ের প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না।

২৬ (নচিকেতা বলিলেন) (এই সকল ভোগের বিষয়) পরে থাকিবে কি না

থাকিবে, তাহার নিশ্চয় নাই, হে অন্তক! ইহারা মর্ত্তের সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে। আর জগতের সমস্ত জীবনও অল্প। এই অশ্ব সকল তোমারই, নৃত্য গীত তোমারই থাকুক।

২৭ বিত্তেতে মনুষ্যের তৃপ্তি নাই। যখন তোমাকে দেখিয়াছি তখন বিত্ত অবশ্যই পাইব। আর তুমি যত কাল শাসন করিবে, তত কাল জীবিতও থাকিব; অতএব সেই বরই আমার বরণীয়।

২৮ অবস্থায়ী জীর্ণ ও মর্ত্ত্য মনুষ্য অজর অমরদিগের সন্নিধানে যাইয়া রূপ যৌবনে প্রমত্ত অপ্সরাদির (মূল্য) বুঝিতে পারিয়া অতি দীর্ঘজীবিত হইলেও বা কেন সে সুখী হইবে।

২৯ হে মৃত্যু! মৃত মনুষ্য বিষয়ে এই যে বিচিকিৎসা, (ইহার অভিজ্ঞান) পরলোক সাধন বিষয়ে মহৎ প্রয়োজন, ইহাই তুমি আমাকে বল। এই যে নিগূঢ় বর, ইহা ভিন্ন নচিকেতা অন্য কোন বর প্রার্থনা করিলেন না।

প্রথমা বল্লী সমাপ্তা।

---

দ্বিতীয়া বল্লী।

যম বলিলেন;

১ শ্রেয় অন্য আর প্রেয় অন্য। এ উভয়েই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পুরুষকে বদ্ধ করে; ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে প্রার্থনা করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

২ শ্রেয় আর প্রেয় ইহারা মনুষ্যকে অধিকার করে; ধীর ব্যক্তি তাহাদিগকে বুঝিয়া পৃথক করেন। ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন; আর মন্দ ব্যক্তি শরীরাদির উপচয় রক্ষণ নিমিত্তেই প্রেয়কে গ্রহণ করে।

৩ কিন্তু হে নচিকেত! তুমি প্রিয় আর প্রিয় রূপ কাম্য বিষয় সকল (তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষ) চিন্তা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়, এমন যে বিত্তময়ী পদবী, তাহা তুমি অবলম্বন কর নাই।

৪ বিদ্যা আর অবিদ্যা, ইহারা পরস্পর দূরবর্ত্তী, ভিন্ন-গতি ও ভিন্ন-ফল, ইহা জানাই আছে। নচিকেতাকে আমি বিদ্যার প্রার্থী মনে করি, কেন না অশেষ কাম্য বিষয় সকল তোমাকে লুব্ধ করিতে পারে নাই।

৫ অবিদ্যার অন্তরে থাকিয়া যাহারা মনে করে, আমরা বড় জ্ঞানী বড় পণ্ডিত; সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি দন্দ্রম্যমান হইয়া ভ্রমণ করে; যেমন অন্ধেরা অন্য অন্ধের দ্বারা নীয়মান হয়।

৬ বিত্ত মোহে মূঢ়, প্রমাদ বিশিষ্ট বালকের নিকট পরলোকের সাধন প্রতিভাত হয় না। তাহারা মনে করে এই লোকই মাত্র আছে, পরলোক নাই, এবং তাহারা পুনঃ পুনঃ আমারই বশে পতিত হয়।

৭ শুনিবার উপায় অভাবে যিনি লভ্য হয়েন না; বহু শ্রবণ করিয়াও অনেকে যাঁহাকে জানিতে পারে না; তাঁহার বক্তা অতি আশ্চর্য্য, অতি নিপুণ ব্যক্তিই ইঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ রূপে শিক্ষিত হইয়াছেন এমত জ্ঞাতাও অতি দুর্ল্লভ।

৮ অশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে ইনি সুবিজ্ঞেয় হয়েন না, (যেহেতু) ইঁহাকে অনেকে অনেক প্রকারে চিন্তা করে। তাঁহাকে অপৃথক্ করিয়া বলিলে তাঁহাতে আর কোন সংশয় থাকে না; ইনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তর্ক দ্বারা অগম্য।

৯ এই মতি তর্কদ্বারা প্রাপণীয় নহে*। হে প্রিয়তম, সৎ আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রোক্ত হইলে ইঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝা যায়। সেই মতি তুমিই পাইয়াছ—তুমি সত্যধৃতি,

---

* তর্ক তর্কের উপর আমাদের ঈশ্বর জ্ঞান স্থাপিত নহে, ইহা প্রাচীন ঋষিরা সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন।
স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি, কালন্তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।
"কোন কোন পণ্ডিতেরা স্বভাবকে, কেহ বা মুগ্ধ হইয়া কালকেই সকলের কারণ বলেন, কিন্তু সমুদয় লোকে এই দেবেরই মহিমা, তাঁহার মহিমাবলে এই ব্রহ্মচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে।" তখনো এই সকল বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক হইত, অদ্যাপি ইহার শেষ হয় নাই কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে তর্কেতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, তিনি একাত্মপ্রত্যয়সারং। আমাদের এই স্বাভাবিক প্রত্যয়কে স্থাপন করিবার জন্যই উক্ত হইয়াছে যে সৎ আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রোক্ত হইলে তাঁহাকে জানা যায়।

হে নচিকেত, আমরা যেন তোমার মত প্রষ্টা পাই।

১০ আমি জানি বিষয়-সুখ অনিত্য, অধ্রুব দ্বারা কখন ধ্রুবকে পাওয়া যায় না। (ইহা জানিয়াও) আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি; অনিত্য দ্রব্য সকলের দ্বারা আমি এই (যাম্য পদ) প্রাপ্ত হইয়াছি।

১১ সকল কামনার পরিসমাপ্তি, যজ্ঞের শেষ ফল, জগতের আশ্রয়স্থান, অভয়ের পার, আত্মার প্রতিষ্ঠা, মহৎ, বিস্তীর্ণ, প্রকৃষ্ট যে হিরণ্যগর্ভ পদ, তাহা দেখিয়াও, হে নচিকেত! ধৈর্য্যেতে তুমি ত্যাগ করিয়াছ।

১২ সেই দুর্দ্দর্শ, গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট, সকল জীবের অন্তরে ও অতি সঙ্কট স্থানে সংস্থিত সেই পুরাণ পুরুষকে অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

১৩ এই সকল (আত্মতত্ত্ব) শুনিয়া ও সম্যক ধারণা করিয়া এবং এই গুণ-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মাকে (শরীর হইতে) পৃথক্ দেখিয়া এবং সেই আনন্দনীয়কে লাভ করিয়া তিনি আনন্দিত হয়েন। হে নচিকেত! ব্রহ্মসদ্ম তোমার নিকটে বিবৃত রহিয়াছে, আমি এই মনে করি।

১৪ নচিকেতা বলিলেন, ধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, অধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলবদ্ধ সংসার হইতে অন্যত্র এবং ভুত ভবিষ্যৎ হইতে অন্যত্র, এমন যাহা তুমি জান, তাহা বল।

১৫ (যম বলিলেন) সকল বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে; সকল তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে বলি—তিনি ওঁ*।

১৬ এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, এই অক্ষরকেই জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই হয়।

১৭ এই আলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই আলম্বন প্রশস্ত, এই আলম্বনকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে মহনীয় হয়।

১৮ * ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্য কিছু হইতেও হয়েন নাই এবং আপনিও কিছুই হয়েন নাই; ইনি জন্মবিহীন নিত্য শাশ্বত পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলে ইঁহার বিনাশ হয় না।

১৯ যে হন্তা সে যদি হনন করিতে ইচ্ছা করে, যে হত সেও যদি আপনাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়ই ভ্রান্ত। ইনি হননও করেন না, হতও হয়েন না।

২০ ইনি অণু হইতে অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্, এই আত্মা শরীরের গুহা মধ্যে স্থিতি করেন। কামনাশূন্য বীতশোক ব্যক্তি বিধাতার প্রসাদে আত্মার মহিমাকে দেখেন।

২১ ইনি আসীন হইয়া দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র গমন করেন, কখনও সহর্ষ থাকেন কখনও হর্ষশূন্য থাকেন, এমত দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে।

২২ অনবস্থিত শরীরেতে অশরীরী আত্মা অবস্থিত আছেন। এই মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।

---

* এই বাক্য এক সম্প্রদায় কি এক মতাবলম্বীর বাক্য নহে। সকল বেদ যাঁহাকে কীর্ত্তন করে, সকল তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, সেই সকলের ঈশ্বর, সেই সকলের অধিপতি, তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইতেছে।

* এই শ্লোক প্রথমে পাঠ করিবার সময় আমাদের মন উন্নত হয় এবং ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ চরণে যাইবা মাত্র নানা সংশয় উপস্থিত হয়। শরীর বিনষ্ট হইলে ইঁহার বিনাশ হয় না, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হইতেছে, জীবাত্মাকে না পরমাত্মাকে? ইহার পূর্ব্বেই নচিকেতার প্রশ্ন হইয়াছে যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং সমুদয় সংসার হইতে ভিন্ন কে? তাহার উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে যে ওঁকার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। পরে এ শ্লোকের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্তও তাহার সহিত সঙ্গত আছে, চতুর্থ পাদে একেবারে বলা হইল যে শরীর বিনষ্ট হইলে ইঁহার বিনাশ হয় না। শরীর বিনষ্ট হইলে পরমাত্মার যে বিনাশ হইবে, এমত কথা সংশয়েরও উপযুক্ত নহে। শরীর বিনষ্ট হইলে জীবাত্মার বিনাশ হয় কি না ইহা সংশয় স্থল হইতে পারে এবং এই সংশয় নিরাকরণ জন্য নচিকেতার প্রশ্নও তাহার তৃতীয় বরে হইয়াছে। যদি জীবাত্মার কথা বলিবারই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হয়, তবে আমরা ভাবিয়া পাই না যে এই সকল বিশেষণ জীবাত্মাতে কিরূপে প্রযুক্ত হইল। শেষ চরণটি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্টাংশ ব্রাহ্মধর্ম্মে উদ্ধৃত হইয়াছে। নজায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভুব কশ্চিৎ।

২৩ এই আত্মা না প্রবচন দ্বারা না মেধা দ্বারা না বহু শ্রবণ দ্বারা লব্ধ হয়েন। (যিনি) ইঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহার দ্বারাই ইনি লভ্য হয়েন; এই আত্মা তাঁহার নিকটে স্বীয় তনু প্রকাশ করেন*।

২৪ যিনি দুশ্চরিত হইতে বিরত হয়েন নাই; যিনি শান্ত, সমাহিত হয়েন নাই; যিনি শান্ত মানস হয়েন নাই; তিনি কেবল জ্ঞান দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হন না†।

২৫ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন; এমন আত্মাকে এ প্রকার কে জানিতে পারে।

দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

---

তৃতীয়া বল্লী।

১ শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থান গুহা মধ্যে দুই জন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; তন্মধ্যে এক জন অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করেন, আর এক জন তাহা প্রদান করেন‡। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে ছায়া আর আতপের ন্যায় বলেন; এবং পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মীরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন।

২ যজমানদিগের সেতু স্বরূপ যে নাচিকেত অগ্নি, তাহাও আমরা চয়ন করিতে পারি; আর সংসার তিতীর্ষু দিগের অভয় পার যে অক্ষর পরব্রহ্ম, তাহাও আমরা জানিতে পারি।

৩ আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ বলিয়া জান, বুদ্ধিকে সারথি আর মনকে প্রগ্রহ স্বরূপ জান।

৪ ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব, বিষয় সকল তাহাদের চলিবার পথ, আর ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত যে আত্মা সেই ভোক্তা; মনীষিরা এই প্রকার বলেন।

৫ যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্ আর সর্ব্বদা অযুক্তমনা, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথীর দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

৬ যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্, আর সর্ব্বদা যুক্তমনা, সারথির শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত।

৭ যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্, অবশচিত্ত ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সংসার গতিই প্রাপ্ত হয়।

৮ যিনি বিজ্ঞানবান্, স্ববশ আর সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত; তিনি সেই ব্রহ্মপদ লাভ করেন, যাঁহা হইতে তাঁহার আর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

৯ বিজ্ঞানই যাঁহার সারথি, মন যাঁহার প্রগ্রহ, তিনি সংসার পার সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

১০ ইন্দ্রিয় হইতে তাহার বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ।

১১ মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত বীজ শক্তি শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ* শ্রেষ্ঠ; পুরুষ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই, সেই কাষ্ঠা সেই পরাগতি।

---

* এই শ্লোকটিতে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব যথার্থ রূপে প্রকাশ পাইতেছে। কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন বা বুদ্ধি চালনা দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে পায়। বরং হস্তী হিরণ্য অশ্ব এই সকল বহু পরিশ্রমেও পাওয়া যায় না, কিন্তু ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি সত্যরূপ ভাবে অন্বেষণ করে, সে তাঁহাকে অবশ্যই পায়, ঈশ্বর তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাহার শূন্য আত্মাকে পূর্ণ করেন। এই তাঁহার আশ্চর্য্য করুণা।

† এই শ্লোকটির তাৎপর্য্যও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী, সুতরাং ইহাও ব্রাহ্মধর্ম্মে উদ্ধৃত হইয়াছে। শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের নিকটে যাইবার জন্য বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক করে না, কিন্তু আপনাকে পবিত্র করা শান্ত সমাহিত মনা আবশ্যক করে। নির্ধনেরা বিদ্যাবানদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূর্ণ হয়। ঈশ্বর অকিঞ্চনেরই পরম গুরু। ঈশ্বরের নিকটে শিশুর ন্যায় অমানী হইয়া যাইতে হয় এবং শিশু যেমন পিতা মাতার নিকটে সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের নিকটেও সেই প্রকার ভাবে যাইতে হয়। তিনি আমাদের নিকট হইতে আর কিছু চাহেন না; এই চাহেন আমরা পবিত্র হই, পবিত্র হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই।

‡ মূলে "পিবন্তৌ" দ্বিবচন আছে; তাহার এই অর্থ হয় যে দুই জনই কর্ম্মফল ভোগ করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য লেখেন বাস্তবিক তাহা নয়, জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা কর্ম্ম ফল ভোগ করেন না; কিন্তু পরমাত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবাত্মা ফল ভোগ করেন। এই দুইয়ের মধ্যে আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ থাকাতে একেবারেই দ্বিবচনে বলা হইয়াছে যে দুই জনে ফল ভোগ করেন।

এই বল্লীতে জীবাত্মা পরমাত্মার বিলক্ষণ পৃথক্ ভাব পাওয়া যায়।

* এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এখানে ঈশ্বরকে পুরুষ শব্দে বলা হইয়াছে। অনেকে বলেন যে বেদান্ত মধ্যে ঈশ্বরকে পুরুষ রূপে পাওয়া যায় না, শূন্য ঈশ্বর মাত্রই পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত আমরা কোন সম্বন্ধই নিবদ্ধ করিতে পারি না। বাস্তবিক তাঁহাদের ইহা ভ্রম মাত্র। অনেক স্থলে তাঁহাকে স্বতন্ত্র রূপে পুরুষ রূপে সকলের আশ্রয় রূপে তাহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই।

১২ এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে দেখেন।

১৩ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্য মনেতে সংযম করিবে, মনকে বুদ্ধিতে সংযম করিবে, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে সংযম করিবে, মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মাতে সংযম করিবে।

১৪ উত্থান কর, জাগ্রত হও। জ্ঞানবান্ আচার্য্যদিগের নিকট যাইয়া শিক্ষা কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলেন।

১৫ অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়, রসবিহীন গন্ধবিহীন নিত্য অনাদ্যনন্ত মহৎ হইতে মহান্ ধ্রুবকে জানিয়া (মর্ত্ত্য মনুষ্য) মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

১৬ এই মৃত্যু প্রোক্ত সনাতন নাচিকেত উপাখ্যান বলিয়া এবং শ্রবণ করিয়া মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহনীয় হয়েন।

১৭ এই পরম গুহ্য (উপাখ্যান) যে ব্যক্তি প্রয়ত হইয়া ব্রহ্ম-সংসদে অথবা শ্রাদ্ধ কালে শুনান, তাহা অনন্ত ফল উৎপন্ন করে*।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা।

২০২ সংখ্যক পত্রিকার ৩২ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে যে কয়েকটী অনশনের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর একটী প্রসিদ্ধ অনশনের বিষয় নিঃসন্দেহ ও সত্য বলিয়া অনেকানেক গ্রন্থে লিখিত আছে। " জেনেট ম্যাক্লিয়ড নাম্নী একটী স্ত্রী জ্বর ও অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া পাঁচ বৎসর শয্যাগত ছিল। সে সর্ব্বদাই মৌনাবস্থায় থাকিত, প্রায় কাহার সহিত বাক্যালাপ করিত না, এবং বল পূর্ব্বক আহার না করাইয়া দিলে কিছুই তাহার উদরস্থ হইত না। অবশেষে তাহার হনু সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধ হইয়া গেল, সুতরাং আহারীয় বা পানীয় কোন বস্তু উদরস্থ হওয়া ভার হইয়া উঠিল। সেই চোয়াল খুলিবার নিমিত্ত অত্যন্ত বল প্রয়োগ করাতে তাহার সম্মুখস্থ দুইটী দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়; সেই ছিদ্র দিয়া আহারীয় দ্রব্য দূরে থাকুক কোন পানীয় দ্রব্য প্রবিষ্ট করিয়া দিলেও তাহার গলাধঃকরণ হইত না। সে প্রায় সর্ব্বদাই নিদ্রাভিভূত থাকিত, কাহার সহিত বাক্যালাপ করিত না। এই অবস্থাতে সে প্রায় চারি বৎসর অবস্থিতি করে। সেই সময়ের মধ্যে ২।৩ দুই তিন সপ্তাহ অন্তর অত্যল্প জল ব্যতীত তাহার আর কিছু মাত্র উদরস্থ হয় নাই। ৪ চারি বৎসর পরে সেই স্ত্রীলোক ক্রমে আরাম হইয়া উঠিল। তাহার চিকিৎসক ও আত্মীয় স্বজন সকলেই অগ্রে তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল, এক্ষণে সে আরোগ্য হইয়া উঠিল দেখিয়া সকলেই আনন্দিত ও চমৎকৃত হইল।"

অনশনে ৪ চারি বৎসর ও তদপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকা যায়, তাহার যে কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল তাহা বর্ত্তমান শারীরবিধান শাস্ত্র মতে কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগের শরীরের অংশ ক্ষয় হইতেছে, ইহা শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতদিগের একটী অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। যদি এক দিন আমরা সম্পূর্ণ অনশনে থাকি, তবে তৎপর দিন শরীরকে তোল করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার গুরুত্বের হ্রাস হয় এবং শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যদি প্রতি দিন শরীরের অংশ ক্ষয় না হইত, তাহা হইলে কখনই আমাদিগের শরীরের গুরুত্ব ও বলের লাঘব হইত না, আমরা পূর্ব্ববৎ ভারী ও সবল থাকিতাম। বিশেষতঃ আমরা প্রত্যহ অন্যূন দুই তিন ২।৩ সের আহার করি, সেই আহারীয় দ্রব্যের দ্বারা শরীরের প্রাত্যহিক ক্ষতি পরিপূরণ হয়; যদি প্রত্যহ শরীরের ক্ষতি না হইত, তাহা হইলে প্রতি দিন আমাদিগের শরীরের ২.৩ দুই তিন সের গুরুত্বের বৃদ্ধি হইত। মল মূত্র প্রশ্বাস এবং দৃশ্য এবং অদৃশ্য ঘর্ম্ম দ্বারা (মল মূত্র দ্বারা অল্প এবং প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম দ্বারা অধিক) প্রত্যহ আমাদিগের শরীরের অংশ ক্ষয় হইতেছে।

অবস্থা বিশেষে এই ক্ষয়ের তারতম্য হইয়া থাকে, অধিক শ্রম করিলে অধিক এবং অল্প শ্রম করিলে অল্প ক্ষয় হয়। কিন্তু যদি আমরা কিছু শ্রম না করি, শরীর ও মনকে চালনা না করিয়া সততই নিদ্রিত বা জড়ের ন্যায় প্রায় স্থির হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের শরীরের যে কিছু মাত্র ক্ষয় হয় না এমত নহে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব জীবিত থাকে, ততক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তেই যত অল্প হউক না কেন, তাহার শরীরের কিছু না কিছু অংশ ক্ষয় হইবেই হইবে। যদি সে মল মূত্র পরিত্যাগ না করে, তথাপি চর্ম্ম এবং

* এই তিন বল্লীতেই বোধ হয় নচিকেতার উপাখ্যান সমাপ্ত হইল। ইহার পরের তিন বল্লী ইহার সঙ্গে রচনা বিষয়েও অনেক ভিন্ন। ভাষা এক নহে এবং তাহাতে অনেক নূতন নূতন শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে সম্ভবতঃ বোধ হয় যে পরের তিন বল্লী উত্তর কালে রচিত হইয়াছে।

ফুস্ফুস্ (Lungs) হইতে প্রশ্বাস সহকারে শরীরের অংশ বাষ্প রূপে অবশ্যই নির্গত হইবে। আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে প্রদাহক বায়ু (Oxygen Gas) গ্রহণ করি তাহা ফুস্ফুসের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে সমুদয় শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া শরীরস্থ তরল পদার্থ ও বৃহত্তম্বর অঙ্গার (Carbon) ও জলকর বায়ুর (Hydrogen Gas) সহিত সংযোগ হয়। সেই রাসায়নিক সংযোগ কালীন যে উষ্ণতা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা জীবন রক্ষার্থ যে পরিমাণে শারীরিক উষ্ণতা প্রয়োজন তাহা পরিরক্ষিত হয়। নিশ্বাস গৃহীত প্রদাহক বায়ু শরীরস্থ অঙ্গারকে দগ্ধ করিয়া তাহার পরমাণু সহিত মিশ্রিত হইয়া যে কার্বনিক আসিড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং জলকর বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যে জল উৎপন্ন হয় তাহা মল মূত্র ঘর্ম্ম ও প্রশ্বাস দ্বারা বিনির্গত হইয়া যায়। যদি এই রূপে শরীরের অঙ্গার এবং জলকর বায়ু দগ্ধ হইয়া নির্গত না হয় তাহা হইলে আমরা শারীরিক উষ্ণতা অভাবে এবং রক্ত দূষিত হওয়াতে শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাই। অঙ্গার এবং জলকর বায়ু ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশেরও ক্ষয় হয়। যে সকল বৃহত্তম্ব শরীরে অধিক দিন থাকিয়া শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হয়, তাহারাও মলমূত্র ও বাষ্পে পরিণত হইয়া দেহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যহ যাহা আহার ও পান করি, তাহার কিয়দংশ দ্বারা সেই ক্ষতি পরিপূরণ হয়, কিয়দংশ শরীরাভ্যন্তরে দগ্ধ হইয়া শরীরের উষ্ণতা রক্ষা করে, এবং কিঞ্চিৎ অপোষণোপযোগী অংশ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। যদি আমরা সম্পূর্ণ নিরশনে থাকি, তাহা হইলে সেই ক্ষতি পূরণ ও দেহের উষ্ণতা রক্ষা হয় না বলিয়া অতি শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাই। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে অধিক শ্রম করিলে অধিক, এবং অল্প শ্রম করিলে অল্প দৈহিক অংশ ক্ষয় হয়, একারণ অনশনের উপর অধিক শ্রম করিলে শীঘ্র এবং অল্প শ্রম করিলে তদপেক্ষা বিলম্বে মৃত্যু হয়। যদি কোন ব্যক্তি কিছু মাত্র শারীরিক ও মানসিক শ্রম না করে, সর্ব্বদাই নিদ্রাগত বা শয্যাগত হইয়া জড়ের ন্যায় প্রায় স্থির হইয়া থাকে, এবং মল মূত্র ত্যাগ ও অধিক জোরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ না করে, তাহা হইলে অনশনে সে আরও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে. যেহেতু তদবস্থায় দৈহিক ক্ষয় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়। বাথ নামক স্থানের সন্নিকট নিবাসী একটী ২৫ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ হঠাৎ এক দিন নিদ্রাভিভূত হইয়া প্রায় ১ এক মাস পর্য্যন্ত জড়বস্থায় থাকে, তাহার ২ দুই বৎসর পরে সেই ব্যক্তি পুনঃ পূর্ব্ব রূপ হঠাৎ আর এক দিন নিদ্রাভিভূত হইয়া প্রায় ১৭ সপ্তদশ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাভিভূত ছিল। সেই বৎসরের আগষ্ট মাসে পুনঃ তৃতীয় বার নিদ্রাভিভূত হয় এবং নবম্বর মাসে তাহার সেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে যে কয়েক বার যত দিন নিদ্রাভিভূত ছিল সে সময়ে কিছুমাত্র তাহার উদরস্থ হয় নাই*। ডমিবল্ড দেশস্থ একটী স্ত্রীলোক প্রথমে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ২৭ সে জুন হইতে ৩০ সে জুন পর্য্যন্ত ক্রমাগত ৪ চারি দিন নিদ্রাভিভূত থাকে পরে কিয়ৎক্ষণ নিমিত্ত একবার জাগ্রত হইয়া পুনঃ সে এরূপ ঘোর নিদ্রাতে অভিভূত হয়, যে ৭ সাত দিন পর্য্যন্ত তাহার কিছু মাত্র চেতনা ছিল না ও একবিন্দু জল মাত্র তাহার উদরস্থ হয় নাই, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীত শরীরের অপর সকল ক্রিয়াই স্তম্ভিত ছিল। অষ্টম দিবসে সে একবার জাগ্রত হইয়া অত্যল্প আহার করিয়াছিল, ক্ষণকাল পরে সে পুনঃ এরূপ ঘোর ও দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হয় যে ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহার সেই নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই†।

এইরূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির চালনায় শরীরের অধিক ক্ষয় না হইলে অনশনে অপেক্ষাকৃত অধিক কাল জীবিত থাকা যায় বটে, কিন্তু ৪ চারি বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকা বর্ত্তমান শারীরবিধান মতে কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, যে হেতু যৌবনাবস্থায় নিয়মিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালনায় প্রত্যহ অন্যূন গড়ে প্রায় ৴১॥ দেড় সের দৈহিক অংশ ক্ষয় হয়। সকলের ক্ষয় সমান নহে, কাহারও ইহা অপেক্ষা অধিক কাহার বা কিঞ্চিৎ অল্প। যদি কেহ কোন প্রকার শ্রম না করে, ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা এবং মল মূত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ না করে, অথবা নিয়ত নিদ্রাভিভূত থাকে তাহা হইলেও ফুসফুস এবং চর্ম্ম দিয়া প্রতিদিন অন্যূন ৩ তিন ঔন্স অর্থাৎ দেড় ছটাক শরীরের অংশ নির্গত হয়। যাহার শরীরের গুরুত্ব ২ দুই মোন সে নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে এক বৎসর কালে অন্যূন তাহার শরীরের ৩৪ সেরও ক্ষয় হইবেক, সুতরাং সে সম্পূর্ণ এক বৎসর কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। ঊর্দ্ধ সংখ্যা সে স্বীয় শরীরের দুই পঞ্চমাংশ ৩২ সের ক্ষয় পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, এবং এই ক্ষয়

* Philosophical Transaction for 1705 (November and December Vol. XVII. Page, 2177.

† London Medical and Physical Journal Vol. XXXV Page, 609 These two Case are well authenticated.

প্রায় ৩৪১ দিনে সম্পূর্ণ হয়। কোসা নামক শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিতের পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে শরীরের দুই পঞ্চমাংশ ক্ষয় হইলে কোন জীবই জীবিত থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ সচরাচর শরীরের দুই পঞ্চমাংশ ক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, সেই ক্ষয় সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অত্যল্প জীব জীবিত থাকে। নিশ্চেষ্টাবস্থায় প্রত্যহ দেড় ছটাকের অধিকও ক্ষয় হয়, সুতরাং অনশনে নিশ্চেষ্ট থাকিলেও সম্পূর্ণ ৩৪১ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকাও সুকঠিন ও শুদ্ধ আনুমানিক সম্ভব মাত্র। সম্পূর্ণ নিরাহারে ৩৪১ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল তাহার সঠীক প্রমাণ এপর্য্যন্ত একটীও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অতএব অনশনে কেহ ৪ চারি বৎসর কেহ বা তদপেক্ষা অধিক কাল জীবিত ছিল তাহার যে কএকটী উদাহরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে সেই রূপ অনশনের আরও যে সকল গল্প লোক পরম্পরা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান শারীরবিধান মতে নিতান্ত অসম্ভব কখনই সপ্রমাণ করা যায় না। বস্তুতঃ সেই সকল বিষয়ে অনেক প্রকার প্রবঞ্চনা প্রতারণা ও বাহুল্য থাকিবার অনেক সম্ভাবনা।

কোসা নামক শারীর-বিধান-বিৎপণ্ডিত দ্বারা অনশন সম্বন্ধীয় আর একটী বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নিরাহারে মেদ, মাংস, যকৃত, ও অস্থির যত অংশ ক্ষয় হয়, তদপেক্ষা অনেকাংশে কোমল যে মস্তিষ্ক পদার্থ (Nervous Matter) তাহার তত ক্ষয় হয় না। নিরাহারে যখন মৃত্যু হয় তখন শরীরের সকল অংশের সমান ক্ষয় হয় না, মেদ, মাংস, যকৃত, অস্থি ও মস্তিষ্ক পদার্থের প্রত্যেকের শতাংশের মধ্যে মেধ ৯৩, মাংস ৪২, যকৃত ৫২, অস্থি ১৬, এবং মস্তিষ্ক পদার্থের ২ অংশ ক্ষয় হয়। ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ অস্থি সকল তরল প্রায় মস্তিষ্ক পদার্থ অপেক্ষা ৮ অষ্ট গুণ অধিক ক্ষয় হয়। প্রত্যুতঃ অনশনে শরীরের মেদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয় হয় বটে কিন্তু ভন্‌বিব্রা (Von Bibra) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যখন অনাহারে শরীরের অন্য সমস্ত মেধ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, মস্তিষ্কে যে মেদ আছে, তাহার প্রায় কিছু মাত্র ক্ষয় হয় না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে অনশনে শরীরের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মস্তিষ্ক পদার্থের অধিক ক্ষয় হয় না। যদি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মস্তিষ্ক পদার্থের ক্ষয় হইত তাহা হইলে অনশনে অতি শীঘ্রই আমরা মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিতাম, যেহেতুক মস্তিষ্ক পদার্থই আমাদিগের শরীরের প্রধান অংশ—ইহার শক্তিতে নিশ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড, (Heart) ধমনী, (Artery) ও শিরা, (Vein) দ্বারা সর্ব্ব শরীরে রক্ত সঞ্চালন পাকস্থলীতে অন্ন জীর্ণ হইয়া শরীর পোষণ, পিত্তোৎপন্ন, মল মূত্র নির্গত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা, এবং দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, স্পর্শ, ও মনন প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। অনশনে শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মস্তিষ্কের অধিক হ্রাস না হওয়াতে তাহার ক্রিয়াশক্তির অধিক হ্রাস হয় না।

মস্তিষ্ক আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির মূল—সমস্ত শক্তিপ্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ। সেই প্রস্রবণ হইতে তিনটী প্রবাহ প্রবাহিত হয়। প্রথম পোষণপ্রবাহ, (Nutritive Stream) দ্বিতীয় স্পন্দন প্রবাহ, (Locomotive Stream) তৃতীয় বোধ প্রবাহ, (Sensative Stream). যে শক্তি দ্বারা অন্ন ও পানীয় রক্ত মাংস ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া শরীরের পোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে তাহা পোষণ প্রবাহ। যে শক্তি রক্ত এবং হৃৎপিণ্ড অন্নবহ নালী. (Alimentary Canal) ফুস ফুস, হস্ত, পদ, ও চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গদিগকে চালনা করিতেছে, তাহা স্পন্দন প্রবাহ। যে শক্তি দ্বারা আমরা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ ইচ্ছা, এবং চিন্তা প্রভৃতি কার্য্য করিতেছি তাহা বোধ প্রবাহ। কোন প্রস্রবণের তিনটী স্রোতের মধ্যে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ একটী হ্রাস বা বন্ধ হইয়া যায়, তবে অপর দুই প্রবাহ অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে; এবং সেই প্রবাহ হ্রাস বা বন্ধ না হইয়া যদি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হয় তবে অপর দুইটী প্রবাহেরও হ্রাস হয়, আমাদিগের মস্তিষ্ক প্রস্রবণও সেই রূপ। প্রগাঢ় চিন্তা ও মনের চাঞ্চল্যে পরিপাক শক্তি ও রক্ত চালনার ব্যতিক্রম হয়, এবং শারীরিক শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে প্রগাঢ় চিন্তা বা কোন বিষয়ে গাঢ়তর রূপে চিত্ত নিবেশ করা যায় না।

নিরশনে মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তিষ্কের পোষণ প্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অধিক চালনা করিতে না পারায় তাহার মস্তিষ্কের স্পন্দন প্রবাহেরও অনেক হ্রাস হয়। সুতরাং তাহার বোধপ্রবাহ স্বভাবতই অত্যন্ত অস্বাভাবিক রূপে প্রবল হইয়া উঠে। বোধ প্রবাহের সেই অত্যন্ত অস্বাভাবিক প্রবলতা প্রযুক্ত কে

অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আর কিছু মাত্র নিদ্রা হয় না।

পরন্তু অনাহারে মুমূর্ষু ব্যক্তির ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন করিলে পাষাণময় হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। তাহার শরীর অতিশয় শীর্ণ, দুর্ব্বল, ও প্রায় স্পন্দন হীন, এবং বদন শুষ্ক ও পাণ্ডাস বর্ণ হয়। অক্ষিকোটর প্রবিষ্ট চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, বোধ হয় যেন সমস্ত জিবনী শক্তি তাহার সেই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে; তাহার সেই চক্ষু সততই স্থির ও উন্মীলিত থাকে। তাহার নয়নতারা বিস্তৃত, হস্ত পদ কম্পিত, স্বর দুর্ব্বল ও বুদ্ধি প্রায় লোপ হয়। সেই অবস্থাতে তাহাদিগের যে কিরূপ আন্তরিক ক্লেশ হয় তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া সাতিশয় সুকঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ যাহারা দুর্দৈব বশতঃ অনশনের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই অতি সামান্য লোক, আপনাদিগের আন্তরিক ক্লেশ কখনই বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতে পারে না। এক জন অর্ণবপোতের কাপ্তেন ক্ষুধা মূর্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুক্ত গোলড ইসমিথ সাহেবকে স্বীয় ক্লেশের বিষয় এই প্রকারে পরিচয় দেন। "যখন অনাহারে আমাদিগের পোতস্থ সকলেই জ্ঞান শূন্য হইল, তখনও আমি সজ্ঞান ছিলাম। প্রথমতঃ ক্ষুধাতে আমার এমত যাতনা হইল যে সেই পোতস্থ অনাহারমৃত ব্যক্তিদিগের মাংস খাইবার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত লোলুপ হইলাম, আমাদিগের অন্যান্য সকলে বাস্তবিক তাহা আহার করিতেছিল। পরে সেই যাতনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, বোধ হইল, যেন আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট, আর অধিক বিলম্ব নাই। ছয় দিবসের পরে সেই যাতনা ও আহারের ইচ্ছা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল, অন্যকে আহার করিতে না দেখিলে আর আমার অন্নের প্রতি ইচ্ছা হইত না, কিন্তু সে সময় আমি এমত দুর্ব্বল হইলাম, যে বোধ হইতে লাগিল আমার শরীর যেন আমারই নহে, কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আমার বাধ্য নহে। এই অবস্থার শেষে যখন আমার শারীরিক সুস্থতা প্রায় লোপ হইয়াছে; তখন শত শত মিথ্যা ও নূতন নূতন মূর্ত্তি ও ভাব মনে উদয় হইতে লাগিল। অনন্তর আমাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত আর এক খান জাহাজ আসিয়া তৎস্থিত লোকেরা যখন আমাকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করে, তখন প্রথমতঃ আমার সেই অন্নের প্রতি অত্যন্ত ইচ্ছা না হইয়া বরং তাহা আহার করিতে ভার বোধ হইল, অনন্তর অল্প অল্প আহার করিতে করিতে প্রায় চারি দিবস পরে আমার পাকস্থলী পুনঃ প্রকৃতিস্থ হয়। তৎপরে আমার জঠরানল এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে কিছু দিন পর্য্যন্ত আহারের অনতিবিলম্বেই পুনঃক্ষুধার উদ্রেক হইত"।

---

## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮২ শকের বৈশাখ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

### মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ........ ২৫
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর........ ২২
" যশোদাকুমার পালি...... ১৪
" ব্রজসুন্দর মিত্র .......... ১৪
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর....... ১১
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর...... ১১
" কালীপ্রসন্ন সিংহ ........ ৮
" রাজা কালীকুমার মল্লিক রায়.. ৮
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ........ ৭
" অভয়াচরণ গুহ.......... ৬
" নীলকমল মিত্র.......... ৫
" রমাপ্রসাদ রায়.. .. ... .. ৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল.......... ৩
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর.. .... ২
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় .. ২
" উমাচরণ মিত্র.......... ২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন. ........ ১
" নীলমাধব আঢ্য .......... ১

১৪৬

### সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ...... ১৫০
" গোবিন্দচন্দ্র বসু....... .. ৪
" গোপালচন্দ্র সেন .. ...... ২
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী........ ২
" মহেন্দ্রনাথ মিত্র.......... ২
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ....... ১
" কাশীনাথ দত্ত.............১

১৬২

### শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুমার মল্লিক রায় ৫
" চন্দ্রকুমার দত্ত .... ...... ৫
" কাশীনাথ দত্ত.... ...... ৩
" হরচন্দ্র মজুমদার.......... ১

১৪

### এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর.... ১৭৫
" সর্ব্বানন্দ দাস .. ........ ১
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ...... ১
" কৃষ্ণকুমার গুহ........... ১
" কেশবচন্দ্র সেন .. ....... ১
" গঙ্গাধর কয়াল .... ...... ১

১৮০

দানাধারে প্রাপ্ত .... .... ৩৷১০

৫০৫৷১০

---

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। ১৪ আষাঢ় মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

দ্বিতীয় ভাগ
২০৪ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৭৮২ শক


# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি।একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি।
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
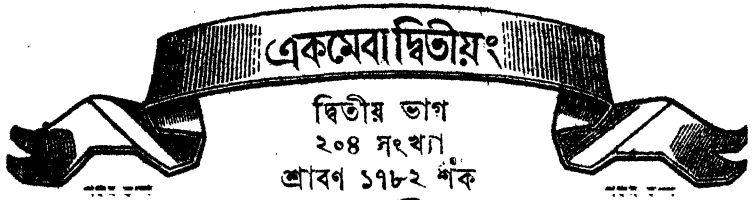
## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৬ চৈত্র বুধবার ১৭৮১ শক।

হে পরমাত্মন্! তোমার কৃপা তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন তোমাকে কে লাভ করিতে পারে? আমাদের এমন কি বুদ্ধি কি বিদ্যা কি পুণ্যবল যে তোমার সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারি? কোথায় তুমি সেই অচিন্ত্য অনন্ত অমৃত পুরুষ, আর কোথায় আমরা এখানকার এই ক্ষুদ্র কীট। হে গতিনাথ! তোমার প্রসাদ ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। তুমি প্রতি ক্ষণে প্রতি নিমেষে আমাদের উপর তোমার কৃপা বর্ষণ করিয়া আমারদিগকে জীবিত রাখিতেছ! তুমি আমারদিগকে কেবল অন্ন-পানে পুষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হও নাই; কেবল বিষয় সুখে সুখী করিয়া নিরস্ত হও নাই; কিন্তু প্রাণ হইতেও প্রয়োজনীয় যে তুমি, তুমি স্বয়ং আপনাকে দান করিয়া আমার-দিগকে কৃতার্থ করিতেছ। তোমার করুণার কথা কত বলিব। আমাদের জীবন যৌবন, সুখ সৌভাগ্য, আমাদের সকলই তোমা হইতে। কিন্তু হে কৃপাময়! তুমি এসকল দিয়াও ক্ষান্ত হও নাই, তুমি তোমার অমৃত পুত্র-সকলের জন্য নিত্য ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি নিজেই সেই অক্ষয় ধন। আমার আত্মাতে যখন তোমার প্রসন্নতার আবির্ভাব হয়, তখন সে গম্ভীর স্বরে বলিতে থাকে যে হে জগদীশ্বর! তোমার সমান আর কে আছে? তুমিই তাপিত হৃদয়ের শীতল বারি, তুমিই তৃষ্ণাতুর আত্মার শান্তি সলিল। যখন জানিতে পারি যে সেই আত্মার প্রাণ তোমারই হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে, তখন আমরা সকল সাহস সকল ভরসা পাই। তুমি ধৃতব্রত সত্যকাম! তুমি আমারদিগের নিকটে যাহা সত্য করিয়াছ, তাহা কোন কালে ভঙ্গ করিবে না। আমরা কোথা হইতে এ আশা পাইতেছি, যে তুমি আমারদের চিরকালের সঙ্গী, চিরজীবনের উপজীবিকা। সে আশায় আমরা কি কখন নিরাশ হইতে পারি? কখনই না। যদি কোন মনুষ্যের কথায় আমরা কখন বিশ্বাস করিতে পারি; কোন সাধু ব্যক্তি আমারদিগকে কোন বিষয়ে আশ্বাস দিলে যদি তাঁহার সাধুভাবের উপর নির্ভর করিতে পারি; তবে যিনি পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তিনি যখন আমার-দিগকে এই প্রকার আশ্বাস দিতেছেন, যে তুমি আমার নিকটে উপস্থিত হইলে নিত্য কাল আমার সঙ্গেই থাকিবে, তখন তিনি কি প্রতারণা করিবেন? সেই অমৃতের সঙ্গে অমৃত-ভোজী হইয়া চিরদিন বাস করিব, যখন তিনি এই বিশ্বাস প্রেরণ

করিতেছেন, তখন তিনি কি ইহা ভঙ্গ করিবেন? এ বিশ্বাস কি তর্ক তরঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র ম্লান ও শিথিল হইতে পারে? তাঁহার বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর করিয়া কি আমরা ক্ষণকালের নিমিত্তেও মনে স্থান দিতে পারি যে তিনি এই প্রকার আশা দিয়া এককালে আমারদিগকে নিরাশ করিবেন? তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিবেন না? এমন কি হইতে পারে? না চন্দ্র সূর্য্য যদি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, পৃথিবীর যদিও প্রলয় দশা উপস্থিত হয়, তথাপি তাঁহার আশ্বাস, তাঁহার অঙ্গীকার, কখনই মিথ্যা হইবে না। এই বিশ্বাসটি আমরা কোথা হইতে পাইতেছি? আমরা ক্ষুদ্র কীট হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় কি বুঝিতেছি? অনন্ত কালের সম্বন্ধ কি স্থির করিতেছি? আমরা কল্য কি হইবে জানি না, মুহূর্ত্ত পরে কি হইবে জানি না, অনন্ত কালের কথা কি বলিতেছি? যদি চন্দ্র সূর্য্য নির্ব্বাণ হয়, তথাপি ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে অন্তরিত হইবেন না; এ বিশ্বাস কে দিতেছেন? বুদ্ধি ইহার কিছুই স্থির করিতে পারে না, এ কেবল ঈশ্বরই প্রেরণ করিতেছেন। যখন সাধু ব্যক্তির অঙ্গীকার আমরা অবমাননা করিতে পারি না; তখন ঈশ্বরের অঙ্গীকারে কেন না আমরা বল পাইব, অপরাজিত ভরসা পাইব? তিনি ধৃতব্রত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। পশু পক্ষিরা জল-বুদ্বুদের ন্যায় জন্মিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইতেছে, ইহার কিছুই জানে না। মনুষ্যই ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিগূঢ় সম্বন্ধ-সকল বুঝিতে পারেন। ঈশ্বর কৃপা করিয়া মনুষ্যকেই এই অধিকার দিয়াছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেও। মনুষ্যই জানিতেছেন, আমি পৃথিবীরই জীব নহি, পৃথিবীতেই চিরবিহারী নহি; কিন্তু ঈশ্বর আমার চিরজীবনের আশ্রয়। মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া মনুষ্যের অমৃতের সঙ্গে যোগ আছে। আমরা যদি চতুর্দ্দিকে কেবল কালের করাল দন্তই দেখিতে পাইতাম, মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের অভয় পদ দেখিতে না পাইতাম; তাহা হইলে আমাদের কি হইত? তাহা হইলে আমাদের মত কেহই আর দুঃখী নাই। বরং পশুর ন্যায় অজ্ঞান থাকি, অন্ধ থাকি, সেও ভাল; তথাপি তেমন অবস্থা প্রার্থনীয় নহে।

কিন্তু ঈশ্বর হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রতিক্ষণে আমারদিগকে অভয় দান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, ভয় নাই, ভয় নাই; মৃত্যুর পরে আমিই তোমাকে গ্রহণ করিব। আমরা পৃথিবী হইতে পরিচ্যুত হইয়া তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইব, এই আশা তিনি দিতেছেন। এ আশা বৃথা আশা নহে, সেই সত্যকাম হইতে আমরা এই আশা পাইতেছি। তিনি যখন আমাদের প্রতি এমন কৃপাবান্, তখন আমরা তাঁহার জন্য কি করিতেছি? যখন আমরা এমত প্রশস্ত অধিকার পাইয়াছি যে সেই ভূমা, সেই বিশ্বরাজ্যের রাজা, সেই মহতো মহীয়ান্, পাবনের পাবন, অমৃত পুরুষের সঙ্গে নিত্য কাল থাকিতে পাইব, তখন তাঁহাকে এখানেই পাইবার জন্য কি করিতেছি? আমাদের হস্তে কি আছে? না প্রার্থনা। বালকের বল যেমন ক্রন্দন, আমাদের বল সেই রূপ প্রার্থনা। তিনি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। আমাদের ধন প্রাণ, সুখ সৌভাগ্য, কিছুই তাঁহার নিকটে অদেয় নাই। তাঁহার জন্য সকলই বিসর্জ্জন করিতে পারি। যদি প্রাণ দান করিয়া সেই সর্ব্ব সম্পদের সম্পদকে পাওয়া যায়, তাহা অতি সহজ মূল্য। সকল প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়। "অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## মনুষ্যের কর্তৃত্ব।

যদি কর্ত্তব্য না থাকে,তবে ধর্ম্ম মিথ্যা ; মনুষ্যের যদি কর্তৃত্ব না থাকে,তবে কর্ত্তব্যও মিথ্যা। মনুষ্য যদি যন্ত্রের ন্যায় হয়েন, ঘটনার দাস মাত্র হয়েন, অবস্থার স্রোতেই নীয়মান হয়েন ; বায়ু বিচলিত তৃণের ন্যায় বিষয়াকর্ষণেই ধাবিত হয়েন ; তবে ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, তাঁহার পক্ষে সকলই মিথ্যা। সাধারণ লোকে আপনার একটি কর্ত্তৃত্ব ভাব বুঝিতে পারে কিন্তু পণ্ডিতেরাই নানা কুতর্ক উপস্থিত করে ; অনেক সময় তাঁহাদের কেবল বিতণ্ডা মাত্রই সার হয়। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যের স্বাধীনতা নাই, মনুষ্য সম্পূর্ণ পরতন্ত্র ; তিনি কেবল কতকগুলি অভ্যাসের একত্রীভূত ; যেমন অবস্থা, যেমন সংসর্গ, তাঁহার প্রকৃতি সেই প্রকারে বিরচিত হয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই মিথ্যা।

ইহা কেহই বলে না যে সকল কর্ম্মেই আমাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। অনেক কার্য্য আমরা পশুর ন্যায় সংস্কার বশতই করি, অনেক কার্য্য প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া করি, অনেক অভ্যাস বশতঃ করি ; এ সকলেতে আমাদের কর্তৃত্ব নাও থাকিতে পারে। মন্দেতে লিপ্ত থাকিয়া আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে ; পাপের অনুচরেরা পাপের প্রতিকূলে বল প্রকাশ করিতে পারে না, ইহা জানাই আছে। শিশু যত দিন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করে ; তত দিন তাহার ধর্ম্মেতে অধিকার থাকে না। পরে সে স্বাধীন হইলে তবে তাহাকে ধর্ম্মজীবি বলা যায়। আমাদের স্বাধীন-কার্য্যেতেই ধর্ম্মের ভাব প্রকাশ পায়। এ কথা কেহই বলে না যে আমাদের কর্তৃত্ব শক্তি অসীম; এ শক্তি কখনই পরাভূত হয় না। এই জন্য বিষয়ী লোকেরা বলে, সকল মনুষ্যকেই মূল্য দিয়া ক্রয় করা যায় ; কেহ অল্প ধনে লুব্ধ হয় ; কেহ অধিক মূল্য ভিন্ন তুষ্ট হয় না। এই বাক্যকে খণ্ডন করিতে যাওয়াই হীনতা স্বীকার করা।

মনুষ্য যে স্বাধীন জীব তাহা পারতন্ত্র্যবাদীরা যদিও মুখে অস্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যেতে স্বীকার করিতে হয়। কেহ দোষ করিলে তাহারা নিন্দা করে কেন ; সৎকর্ম্ম করিলে প্রশংসাই বা করে কেন ? সকলেই যদি বাধিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, তবে তাহাতে তাহাদের নিন্দনীয় বা গৌরবের বিষয় কি আছে ! মনুষ্য মাত্রই যদি গ্রহগণের ন্যায় অনতিক্রমনীয় নিয়মের অধীন, তবে তাহাকে আমরা দোষী মনে করি কেন ? কেহ কুকর্ম্ম করিলে আমরা ভর্ৎসনা কেন করি ? কেবল ইহারই জন্য যে মনুষ্য স্বাধীন জীব, তাহার আপন ইচ্ছাতে সৎপথে যাইবার ক্ষমতা আছে। সম্পূর্ণ পরতন্ত্র জীবকে নিন্দা করা, প্রশংসা করা, তাহাকে ধর্ম্ম পথে আসিতে উপদেশ দেওয়া, পাপের জন্য ঘৃণা করার কোন অর্থই হয় না। মনুষ্য স্বাধীন বলিয়াই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, সৎ, অসৎ, এই সকল কথা বুঝিতে পারেন। পশুরা আপন আপন প্রবৃত্তিরই অধীন, তাহারা ধর্ম্ম-জীবি নহে। তাহাদের কার্য্যে আমরা পাপ পুণ্য দেখিতে পাই না। মনুষ্য কর্ত্তব্যের জন্য আপন প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন এবং মনুষ্যই স্বাধীন। পারতন্ত্র্যবাদিদের কথা সত্য হইলে পশুদের ধর্ম্ম নাই, মনুষ্যেরও ধর্ম্ম নাই, পশুদের কোন কার্য্য অন্যায় অসৎ বলা যেমন অসম্ভব, মনুষ্যেরও সেই প্রকার।

যাহারা মনুষ্যের স্বাধীনতা অস্বীকার করে, তাহারা বলে, মনুষ্যের সকল কার্য্যই পরতন্ত্র ; তাহার যে প্রবৃত্তি বলবান্ থাকে, সেই তাহাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পরীক্ষাতে আমরা ইহা পাই না।

যখন কোন লোভনীয় বিষয় আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, তখন অনেক সময় এমন হয় যে একেবারেই তাহার আকর্ষণে পতিত হই ; কিন্তু অনেক সময় আবার ইহাও হয় যে আমরা শীঘ্র তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হই না। ধর্ম্মের আদেশ বিপরীত দিকে যাইতে বলে, কিন্তু বিষয়ের আকর্ষণও প্রবল ; আমরা এই সকল স্থলে

একবার এ দিক্ একবার ও দিক্ করি; পাপ করিতেও পারি না; তাহা হইতে একেবারে বিরত হইতেও পারি না; তখন এ দুয়ের সমান বল থাকে। আমরা স্থির করিতে থাকি, কোন্ পথ অবলম্বন করিব। এই সময়ে আমাদের কর্ত্তৃত্ব বিলক্ষণ অনুভব হয়, আমাদের প্রবৃত্তির উপরে আপনার অধিকার বুঝিতে পারি। যদিও পাপের অনুগামী হই, তথাপ ইহা বুঝিতে পারি যে তাহার বিপরীত দিকে যাইবার আমার ক্ষমতা ছিল। যদি ধর্ম্মেতে যাই, তবে বুঝিতে পারি যে আপন ইচ্ছাতে তাহাতে গেলাম; তাহার বিপরীত দিকেও যাইতে পারিতাম। এই স্থলে আমাদের কর্ত্তৃত্ব কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

আমাদের স্বাধীনতা না থাকিলে আমাদের নিকটে সৎ, অসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। তাহা হইলে আমাদের দেব-ভাব পশু-ভাব, কুপ্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তির মধ্যে কোন সংগ্রাম থাকিত না। যখন কারাবাসী নিশ্চয় জানিতে পারে যে তাহার শৃঙ্খল এমন কঠিন ও দৃঢ়বদ্ধ যে তাহা ভঙ্গ করিবার কোন উপায় নাই; তখন তাহাতে তাহার কোন চেষ্টাই হয় না। আমরাও যদি ইহা জানিতাম যে আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই--আমরা যাহা করিতেছি, তাহার বিপরীত কিছুই করিতে পারি না; আমরা অদৃষ্ট কিম্বা ঘটনার শৃঙ্খলেই বদ্ধ আছি; তবে কোথায় বা ধর্ম্ম, কোথায় বা ধর্ম্মযুদ্ধ থাকিত? তাহা হইলে আমরা প্রবৃত্তির স্রোতেই ভাসমান থাকিতাম, যে প্রবৃত্তি যখন বল করিত, সে তখন সেই দিকেই লইয়া যাইত।

আবার যখন মনুষ্য কোন পাপ কর্ম্ম করেন, তখন তাঁহার মনে হীনতা, গ্লানি, অনুতাপ উপস্থিত হয়, এবং এই প্রকার তাপিত হৃদয় হইতে যে অমৃত-বারি নিঃস্যন্দিত, তাহার দ্বারাই ধর্ম্মবল আবার সিক্ত হয়। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা না থাকিলে এপ্রকার পরিতাপের কোন অর্থই হয় না। যে পাপী, সে বাধ্য হইয়া পাপ করিতেছে এবং তজ্জন্য আপনাকে আপনি দোষী করিতেছে। তাহার অপরাধ কি? সে কি করিবে? তাহার প্রবৃত্তির উপরে, অবস্থার উপরে, তাহারতো কিছুমাত্র অধিকার নাই। কিন্তু এই বলিয়া পাপী আপনাকে নির্দ্দোষী মনে করিতে পারে না এবং অন্যেও তাহার জন্য তাহাকে নির্দ্দোষী বলে না। অতএব গ্লানি, নিন্দা, প্রশংসা; ধর্ম্ম-শিক্ষা ধর্ম্ম-যুদ্ধ; সকলই আমাদের স্বাধীনতা হইতেই হইতেছে। যে দর্শন শাস্ত্র মনুষ্যের এই স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বকে বিনাশ করিতে চাহে, তাহা দর্শন শাস্ত্র নহে, তাহাকে অন্ধ শাস্ত্র বলিতে হইবে।

## ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

### কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ঈশ্বর হইতে আমরা সকলই পাইয়াছি, প্রত্যহ যাহাতে আমরা জীবন ধারণ করি; যাহার দ্বারা আমরা সুখে সন্তোষে আনন্দে জীবন যাপন করি এবং যাহাতে আমারা জ্ঞানে, বলে, ধর্ম্মে, ঈশ্বর প্রীতিতে বর্দ্ধিত হইয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করি; তিনিই তাহার মূল কারণ। এখানকার উজ্জ্বল সুন্দর বস্তু সকল তাঁহারই কৃপায় আমরা উপভোগ করিতেছি। উষার সৌন্দর্য্য ও সন্ধ্যার মাধুর্য্য; শীতকালের তুষার ও বসন্তের মলয়ানিল; জ্যোৎস্না ও সূর্য্যকিরণ; ফল পুষ্প; পশু পক্ষী; বিচিত্র পৃথিবী ও গম্ভীর সমুদ্র; আমাদের এই আবাসস্থান শরীর, ইন্দ্রিয়; আমাদের জীবন যৌবন; প্রণয় ও বন্ধুতা; বুদ্ধি, স্মরণ ভাষা; আমাদের মানসিক শক্তি সমুদয়; যে সকল শক্তিতে আমরা ক্ষুদ্রজীব হইয়া মৃত ব্যক্তির সঙ্গেও আলাপ করিতেছি এবং অনন্ত আকাশকেও মনেতে ধারণ করিতেছি; এ সকলের জন্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা উচ্ছসিত হইয়া সর্ব্ব কল্যাণদাতা সর্ব্বেশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়।

ঈশ্বরের করুণার বিষয় মনে করিয়া দেখিলে তাঁহাতে আমরা দুই ভাব একত্রে দেখিতে পাই। তিনি জগতের পিতা ও মাতা। পিতৃভাব মাতৃভাব এ উভয়ই তাঁহা-

তে সম্মিলিত। পিতার ন্যায় তিনি আমাদিগকে পালন করিতেছেন,—আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং আমাদের জীবনের সমুদয় কাল অতি যত্নের সহিত আমারদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। মাতার ন্যায় তিনি আমাদের সুখের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। মাতা যত প্রকার কৌশল করিয়া আপন শিশু সন্তানের তুষ্টি সাধনে তৎপর থাকেন, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্যও ঈশ্বরের সেই প্রকার যত্ন। মাতার নিশ্চল প্রেম মনে উদিত হইলে অবাধ্য অসৎ পুত্রের মনও যেমন গলিত হয়, ঈশ্বরের এই মাতৃভাব—এই সুকোমল বাৎসল্য ভাব স্মরণ হইলে পাষাণ হৃদয়ও আর্দ্র হইতে থাকে। অতি সামান্য বিষয়েও আমাদের সুখের জন্য ঈশ্বরের যে প্রকার যত্ন, তাহা মনে করিলেই তাঁহার মাতৃস্নেহ বুঝিতে পারিবে।

যে সকল স্থলে আমাদের কেবল অভাব ও ক্লেশ নিবারণের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত, তাহাতেও তিনি সুখের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন; আহার পান নিদ্রা ব্যায়াম, এ সকলেতেই আমরা সুখ লাভ করিতেছি। কেবল ক্ষুধার ক্লেশ নিবারণের জন্যই আমাদের অন্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইত; কিন্তু তিনি ক্ষুধা শান্তির সঙ্গে আশ্চর্য্য সুখের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এক একটি সুখের প্রস্রবণ স্বরূপ। শোভা সঙ্গীত সৌগন্ধ স্পর্শ আরাম ব্যায়াম এ সকল হইতেই বিচিত্র প্রকার সুখ নিস্যন্দিত হইতেছে। সুমধুর সঙ্গীত স্বরের সঙ্গে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, তাহাই এক চমৎকার ব্যাপার; অনন্ত শ্রী ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, তাহা আমাদিগকে কত প্রকার সুখে সুখী করিতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে শোভা ও সঙ্গীত স্বর গ্রহণ করিবার শক্তি কেন দিয়াছেন? ইহাতে শুদ্ধ আমাদের সুখ ভিন্ন আর কি অভিসন্ধি প্রকাশ পাইতেছে? একটি সুকোমল পুষ্পের মধ্য দিয়া তাঁহার মাতৃ ভাব কি আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ পায়। পুষ্পটী এদিকে কেমন সুকোমল; তাহাই আবার কঠোর বাতাঘাত সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতেছে; ঈশ্বরের মাতৃভাব ও পিতৃভাব এ দুইই যেন পুষ্পেতে মূর্ত্তিমান রহিয়াছে তিনি আমাদের জন্য পুষ্প সৃজন না করিলে আমরা কি জীবিত থাকিতে পারিতাম না? যূথী যাতী মল্লিকা নবমল্লিকা গোলাব গন্ধরাজ ব্যতীতও আমরা এখানে থাকিতে পারিতাম। পুষ্পের শোভা ও সৌগন্ধ আমাদের বা অন্য জীবের কি কার্য্যে আইসে? তবে ঈশ্বর এমন উজ্জ্বল সুকোমল পুষ্পের সৃজন করিলেন কেন? তিনি মনুষ্যকে পুষ্পময় উদ্যান করিবার ক্ষমতা দিয়াও আবার বনকে ফলে ফুলে সনাথ কেন করিলেন? আমাদিগকে কি সুখী করিবার জন্য নয়? আমরা তাঁহার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রফুল্লিত হই; প্রতি পদ-প্রসারণে তাঁহার অপার স্নেহ ও প্রেম দেখিয়া তাঁহাকে মনে করি; তাঁহার কি এমন অভিপ্রায় নয়? তাঁহার এই সমস্ত করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় কি প্রফুল্ল হইবে না? আমাদের নেত্র কি প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইবে না?

ঈশ্বর আমারদিগকে ইন্দ্রিয়-জনিত বিজ্ঞান-জনিত প্রেম-জনিত ধর্ম্ম-জনিত কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছেন, তাহা কি বলিব! ঈশ্বরের প্রেম দৃষ্টি হইতে আমরা যদি ক্ষণকালের নিমিত্তে বঞ্চিত থাকি, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হয়, একবার ভাবিয়া দেখ। ঈশ্বর যে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পুরুষ, তিনি যে আমাদের উপরে প্রতিক্ষণে ক্লেশের বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন; এক্ষণে এমন মনে করা যাইতেছে না। শুদ্ধ এই মনে কর যে তিনি আমাদিগকে প্রীতি করেন না, তিনি আমাদের প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন; রাখাল যেমন মেষের পাল রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহাদের সুখের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখে না, মনে কর ঈশ্বর কোন গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আমাদিগকে সেই প্রকার ভাবে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের জী[illegible] রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক,

তাহা যেন তিনি প্রচুর রূপে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন ; অন্ন রহিয়াছে এবং আমরা ক্ষুধার জ্বালায় সেই অন্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেছি : আমরা অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান করিয়া জীবনকে বিনষ্ট করিয়া না ফেলি, এই জন্য আমাদের ঘ্রাণ-শক্তি রহিয়াছে, তাহার দ্বারা উপযুক্ত মত খাদ্য সামগ্রী বাছিয়া লইতেছি ; পশুরা যেমন তাহাদের স্বজাতির শব্দে চালিত হয়, আমরা ও সেই প্রকার শব্দে চালিত হইতেছি; দূর, আকৃতি, বিস্তৃতি, এ সমুদয় নিরূপণ করিতে পারিতেছি ; যাহাতে প্রবল শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইতে পারি এবং আমরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মৃগযূথ রক্ষণ ও ভূমি কর্ষণ করিতে পারি, তাহার জন্য বুদ্ধিও পাইয়াছি ; শুদ্ধ আমাদের জীবন ধারণ করিতে হইলে এই সকল এবং অন্যান্য উপায় ও আবশ্যক, মনে কর তাহার সকলই রহিয়াছে।

কিন্তু দেখ, ইহাতে আমাদের অবস্থা কি প্রকার হয়, ঈশ্বরের কত প্রেম ও করুণা আমাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হয়। মনে কর আমাদের ইন্দ্রিয়-সকল হইতে কোন সুখেরই আস্বাদ পাই না ; আমরা ক্ষুধার জ্বালায় যে অন্নাহার করিলাম, তাহাতে কোন সুস্বাদ নাই ; যে সকল শব্দ শুনিতে পাই, তাহাতে কোন মাধুর্য্য নাই ; গন্ধেতে কোন সৌগন্ধ নাই ; দৃশ্যেতে সুবর্ণ নাই ; ভূমি কর্ষণ ও শস্য সংগ্রহের জন্য আলোকের যতটুকু আবশ্যক তাহাই মাত্র রহিয়াছে ; সুদূর-বিস্তৃত ঘন মেঘে আকাশ নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছে, দিবসে সূর্য্য কিরণ তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না ; রজনীতে স্পৃহণীয় চন্দ্রমা ও তারকাগণ আমাদের নেত্রকে আকর্ষণ করে না। পৃথিবী বর্ণ শূন্য, জল কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ ; বৃক্ষ পল্লব তৃণ লতার বিচিত্রতা কিছুই নাই; একটি পুষ্পও নয়নকে আকর্ষণ করে না ; পক্ষীর কণ্ঠে গান নাই, ঝিল্লিকার নিনাদ নাই, সঙ্গীতের লেশও নাই ; মনুষ্যের মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাব ও সৌ[illegible] ই, সকলেই আপন আপন উদর পূরণে ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের সমুদয় শব্দ কেবল আহ্বান বা আদেশ মাত্র, জ্ঞান ধর্ম্ম শিল্প-কর্ম্ম কিছুই নাই, কিন্তু সকলেই জীবিত রহিয়াছে। শতায়ুর অল্প কেহই নহে ; তাহাদের যত প্রকার অভাব, তাহার উপযোগী বিষয় সকলই রহিয়াছে। মনে কর মনুষ্য সূর্য্য-শূন্য প্রেম-শূন্য ঈশ্বর-শূন্য আনন্দ-শূন্য, নীরস নীরব এই প্রকার কোন লোকে বাস করিতেছে। মনে কর এই প্রকার কোন লোকে তুমি বাস করিতেছ, ঈশ্বর তোমাকে সেই স্থান হইতে আনিয়া এই জ্যোতির্ময় লোকে স্থাপন করিলেন। তুমি দেখিতেছ, শরৎ কালে পক্ষী সকল গান করিতেছে, সূর্য্য সমুদ্র-গর্ভ হইতে উদয় হইতেছে, সূর্য্য-কিরণে শিশিরাসিক্ত দূর্ব্বাদল রঞ্জিত হইতেছে, পুষ্প-বৃক্ষ হইতে সুগন্ধ নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। তুমি কোন গৃহস্থের গৃহে গিয়া দেখিলে মাতা তাঁহার শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, কোন যুবা একমনা হইয়া জ্ঞান-গর্ভ-গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। কোন স্থানে দেখিলে কতক সাধু ব্যক্তি মিলিত হইয়া প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরারাধনাতে অশ্রুপাত করিতেছেন; মনে কর পূর্ব্বে তুমি ইহার কিছুই দেখ নাই, প্রথমেই এই সকল দেখিতেছ। তখন তোমার মন কি প্রকার হইবে? তখন কি তুমি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার উৎস মনেতে ধারণ করিতে পারিবে ?

কিন্তু ঈশ্বরের করুণার স্থল এখানে কিছুই গণনা করা হয় নাই। তিনি আমাদিগকে এই ধরা রাজ্যের অধিবাসী করিয়াই রাখেন নাই, তিনি আমারদিগকে পার্থিব সুখ দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন, এই সংসারের পরপারে আমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে। এখানকার সুখভোগ করিবার জন্যই আমরা এখানে আসি নাই, এ সমুদয় সুখ আমাদের জীবন পথের আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র। আমরা পরে যে

পুণ্য শিখরে আরোহণ করিব;সেখানে এমন প্রেম, এমন আনন্দ, যে তাহা আমরা এখান হইতে দেখিতে পাইলে আমাদের নেত্র তাহার জ্যোতিঃ ধারণ করিতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের উপকারের জন্যই সেই আশ্চর্য্য প্রদর্শন আমাদের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়া রাখেন নাই; তাহা যদি আমরা এখান হইতে দেখিতে পাইতাম, তবে আমাদের এ জীবনের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা থাকিত না। চির বিচ্ছেদের পর বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার সময় আমাদের পদ-তলের কঙ্কর-সকল কি মনে থাকে? সেই অনন্ত কালের অবস্থা দেখিতে পাইলে এখানকার সুখ সকল কঙ্করের ন্যায়ই মনে হইত। ঈশ্বর আমাদিগকে এক ক্ষুদ্র উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন। ইহাতেই আমাদের সমুদয় মন সমর্পণ করিতে হইবে, ভাবি বিষয়ে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে এখানকার কার্য্যের বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। অর্ণবপোত নাবিক প্রবল বাতাঘাত সময়ে পোত রক্ষণার্থেই তৎপর থাকে; আপনার দেশ, পরিবার,বন্ধু,বান্ধব, ইহাদের প্রতিই একান্ত মনঃসংযোগ করে না; পোত, পাল, ঝঞ্ঝা, তরঙ্গ, এই সকলের প্রতিই দৃষ্টি রাখে; কিন্তু তাহার দেশ তাহার গৃহ দর্শন করিতে হইবে, তাহার পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, এই জ্ঞান থাকাতে তাহার যত্ন আরো প্রবল হয়, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণীভূত হয়, বল এবং আশার সঞ্চার হয়। আমাদেরও সেই প্রকার। এই সংসার দুর্দ্দিবসের বিঘ্ন রাশি অতিক্রম করিবার জন্য আমাদের সমুদয় চেষ্টা সমর্পণ করিতে হইবে; কিন্তু আমাদের যথার্থ ধামের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে আমরা আরো সাহস, উৎসাহ ও বল পাই। আমরা এখান হইতে যদিও দেখিতে না পাই; কিন্তু আমাদের জন্য অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আমরা ভবিষ্যতে যে প্রকার পবিত্র, যে প্রকার বলীয়ান্, যে প্রকার উন্নত হইব, তাহা ঈশ্বরই জানিতেছেন। আমরা যেমন সূর্য্য মণ্ডলীর মধ্যে এক লোক হইতে লোকান্তরে উপনীত হইব, তেমনই জ্ঞানেতে প্রেমেতে বলেতে উন্নত হইতে থাকিব, আমরা পবিত্র চরিত্র পুণ্য কীর্ত্তি দেবতাদিগের প্রেম আস্বাদন করিতে পাইব, ঈশ্বরের সুপ্রসন্ন মুখজ্যোতিঃ আরো উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিব; ইহা ভাবিতে গেলে আমাদের আত্মা আর্দ্র হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছলিত হয়। এই আশা এই বিশ্বাসের জন্য কি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে? তিনি যে আমাদিগকে তৃণের ন্যায় করিয়া দেন নাই, যে প্রাতঃকালে উজ্জ্বল বেশে উত্থিত হইব এবং সন্ধ্যার সময় উৎপাটিত, শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া চিরকালের জন্য চলিয়া যাইব; তাহার জন্য ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিতে হয়।

যখন আমরা জানিতে পারি যে ঈশ্বর আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন; তিনি আমাদের আত্মাকে জ্ঞান ধর্ম্মে প্রীতিতে উন্নত করিয়া আপনাকে দান করিবেন; তখন আমাদের কৃতজ্ঞতা স্রোতকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে? পরলোকে বিশ্বাস ব্যতীত আমাদের সমুদয় আশা ভরসা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে এই সমুদয় আশ্চর্য্য শক্তি দিয়া ও এখানেই তাঁহার প্রেম দান করিয়া কি আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন? আমাদের উচ্চ আশা, উন্নত-ভাব সকল কি একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে? ঈশ্বর কি এই রূপ করিবেন? আমরা ইহা মনে ও করিতে পারি না।

আমরা অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী, জ্ঞানে ধর্ম্মে প্রেমে বলে আমরা বর্দ্ধমান হইতে থাকিব। যদি ইহ জীবনের সুখের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয়, তবে অনন্ত জীবনের জন্য আরো কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমরা কি এক এক বার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া আমাদের সমুদয় জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিব না? ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল অমূল্য দান দিয়াছেন, তাহা একবারো স্মরণ করিব না? আমরা কি পশুর ন্যায় অচেতন হইয়া অস্থায়ী বিষয়েই উন্মত্ত থাকিব? ঈশ্বর যদি আ[illegible] কোন বন-পুষ্পের ন্যায় কতক

দিবসের জন্য এই সুখের সংসারে রাখিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার কত করুণা প্রকাশ পাইত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যখন পরলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; তিনি আমারদিগকে যে অক্ষয় ধনের অধিকারী করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তাহা যখন জানিতে পারি; তখন তজ্জন্য তাঁহাকে মনে না করিলে আমারদিগকে অকৃতজ্ঞ পুত্র ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

ঈশ্বর যে মহৎ উদ্দেশে আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন; এই শরীরকে আমাদের আবাস-স্থান করিয়াছেন; আমাদিগকে ধরা-রাজ্যের অধিবাসী করিয়াছেন; তাঁহার সকল কৌশলই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। যাহা কিছু আমাদের পশু-প্রকৃতিকে রক্ষা করে; আমাদের বুদ্ধি ও ভাব সকলকে উন্নত করে; তাহা সেই কৌশলের অন্তর্গত। যে সকল বস্তু আমাদিগের জীবন ধারণের উপযোগী; যে সকল বস্তু আমাদের সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিতে থাকে এবং আমাদের উন্নত ভাব সকলকে পোষণ করে; তাহারা ও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে দুঃখ বিপদের দ্বারাও শিক্ষা দিতেছেন। এখানকার এই সকল কঠোরতা আমাদের পরম ঔষধ; ইহারা আমাদের পাপ-দূষিত আত্মাকে পরিশোধিত করে এবং আমারদিগকে গম্যস্থানে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুকূল হয়। এখানকার এই সকল দুঃখ ক্লেশের প্রতি ভবিষ্যতে আমরা আরো সকৃতজ্ঞ ভাবে দৃষ্টি করিব। তখন আমাদের ক্রীড়া ও প্রণয়ের স্থল, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র স্মরণ করিয়া মনে যত না আনন্দ হইবে; আমাদের দুঃখ শয্যা, যাহাতে আমাদের বল ও বুদ্ধি পরাভূত হইল, যাহাতে আমাদের যথার্থ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইল; তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা আরো উজ্বল হইবে।

কিন্তু তিনি যেমন আমাদিগকে সুখ সম্পদ ও দুঃখ বিপদের দ্বারা সাহায্য করেন; তাহা অপেক্ষাও প্রকৃষ্ট এবং মুখ্য সাহায্য স্বয়ং আপনিই প্রদান করেন। ধর্ম্মযুদ্ধের সময় তিনি নিজেই আমাদের সহায় হয়েন; আমরা যখন আমাদের প্রবল প্রবৃত্তিতরঙ্গে নীয়মান হই, তিনি আমাদের আত্মাতে বলবীর্য্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করেন। আমরা যখন নিম্নগামী পাপ-পঙ্ক সিন্ধুতে পতিত হইবার উপক্রম করি, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার আর আশা থাকে না, তখন তিনি বিদ্যুতের ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নূতন রূপে সংরচিত করেন। তিনি আমাদের আত্মাকে পাপ তাপ হইতে শোক মোহ হইতে যে প্রকারে রক্ষা করিতেছেন, আমাদের তাপিত হৃদয়ে তাঁহার অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া যে প্রকারে তাহাকে শীতল করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহার নিকটে কত কৃতজ্ঞ হইব! আমাদের প্রত্যেক পবিত্র চিন্তা; প্রত্যেক অনুশোচনা জনিত অশ্রুপাত; প্রত্যেক উন্নত আশার যে কত মূল্য, তাহা কে বলিবে?

এই সকল করুণার চিহ্ন আমরা যেন অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে না দেখি। আমারদিগকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্তে যিনি আমাদের হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা প্রতি নিমেষে প্রতি নিঃশ্বাসে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিলেও তাঁহার কৃপাঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

## কর্ত্তব্য শ্রেণী।

আমাদের কর্ত্তব্য তিন প্রকার। ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি, মনুষ্যের প্রতি।

প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি। যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা, সর্ব্ব-সুখদাতা; যাঁহার প্রীতিতে আমরা লালিত পালিত হইতেছি; আমরা যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান, ধর্ম্ম, লাভ করিয়াছি, অমৃতের অধিকারী হইয়াছি; তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যিনি ধর্ম্মের আবহ, পাবনের পাবন; সকল মঙ্গলের আস্পদ; সমস্ত সদ্ভাবের আধার; যিনি আমাদের পিতার পিতা এবং গুরুর গুরু; ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার আ-

রাধনা করা কর্ত্তব্য। আবার আমরা যখন পাপ করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হই, তাঁহা হইতে দূরে পতিত হই, তাঁহার প্রসন্নতা আর সে প্রকার অনুভব করিতে পারি না; তখন অকৃত্রিম অনুতাপ করিয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা আপন ক্ষুদ্রবলে পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি না; পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি না, ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি না; আমরা পদে পদে আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করি; এই হেতু ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা আর এক কর্ত্তব্য।

বিধি এই চারি প্রকার; কৃতজ্ঞতা আরাধনা, অনুতাপ, প্রার্থনা।

প্রতিষেধও চারি প্রকার।

(১) ঈশ্বরের বিষয় লইয়া উপহাস করিবে না, তাঁহার পবিত্র নাম বৃথা উচ্চারণ করিবে না।

(২) মনে অবিশ্বাসকে স্থান দিবে না, কেন না "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"

(৩) কপটতা পরিত্যাগ করিবে। কপটতা দুই প্রকার; আমি আপনি ভাল কিন্তু লোকের মধ্যে তাহাদের মত আপনাকে দেখান, আর আপনি মন্দ কিন্তু বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করা। এই দুইই পরিহার্য্য।

(৪) অত্যন্ত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। সংসার এবং ঈশ্বর এ উভয়কেই সমান রূপে সেবা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ আপনার প্রতি। শরীর ও মনকে রক্ষা করা।

(১) মন। মনের সমুদয় বৃত্তিকে চালনা ও উন্নত করা। জ্ঞান ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের ভাব সকল সামঞ্জস্য রূপে উন্নত ও বর্দ্ধিত করা।

(২) শরীর। সুস্থতার সময় নিয়মিত আহার পরিশ্রম ও বিশ্রাম; (রোগের নিবারক)। রোগের সময় ঔষধ সেবন। (প্রতীকারক)

তৃতীয়তঃ মনুষ্যের প্রতি। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি এবং বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত যে সকল কর্ত্তব্য

(১) সাধারণ মনুষ্যের প্রতি। সত্য ব্যবহার এবং ন্যায় ও হিতৈষণা এই দুই প্রকার কর্ত্তব্য।

সত্য ব্যবহার তিন প্রকার; সত্য যথার্থ রূপে নির্ণয় করা অন্যের নিকট যথার্থ রূপে তাহা বর্ণনা করা এবং প্রতিজ্ঞা পালন করা।

ন্যায় ও হিতৈষণা। পরের কোন অনিষ্ট না করা ন্যায়; পরের হিত সাধন করা হিতৈষণা। এই ন্যায় ও হিতৈষণা চারি বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে

(ক) অন্যের বিষয়ের প্রতি। অন্যের বিষয় অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ না করা, ন্যায়; অন্যের সুখ সম্পত্তি বর্দ্ধন করা, হিতৈষণা।

(খ) মর্য্যাদার প্রতি। অন্যের মর্য্যাদার হানি না করা, ন্যায়। অন্যের মর্য্যাদার হানি হইলে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা, হিতৈষণা।

(গ) শরীরের প্রতি। অন্যকে শারীরিক ক্লেশ না দেওয়া, ন্যায়। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়া, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিয়া, শীতার্ত্তকে বস্ত্র দিয়া, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিয়া শারীরিক ক্লেশ বিমোচন করা, হিতৈষণা।

(ঘ) মনের প্রতি।

| | |
|---|---|
| সুখ বর্দ্ধন করা<br>ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা | হিতৈষণা |
| দুঃখ না দেওয়া<br>পাপে প্রবৃত্ত না করা | ন্যায় |

পাপে দুই প্রকারে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে, অন্যকে আদেশ দ্বারা, উপদেশ দ্বারা, লোভ দেখাইয়া এবং সাহায্য প্রদান করিয়া স্পষ্ট রূপে প্রবৃত্ত করা এক। আর কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অন্যকে পাপ-কর্ম্মে সম্মতি দিয়া অথবা তাহার সপক্ষ হইয়া কিম্বা সে বিষয় দেখিয়াও না দেখা এই প্রকারে উপেক্ষা করিয়া গূঢ় রূপে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে।

সাধারণ মনুষ্যের প্রতি সত্য ব্যবহার এবং ন্যায় ও হিতৈষণা এই দুই প্রকার কর্ত্তব্য।

(২) বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত আর আর কর্ত্তব্য আছে। উপকারীর

প্রতি উপকৃতের ; প্রদাতার প্রতি গৃহীতার কর্ত্তব্য ভাব যে কৃতজ্ঞতা, বন্ধু বন্ধুতে যে বিশেষ কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি যে বিশেষ কর্ত্তব্য, রাজা প্রজা দাস প্রভু, ঋণী উত্তমর্ণ এই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কর্ত্তব্য ; পরিবারের প্রতি যে কর্ত্তব্য, ( পিতৃভক্তি পুত্রস্নেহ স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ভাব ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ ) ইহার মধ্যে এ সকলই আইসে।

## বায়ু বিজ্ঞান।

২০১ সংখ্যক পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্ব কালের পণ্ডিতদিগের মতে আকাশ তেজ বায়ু জল মৃত্তিকা এই পাঁচটী রূঢ় পদার্থ। পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত পদার্থই যৌগিক, সকলেতেই ঐ পঞ্চভূতের ন্যুনাতিরেক অংশ আছে। কিন্তু আধুনিক মতে আকাশ ও তেজ কোন পদার্থ নহে এবং বায়ু জল ও মৃত্তিকা অপর তিনটীও যৌগিক পদার্থ সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতের মধ্যে একটীও ভূত শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এ স্থানে অন্য কোন ভূতের বিষয় বিবরণ করা উদ্দেশ্য নহে, শুদ্ধ বায়ুর বিষয়ই লিখিত হইবেক।

বায়ু একরূপ নহে, সামান্য বায়ু, কার্ব্বণিক আসিড বায়ু, অক্সিজন বায়ু, হাইড্রজন বায়ু, নৈত্রজন বায়ু, প্রভৃতি নানা প্রকার বায়ু আছে। সকল প্রকার বায়ুই অদৃশ্য স্বচ্ছ বর্ণহীন লঘু, এবং সংকোচ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট। যে বায়ুমণ্ডলী বা সামান্য বায়ু দ্বারা আমরা নিয়ত পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, যে বায়ু আমাদিগের বাণিজ্য দ্রব্য সকল দেশ দেশান্তরে বহন করিতেছে, ও যাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি সেই বায়ু রূঢ় পদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে যে সাধারণ সংস্কার ছিল তাহা বাস্তবিক রূঢ় পদার্থ নহে ১৮০০ খৃ অব্দের শেষে লিবইসার( Levoisier ) নামক ফ্রান্স দেশীয় রসায়ণবিৎ পণ্ডিতের দ্বারা সেই কুসংস্কার নিরাকৃত হইয়াছে। উক্ত পণ্ডিত সর্ব্ব প্রথমে বায়ুকে বিয়োজিত করিয়া দেখেন যে বায়ু রূঢ় পদার্থ নহে নৈত্রজন, ও অক্সিজন নামক দুই প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মী বায়ুর সংযোগে উৎপন্ন হয়। একশত (১০০) ঘনইঞ্চি সামান্য বায়ুতে ৮০ ঘন ইঞ্চি নৈত্রজন বায়ু ও ২০ ঘনইঞ্চি অক্সিজন বায়ু আছে। নানা প্রকার উপায়ে বায়ুকে বিয়োজন করিয়া সেই নৈত্রজন ও অক্সিজন বায়ু পৃথক করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রায় সকল উপায়ই এরূপ কঠিন যে রসায়ণ বিদ্যায় বিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলে তাহার বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত উপায়টী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, বোধ করি সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে।

একটী পাত্রে ১০০ ঘনইঞ্চি সামান্য বায়ু ও ৪০ ঘনইঞ্চি হাইড্রজন বায়ু একত্র করত তাহার মুখ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করাইলে প্রথমে শব্দ উৎপন্ন হইয়া সেই পাত্রটী উষ্ণ হইয়া উঠে, ক্ষণকাল পরে যখন সেই পাত্রটী শীতল হয় তখন সেই পাত্রাধেয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ৮০ ঘনইঞ্চি নৈত্রজন বায়ু ও কিঞ্চিৎ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জলকে তৌল করিলে ২০ ঘনইঞ্চি অক্সিজন বায়ু এবং ৪০ ঘনইঞ্চি হাইড্রজন বায়ু উভয়ের সমষ্টি তৌলের সমান হইবেক। ২০ ঘনইঞ্চি অক্সিজন বায়ু প্রায় ৬$\frac{3}{4}$ গ্রেন এবং ৪০ ঘনইঞ্চি হাইড্রজন বায়ু প্রায় ১ গ্রেন এবং তদুভয় বায়ুৎপন্ন জল ৭$\frac{3}{4}$ গ্রেন হয়। একশত ঘনইঞ্চি সামান্য বায়ু ও চল্লিশ ঘনইঞ্চি হাইড্রজন বায়ু একত্র করিয়া তাহাতে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করাইলে সেই তাড়িত প্রভাবে বায়ুর ২০ ঘনইঞ্চি অক্সিজন বায়ু, নৈত্রজন বায়ু হইতে বিয়োজিত হইয়া, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ ৪০ ঘনইঞ্চি হাইড্রজন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া জল উৎপন্ন হয় এবং শুদ্ধ ৮০ ঘনইঞ্চি নৈত্রজন অবশিষ্ট থাকে। এই পরীক্ষা দ্বারা দুইটী বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। প্রথমতঃ এক অংশ অক্সিজন বায়ু ও তাহার দ্বিগুণ আয়তন হাইড্রজন বায়ু একত্র করিয়া তন্মধ্যে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করাইলে জল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ সামান্য বায়ুতে এক অংশ অক্সিজন বায়ু ও চারি অংশ নৈত্রজনবায়ু আছে।

নৈত্রজন বায়ু বর্ণ, গন্ধ, ও আস্বাদ বিহীন, কোন পাত্রে শুদ্ধ এই বায়ু পরিপূর্ণ থাকিলে তন্মধ্যে প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হয়, এবং কোন জীব তন্মধ্যে জীবিত থাকিতে পারে না, অল্পক্ষণের মধ্যেই জীবন পরিত্যাগ করে। এই বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিলে সকল জীবই বিনষ্ট হয় বলিয়া এই বায়ুর কোন বিষাক্ত গুণ আছে আপততঃ বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা কোন বিষাক্ত গুণ যুক্ত নহে; যেমন অন্য কোন বস্তু

আহার না করিয়া শুদ্ধ জল পান করিয়া থাকাতে কাহারও মৃত্যু হইলে জল তাহার মৃত্যুর কারণ নহে; শরীর পোষণোপযোগী আহারীয় দ্রব্যের অভাবই তাহার মৃত্যুর প্রধান হেতু; সেই রূপ কোন জীব শুদ্ধ নৈত্রজন বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে যে তাহার প্রাণ নাশ হয় অক্‌সিজন বায়ুর অভাবই তাহার মৃত্যুর এক মাত্র কারণ, যে হেতু অক্‌সিজন বায়ুর অভাবে কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না। এই নৈত্রজন বায়ুর কিছু মাত্র দাহ্য গুণ নাই। ইহার প্রতিবর্গ ইঞ্চি স্থান সামান্য বায়ুর ন্যায় ৭৷৷০ সাড়ে সাত সের ভারে চাপিত হইলে তাহার গুরুত্ব সামান্য বায়ুর অপেক্ষা অধিক ন্যূন হয় না। ১০০ ঘনইঞ্চি আয়তন নৈত্রজন বায়ু ৩০$\frac{১}{৪}$ গ্রেন ১০০ ঘনইঞ্চি সামান্য বায়ু ৩১ গ্রেন মাত্র।

বায়ুর দ্বিতীয় মূলাংশ অক্‌সিজন বায়ু, নৈত্রজনের ন্যায় গন্ধ, আস্বাদ, ও বর্ণহীন এবং সংকোচ্যতা ও স্থিতি স্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু, ১০০ ঘন ইঞ্চি পরিমিত অক্‌সিজন বায়ু তৌল করিলে ৩৪$\frac{১}{৮}$ গ্রেন হয়। এই বায়ু দ্বারা প্রদহন ও জীবগণের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দহনশীল পদার্থ সকল এই অক্‌সিজন বায়ুর সংযোগে প্রজ্বলিত রূপে প্রদগ্ধ হয় এবং তাহাতে সেই সময়ে আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি এক খানি অঙ্গারকে এরূপ উত্তপ্ত করা যায় যে তাহা রক্ত বর্ণ হয়, তবে সেই অঙ্গারের পরমাণু সকল রাসায়নীক আকর্ষণে বায়ুর অক্‌সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তৎকালে আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অঙ্গার ও অক্‌সিজেন এই উভয়ের সংযোগোৎপন্ন বায়ুর নাম কার্‌বনিক আসিড বায়ু। গন্ধক এবং ফসফরাসকে পূর্ব্বোক্ত মত উত্তপ্ত করিলে তাহাদিগের পরমাণু সকলও বায়ুর অক্‌সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয় এবং সেই মিশ্রণ কালীন সেইরূপ আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সামান্য বায়ুতে অক্‌সিজেন আছে বলিয়াই দাহ্য পদার্থ সকল তাহাতে দগ্ধ হয়। কিন্তু সামান্য বায়ুতে অধিক অক্‌সিজেন নাই তাহার এক-পঞ্চমাংশ অক্‌সিজেন মাত্র। যে বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে অক্‌সিজন থাকে দাহ্য পদার্থ সকল তাহাতে তত অধিক ও তত শীঘ্র দগ্ধ হয়, এবং শুদ্ধ অক্সিজেন বায়ুতে সেই সকল পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজে প্রদগ্ধ হয় সুতরাং অধিক আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এক টুক্‌রা কাষ্ঠের এক অন্তে অত্যল্প অগ্নি সংলগ্ন করিয়া (সামান্য বায়ুতে যে অগ্নি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইত) সেই কাষ্ঠ একটী শুদ্ধ অক্সিজেন বায়ু পরিপূরিত পাত্রে প্রবিষ্ট করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায় যে সামান্য বায়ুতে কখনই তত শীঘ্র হয় না। ফসফরাসকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অক্সিজেন পূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিলে আরো শীঘ্র অধিক প্রজ্বলিত হয়, এবং সেই আলোক এমত উজ্জ্বল হয়, যে কখনই তাহার প্রতি ক্ষণকালের অধিক চক্ষুঃ নিবেশ করিয়া রাখা যাইতে পারে না। একটী লৌহ তারের এক অন্ত অগ্নি দ্বারা লাল করিয়া পাত্রে প্রবিষ্ট করিলে সেই তারটী সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ হইয়া যায়, এবং দহন কালীন সেই তারের গাত্র হইতে যে সকল অতি উজ্জ্বল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। এই সকল দাহ্য বস্তু দগ্ধ ও অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া অদৃশ্য হয়। যত দিন পর্য্যন্ত রসায়ণ বিদ্যা বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নত হয় নাই তত দিন এই সাধারণ সংস্কার ছিল, যে সেই প্রদগ্ধ বস্তু সকল এক কালে ধ্বংশ হইয়া যায়, বস্তুত কোন পদার্থই ধ্বংশ হইবার নহে। ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটী প্রধান সূত্র যে কোন পদার্থ সৃষ্টি হওয়া যেরূপ অসম্ভব, কোন পদার্থ ধ্বংশ হওয়াও সেই রূপ। “নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ” সমস্ত জগতে যত পদার্থ আছে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ কোন প্রকারে তাহার একটী কণা মাত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়েন না—কেহ একটী পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংশ করিতে পারেন না। কোন বস্তু দগ্ধ হইয়া গেলে একেবারে ধ্বংশ হয় না, অন্য কোন অবস্থাতে পরিণত হইয়া অবস্থিতি করে। প্রদগ্ধ বস্তুর পরমাণু সকল অক্সিজেনের পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এজন্য সে বস্তু আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই বস্তু যে এক কালে ধ্বংশ হয় নাই তাহা রাসায়ণীক পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু কিপ্রকারে তাহার পরমাণু সকল অক্সিজেনের পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না।

একটী শিশিতে শুদ্ধ অক্‌সিজন বায়ু পরিপূর্ণ করিয়া একখানি অঙ্গারের এক অন্তে অগ্নি সংলগ্ন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে সেই অঙ্গার তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, পরে ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, এবং তাহাতে সেই অঙ্গার দগ্ধ হইয়া তাহার পরমাণু সকল অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়; যাহা দগ্ধ হয় না

তাহা শিশির অধোভাগে অবশিষ্ট থাকে। এক্ষণে সেই শিশি স্থিত বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হইবেক যে তাহা আর অক্সিজেন বায়ু নহে। তাহাতে প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা বা কোন জ্বলন্ত দ্রব্য প্রবিষ্ট হইলে অধিক প্রজ্বলিত হওয়া দূরে থাকুক তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, কোন জীব তন্মধ্যে স্থাপিত হইলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পায়, এবং সেই বায়ুর গুরুত্বও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হয়। অঙ্গার দগ্ধ হইয়া যে পরিমাণে তাহার পরমাণু সকল সেই অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় সেই পরিমাণে তাহার গুরুত্ব ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং সেই অঙ্গারের অদগ্ধাংশ তৌল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে পরিমাণে সেই শিশি স্থিত বায়ুর গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণে তাহার গুরুত্ব হ্রাস হইয়াছে। তিন অংশ অঙ্গার ৮ অংশ অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিলিত হইতে পারে, ইহা অপেক্ষা অধিক অঙ্গার দিলে তাহা দগ্ধ ও মিশ্রিত না হইয়া সেই শিশির অধোভাগে অবশিষ্ট থাকে। যদি একটী শিশিতে ১৬ গ্রেণ অক্সিজেন বায়ু থাকে তাহাতে ১০ গ্রেণ অঙ্গার দিলে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া সেই অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিলিত হয়, অবশিষ্ট ৪ গ্রেণ দগ্ধ না হইয়া শিশির তলায় পড়িয়া থাকে। সেই শিশি স্থিত বায়ু যাহা পূর্ব্বে ১৬ গ্রেণ ছিল এক্ষণে তাহা পুনঃ তৌল করিলে ২২ গ্রেণ হইবেক যেহেতুক তাহার সহিত ৬ গ্রেণ অঙ্গারের পরমাণু মিশ্রিত হইয়াছে। এই অক্সিজেন বায়ু ও অঙ্গার উভয়ের রাসায়নিক সংযোগোৎপন্ন বায়ুর নাম কার্ব্বণিক আসিড বায়ু।

অন্যান্য বায়ুর ন্যায় কার্ব্বণিক আসিড বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় অদৃশ্য, বর্ণহীন, এবং সংকোচ্য ও স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট। ইহার আস্বাদ অম্লক্ত ও গন্ধ অতি তীক্ষ্ণ। ইহাকে বরফ দ্রব জলের তাপে অবনত করিয়া ইহার প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থান ৩৬ বায়ু রাশীর (২৭০ সের) ভারে চাপিলে এই বায়ু দ্রব পদার্থে পরিণত হয়, সেই দ্রব পদার্থকে আর অধিক শীতল করিলে (ফেরনহাইটকৃত তাপমান যন্ত্রের শূন্য চিহ্নের ১৮০ অংশ নীচে) তাহা জমিয়া কঠিন হয়।

কার্ব্বণিক আসিড বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসের নিতান্ত অনুপযোগী। পরিশুদ্ধ কার্ব্বণিক আসিড বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে শ্বাস প্রশ্বাসের নলীতে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া সেই নলী এরূপ সংকুচিত হইয়া যায়, যে ঐ বায়ু ফুসফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সেই বায়ু অত্যল্প সামান্য বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে কিন্তু প্রবিষ্ট হইলে মাদক বিষের ন্যায় শরীরের অপকার করে।

অঙ্গার, কাষ্ঠ, তৈল, মোম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য গৃহ আলোকিত ও উষ্ণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়, অঙ্গারই তাহারদিগের প্রধান মূলকাংশ, সুতরাং সেই সকল বস্তু দগ্ধ হইলে কার্ব্বণিক আসিড বায়ু উৎপন্ন হয়। এজন্য ঘরের ভিতর হইতে অগ্নিকুণ্ড ও দীপশিখা হইতে উৎপন্ন কার্ব্বণিক আসিড বায়ু নির্গত হইতে পারে এমত উপায় রাখা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা আবদ্ধ থাকিলে ঘরের ভিতরের বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তত্রত্য লোকদিগের অসুস্থকর হইয়া উঠে। কিন্তু অত্যল্প কার্ব্বনিক আসিড বায়ু থাকিলে তাদৃশ অপকার হয় না, যে সকল গৃহ অপ্রশস্ত বিশেষতঃ তথায় যদি অধিক পরিমাণ দাহ্য বস্তু দগ্ধ হয়, এবং উত্তম রূপে কার্ব্বণিক আসিড নির্গত হইতে না পারে, এমত গৃহে বাস করিলে শীঘ্রই স্বাস্থ্যের হানি হয়।

সোডা ওয়াটর, এবং স্যামপেন, ও বিয়ার প্রভৃতি সুরাতে কার্ব্বনিক আসিড আবদ্ধ থাকে, তাহারদিগের বোতলের ছিপি খুলিবা মাত্র সেই বায়ু, সোডা ওয়াটর ও সুরার সহিত স্ফীত হইয়া উঠে। জলেও অত্যল্প কার্ব্বণিক আসিড মিশ্রিত আছে, জলকে সিদ্ধ করিলে সেই বায়ু নির্গত হইয়া যায়, শীতল সিদ্ধ জল যে আস্বাদ হীন কার্ব্বণিক আসিডের অভাবই তাহার কারণ। গলিত উদ্ভিদ ও জীবদিগের শরীর হইতে অধিক পরিমাণে কার্ব্বণিক আসিড উৎপন্ন হয়। শরৎ কালে বৃক্ষাদির স্খলিত পত্র সকল যে যে স্থানে রাশীকৃত হইয়া থাকে তথায় অধিক পরিমাণে কার্ব্বণিক আসিড উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য অধঃস্তর বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, এবং অধিকক্ষণ এক স্থানেই সংচিত ও স্থির হইয়া থাকে ঊর্দ্ধে উত্থিত বা ইতস্তত সঞ্চালিত হয় না যেহেতু ইহা সামান্য বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারি। এই রূপে তথাকার বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্য কর হয়। সেই কারণ প্রযুক্ত অন্যান্য সময়াপেক্ষা শরৎকালে প্রায় সচরাচর লোকের অধিক পীড়া হইয়া থাকে।

পুরাতন কূপের ভিতর কার্ব্বণিক আসিড থাকে, কোন জীব জন্তু তাহাতে নামিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পায়। কোন কোন স্থানে ভূমির নিম্ন হইতেও এই বায়ু নির্গত হয়।

কার্বণিক আসিড সামান্য বায়ু অপেক্ষা এত ভারি যে ইহাকে এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে ঢালা যাইতে পারে। সামান্য বায়ু অপেক্ষা কার্বণিক আসিড ভারি বলিয়া সর্ব্বদাই যে নীচে থাকে, কখনই পরস্পর মিশ্রিত হয় না, এমত নহে—সকল প্রকার বায়ুই গুরু হউক বা লঘু হউক পরস্পর উত্তম রূপে মিশ্রিত হইতে পারে।

সামান্য বায়ুতে সর্ব্বদাই অত্যল্প কার্ব্বণিক আসিড মিশ্রিত থাকে। ৫০০০ পাঁচ সহস্র অংশ বায়ুতে প্রায় ২ দুই অংশ কার্বণিক আসিড আছে। কিন্তু সমুদ্র জলে লবণ আছে বলিয়া লবণ যেরূপ জলের মূলকাংশ নহে, কার্বণিক আসিডও সেইরূপ বায়ুর মূলকাংশ নহে। উদ্ভিদ ও জীব-শরীর গলিত ও নানা প্রকার দাহ্য পদার্থ দগ্ধ হওয়া প্রভৃতি বিবিধ প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্যেতে কার্বণিক আসিড উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। কিন্তু এই রূপে কার্বণিক আসিড সহিত মিশ্রিত হইয়া নিয়ত যেমন বায়ু দূষিত হইতেছে, উদ্ভিদ সকলও তেমনি সেই কার্বণিক আসিড আচূষণ করিয়া বায়ুকে পরিশোধন করিতেছে। শুদ্ধ মূলের দ্বারা আচূষিত রসেই যে উদ্ভিদগণের জীবন রক্ষা ও দিন দিন পুষ্টি সাধন হয় এমত নহে, বায়ু মণ্ডলস্থ কার্বণিক আসিডই তাহাদিগের জীবন রক্ষা ও পুষ্টি সাধনের প্রধান উপায়। বৃক্ষাদির পত্র সকল নিয়তই বায়ু হইতে কার্বণিক আসিড পান করিতেছে। জীবপাতা জগদীশ্বর বায়ুকে শোধন করিবার এরূপ আশ্চর্য্য উপায় না করিলে পৃথিবীর আর কোন জীবই জীবিত থাকিতে পারিত না, সমস্ত পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড মরুভূমির ন্যায় চিরকালই জীব শূন্য থাকিত। যদিও বায়ুতে সর্ব্বদা অত্যল্প পরিমাণে কার্বণিক আসিড থাকে বটে (৫০০০ সহস্র অংশে ২ দুই অংশ মাত্র) তথাপি সমস্ত বায়ু মণ্ডলে এত অধিক কার্বণিক আসিড আছে যে তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদের জীবন রক্ষা ও পুষ্টি সাধন হইতেছে। এক জন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সমস্ত বায়ু মণ্ডলীতে প্রায় ১০৫৫০০০০০০০০০০০ মোন কার্বণিক আসিড বায়ু আছে।

নিশ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম দ্বারা জীবদিগের শরীর হইতে নিয়তই কার্বণিক আসিড নির্গত হইতেছে। আমরা নিশ্বাস সহকারে নৈত্রজন বায়ু ও অক্সিজন বায়ু গ্রহণ করি কিন্তু প্রশ্বাসে নৈত্রজন বায়ু, অক্সিজেনের পরিবর্ত্তে, কার্বণিক আসিড বায়ুর সহিত বিনির্গত হয়। নিশ্বাস গৃহীত বায়ুতে যে চারি পঞ্চমাংশ অক্সিজন বায়ু আছে, তাহা ফুস্ফুসের কৈশিক নাড়ির মধ্যে সঞ্চালিত রক্তের দ্বারা আচূষিত হইয়া সেই রক্তের সহিত সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। পরে সেই অক্সিজন বায়ু শরীরস্থ অঙ্গারের সহিত সংযোগ হইয়া কার্বণিক আসিড উৎপন্ন হয়, তাহা শিরার রক্তের সহিত সংচালিত হইয়া নিঃশ্বাস ও ঘর্ম্ম দ্বারা শরীর হইতে নির্গত হয়; এই রূপে শরীর হইতে কার্বণিক আসিড নির্গত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়।

যে গৃহে অধিক লোকের সমাগম হয়, বিশেষতঃ যথায় আলোক নিমিত্ত অধিক সংখ্যক দীপাদি জ্বলে, তাহা বিশিষ্ট রূপে প্রশস্ত করা ও তাহাতে উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ বায়ুর গমনাগমন হয় এমত উপায় রাখা কর্ত্তব্য, যেহেতু তথায় অনেক লোকের প্রশ্বাস পরিত্যক্ত ও তৈলাদি দাহ্য বস্তু দগ্ধোৎপন্ন কার্বণিক আসিড অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া, তত্রত্য বায়ু অতি শীঘ্রই অত্যন্ত অসুস্থকর হইয়া উঠে। এমত গৃহে অধিক্ষণ বাস করিলে অতি শীঘ্রই স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে বায়ু বর্ণ হীন ও স্বচ্ছ পদার্থ, ইহা ব্যবহার্য্যত সত্য বটে যেহেতু পরিমিত পরিমাণ বায়ুর কোন বিশেষ বর্ণ অনুভূত হয় না এবং তাহার মধ্যে দিয়া অন্য বস্তু স্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু বস্তুত বায়ু একেবারেই যে সম্পূর্ণ বর্ণহীন এমত নহে, ইহা ঈষৎ নীলবর্ণ। কোন তরল পদার্থ ঈষৎ বর্ণ বিশিষ্ট হইলে অল্পায়তনে তাহার কিছু মাত্র বর্ণ বোধ হয় না। একটী কাচ নির্ম্মিত সূক্ষ্ম নলের মধ্যে ঈষৎ রক্ত বা নীল বর্ণ কোন দ্রব পদার্থ রাখিলে তাহা রক্ত বা নীল বর্ণ বোধ হয় না, জলের ন্যায় বর্ণ হীন দেখায় কিন্তু সেই দ্রব পদার্থ, তদপেক্ষা অনেকাংশে স্থূল ছিদ্র বিশিষ্ট অপর একটী কাচের নলের মধ্যে রাখিলে তাহা স্পষ্ট রক্ত বা নীল বর্ণ বোধ হয়।

সেই রূপ অল্প আয়তন বায়ু হইতে যে বর্ণ প্রতিক্ষিপ্ত হয় তাহা এত অল্পপ্রভ যে কিছু মাত্র বোধ হয় না এবং সেই বায়ু অত্যন্ত স্বচ্ছ দেখায়। এ জন্য অল্প স্থূল বায়ু ব্যবধানের মধ্যে দিয়া বস্তু সকল পরিষ্কৃত রূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক পরিমাণ বায়ুর নীল বর্ণ ও অস্বচ্ছতা অতি স্পষ্ট রূপে বোধ হয়। দূরস্থ পর্ব্বত সকল যে নীল বর্ণ দেখায়, বস্তুত তাহারা নীল বর্ণ নহে, চক্ষু ও সেই পর্ব্বত সকলের

মধ্যস্থ বায়ুই * নীল বর্ণ। এবং দিবাভাগে মেঘ শূন্য নভোমণ্ডল যে নীল বর্ণ বোধ হয়, তাহা আকাশস্থ অন্য কোন পদার্থের বর্ণ নহে, শুদ্ধ প্রায় ২৫ ক্রোশ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত বায়ু রাশীর বর্ণ মাত্র।

## ভগবদ্গীতা।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপআর্জবং॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেম্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলং॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবআসুরএব চ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্তআসুরং পার্থ মে শৃণু॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারোন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যং কামহেতুকং॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমাএতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনং॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তামোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধাধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকং॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

আসুরীং যোনিমাপন্নামূঢাজন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততোযান্ত্যধমাং গতিং॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততোযাতি পরাং গতিং॥

## ব্রহ্ম সঙ্গীত।

ইমনকল্যাণ রাগিণী—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল; তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন শরণ; তুমি গুরু, পিতা, পাতা।

তুমি আদি, তুমি অন্ত; তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখ দাতা।

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ; তুমি পরম, তুমি অমৃত সেতু; তুমি অগম্য অপার। প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি-অদ্ভুত-কারণ, তুমি সকলের মূলাধার।

---

কেদারা রাগিণী—তাল কাওয়ালী ঠেকা।

তার হে তার হে ভয় হর ভবতারণ হে ভব তারণ।
ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ওহে পতিত জন পাবন॥

---

ভৈরব রাগ—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।
আজি কররে জীবনের ফল লাভ॥

হৃদয়-থাল ভার, ভক্তি পুষ্প হার, প্রভু চরণে ছাওরে ছাও॥

নব নব রাগ রচিত বন্দন মালা গাঁথি গাঁথি দে উপহার।

বিশ্বাধার প্রভু সেই যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসারে।

## LOVE OF GOD.

Recalling first principles, we find that God in Conscience
Enjoins certain duties and endless progress in virtüe,
With such feelings towards himself as his nature demands.
If now, through the disparity of his nature and ours,

* আমরা যতই সেই পর্ব্বতের নিকটস্থ হই ততই সেই নীল বর্ণ অল্প হইতে থাকে ও পর্ব্বতের স্বাভাবিক বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়।

He stand far apart and embrace us not intimately.
Yielding to us no love, he surely demands no love.
As well might a man claim love from his cows or sheep.
Then by what need of nature or right is self-devotion called for ?
Self-devotion will still indeed be possible, as in a loyal subject,
Who, though unknown to his king, yet devotes himself for his service :
Nor is the king to blame, that he cannot know all his subjects ;
Else would he be less virtuous for not loving his faithful votary.
But if man be self-devoted to God who assuredly knows him,
And God have no love, the man may seem to be the more virtuous ;
Unless any say, that such self-devotion was an extravagance.
Here we must press, that if there be question of God's love.
It is a cirtainty of our nature, that many *men* have loved God ;
Have loved him with all the passion of virtuous reverence,
As a glorious Lord, a present Counsellor, a holy Friend.
This is a cardinal fact, important and undeniable,
A firm stepping-stone amid uncertainties.
Try love by any test, and you find their love sound —
To desire company and converse, is one great mark of love :
Many a man has preferred God's company to all other,
Finding it sweeter than of friend, sweeter than of wife,
Dearer than his pleasantest work, and more longed for than any.—
Sacrifices for a friend are another great mark of love:
Many a man for God's love has forfeited human sympathy,
Has left fortune and family, and has died in torture.—
Is it then imputable, that a man should love God supremely,
Rejoicing in his counsel, throbbing for his conscious presence,
Devoted to his service, and dying horribly for loyalty ;
And that the Perfect God should not love this man at all,
Nor care that he perished, more than had he been a sheep ?
Love is our highest and most lovely virtue :
If God has it not as much as we, how can he be all lovely ?
Love is of all our affections the most glorious,
Supplying forces and heart to every noblest virtue.
To deny then that the Source of love has love, is mere paradox,
And has no claim to pass as cautious philosophy,
But tends to degrade God as less virtuous than man,
Making adoration of his Holiness impossible,
And depriving the soul of the right or motive to love him.

Thus spiritual worship and all heavenward drawings fail,

Unless God's love to man be definite and personal ;
Enthusiasm becomes gratuitous and self-devotion an imprudence,
And religion loses its motives and its highest energies.
Nor only so, but Prayer becomes hardly reasonable.
For if the Highest regards men generically only,
Designing mankind to thrive, but caring for no one man,
Why should he attend to the personal case of each,
Or answer his prayer, or assist his struggling virtue ?
And if he stand apart from us, as a man from his cattle,
Spending no love on each and requiring no love,
No communion of soul between God and man is appropriate :
Rather would the attempt be unseemly and presumptuous
This is perhaps the secret belief of many acute persons,
(For it flows direct from the denial of God's love.)
And they accept our conclusion, as right and natural.
Thus their religion wholly loses its inward element :
And even if they imagine some future existence for man,
God will in it be eternally separate from man still,
So that the heaven itself is desecrated as earth.
Such a scheme may intend to be religious ; nevertheless internally
It has no more spiritual force than has moral Atheism.
Like Atheism also it is opposed to primary facts
God does not stand at arm's length and deal with us *from without*,
As a king with subjects, and keep no personal converse.
But he speaks to us *within*, he whispers in our hearts,
As a Soul within the soul is he closely interfused,
Not dealing as by edicts issued to a multitude,
But by private counsel as from a friend to a friend
And all those principles, which we laid down as Axioms,
Show that God commands individual virtue,
And approves personal adoration, personal communion.
And since the human heart is notoriously capable of this,
Our proper relation to God is not as that of brutes to man.
Nor does he value us for our Usefulness as a man values sheep,
While we in turn look to him for Protection only ;—
(As in the relations of the unlike—where unlike benefits are sought,
And Virtue is not sought, or is but a means to an end ;)—
But here Virtue itself begins and ends the relation :
Hence the affection arising is that *of proper friendship* :
*We* love *him* for his Goodness, *he* loves *us* that we may be Good.
Thus we are humble friends of him the Supreme Friend,
And self-devoting adoration of his Holyness becomes possible.

*F. W. Newman.*

## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

| | |
|---|---|
| ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান | ১ |
| আত্মতত্ত্ববিদ্যা | ৶০ |
| প্রাত্যহিক উপাসনা | ৵০ |
| পৌত্তলিক প্রবোধ | ।৶০ |
| রাজা রামমোহন রায় কৃত চূর্ণক | ।৶০ |
| ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম | ৶০ |
| দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ঐ | ॥০ |
| ঐ হিন্দী ভাষা ঐ | ।০ |
| ঋগ্বেদ সংহিতা—প্রথমখণ্ড | ১ |
| ঐ দ্বিতীয় খণ্ড | ১ |
| তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা | ।০ |
| সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গল ব্যাকরণ | ॥০ |
| সংস্কৃত পাঠোপকারক | ৶০ |
| ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রহ্মোপাসনা সহিত | ।০ |
| পরমেশ্বরের মহিমা | ।০ |
| পদার্থবিদ্যা | ॥০ |
| রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা | ॥০ |
| বৃত্তিসহিত দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ | ৶০ |
| বর্ণমালা দ্বিতীয়ভাগ | ৵০ |
| বেদান্তিক ডাকট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড | ৶০ |
| ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি ও ব্যাখ্যান—রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদিত | ।০ |
| ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মবোধ | ৶০ |
| বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম | ।০ |
| ১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৭০ শকের শ্রাবণমাস ভিন্ন ১১ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ২ |
| ১৭৭১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৭২ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৭৩ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৭৪ শকের ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র ভিন্ন ৮ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ১ |
| ১৭৭৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৭৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৭৮ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৭৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৮০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |
| ১৭৮১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৫ |

তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে।

## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

### ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাতুরেঘাটা | ১০ |
| " রাজারাম মুখোপাধ্যায় | ৩ |
| " কার্ত্তিকচরণ মল্লিক | ২ |
| " গোপালচন্দ্র পাল | ২ |
| " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ | ২ |
| " শ্যামাচরণ বসু | ১ |
| " প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত | ১ |
| " বিশ্বেশ্বর ঘোষ | ১ |
| " জগৎচন্দ্র রায় | ১ |
| " গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় | ১ |
| " সাগরলাল দত্ত | ১ |
| | ২৮ |

### মাসিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু | ১২ |
| " মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় | ৪ |
| " সাগর লাল দত্ত | ৪ |
| " কাশীনাথ দত্ত | ৩ |
| " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ২ |
| " অমৃতলাল মিত্র | ১ |
| কলুটোলাস্থ সেন পরিবার হইতে প্রাপ্ত | ১ |
| | ২৭ |

### শুভ কর্ম্মের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর | ৫ |
| " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ | ১ |
| " রুক্মিণী কান্ত রায় | ১ |
| | ৭ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ২॥৶১৫ |
| | ৬৪॥৶১৫ |

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ছয় আনা মাত্র। ১ শ্রাবণ সোমবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

---
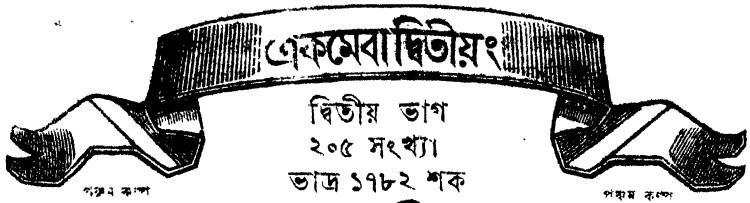
## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ আষাঢ় বুধবার ১৭৮২ শক

" সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্" সেই সত্য স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি শরীরের পরমাকাশে উপলব্ধি করেন,—তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থান যে হৃদয়াসন তাহাতেই আসীন দেখেন, " সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা " তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ স্রোত বহমান হইতে থাকে। তিনি সেই রস-স্বরূপ—সেই আনন্দকরকে পাইয়া কি অপার তৃপ্তি, অপার শান্তি অনুভব করেন। এই জগৎ সংসারে আমাদের চক্ষের আলোক কে? এই অন্ধকার নীরস সংসারে আমাদের নেত্র-রঞ্জন কোথায়? এখানে যদি কোন আলোকই না থাকে, যদি চন্দ্র সূর্য্য তারকাগণ সকলই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তথাপি সকলের আলোক-স্বরূপ কে থাকেন? আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে নিয়তই এই উপদেশ পাইতেছি যে ইহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; তখন চন্দ্র ছিল না, সূর্য্য ছিল না, নক্ষত্র ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না; তখন কেবল সেই জ্ঞান-জ্যোতি, সেই স্বপ্রকাশ, সেই সকল প্রকাশের প্রকাশ, একমেবাদ্বিতীয়ং সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন—তিনিই অনন্ত-রূপে বিরাজমান ছিলেন! তাঁহা হইতে অসীম লোক, অগণ্য জীব—তাহাদের কামনার অজস্র বিষয়, এই জ্যোতির্ম্ময় সমুদয় জগৎ; তাঁহা হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে; তাঁহার প্রকাশেতেই এ সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। " তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" সেই সকল জ্যোতির জ্যোতি আমাদের আত্মাতেও প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কি মহত্তম অধিকার! অনন্ত আকাশ যাঁহার গুরুভার ধারণ করিতে পারে না—যিনি সকল রাজার রাজা, সকল দেবতার দেবতা; তিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন; আমাদের প্রার্থনা বাক্য গ্রহণ করিতেছেন; এই সংসারের দুর্গম পথে তিনি আমাদের নেতা হইয়াছেন। আমরা ধন্য যে তাঁহাকে আমরা হৃদয় ধামে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি। যখন অন্তরাকাশে, যখন হিরণ্ময়ে পরে কোষে, সেই জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিতে পাই; তখন সকল ভাব নীরব হয়—সকল শক্তি স্তব্ধ হয়; তখন মন কেবল গম্ভীর স্বরে বলিতে থাকে, জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য! সূর্য্য যেমন আমাদের চক্ষের আলোক; পর-

মাত্মা সেইরূপ আমাদের অন্তরাকাশের সূর্য্য। তিনি সেখানে তাঁহার সুবিমল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছেন। তিনি এক এক বার আমাদের হৃদয়কে যে পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছেন; শত শত সূর্য্যের প্রভা তাহার নিকটে মলিন বোধ হয়। তিনি আমাদের নিকটে কি প্রকার আলোক বিতরন করিতেছেন? তিনি জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতার আলোক প্রদান করিতেছেন, তাঁহার অনুরাগ কিরণে আমারদিগের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিতেছেন। যখন আমরা অন্তরাকাশে পরমাত্মা রূপ সূর্য্য দেখিতে পাই, তখন এই সূর্য্য তাহার নিকটে অন্ধীভূত হয়। যখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ আমারদের আত্মাতে উদয় হয়; তখন ঊষার শোভা কোথায় থাকে? তাঁহার আনন্দ মূর্ত্তি দেখিবার সময় বিষয় কোলাহল আর শ্রুতিগোচর হয় না, মোহ দুঃখ শোক তাপ সকলই দূরীভূত হয়। তখন সকলই নূতন ভাবে বিরাজ করে। তখন আমরা এক নূতন ক্ষেত্রে অবতরণ করি; এক নূতন রাজ্যে উপনীত হই। তখন আমরা এক অনুপম

ভাবে বলিতে থাকি, ধন্য তুমি জগদীশ্বর। কি আশ্চর্য্য তোমার করুণা! তুমি মনুষ্য জন্মকে কি মহৎ করিয়াছ! আমরা অতি ক্ষুদ্র, আমরা কল্যকার জীব; আমাদের মনের অধিপতি হইয়া তুমি বাস করিতেছ। তুমি সকলের সম্ভজনীয়, তুমি সকলের বরণীয়—দেবতারাও তোমার স্তুতি বাদ করিয়ে শেষ করিতে পারে না; আমরা ক্ষুদ্র জীব হইয়া তোমার সাক্ষাৎ লাভ করিতেছি। এখানেই যদি তোমার এই প্রকার করুণার ভাব, তবে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার করুণার আরো কত আশ্চর্য্য চিহ্ন পাইব। তৎকালে আমাদের আনন্দ, আমাদের প্রেম, আরো কত উজ্জ্বল হইবে। তোমার জ্যোতির প্রকাশ আরো কত উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইব। তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে অমরা কি না আশা করিতে পারি? তোমার সেই অনির্ব্বচনীয় সত্য ভাব মনে করিয়া তোমাতে কত না বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি? তোমার সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব মনে উদিত হইলে আমরা কেবল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য এই মাত্র বলিতে থাকি এবং আমাদের কণ্ঠ হইতে ধন্য জগদীশ্বর; তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, এই ধ্বনি অনবরত উত্থিত হইতে থাকে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

## ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

২০৪ সংখ্যক পত্রিকার ৫৩ পৃষ্ঠার পর।

কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা কি প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে? ইহার জন্য কোন বাহ্যাড়ম্বর আবশ্যক করে না; মনে কৃতজ্ঞতার ভাব থাকিলে আপনা হইতেই তাহা কার্য্যেতে প্রকাশ পাইবে। ঈশ্বরের করুণার ব্যাপার স্মরণ করিয়া আমাদের যে প্রকার ভাব হওয়া উচিত, তাহার এক কণাও যদি হয়, তবে তাহাই আমাদের সমুদয় প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করিবে। আমাদের উৎফুল্ল নেত্রে, আমাদের সানন্দ মূর্ত্তিতে, তাহা প্রকাশ পাইতে থাকিবে। আমাদের মনে এই কৃতজ্ঞতার ভাবটী নিরন্তর থাকা চাই;—তাহা ব্যতীত কোন বাহ্য ক্রিয়ারই কোন মূল্য নাই।

মনুষ্যের প্রকৃতিই এই রূপ যে তাঁহার আন্তরিক ভাব-সকল আকৃতিতে, বাক্যেতে, কার্য্যেতে, ব্যক্ত হইবে। যদি কেবল কতকগুলিন সুবিন্যস্ত কথাতেই ঈশ্বরের নিকটে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তাহার সহিত গাঢ় ভাব মিশ্রিত না থাকে, তবে মুখের ভাব, কথার ভাব, দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের সমুদয় ভাব, সমুদয় কার্য্যে এই কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবাহিত হইলে আমরা এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করি। তাহা হইলে আমাদের মুখ হইতে একটি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হয়; আমাদের কণ্ঠ হইতে ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনি উৎসাহের সহিত উত্থিত হইতে থাকে। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রকার কৃপা; তিনি

আমাদিগকে যে সকল শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করিয়াছেন এবং সেই সকল অধিকার বুঝিতে ও ক্ষমতাবান্ করিয়াছেন; তাহা মনে করিয়া আমরা যেন প্রীতি ও বিশ্বাসের মধ্যে নিরন্তর সঞ্চরণ করি। যখন আমরা জানিতে পারি যে সেই অনন্ত প্রেম আমাদের জীবন-পথের নেতা, তিনি আমারদিগকে মঙ্গলের দিকে, সত্যের দিকেই লইয়া যাইতেছেন ; তখন মনের গ্লানি ম্লানতা বিষণ্নতা সমূলে বিনাশ পায়।

ঈশ্বরের প্রতি যদি আমাদের যথার্থই কৃতজ্ঞতার ভাব থাকে, তবে অবশ্যই আমাদের মনে একটি প্রসাদ, একটি সন্তোষ, বিরাজমান থাকিবে। ঈশ্বরের উদার সদাব্রতে যখন আমরা জীবনের অধিক ভাগই ইন্দ্রিয় জনিত বিজ্ঞানজনিত প্রেম-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তখন আমাদের মনে প্রেম-পূর্ণ সন্তোষ-ভাব নিরন্তর থাকা উচিত। যদিও আমরা দুর্ব্বলতা দরিদ্রতা বা লোকের নিকট হইতে দুঃখ ভোগ করি ; যদিও দুঃসহ শারীরিক ক্লেশ বা অন্যায় দণ্ড সহ্য করি ; এই সকল বিপদ বা ইহা অপেক্ষা আরো সহস্র প্রকার ভয়ানক বিপদেই বা কি ? আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে যে সমস্ত সুখ অপর্য্যাপ্ত রূপে ভোগ করিতেছি, তাহার তুলনায় সে দুঃখ-রাশিই বা কোথায় থাকে ? আমাদের বিশ্বাসের কি এতটুকুও বল নাই যে মনে করি যে ঈশ্বর আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন ? আমরা ঊনশত বার তাঁহার নিকট হইতে যে সমস্ত করুণার চিহ্ন পাইয়াছি, যদি শত বারের বার একবার দুঃখ ভোগ করি, তবে কি আমরা ইহা মনে করিতে পারিব না যে তাহাতে ঈশ্বরের তাচ্ছিল্য বা ত্রুটি নাই। আমরা কি ইহা মনে করিতে পারিব না যে যত সুখে আমাদের যথার্থ মঙ্গল, তিনি আমারদিগকে সেই প্রকারেই সুখী করিতেছেন ? আমরা যদি শত শত দুঃখ ভোগ করি, শত সহস্র বিপদে আক্রান্ত হই, আর যদি আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস, এই প্রেম-ভাব, বিরাজমান থাকে ; তবে আমাদের সকল সন্তাপের উপশম হইবে।

ঈশ্বর আমারদিগকে যে সকল আনন্দ মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার নমস্কার কর। যত দিন এখানে আছ, এখানকার কল্যাণকর বিষয় সমুদয়ই উপভোগ কর ; ঈশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে থাকিয়া আনন্দিত মনে কাল যাপন কর।

ঈশ্বর আমারদিগকে যে অবস্থাতে রক্ষা করিতেছেন, তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু বিধান করিতেছেন, তাহাতে তৃপ্ত থাকা কঠিন কর্ম্ম নহে; কিন্তু মনে কর, তিনি তাঁহার কোন মঙ্গলাভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য আমারদিগকে দুঃখ বিধান করিতেছেন, বিপদে নিক্ষেপ করিতেছেন : তাহাতেই বা কি ? আমরা কি তাঁহার জন্য কিছু মাত্র ত্যাগ স্বীকার করিব না, কষ্ট বহন করিব না ? আমাকে দিয়া যদি তাঁহার কোন গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তবে কি তাঁহার জন্য আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিব না ? না, কেবল বিষণ্ন ভাবেই দিন যাপন করিব ? ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইলে আমাদের একটি আনন্দ-পূর্ণ প্রেম-ভাব নিরন্তর হৃদয়ে বিরাজমান থাকিবে।

আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের করুণা রসে আর্দ্র হইলে আমাদের মন হইতে স্বভাবতঃ যে ভাব উত্থিত হয়, মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহাতেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। যখন কোন সুগন্ধি পুষ্প হস্তে করিয়া মনের সহিত তাহার স্রষ্টার নাম উচ্চারণ করা যায়, তখনই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। যে স্থলে আমরা কথায় প্রকাশ না করিতে পারি, সে স্থলে মনের সহিত কৃতজ্ঞতার ভাব ঈশ্বরেতে সমর্পিত হইলেই তাঁহার পূজা হইল।

এই প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব অভ্যাস হইলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইতে পারে। যদি আমাদের তাবৎ কার্য্যের সঙ্গে এই মধুর ভাব মিশ্রিত

হয়, তবে দেখিতে পাও, তাহা হইতে কি আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন হয়। যখন আমরা কোন সাংসারিক কার্য্য সুচারু রূপে, ন্যায্য রূপে, সম্পন্ন করিতে পারি; যখন সান্ত্বনা বাক্যে কোন শোক-সন্তপ্ত-ব্যক্তির আর্ত্তনাদ নিবারণ করিতে পারি; যখন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত কোন ব্যক্তির অনুরাগ-শিখা আরো উদ্দীপন করিয়া দিতে পারি; যখন কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্মাকে প্রশস্ত করি; কোন সৎসঙ্গ লাভ করিয়া পবিত্রতা উপার্জ্জন করি; যখন আহার বিশ্রাম বা ব্যায়ামে সুস্থতা লাভ করি; এই সকল স্থলে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কি আনন্দেরই উদ্ভব হয়? আমরা এই প্রকার প্রত্যেক নির্দ্দোষ পবিত্র কার্য্যের জন্য ঈশ্বরকে যদি ধন্যবাদ দিই, তবে যে সকল কলঙ্কিত কার্য্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে সাহস করিতে পারি না, তাহাতে আমাদের মলিনত্ব কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে। যে সময়ে কোন কর্ত্তব্য ভার হস্তে রহিয়াছে, তখন যদি মিথ্যা সময় ক্ষেপণ করি; যখন অন্যের কোন উপকার সাধন করিতে পারি, সে সময় যদি বৃথা আমোদেই ব্যয় করি; যখন কোন মন্দ গ্রন্থ পাঠ করি অথবা অপরিমিত পান ভোজন করিয়া আপনাকে অসাড় করিয়া ফেলি; এই সকল সময়ে কি আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি? কেহই পারে না। তাঁহার অমূল্য দান-সকল অন্যায় পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া কি তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে পারি? কখনই না। এই প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব অভ্যাস পাইলে মলিন আমোদে আমাদের প্রবৃত্তি হইবে না এবং আমাদের নির্দ্দোষ আমোদ-সমুদয় নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইবে। আমাদের জীবনের অতি সামান্য ঘটনাও ঈশ্বরের গম্ভীর মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

কেবল আমরা আপনারা যে সমস্ত কল্যাণ উপভোগ করিতেছি, তাহার জন্যই যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব, এমত নহে; ভ্রাতার মঙ্গল অবশ্যই কৃতজ্ঞতার বিষয়। অসংখ্য অসংখ্য জীবের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই উদয় হয়। আমাদের এই পৃথিবী, যাহা প্রাণদাতা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চিরকাল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে, যাহা রজনীতে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-সুধাতে অভিষিক্ত হইতেছে, যাহা শীত গ্রীষ্ম দিবারাত্রির পরিবর্ত্তনে নূতন নূতন পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইতেছে, যাহা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছে; এই সুখধাম হইতে যদি ঈশ্বরের মঙ্গলকর কৌশল দেখিয়া তাঁহার প্রতি একটি কৃতজ্ঞতা বাক্যও না গেল, তবে আর কি হইল?

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন ঈশ্বর এই পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন ইহাতে এমন একটী জীবও ছিল না যে সে তাহার স্রষ্টার কারুণ্য ভাব বুঝিতে পারে এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ করে। তাহাদের মুখ হইতে একটী কৃতজ্ঞতা বাক্যও উত্থিত হয় নাই। যখন প্রকাণ্ড কুম্ভীরাকৃতি জীব-সকল জল মধ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত; প্রকাণ্ড হস্তী-সকল উচ্চ দেবদারু বৃক্ষ, সকল বিদলিত করিত; তখন তাহারা তাহাদের স্রষ্টাকে কি জানিত? যিনি তাহাদের প্রকাণ্ড শরীর নির্ম্মাণ করিলেন; যিনি জলস্থলকে তাহাদের বাসোপযোগী করিয়া দিলেন; যিনি তাহাদের জন্য সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রেরণ করিলেন; তাঁহাকে তাহারা কি জানিত? এক্ষণে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনই কত জীবই বা এই মূক পৃথিবীর হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারে? অতি অল্প জীবই এই নীরব পৃথিবীর প্রতিনিধি বক্তা হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র নাম ধ্বনিত করিতে পারে। পশু পক্ষীরা আমাদের সময়েও পূর্ব্বকালের জীবসকলের মত ঈশ্বরের বিষয়ে অসাড় রহিয়াছে। তখনকার হস্তী ব্যাঘ্র যেমন আপনার গুহা গহ্বরই জানিত, যাহাতে তাহাদের অস্থি সকল এখনো প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণকার অশ্ব গো সেই রূপ তাহাদের যুগ এবং বাস-গৃহই জানে; যিনি তাহাদের স্রষ্টা ও করুণাময় পাতা;

"একোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্" যিনি এক হইয়া অসংখ্য জীবের কামনা-সকল বিধান করিতেছেন, তাহারা তাঁহাকে জানিবার অধিকারী নহে; তাঁহার অজস্র করুণা স্মরণ করিয়া তাহারা কৃতজ্ঞ হইতে পারে না।

অতএব আমাদের কি উচিত নহে যে যাহারা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেই পারে না; আমরা কেবল তাহাদের সুখের মুক সাক্ষী থাকিয়াই নিরস্ত না হই; কিন্তু তাহাদের জন্য একবারো সেই বিশ্বপাতাকে নমস্কার করি? আমাদের জন্যেও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই; অন্যের জন্যও তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। জীবিত কি মৃত সকল মনুষ্যের উপরেই তাঁহার যে অজস্র করুণা বর্ষিত হইতেছে; আমাদের জীবিত অবস্থাতে তিনি আমাদিগকে যে প্রকার যত্নের সহিত লালন পালন করিতেছেন এবং মৃত্যুর পরেও স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন; তাহা দেখিয়া আমরা যেন তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আমাদের সহিত একত্রে যে সকল আনন্দ উপভোগ করিতেছে এবং দেবতারা যে সকল পবিত্র আনন্দ ভোগ করিতেছেন, যাহা আমরা পাই না; এ সকলের জন্যও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। যাহাদের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, তাহাদের সুখের জন্য অন্ধ ও বধীর ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করুক। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিরা যেন ঈশ্বরকে নমস্কার করে যে অন্যেরা আহার পাইতেছে, শোকার্ত্তেরা এই জন্য যে অন্যেরা সুখে আছে। অনাথেরা যেন অন্যকে সনাথ দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করে।

পশু রাজ্যের মধ্যেও যে সমস্ত করুণার ব্যাপার দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার জন্যও যেন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ক্ষান্ত না থাকি। জীব জন্তুরা আমারদের উপকারে আইসে, এই জন্য যে ঈশ্বরকে নমস্কার করিবে, এমত নহে; তাহাদের মধ্যে যে আনন্দ প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাঁহাকে নমস্কার কর। অসংখ্য অসংখ্য জীব যে সমস্ত নির্দোষ সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহা যদি আমরা এক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতাম; তবে আমাদের মনে যে কি আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইত, বলা যায় না। মীন-দলেরা সুনীল সমুদ্রে দলবদ্ধ হইয়া কেমন সুখে ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের জীবন এক অনন্ত মহোৎসব; তাহাদের আহারের অভাব নাই, ক্রীড়ার শেষ নাই; কেহই তাহাদের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত, পীড়িত, বিষণ্ণ, কুৎসিৎ, মলিন-বেশযুক্ত নহে; তাহাদের কোন ভয় নাই, ভুত কালের বিষয় তাহাদের স্মরণ হয় না, ভবিষ্যতের জন্যও চিন্তা করিতে হয় না। ঈশ্বরই তাহাদের অন্ন পান পরিবেশন করিতেছেন। স্থলে ও শূন্যে কীট পতঙ্গেরা কেমন সুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; প্রজাপতির পরিচ্ছদ, ময়ূরের পক্ষ, শতালঙ্কারে অলঙ্কৃত রাজবেশকেও তিরস্কার করিতেছে; বিহঙ্গমেরা সুধাময় প্রেমে বদ্ধ হইয়া নীড় নিৰ্ম্মাণ করিতে করিতে কেমন আনন্দ স্বরে গান করিতেছে। ছায়া-বদ্ধ কদম্বক মৃগকুল কেমন সুখে রোমন্থ করিতেছে এবং মৃগী কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে কণ্ডূয়মান হইয়া কি আশ্চর্য্য ভাবে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। এ বিশ্বরাজ্য সুখের রাজ্য! দুই বিন্দু জলের মধ্যে সমুদয় মানব সংখ্যা হইতেও অধিক জীব কেমন সুখে সঞ্চরণ করিতেছে; সকল স্থানেই জীবন ও সুখের প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। যদিও সিন্ধুর সলিল বিন্দু বিন্দু করিয়া গণনা করিয়া শেষ করা যায়, তথাপি ঈশ্বরের করুণার স্থল গণনা করিয়া কেহই শেষ ক-করিতে পারিবে না।

এখন দেখ, ইহা কি আমাদের অত্যন্ত উচিত নহে যে আমাদের আত্মাকে কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র করিয়া ঈশ্বরেতে সমর্পণ করি। যে সকল জীব তাহার স্রষ্টাকে জানিতেও অক্ষম, তাহাদের জন্যও যখন তিনি এত করিয়াছেন; তখন আমরা তাঁহাকে যে জানিবার অধিকারী হইয়াছি, আমরা যেন তাহাদের মত মুক না থাকি কিন্তু আমাদের কণ্ঠ হইতে যেন কৃতজ্ঞতা ধ্বনি অনবরত উত্থিত হইতে থাকে।

## জীবনের কার্য্য ও লক্ষ্য।

যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

পূর্ব্ব মাসের পত্রিকায় মনুষ্যের কর্ত্তব্য শ্রেণী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মনুষ্য ঈশ্বরের জীব ও সামাজিক জীব এবং স্বয়ং স্বাধীন পুরুষ। তাঁহার এই তিন প্রকার পদ এবং তদনুসারে তাঁহার তিন প্রকার কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি সকল কর্ত্তব্যের সারাংশ এই "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক। লোক সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য এই যে সকল লোকের মধ্যে প্রেমসূত্র বিস্তার করিবে। আপনার প্রতি এই কর্ত্তব্য—ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিবে। এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য পরস্পর বিমিশ্র ভাবে আছে। ইহার এক প্রকার কর্ত্তব্য সংসাধন করিতে গেলে তিন প্রকার কর্ত্তব্য সংসাধন করিতে হয় এবং ইহার মধ্যে একেকে পরিত্যাগ করিলে সকল প্রকার কর্ত্তব্যেরই ব্যাঘাত জন্মে। আমরা যদি আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিই; তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রাণ বিনষ্ট হয়। যদি অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করি; তবে ধর্ম্ম নীরস, নির্জীব, বিকট হইয়া পড়ে—ধর্ম্মানুষ্ঠানের সুপ্রশস্ত স্থল যে এই সংসার, তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সে ধর্ম্ম আর উন্নত হইতে পারে না। সকল কর্ত্তব্যের মুকুট স্বরূপ যে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য, তাহাতেই যদি অবহেলা করি; তবে ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। এই সকল বিচিত্র কর্ত্তব্য যখন ঈশ্বর প্রীতিতে সম্মিলিত হইবে; তখনই তাহারা একীভাব ধারণ করিবে, তখনই তাহারা বল পাইবে, তখন আমাদের ইচ্ছা এবং কর্ত্তব্য পৃথক্ না থাকিয়া একত্রে সংমিলিত হইবে।

এই প্রস্তাবে জীবনের কার্য্য কি এবং লক্ষ্য কি তাহাই বলিবার তাৎপর্য্য। জীবনের কার্য্য তিনপ্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আত্ম-সম্বন্ধীয়, লোক-সম্বন্ধীয় এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্য্য করি, তাহা সামান্যতঃ এই চারি প্রকার: শারীরিক কর্ম্ম, আমোদ, বিদ্যাভ্যাস, এবং অর্থোপার্জ্জন। অন্যের জন্য যাহা
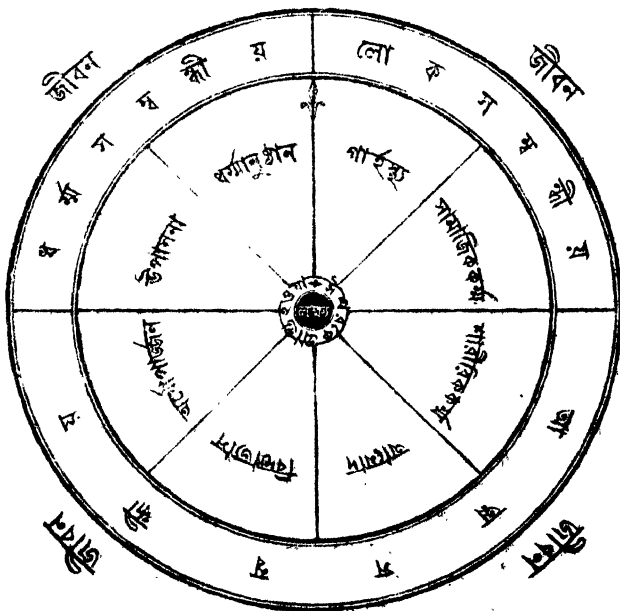
করি, তাহা গৃহকর্ম্ম বা সামাজিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য করি, তাহা উপাসনা কিম্বা ধর্ম্মানুষ্ঠান। জীবনের এই সকল কার্য্যের লক্ষ্য কি থাকিবে? আমরা কি আমোদের জন্যই আমোদ করিব? অর্থের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করিব? আমাদের কি এই প্রকার নীচ লক্ষ্য থাকিবে? এপ্রকার হইলে সকল কার্য্যই বিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করে। আমাদের জীবন অর্থ-শূন্য হয়। জীবনের যথার্থ লক্ষ্য কি? না, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্য যদি আমাদের স্থির থাকে; তাহা হইলে আমরা মধ্য বিন্দুতে থাকি, আর সমুদয় সংসারের কার্য্যই পরিধি স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে আবেষ্টন করিয়া থাকে। এই মধ্য দেশে থাকিলে সকলের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ থাকে, কিছুই বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না। সমুদয় সংসারের কার্য্য একীভাব ধারণ করে। শরীর রক্ষা ও আমোদ যে এমন নীচ কার্য্য, তাহা অবধি আর উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পর্য্যন্ত, একই কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে। আমোদের সময় কি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমোদ করিব? সামাজিক কর্ম্মের সময় কি ঈশ্বরকে ভুলিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে? না। সকল অবস্থা, সকল কার্য্যের সঙ্গেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকিবে। তাঁহার সহিত সকল কার্য্যই অনুষ্ঠেয়; তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের কোন কার্য্যই নহে। যে কোন কার্য্য আমাদিগকে তাঁহা হইতে বিচ্যুত করে, তাহাই অকার্য্য। আমোদ করা কি আমারদের নিষেধ? কখনই না। নির্দ্দোষ আমোদে আমারদের শরীর ও মন বিশ্রাম লাভ করিলে আমরা ঈশ্বরের কার্য্যে নূতন পরিশ্রম করিতে পারি। কিন্তু আমোদ যদি আমাদিগকে এপ্রকারে আকর্ষণ করে যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই, তবে কি সে আমোদে লিপ্ত হইব? কখনই না। এই প্রকার ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে সংসারের সকল কর্ম্ম এক সুতন ভাব ধারণ করে। আমরা তাঁহার অনুচর হইয়া, তাঁহার প্রেরিত হইয়া, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। এই লক্ষ্য কেবল আমাদের এখানকার লক্ষ্য নহে, কিন্তু চিরজীবনের লক্ষ্য। আমাদের জীবন চক্র অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমিকই প্রশস্ত হইতে থাকিবে, আমরা নূতন নূতন অবস্থায় পতিত হইব; কিন্তু সমস্ত জীবনের লক্ষ্য একই থাকিবে—ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্যটি যখন স্থির থাকিবে আর তাহার চতুর্দ্দিকে আমাদের জীবনচক্র আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে, তখনই আমাদের মুক্তির অবস্থা হইবে। আমাদের এই লক্ষ্য এখানেই স্থির থাকিলে আমরা জীবন্মুক্ত হই। তাহা হইলে এখানে সকলই সুশৃঙ্খল ভাব ধারণ করে, সমুদয় কর্ত্তব্য নিশ্বাসের ন্যায় সহজে সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন মিলিত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে।

## ব্রহ্মবিদ্যালয়।

### দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম উপদেশ।

## উপনিষদের ভাব।

ঈশ্বর সকল কারণের মূল কারণ, সকল শক্তির মূল শক্তি, সমস্ত আধারের মূলাধার; এই সত্যটি আমাদের নিকটে সহজেই প্রকাশিত হয়। সেই অনন্ত শক্তির আবির্ভাব সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। সরল-হৃদয় ঋষিগণের মনে যখন এই সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন অন্য সকল সত্য ইহাতে আবৃত হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরের সেই মহান্ অনন্ত ভাবে মন নিমগ্ন হইলে ক্ষুদ্র ভাব সকলই বিদূরিত হয়, আমাদের সকল শক্তি স্তব্ধ হয় এবং আপনার অহঙ্কার অভিমান স্বার্থ-পরতা পরাভূত হয়। ঈশ্বরের অনন্ত ভাবে মন একান্তে মগ্ন হইলে তাঁহার শক্তি আমাদের সম্মুখে এত অধিক প্রকাশ পায় যে তাহাতে আমাদের স্বীয় স্বীয় অল্প শক্তি আর স্ফূর্ত্তি পায় না; তাহাতে আমরা আপনার পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব ভাব অনুভব করিতে পারি না; জীবনের প্রান্তি

অনুরাগ ও কর্ত্তব্যের ভাব দূর হইতে পারে। ঈশ্বরের এই অনন্ত শক্তির ভাব উপনিষদের মধ্যে বিকীর্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বর যিনি তিনি "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্বাচো হ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।" তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু—তিনি ইহাদের সকল শক্তির মূল শক্তি। "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" সূর্য্য সেখানে প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারাও প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ পায় না, তবে অগ্নি কোথায়! সর্ব্বত্রই তাঁহর আবির্ভাব, তাঁহার প্রকাশেতেই সমুদয় জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর এ সমুদয়ই অন্ধকারে আবৃত, একেবারেই তাঁহার শক্তি প্রকাশ হইয়া গেল। তখন আমাদের মত যদি কোন দ্রষ্টা থাকে, তবে তাহার মনে কি হয়? প্রাচীন ঋষিদের মনে অনেকটা এই প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের নবীন নেত্রে সকলই স্বর্গীয়,পবিত্র,শক্তিশালী বোধ হইত। বাস্তবিকও এই জগৎ মৃত ও অর্থশূন্য নহে, ঈশ্বরের সহিত দেখিলে ইহা আর এক ভাব ধারণ করে। তাঁহার জ্ঞান,শক্তি,মহিমা, ইহাতে প্রকাশিত হইয়া উঠে। আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিলে সকলই ক্ষুদ্র দেখায় কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সকলই মহান্ ও পবিত্র ভাব ধারণ করে। অনন্ত আকাশ তাঁহার আবির্ভাবেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যখন আমাদের স্বার্থপরতা না থাকে, আমরা নিরপেক্ষ হইয়া চতুর্দ্দিক্ দেখিতে যাই, তখন সকলই আশ্চর্য্য দেখায়। তখন মনে হয়,অনন্ত ঈশ্বরেরই এই অনন্ত জগৎ। তখন মনে হয়, এই সমুদয় শক্তি তাঁহার শক্তিতেই পরিপূরিত। এই সমুদয় জগতের একটি শক্তি উচ্চভাব বলিয়া যাহাকে ব্যক্ত করা যায়—তাহার আত্মা ঈশ্বর। মনুষ্যের শক্তি আবার স্বভাবের অতীত। তিনি স্বভাব রাজ্যের সম্পূর্ণ অধীন নহেন, ঈশ্বর তাঁহাতে আপনার সাদৃশ্য দিয়াছেন। জগৎ আর ঈশ্বর, এই দুইকে যদি প্রকৃতি আর পুরুষ শব্দে বলা যায়; তবে প্রকৃতির ভাব এই সমুদয় জগতে, পুরুষের ভাব মনুষ্যেতেই আছে। যাহারা অন্ধ শক্তি মাত্র, যাহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই, স্বতন্ত্রতা নাই, তাহারা প্রকৃতির অধীন; আর যে সকল জীবে তাঁহার সাদৃশ্য আছে,তাঁহার স্বতন্ত্রতার,তাঁহার বিজ্ঞানের,তাঁহার মঙ্গল-ভাবের আভাস আছে, তাহারাই পুরুষ। মনুষ্যকে এই হেতু বিশেষ রূপে ঈশ্বরের পুত্র বলা যায়। তিনি মনুষ্যকে আপনার প্রতিকৃতিতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ণজ্ঞান; মনুষ্যের সহজ-জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাঁহার জ্ঞানের আভা। তিনি অপরিমিত মঙ্গল স্বরূপ, মনুষ্যের সাধু-ভাব আছে। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, মনুষ্যের পুণ্যভাব আছে। তিনি স্বতন্ত্র, মনুষ্যেরও কর্ত্তৃত্ব শক্তি আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। অন্য সকল বস্তু তাঁহার অধীন; কিন্তু তাঁহার পিতৃভাব মনুষ্যই গ্রহণ করিতে পারেন আমরা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে আপন ইচ্ছায় সহযোগী হইতে পারি, এই অধিকারে আপনাকে ধন্য মনে হয়। অন্য সকল জীব না জানিয়া তাঁহার মঙ্গলভাব সম্পন্ন করিতেছে, আমরা পুত্রের ন্যায় অনুরাগের সহিত পরম পিতার কার্য্য সাধন করিতেছি। আমরা যন্ত্র নহি কিন্তু স্বাধীন পুরুষ। উপনিষদের মধ্যে এই প্রকার ভাব অতি অল্প স্থানেই আছে। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতে হমৃতং।" আপনার দ্বারা বীর্য্য লাভ করা যায় এবং ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়। উপনিষদে এই প্রকার আপনার কর্ত্তৃত্ব শক্তির উল্লেখ কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ প্রশ্নোপনিষদে জীবাত্মাকে কর্ত্তা ও পুরুষ বলিয়া স্পষ্টই লিখিয়াছেন। "এষহি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" এই জীবাত্মা পুরুষ দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা এবং কর্ত্তা।

কিন্তু উপনিষদের মধ্যে অনেক স্থলে এই প্রকার দেখা যায় যে ঈশ্বরের মহান্ ও অনন্ত শক্তিতে মনুষ্যের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত

বিনাশ করা হইয়াছে, এই প্রকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। মনুষ্যকে দেখিতে সমুদয় সৃষ্টি মধ্যে এমন এক ক্ষুদ্র কীট দেখায়; তাঁহার দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণ ভাব এমন প্রকাশ পায়; তাঁহার জীবনের সকল অবস্থা এমনি পরিবর্ত্তনশীল; মৃত্যুর অবস্থা এমন গূঢ়; যে ঈশ্বরের সত্যতার তুলনায় এ সকলই ছায়ার ন্যায় বোধ হয়। ঈশ্বরের অনন্ত ভাব দেখা আর মনুষ্যের স্বাধীন ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে রক্ষা করা কিছু সহজ নহে। কিন্তু ইহা করিতেই হইবে। এ দুই ভাবই একত্রে থাকা চাই। তাহা না হইলে ধর্ম্মের প্রাণই থাকে না; রাজার অনন্ত শক্তি এবং প্রজার স্বাধীনতা,এ দুইই আবশ্যক। ঈশ্বরের শক্তি অলঙ্ঘনীয় অথচ মনুষ্য স্বাধীন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই অথচ মনুষ্যের নিজস্ব অধিকার আছে; তাঁহার উপরেই আমাদের নির্ভর অথচ আমাদের আত্ম প্রভাবের ত্রুটি নাই। আপনার উপরে কত টুকু নির্ভর আর ঈশ্বরের উপরে কত নির্ভর, এই দুয়ের সামঞ্জস্য হইলেই ঠিক হইল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া,আপনার কর্তৃত্বের উপরেই চলে, সে অসুর; আর যে ঈশ্বরেতে আপনার কর্তৃত্ব বিনাশ করিয়া ফেলে, সে যন্ত্র। মনুষ্যের কর্তৃত্ব বিনাশ করিলে ধর্ম্মের প্রাণ বিনষ্ট হয়, কেননা এ দুয়েরই এক প্রাণ। তাহা হইলে পৃথিবীর আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং সকলই যন্ত্রের মত হইয়া থাকে।

আমারদের স্বাধীনতা শক্তিতে ঈশ্বরের জ্ঞান ও মহিমা আরো উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আমারদিগকে আপনার প্রতিকৃতি প্রদান করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। বলীয়ান্ ধার্ম্মিক নিঃস্বার্থ স্বাধীন পুরুষ সাক্ষাৎ ঐশী শক্তির প্রতিকৃতি। মনুষ্যের কর্তৃত্ব বিনাশ করিয়া এবং আপনাকে তাঁহার যন্ত্রের মত করিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করা হয় না। তিনি আপনার সদৃশ জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই তাঁহার মহিমা। মনুষ্য তাঁহার ক্রীত দাস নহে কিন্তু তাঁহার স্বাধীন প্রজা। তিনি আমারদিগকে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলেই বদ্ধ করেন নাই কিন্তু-তাহা অতিক্রম করিবারও শক্তি দিয়াছেন।

আবার আমরা স্বাধীন বলিয়া যে তাঁহার অধীনতা পরিত্যাগ করিয়াছি, এমত নহে। আমরা যত স্বাধীন, তত তাঁহার অধীন। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা গ্রহণ করিতে পারি, ইহাতেই আমাদের স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতা শক্তি যতই মহৎ হউক না কেন, তাহা তিনি দিয়াছেন, তিনিই তাহা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার সহায় তাঁহার আশ্রয়েই তাহা উন্নত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের এই শক্তি মহৎ বলিয়া যে তাঁহার প্রদত্ত নহে, এমত নহে। এই শক্তি আমারদিগকে আপনার উপরে নির্ভর করিতে প্রবৃত্ত করে না কিন্তু ইহার মূল কারণ ও আশ্রয়ের প্রতি প্রতিক্ষণে লইয়া যায়। আমারদের এই কর্তৃত্ব শক্তি থাকাতেই আমারদিগের প্রতীতি হইতেছে যে আমরা ধর্ম্মজীবি স্বাধীন জীব আর তিনি আমাদের পিতা; এই ধর্ম্ম সম্বন্ধ তাঁহার সহিত আমাদের প্রধান সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভরের ভাব এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধ,এই দুয়ের সমগ্রাহী ভাব উপনিষদের মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায় না কিন্তু ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ্য ভাব: তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবও থাকিবে না, আপনার স্বাধীনতাও বিনষ্ট হইবে না। অনুষ্ঠানের সময় আমাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পায় কিন্তু আমাদের কর্তৃত্ব তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর এবং আপনার চেষ্টা; আত্ম প্রভাব এবং দেব প্রসাদ;এ দুই একত্র হইলে আমাদের আত্মা প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উন্নতি লাভ করে। ঈশ্বরের ভাবের প্রবলতা হইয়া যদি আপনার শক্তি তাঁহাতে বিলুপ্ত হয়, এবং তাঁহাতেই আমাদের কর্তৃত্ব হারাইয়া যায়; তবে তাহা আমাদের প্রকৃতাবস্থা নহে। ধর্ম্ম কার্য্যের সময় আপনার কর্তৃত্ব অবশ্যই প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আমারদিগকে এত প্রকার অবস্থা, এত প্রকার ঘটনা, এত প্রকার বিঘ্ন, এত প্রকার প্রলোভনের মধ্যে রাখিয়াছেন যে আমাদের সংসারের সহিত সংগ্রামই ক-

রিতে হয়, সংসারের শত্রু সকলকে বল পূর্ব্বক অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহারাই আমারদিগকে পরাজয় করে; অন্তরে আমাদের দেবাসুরের যুদ্ধ নিয়তই রহিয়াছে; কখনো দেবতাদিগের জয়, কখনো তাহাদের পরাজয় হইতেছে। আমরা পদে পদে বাধা ও বিঘ্ন দেখিতে পাই এবং আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করি; এই সময় আবার ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভর যায়। যখন কেবল জ্ঞান-দ্বারা দেখিতে যাই, তখন তাঁহার মহান্ ভাবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির লোপ হয়। কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার সময় আমাদের কর্তৃত্ব প্রকাশিত হইয়া উঠে। তখন দেখিতে পাই যে সকল বিঘ্নের প্রতিকূলে আমরা ধর্ম্মের পথে, কর্ত্তব্যের পথে, দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। যখন আপনার ক্ষুদ্র শক্তিতে বিষয়াকর্ষণকে নিবৃত্ত করিতে না পারি, তখন স্বভাবতই ঈশ্বরকে আমরা আশ্রয় করি এবং সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা উপযুক্ত মত বলবীর্য্য প্রাপ্ত হই। আমাদের ধর্ম্ম-প্রকৃতি-হইতে আপনার কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের প্রসাদ, এ দুইই বুঝিতে পারিতেছি। আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের স্বাধীনতাও তাহার আশ্রয়াধীন; তাঁহার আশ্রয়-বিহীন হইলে অগ্নি একটা তৃণও দগ্ধ করিতে পারে না, মনুষ্যও একটী স্বাধীন ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন না।

---

## কঠোপনিষৎ।

### চতুর্থ বল্লী।

১ স্বয়ম্ভু বিষয়-প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে হনন করিয়াছেন*; এই হেতু মনুষ্য বহির্বিষয়ই দেখিতে পায়, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন কোন ধীর (বিষয় হইতে) আবৃত্ত চক্ষু হইয়া এবং অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দেখিয়াছেন।

২ বালকেরা বাহ্য বিষয়েরই পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং তাহারা বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়। কিন্তু ধীরেরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া এই অধ্রুব বিষয়-সকলের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

৩ যে আত্মা দ্বারা (লোকে) রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ মৈথুন, এই সকল জানিতে পারে; সেই আত্মার জানিবার আর কি অবশিষ্ট আছে। ইনিই সেই আত্মা*।

৪ যে আত্মা দ্বারা (লোকে) স্বপ্নাবস্থা এবং জাগরিতাবস্থা উভয়ই দেখিতে পায়, সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।

৫ যিনি এই কর্ম্ম-ফল-ভোগী জীবাত্মাকে ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা রূপে নিকটস্থ করিয়া জানেন, তিনি আর তাহা হইতে কিছুই গোপন রাখেন না। ইনিই সেই আত্মা।

৬ ব্রহ্মের তপস্যাতে যিনি সর্ব্ব প্রথমেই জন্মিয়াছেন, এবং পঞ্চভূতেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন এমন যে সেই হিরণ্যগর্ভ† আত্মা, তাঁহাকে যিনি সকল ভূতের শরীর গুহাতে নিহিত করিয়া দেখেন, (তিনিই যথার্থ দেখেন)। ইনিই সেই আত্মা।

৭ যে দেবতাময়ী অদিতি হিরণ্যগর্ভ রূপে (পরব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সকল শরীরের গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ও সকল ভূতের সহিত জন্মিয়াছেন; তাঁহাকে যিনি দেখেন, তিনিই সেই ব্রহ্মকে দেখেন।

৮ গর্ব্বিণী দ্বারা যেমন গর্ভ সুরক্ষিত হয়, সেই রূপে কাষ্ঠ-দ্বয় নিহিত স্তুতিযোগ্য অগ্নিকে ধ্যান-পরায়ণ এবং কর্ম্মী মনুষ্যেরা দিনে দিনে (যত্নের সহিত রক্ষা করেন) এই সেই আত্মা।

* যখন তিনি ইন্দ্রিয়-সকলকে বহির্বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহারদিগকে এক প্রকার হনন করিয়াছেন; অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলে তাহারা অমর হইত। (আনন্দ গিরি)।

* এই শ্লোকে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ইহাতে আত্মাও ঈশ্বর একীকৃত হইয়াছে যে আত্মা দ্বারা রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি উপলব্ধি হয়, সে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবাত্মা, ইনিই সেই আত্মা, ইনি ব্রহ্ম, এ কথাতে বৈদান্তিক পণ্ডিত ভিন্ন আর কোন মনুষ্যই সায় দিতে পারে না। পরের কতক গুলি শ্লোকের অর্থও এই প্রকার বোধ হইতেছে।

† সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হয়। পরমাত্মাতে এই সকল বিশেষ বিশেষ রূপ কল্পিত হইয়াছে।

৯ যেখান হইতে সূর্য্য উদয় হয়, আর যেখানে অস্ত গমন করে; সকল দেবতারা তাঁহাতেই অর্পিত, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

১০ যিনি এখানে তিনি অমুত্র, যিনি অমুত্র তিনিই এখানে; যিনি ইহাকে নানা ভাবে দেখেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন।

১১ মন দ্বারা ইনি প্রাপ্তব্য; ইহাতে নানা ভাব কিছুই নাই; তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে যান, যিনি ইহাকে নানা করিয়া দেখেন।

১২ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ* এই পুরুষ, আত্মার মধ্যে স্থিতি করিতেছেন, ইনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; ইহাকে জানিয়া (ধীর ব্যক্তি) কিছুই গোপন রাখেন না। ইনিই সেই আত্মা।

১৩ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এই পুরুষ অধূমক জ্যোতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ইনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; ইনি অদ্য আছেন, কল্যও থাকিবেন। ইনিই সেই আত্মা।

১৪ উচ্চ ভূমিতে জল বর্ষণ হইলে তাহা যেমন নিম্ন প্রদেশের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া ধাবমান হয়, সেই রূপ যিনি গুণ-সকলকে (আত্মা হইতে) পৃথক করিয়া দেখেন, তিনি (এক শরীর হইতে অন্য শরীরে) ধাবমান হন।

১৫ পরিশুদ্ধ জল যেমন সমান ভূমিতে সিক্ত হইলে একই প্রকার থাকে, হে গৌতম! জ্ঞানবান্ মুনির আত্মাও সেই প্রকার হয়।

---

### পঞ্চম বল্লী।

১ বিশুদ্ধ-জ্ঞান জন্মবিহীন (আত্মার) একাদশ দ্বার এই শরীর-পুরী; তাঁহাকে ধ্যান করিয়া এবং (শরীর হইতে) বিমুক্ত হইয়া জীব মুক্তি লাভ করেন।

২ ইনি আদিত্য হইয়া দ্যুলোকে বাস করেন¶, বায়ু হইয়া অন্তরীক্ষে বাস করেন, হোতা হইয়া বেদীতে বাস করেন, অতিথি হইয়া গৃহ মধ্যে বাস করেন। ইনি মনুষ্যতে বাস করেন, দেবতাতে বাস করেন, সত্যেতে বাস করেন, আকাশে বাস করেন। ইনি জলেতে উৎপন্ন হয়েন; পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন; ইনি যজ্ঞাঙ্গ রূপে উৎপন্ন হয়েন; ইনি পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন; ইনি সত্য এবং বৃহৎ।

৩ যিনি ঊর্দ্ধে প্রাণকে উন্নমিত করেন; অপান বায়ুকে অধোতে নিক্ষেপ করেন, শরীরের মধ্য-স্থিত যে এই সম্ভজনীয় (পুরুষ) তাঁহাকে সকল ইন্দ্রিয়েরা (স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রদান দ্বারা) উপাসনা করে।

৪ শরীরস্থ এই আত্মা যখন ভ্রংশমান হন, যখন দেহ হইতে বিমুক্ত হন; তখন এই শরীরের আর কি অবশিষ্ট থাকে। এই সেই আত্মা।

৫ না প্রাণ দ্বারা না আপান দ্বারা মর্ত্ত্য কখন জীবিত থাকে; কিন্তু অন্য এক জন দ্বারা জীবিত থাকে, যাহাতে প্রাণ অপান উভয়েই সমাশ্রিত হইয়া আছে*।

৬ হে গৌতম! আমি এইক্ষণে তোমাকে গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয় বলি এবং আত্মা (তাঁহাকে না জানিয়া) মরণ প্রাপ্ত হইয়াই বা কি প্রকার হয়, তাহাও বলি।

৭ কেহ বা শরীর ধারণ করিবার জন্য দেহীর গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করে, কেহ বা স্থাবর মধ্যে প্রবেশ করে। যেমন কর্ম্ম যেমন জ্ঞান, সেই অনুসারেই গতি হয়¶।

৮ যখন সকল প্রাণিরা নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলেরই অশেষ কাম্য বস্তু নির্ম্মাণ

---

* ঈশ্বর আমাদের শরীরস্থ গুহাতে স্থিতি করিতেছেন, এই হেতু তাহাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

¶ এই শ্লোকে জগৎও ঈশ্বর একীকৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বরূপ এবং উপমা রহিত।

* ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ; তিনি সমস্ত আধারের মূলাধার

¶ মনুষ্যের মৃত্যুর পরে এই প্রকার গতি হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ বলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই শিক্ষা দেন যে মনুষ্য ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষার স্থল এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছেন। কোন মনুষ্যই ঈশ্বর হইতে চিরকালের জন্য প্রচ্যুত থাকিবেন না। পশু পক্ষী বৃক্ষ হইয়া মনুষ্য ঈশ্বর-জ্ঞান-শূন্য থাকিবেন না, এবং পাপী হইয়া অনন্ত নরকাগ্নিতেও দগ্ধ হইবেন না। কিন্তু পাপী ব্যক্তিও দণ্ড দ্বারা শিক্ষা পাইয়া তাঁহার পরম পিতার সহিত মিলিত হইবেক।

করিতে থাকেন; তিনিই পরিশুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত রূপে উক্ত হয়েন। তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনি সেই আত্মা।

৯ একই অগ্নি যেমন ভুবনেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপে নানা রূপ ধারণ করে; সেই প্রকার একই সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে ভিন্ন রূপ হইয়াছেন; আবার স্বতন্ত্র অবিকৃত রূপেও আছেন।

১০ একই বায়ু ভুবনেতে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন নানা রূপে নানা রূপ ধারণ করে; সেই রূপ একই সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে ভিন্ন রূপ হইয়াছেন এবং অবিকৃতও আছেন।

১১ সর্ব্ব লোকের চক্ষু-স্বরূপ যে সূর্য্য, সে যেমন চাক্ষুষ বাহ্য দোষে লিপ্ত হয় না; সেই রূপ একই সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা লোক দুঃখের সঙ্গে লিপ্ত হয়েন না; কিন্তু সর্ব্বথা পূর্ণই থাকেন।

১২ যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন; তাঁহাকে যাঁহারা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

১৩ যিনি অনিত্য বস্তু-সকলের মধ্যে এক মাত্র নিত্য, এবং সকল চেতনাবানদিগের চেতন, একাকী যিনি সকল কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যাঁহারা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগেরই নিত্য শান্তি, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

১৪ জ্ঞানিরা অনির্দ্দেশ্য পরম সুখকে যে প্রত্যক্ষ করেন, আমি তাহা কি প্রকারে জানিব—ইনি প্রকাশ পান কি না পান, তাহারই বা কি জানিব।

১৫ সূর্য্য সেখানে প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারাও সেখানে প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যুৎ-সকলও সেখানে প্রকাশ পায় না, তবে এই অগ্নি কোথায়? সমস্ত জগৎ সেই পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইতেছে; তাঁহার দীপ্তিতেই সকলই দীপ্তি পাইতেছে*।

ইতি পঞ্চম বল্লী সমাপ্ত।

---

ষষ্ঠ বল্লী।

১ মূল যাহার ঊর্দ্ধে, শাখা যাহার নিম্নে, এমন যে সনাতন অশ্বত্থ সমান এই (সংসার) ইহার মূলাধার পরম পুরুষই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই সমুদয় লোক আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

২ এই প্রাণ-স্বরূপ পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমুদয় জগৎ যথা নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক; যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন।

৩ ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু ধাবমান হইতেছে।

৪ এখানে শরীর-পতনের পূর্ব্বে যিনি ইঁহাকে জানিতে পারেন (তাঁহাদেরই মঙ্গল)। (যাঁহারা না জানিতে পারেন) তাঁহারা অন্যান্য লোকে শরীর ধারণ করেন।

৫ যেমন আদর্শে, সেই রূপ আত্মাতে; (পরমাত্মাকে প্রকাশ দেখা যায়); যেমন স্বপ্নে, সেই রূপ তাঁহাকে পিতৃ লোকে দেখা যায়; যেমন জলে, সেই রূপ গন্ধর্ব্ব লোকে তাঁহাকে দেখা যায়; আর ব্রহ্ম লোকে ছায়া আর আতপের ন্যায় দেখা যায়†।

---

* এই শ্লোকটির ভাব বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ ও ধারণা করিতে পারে না। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রের জ্যোতি তাঁহার সেই সত্য জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশ করিতে পারে না তাঁহার প্রকাশেই সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। তিনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ, সকলের চেতয়িতা, তাঁহা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড নিষ্প্রভ হইয়া যায়, সকলই জড়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সহিত যুক্ত দেখিলে এ সকলের মর্ম্ম পাওয়া যায়, এ সকলকে জীবিত ও প্রকাশমান্ দেখা যায়। তাঁহার প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া এ সকলই দীপ্তি পাইতেছে।

† এই পৃথিবীতেই মনুষ্যেরা স্বীয় আত্মাতে ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখিতে পায়। এখানে যাহারা তাঁহাকে না দেখিতে পায়, তাহারা যে পরলোকে গিয়া তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিবে এমত নহে; তবে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক হইতে তাঁহাকে পৃথিবীলোক অপেক্ষা আরো সুস্পষ্ট দেখা যায়।

৬ পৃথক্ উৎপদ্যমান ইন্দ্রিয়-সকলের পৃথক্ ভাব ও তাহাদের উদয়াস্ত জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।

৭ ইন্দ্রিয়-সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ;

৮ অব্যক্ত হইতে ব্যাপক অলিঙ্গ পুরুষ শ্রেষ্ঠ; এই পুরুষকে জানিয়া জন্তু প্রমুক্ত হয় এবং অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়।

৯ তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, তাঁহাকে কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। তিনি হৃদগত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন; যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

১০ যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত যুক্ত থাকে, আর বুদ্ধি বিচেষ্টিত হয় না; তাহাকে পরম গতি করিয়া পণ্ডিতেরা বলেন।

১১ এই যে স্থিরা ইন্দ্রিয়-ধারণা ইহাকেই যোগ কহে। যোগ কালীন অপ্রমত্ত হইতে হয়; কেন না যোগের উৎপত্তিও আছে, অপায়ও আছে।

১২ তাঁহাকে না বাক্য দ্বারা না মনের দ্বারা না চক্ষুর দ্বারা পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন আর কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে।

১৩ তিনি আছেন, এই প্রকার করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায়; আর তত্ত্ব ভাবেও তাহাকে জানা যায়। উভয়ের মধ্যে তিনি আছেন, যাহারা এই প্রকারে জানেন, তাঁহার তত্ত্ব ভাবও আপনা হইতেই তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন।

১৪ মর্ত্ত্য যখন হৃদিস্থিত কামনা-সকল হইতে প্রমুক্ত হয়, তখন তিনি অমৃত হন, এবং এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন।

১৫ যখন হৃদয়ের গ্রন্থি-সকল* ভিদ্যমান হয়; তখনই মর্ত্ত্য অমৃত হয়েন; এই মাত্র অনুশাসন।

* আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি কি? না বিষয় কামনা; স্বার্থপরতা; মোহ, অজ্ঞান। এই সকল আমারদিগকে মৃত্যুর পাশেই বদ্ধ করিয়া রাখে। সেই সকল হৃদয়-গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইলেই আমাদের অমৃতের সঙ্গে যোগ হয়।

১৬ হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী; তাহার মধ্যে একটী নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত অভিনিঃসৃত হইয়াছে। (মৃত্যু কালে) এই নাড়ী হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুরুষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়; অন্য সকল নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইলে অন্য অন্য প্রকার গতি হয়।

১৭ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এই অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বদা সকল জনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন; মুঞ্জা হইতে যেমন ঈষিকা গ্রহণ করে, সেই রূপ আপনার শরীর হইতে তাঁহাকে ধৈর্য্য পূর্ব্বক পৃথক্ করিবেক। তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃত করিয়া জানিবে, তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃত করিয়া জানিবেক।

১৮ নচিকেতা এই মৃত্যুপ্রোক্ত বিদ্যা লাভ করিয়া এবং যোগ-বিধি সমুদয় শিক্ষা করিয়া, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিষ্পাপ ও অমৃত হইলেন; অন্যেও তাঁহাকে জানিয়া এই প্রকার হইবেন।

সেই আত্মাই আমাদের উভয়কেই রক্ষা করুন; তিনি আমারদিগকে পরিত্রাণ করুন, তিনি আমারদিগকে বীর্য্যবান্ করুন; আমাদের পাঠ তেজস্বী হউক; আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ না থাকুক।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ বল্লী সমাপ্ত।

কঠোপনিষৎ সমাপ্ত।

# বিজ্ঞান

## ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা।

২০০ সংখ্যক পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠার পর।

ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে শারীরিক অংশ ক্ষয় হওয়াই ক্ষুধার আদি কারণ। অনেক সময় সেই আদি কারণ সত্তেও ক্ষুধার অনুভব হয় না। অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে তাম্রকুট, অহিফেণ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহারে বা অপুষ্টিকর দ্রব্যে পাকাশয় পরিপূর্ণ করিলে আপাতত ক্ষুধার নিবারণ হয়, কিন্তু তাহাতে শরীরের কিছুমাত্র ক্ষতি পুরণ হয় না। এজন্য ক্ষুধার উপাদান কারণ (Proximate cause) অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ। ইহা সধারণ লোকের একটী সাধারণ সংস্কার যে পাকস্থলি শূন্য হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং কোন কোন শারীর-বিধান-বিৎপণ্ডিত

কহেন যে পাকস্থলি শূন্য হইলে তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ পরস্পর ঘর্ষিত হয় যেহেতু তাহার নিয়ত্তই কিঞ্চুলুকার ন্যায় গতি হইতেছে; সেই ঘর্ষণে তত্রত্য চেতক স্নায়ু সকল (১) উত্তেজিত হওয়াই ক্ষুধার কারণ। বস্তুতঃ এই মত কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে, যে হেতু প্রথমতঃ সচরাচর ক্ষুধার উদ্রেক হইবার অনেক পূর্ব্বেই পাকস্থলি শূন্য হয়, দ্বিতীয়তঃ অনেকানেক পীড়ার সময়ে কিছুদিন পাকস্থলি শূন্য থাকে অথচ কিছুমাত্র ক্ষুদ্বোধ হয় না, তৃতীয়তঃ এমত এক প্রকার পীড়া আছে যাহাতে পাকাশয় পূর্ণ থাকিলেও ক্ষুদ্বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ। কোন কোন শারীর-বিধান বিৎপণ্ডিত কহেন পাকাশয় হইতে পাচক রস* উৎপন্ন হইয়া অন্ন জীর্ণ করে, পাকস্থলিতে অন্ন না থাকিলে সেই পাচক রস অন্নাভাবে অগত্যা পাকাশয়ের অভ্যন্তরস্থ (২) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে আক্রমণ করে তদ্দ্বারা তত্রত্য চেতক স্নায়ু সকল উত্তেজিত হওয়াতে ক্ষুদ্বোধ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় এই কারণটীও নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক, যে হেতু পাকস্থলিতে অন্ন না থাকিলে আদৌ পাচক রস উৎপন্ন হয় না, অন্ন দ্বারা পাকাশয়ের স্নায়ু উত্তেজিত হইলে পর, পাচক রস উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ পাকাশয় শূন্য থাকিলেও যে ক্ষুদ্বোধ হয় না তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। আর যদিও শূন্য পাকাশয়ে পাচক রস উৎপন্ন হইত তথাপি তাহা পাকস্থলির অভ্যন্তর প্রদেশকে আক্রমণ করিতে পারিত না, যে হেতু সজীব বস্তুর উপরি পাচক রসের কোন অধিকার নাই। পাচক রস শরীরের ভিতরে বা বাহিরে হউক নির্জ্জীব বস্তুকেই পরিপাক করিতে পারে, সজীব বস্তুকে পরিপাক করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ (Dumas) ডুমাস্ নামক শারীর বিধানবিৎ পণ্ডিতের মতে অন্ন-রস চোষক (৩) নাড়ী সমস্ত অন্ন রস (৪) অভাবে পাকাশয় ও অ- (৫) আবেষ্টনীকে (৬) আক্রমণ করে অর্থাৎ তাহাদিগের গাত্রের অংশ আচূষণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাতেই ক্ষুদ্বোধ হয়। ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে অনেকানেক পীড়ার সময়ে কিছু দিন অন্ন উদরস্থ না হইলেও ক্ষুধার উদ্রেক হয় না এবং সচরাচর ক্ষুধার উদ্রেক হইবার অনেক পূর্ব্বেই অন্ন জীর্ণ ও অন্ন রস আচূষিত হয় সুতরাং এই মত যে অযুক্তিসিদ্ধ তাহা সপ্রমাণার্থ আর নূতন যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন করে না।

চতুর্থতঃ পাকাশয়ের অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে যে সকল কোঁচকান অংশ (১) আছে তাহাতে পাচক রস উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলির ভিতর নির্গত হইয়া থাকে, সেই পাচক রসে অন্ন জীর্ণ হয়। (Beaumont) বোমন্ট সাহেব কহেন, পাকাশয়ে অন্ন না থাকিলে তাহার ভিতর পাচক রস নির্গত হয় না কিন্তু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে কোঁচকান অংশ সকলে উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য পাচক রস প্রণালীতে অল্পে অল্পে সঞ্চিত হয়। স্তনে কিয়ৎ পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চিত হইয়া সেই দুগ্ধ নির্গত হইতে না পারিলে যেরূপ দুগ্ধ প্রণালী সকল বিস্তীর্ণ হওয়াতে বেদনা বোধ হয়, সেই রূপ পাচক রস প্রণালীতে পাচক রস সঞ্চিত হইলে যে এক প্রকার বেদনা বোধ হয়, তাহাকেই ক্ষুধা কহে, এবং সেই প্রণালীর ভিতর যত অধিক পাচক রস সঞ্চিত হইতে থাকে, ততই সেই বেদনা অর্থাৎ ক্ষুধার আধিক্য হয়। কিন্তু অন্ন উদরস্থ হইবা মাত্র সেই প্রণালী সকল হইতে পাচক রস নিসৃত হইয়া পাকাশয়ের ভিতর পড়ে সুতরাং তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার নিবারণ হয়।

যদিচ এই কারণ বিন্যাসে বোমন্ট সাহেবের বুদ্ধি নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে বটে কিন্তু বস্তুত পাকস্থলি শূন্য থাকিলে আদৌ ফোলিকেল স হতে পাচক রস উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন হইলে তাহা কেন পাচক রস-প্রণালীতে সঞ্চিত থাকিবে, একেবারেই পাকস্থলিতে নির্গত হইতে পারে; যেহেতু পাচক রস প্রণালীতে পাচক রস সঞ্চিত হইলে তাহা পাকস্থলির ভিতর নিঃসৃত হইবার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই। উক্ত সাহেব স্বীয় মতের পোষণার্থ লিখিয়াছেন যে, অন্ন পাকাশয়স্থ হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ যথেষ্ট পরিমাণে পাচক রস নিঃসৃত হইতে থাকে, যদি সেই পাচক রস পূর্ব্বে সঞ্চিত না থাকিত তাহা হইলে কখনই এত শীঘ্র অধিক পরিমাণে পাচক রস নিঃসৃত হইত না।

অন্ন পাকাশয়স্থ হইবা মাত্র পাচক রস নিঃসৃত হয় দেখিয়া সেই রস পূর্ব্বে পাচক রস প্রণালীতে সঞ্চিত ছিল, যদি এরূপ বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে অশ্রু গ্রন্থি ও অশ্রু প্রণালীতে নিয়ত অশ্রু সঞ্চিত থাকে বলা যাইতে পারে যেহেতু শোক উপস্থিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ অশ্রু নির্গত হয়। অতএব যে রূপ অশ্রু গ্রন্থি

---

(১) Sensitive * Gastric juice Nerves.
(২) Mucous membrane. (৩) Lacteals. (৪) chyle
(৫) Intestine. (৬) coat.

(১) Follicles ফোলিকেল্স।

ও অশ্রু প্রণালীতে অশ্রু সঞ্চিত থাকে না, শোক উপস্থিত হইবা মাত্র সেই অশ্রু অশ্রু গ্রন্থিতে উৎপন্ন হইয়া অশ্রু প্রণালী দিয়া নির্গত হয়, সেই রূপ অন্ন উদরস্থ হইবা মাত্রই ফোলিকেল সতে পাচক রস উৎপন্ন হইয়া পাচক রস প্রণালী দিয়া নির্গত হইয়া থাকে বস্তুত, পাচক রস প্রণালীতে পূর্ব্বে পাচক রস সঞ্চিত থাকেনা। আবার অত্যন্ত ক্ষুধার সময় দ্রবীভূত কোন পুষ্টিকর দ্রব্য পিচকারি দ্বারা শিরা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়; যদি বোমন্ট সাহেবের মত সত্য হইত তাহা হইলে কখনই এরূপে ক্ষুধার নিবারণ হইত না যেহেতু পিচকারি দিবার পূর্ব্বে পাচক রস প্রণালীতে যে রূপ পাচক রস সঞ্চিত ছিল, পরেও সেই রূপ থাকে।

পঞ্চমতঃ কোন কোন পণ্ডিত কহেন শারীরিক ক্ষয় কেবল ক্ষুধার আদি কারণ নহে,উপাদান কারণও বটে,যেহেতু পিচকারি দ্বারা কোন দ্রবীভূত পুষ্টিকর দ্রব্য শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলে ক্ষুধার নিবারণ হয়। ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইত যদি অহিফেন সেবনে বা অপুষ্টিকর দ্রব্যে পাকস্থলি পরিপূর্ণ করিলে (১) ক্ষুধার নিবারণ না হইত। বিশেষতঃ অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে অন্ন উদরস্থ হইবা মাত্রই ক্ষুধার নিবারণ হয়, কিন্তু সেই অন্ন পরিপাক ও রক্তে পরিণত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন পাকস্থলিতে থাকে,পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অন্ন শরীরের ক্ষতি পূরণ করিতে পারে না অতএব যদি শরীরের ক্ষতিই ক্ষুধার উপাদান কারণ হইত, তাহা হইলে আহার করিবামাত্র কখনই ক্ষুধার নিবারণ হইত না, অন্ন জীর্ণ ও রক্তে পরিণত হইয়া সেই ক্ষতি পরিপূরণ করিলে পর ক্ষুধার নিবারণ হইত। (২)

ষষ্ঠতঃ (Muller) মুলার নামক সুপ্রসিদ্ধ শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত কহেন যে ক্ষুধা বিশেষ স্থানিক (৩) ও শরীর ব্যাপক (৪)। শুদ্ধ স্থানিক বা শুদ্ধ ব্যাপক বোধ নহে। দৈহিক ক্ষয় ব্যাপক বোধের কারণ এবং পাকাশয় শূন্য হওয়া স্থানিক বোধের কারণ। অন্ন, পাকেন্দ্রিয়ের সমুদয় স্থান সমান রূপে উত্তেজিত করে (১), সেই উত্তেজকের অভাব হইলে পাকেন্দ্রিয়ের এই অবস্থা স্নায়ুব দ্বারা মস্তিষ্কে পরিজ্ঞান হয়। Brachet ব্রেকেট সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন পাকাশয়ের স্নায়ুদ্বয় (২) ব্যবচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে আর কিছু মাত্র ক্ষুদ্বোধ হয় না। (Dr. J. Ried) ডাক্তর জে, রিড সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কখন কখন কোন কোন জীবের পাকাশয়ের স্নায়ুদ্বয় ছেদন করিলেও ক্ষুদ্বোধ হয় বটে কিন্তু ব্যবচ্ছেদের পরেও পাকাশয়ের স্নায়ুব (৩) পরিধি অন্ত সকলের দ্বারা ক্ষুদ্বোধ হইতে পারে। অতএব মুলর সাহেবের মতের তাহাতে ব্যাঘাত হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত ক্ষুধার যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হয়,তত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রচলিত মত মধ্যে মুলার সাহেবের মত অধিক সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। শুদ্ধ পাকাশয় বা শুদ্ধ সর্ব্ব শরীর ক্ষুধার স্থান বলা যায় না যেহেতু পিচকারির দ্বারা অন্ন শরীরস্থ বা উদরস্থ হইবা মাত্র(পরিপাক হইবার পূর্ব্বে) ক্ষুধার নিবারণ হয়। সুতরাং সর্ব্ব শরীর ও পাকস্থলি উভয়ই ক্ষুধার স্থান বলা অসঙ্গত নহে, দৈহিক অভাব প্রযুক্ত পাকাশয়স্থ স্নায়ুব বিশেষ অবস্থাপন্ন হওয়াতে ক্ষুদ্বোধ হয়, এজন্য সেই দৈহিক অভাব নিবারণ হইলে ক্ষুধারও নিবৃত্তি হইতে পারে, অথবা শুদ্ধ অন্ন পাকাশয়স্থ হইলেও তত্রত্য স্নায়ুদিগের সেই অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়াতে ক্ষুধার নিবারণ হয়। চক্ষু যেরূপ নিদ্রা বোধের স্থান, পাকস্থলীও সেই রূপ ক্ষুদ্বোধের স্থান, এবং সর্ব্ব শরীরের শ্রান্তি দ্বারা সেই চক্ষু পল্লব যেরূপ ভারি হইয়া নিমীলিত হয়, দৈহিক অভাবেও সেই রূপ পাকাশয়ে ক্ষুদ্বোধ হইয়া থাকে। নিদ্রাবেশ কালীন শীতল জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে যেরূপ আপাততঃ সেই নিদ্রা দূরীভূত হয়, অথচ তাহাতে শারীরিক ক্লান্তি নিবারণ হয় না সেই রূপ অন্ন পাকাশয়স্থ হইবা মাত্র, ও অহিফেন সেবনে বা মৃত্তিকা প্রভৃতি অপুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলে ক্ষুধার নিবারণ হয় অথচ তদ্দ্বারা দৈহিক অভাব নিবারণ অর্থাৎ ক্ষতি পূরণ হয় না।

অধিক ক্ষণ নিরশনে থাকিলে পাকাশয় দুর্ব্বল ও তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত পাঙ্গাস বর্ণ হয়

---

(১) Humboldt হমবোলট সাহেব লিখিয়াছেন যে দক্ষিণ আমিরিকা নিবাসি (otomacs) অটোমাকস জাতিরা অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে আপাতত নিবারণার্থে এক প্রকার মৃত্তিকা ভক্ষণ করে।

(২) এতদ্ব্যতীত কেহ পিত্ত (Bile) কেহ লালা (Saliva) ইত্যাদি ক্ষুধার কারণ অনুমান করেন কিন্তু সেই সকল মত নিতান্ত অসঙ্গত, ও লিখিতে গেলে অত্যন্ত বাহুল্য হয় এজন্য এস্থলে লিখিবার প্রয়োজন করে না।

(৩) (Local) (৪) systematic.

---

(১) Homogenious stimulus. (২) Nervi Vagi or Pneumogastric nerves (৩) Peripheral Extremities.

এবং তত্রত্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত বহনাড়ী দিগের মধ্যে রক্ত থাকে না কিন্তু অন্ন বা কোন তীক্ষ্ণ গুণকর দ্রব্য পাকাশয়স্থ হইবা মাত্র সেই রক্ত বহনাড়ী সকল রক্ত পূর্ণ ও সেই পাকাস বর্ণ প্রদেশ রক্ত বর্ণ হইয়া উঠে, এবং অজস্র পাচক রস নিঃসৃত হইতে থাকে। সেই বিশদরক্ত নাড়ী সকল রক্ত পূর্ণ হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার নিবারণ হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে ক্ষুধা পাকস্থলির রক্ত চালনার কোন রূপ প্রকার অধীন হইতে পারে।

### LOVE OF GOD

The love of thee flows just as much
As that of ebbing self subsides;
Our hearts (their scantiness is such)
Bear not the conflict of two rival tides
Both cannot govern in one soul:
Then let self-love be dispossessed;
The love of God deserves the whole
And will not dwell with so despised a guest.

Madame Guyon.

# বিজ্ঞাপন

কলিকতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে ব্যাখ্যান হয়, তাহা অন্যান্য স্থানের সকল সমাজে পাঠ করা বিধেয়। অতএব যে যে সমাজের সম্পাদক তাহা প্রার্থনা করিবেন তাঁহাকে এক এক খণ্ড বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে, কিন্তু ডাকের মাশুল সেই সেই সমাজ হইতে দিতে হইবে। প্রতি বুধবারে কি চারি বুধবারের একত্র কিম্বা মাসান্তে পাঠান যাইবে, যাঁহার যেমন অভিপ্রায় হয়, তাহা তিনি আপনার প্রার্থনাতে আবেদন করিবেন।

যাঁহারা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে দীক্ষিত হইবার পঞ্চদশ দিবসের পূর্ব্বে উপাচার্য্যকে পত্র দ্বারা সংবাদ করিবেন এবং তাহাতে আপনার নাম, ধাম, পিতার নাম, বয়ঃক্রম, বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘন্টার পরে ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; অতএব যে সকল ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তাহা শিক্ষা করিবার মানস করেন, তাঁহারা তৎকালে সমাজে উপস্থিত হইবেন।

প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পুস্তক তৃতীয় বার মুদ্রিত হইয়াছে, এবং তাহার মূল্য ৵০ দুই আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য পাঠাইলেই পাইবেন।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী কেশবচন্দ্র সেন
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক।

## কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের আষাঢ় মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

### ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

| নাম | টাকা |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১০০ |
| " বৈকুণ্ঠনাথ সেন | ১০০ |
| " জয়গোপাল সেন | ১০০ |
| " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২০ |
| " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২০ |
| " হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১০ |
| " বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১০ |
| " কাশীনাথ দত্ত | ১০ |
| " গোবিন্দচন্দ্র ধর | ১০ |
| " চন্দ্রশেখর দেব | ৮ |
| " কানাইলাল পাইন | ৫ |
| " গোপালচন্দ্র দত্ত | ২ |
| " রামচন্দ্র পাল | ২ |
| " শ্রীনাথ দাস | ১ |
| " ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী | ১ |
| " অনন্তরাম মল্লিক | ১ |
| " শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় | ১ |
| " রামকৃষ্ণ বর্ম্মা | ১ |
| " বসন্তকুমার দত্ত | ১ |
| | ৪০৩ |

### মাসিক দান।

| নাম | টাকা |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল | ৪২৯৸৶১০ |
| " গোপাললাল ঠাকুর | ২০ |
| " গোপীমোহন ঘোষ | ১২ |
| " চন্দ্রশেখর দেব | ১০ |
| " ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ৬ |
| " যাদবকৃষ্ণ সিংহ | ৬ |
| " নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪ |
| " মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় | ৪ |
| " প্রিয়নাথ শেঠ | ৪ |
| " নীলমাধব মুখোপাধ্যায় | ৩ |
| " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ২ |
| " উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর | ২ |
| " বৈকুণ্ঠনাথ সেন | ১ |
| | ১২৩৸৶১০ |

### শুভ কর্ম্মের দান।

| নাম | টাকা |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র | ২ |

### এককালীন দান।

| নাম | টাকা |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২৫ |
| " গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২৫ |
| | ৫০ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ৩৸৶১৫ |
| | ৫৮২॥৶৫ |

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১০ ভাদ্র শনিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।


## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৯ আষাঢ় বুধবার ১৭৮২ শক।

### ওঁ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি।

যিনি সকলের আশ্রয়স্থান পরমেশ্বরকে আশ্রয় করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাবান্ হয়েন। আপনার ক্ষুদ্র বলের উপর নির্ভর করিয়া চলিলেই আমরা ভীত হই—সেই সর্ব্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিলেই আমরা সাহস পাই। এখানে চতুর্দ্দিকে শত্রু, চতুর্দ্দিকে ভয়, চতুর্দ্দিকেই প্রলোভন। আমারদের অভয়-পদ, আমারদের শান্তিদাতা, কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর। তিনি সংসার সাগরের তরণী। তাঁহার শীতল ক্রোড় আশ্রয় করিলে জননীর ক্রোড়-লীন শিশুর ন্যায় আমরা নির্ভয় হই। এই সংসারের বিচিত্র ঘটনার উপরে আমারদের কোন অধিকার নাই। এখানে কখনো বসন্ত, কখনো প্রবল তুষার বৃষ্টি; কখনো প্রচণ্ড উত্তাপ, কখনো শীতল বারি; কখনো সম্পদ্, কখনো বিপদ্; কখনো হর্ষ, কখনো শোক; এ সকলের উপর আমারদের কোন অধিকার নাই। এ সকল ঘটনা আমারদের দাস নহে। আমরা কি করিতে পারি? আমারদের পরিত্রাণের উপায় কি? সংসার দুর্দ্দিবসের প্রবল উৎপাত হইতে কিসে মুক্ত হই? সেই ব্রহ্ম-ধাম, সেই শান্তি-নিকেতনকে আশ্রয় করিয়াই আমরা সুরক্ষিত হই। এই অন্ধকার সংসারে যদি তাঁহার আলোক আমারদের চক্ষুর গোচর না হইত—এখানে যদি তাঁহার মুখজ্যোতি বিকীর্ণ না দেখিতাম; সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতে না পাইতাম; তাহা হইলে আমারদের কি দুর্দ্দশা হইত? কাহার আশ্রয়ে আমরা এই কন্টকময় পথের মধ্যে বিচরণ করিতাম? কে আমারদিগের মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করিত? এই সংসারই যাহাদের সর্ব্বস্ব—সাংসারিক সম্পদ্ যাহারদের পরম সম্পদ্; বিষয় বিপদই যাহারদের মৃত্যুতুল্য; এই সকল চঞ্চল ক্ষুদ্র বিষয়ের উপরেই যাহারদের সম্পূর্ণ নির্ভর; তাহারদের কি দুর্গতি? এমন তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় নিকেতন থাকিতে কেন তাহারা এই সকল নীচ বিষয়ে বদ্ধ থাকে? এই অন্ধকার সংসারের আলোক সেই পরমেশ্বর। এই সকল ভয় ও বিপদের তরঙ্গের মধ্যে তিনিই আমারদের ভেলা। এখানকার শত্রুদিগের আক্রমণের মধ্যে তিনিই আমারদের বর্ম্ম ও দুর্গ। সকল দুঃখ ও সকল তাপ, সকল ভয় ও সকল বিপদের মধ্যে তাঁহার জ্যোতি আরো উজ্জ্বল

হইয়া প্রকাশ পায়। সেই বিঘ্ন-বিনাশন, দুঃখ-বিমোচন, সেই ভয়-ত্রাতা, সুখের বর্দ্ধয়িতা, পাপের মোচয়িতাকে আশ্রয় করিলেই আমরা প্রতিষ্ঠাবান্ হই। দুঃখ ও বিপদের মধ্যে তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে আমারদের নির্ভর যায়। লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইলেও তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টির উপরে আমরা নিশ্চল থাকিতে পারি। এখানকার সকল সম্পদ অস্থির; তিনি সকল সম্পদের সম্পদ্ হইয়া আপনাকে দান করিতেছেন। এখানে সর্ব্বত্রই ভয়, তিনি আমারদের অভয়-পদ হইয়াছেন। এখানে চতুর্দ্দিকে শত্রুতা, কিন্তু সেই পরম বন্ধুর উৎসাহকর মুখ আমারদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি আমারদের সকল বিকারের ভেষজ, তাঁহার অমৃত সন্নিধানে আমরা সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমরা কখন নিরাশ প্রাপ্ত হই না। চতুর্দ্দিকের বিঘ্ন, চতুর্দ্দিকের পরিবর্ত্তন, চতুর্দ্দিকের অস্থিরতার মধ্যে তিনি আমারদের নিশ্চল সহায়। সকল পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে তাঁহার স্থির মঙ্গল-ভাব মুদ্রিত রহিয়াছে। জড়ময় বিষয়রাশির মধ্যে তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি ব্যতীত এই জগৎ আমারদের নিকটে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়; তাঁহার সহিত সকলই অর্থযুক্ত, জীবিত ও পবিত্র দেখায়। তিনি এই বিশ্ব-মন্দিরের পরম দেবতা; তিনি আমারদের মনের অধিপতি। আমরা নির্জ্জনেই থাকি আর সজনেই থাকি, তিনি আমারদের সঙ্গেই থাকেন। সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর আশ্রয়ে আমরা সর্ব্বদা রহিয়াছি। তাঁহার প্রেম-দৃষ্টি আমারদের উপরে নিয়তই রহিয়াছে। পিতা মাতা হইতেও আমারদের উপরে তাঁহার অধিক স্নেহ দেখিতে পাই। গুরু হইতেও তিনি পূজনীয়। তাঁহার পবিত্র চরণে ভক্তি-পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া আমরা ব্রহ্মবান্ হই, আমরা মহান্ হই। মহান্ কিসে? এই সংসারের ধন মান যশ ঐশ্বর্য্যেতে কি মহান্ হই? আমরা সেই ভূমাকে প্রাপ্ত হইয়া মহান্ হই। সেই সকল সম্পদের সম্পদকে পাইয়া সুসম্পন্ন হই। "সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

---

## ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

আরাধনা।

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরই আমারদের আরাধ্য দেবতা। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত না মঙ্গল-রাজ্যের রাজাকে দেখিতে পান, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতি চরিতার্থ হয় না—তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা পায় না। যে দেবতাকে আমরা আরাধনা করি; যাঁহাকে পূজা প্রদান করি; তাঁহাকে মঙ্গলেরই দেবতা বলিয়া জানি। সেই মঙ্গল-স্বরূপের উপর যখন নির্ভর যায়, তখনি ধর্ম্ম বল পায়, প্রীতি আশ্রয়-ভূমি পায়। যখন কৃতজ্ঞতা সেই সর্ব্ব কল্যাণদাতা মঙ্গলময়েরই প্রতি সমর্পিত হয়; যখন প্রার্থনা—জ্ঞান-ধর্ম্ম-লাভের প্রার্থনা সেই মঙ্গলের নিকেতনেই প্রেরিত হয়; যখন তাঁহার মাতৃ ভাব, তাঁহার পিতৃ ভাব, তাঁহার গুরু ভাব, আমারদের নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে; আর আমরা শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে আমারদের সর্ব্বস্ব তাঁহাকে উপহার দিই; তখনই তাঁহার আরাধনা হয়।

যখন আমরা ঈশ্বরকে মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি, তখন তাঁহার আরাধনা সহজেই হয়। আমারদের প্রকৃতি এই রূপ যে যাহা কিছু পবিত্র ও মঙ্গল, তাহাতেই আমারদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা হয়। পবিত্র-চরিত্র পুণ্যাত্মার প্রতি আমারদের এই ভাবই উপস্থিত হয় এবং সকল মঙ্গলের একায়তন ঈশ্বরেতে ইহার সম্যক্ চরিতার্থতা হয়। কঠোর কর্ত্তব্য আমারদের নিকট হইতে যে প্রীতি ও অনুরাগ অর্জ্জন করিতে পারে না, ঈশ্বরের প্রতি তাহা সহজেই যায় এবং তাঁহা হইতে নিম্নগামী হইয়া কর্ত্তব্যের স্রোত-সকলে নূতন বল বিধান করে। মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরে শ্রদ্ধা হইলে সকল মঙ্গলের প্রতিই আমারদের শ্রদ্ধা

হয়; ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, আমারদেরও এই ইচ্ছা হয়; তাঁহার মহতী ইচ্ছার আমারদের ইচ্ছার বিরোধ থাকে না। "সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" ঈশ্বর-প্রেমী ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

আমরা স্বভাবতই যে বস্তুকে প্রীতি করিতে চাহি; ঈশ্বর নিজেই তাহা; যাঁহাকে আমরা পুজা করি, তিনি মঙ্গলময় ন্যায়বান্ ও শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। আমরা যতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই, ততই তাঁহার পবিত্র আনন্দ-রস অধিক করিয়া পান করিতে পারি এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে যাহা কিছু অমঙ্গল, অন্যায়, অপবিত্র, তাহার লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই।

যখন আমরা একান্তে ঈশ্বরের আরাধনা করি; তাঁহার পবিত্র সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হই; তাঁহাকে মঙ্গল রাজ্যের রাজা রূপে দেখিতে পাই; তখন তাঁহার যে গম্ভীর পবিত্র ও মঙ্গল ভাব আত্মাতে প্রতিভাত হয়, তাহা ধারণ করিয়া রাখা সহজ নহে। ঈশ্বরের যে কি রূপ মঙ্গল ও পবিত্র ভাব, তখনকার সময়েই তাহার আভাস পাওয়া যায়, তাঁহার মুখ জ্যোতি আর অন্য সময় তেমন সুস্পষ্ট হয় না। সে সময়ে এমন গভীর পবিত্রতা, এমন স্বর্গীয় মঙ্গল-জ্যোতি, এমন আশ্চর্য্য প্রেম অনুভূত হয় যে পরে স্মরণের সময় তেমন কিছুই দেখা যায় না। তিনি আপনি যখন আমারদের নিকটে প্রকাশিত হন; তখন তাঁহার পবিত্র স্বরূপ, তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাব, হৃদয়ে যে প্রকার অনুভূত হয়; আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া তাহা মনে আনিতে পারি না। অতএব ঈশ্বরের পবিত্র-স্বরূপ মঙ্গল-ভাব যাঁহারা বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পরীক্ষার উপরে দৃষ্টি করুন এবং দেখুন তাঁহার অরাধনা আমারদের সহজ ভাব কি না? যাঁহারা ঈশ্বরকে মুখে বলেন নিষ্কলঙ্ক-পবিত্র-স্বরূপ কিন্তু তাঁহার এই ভাব সাক্ষাৎ না দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। যদি তাঁহারা জানিতে চাহেন, এই সকল ভাব কি, তবে ঈশ্বরের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাকে জানিবার জন্য যে সাধক সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করে, সে কখন শূন্য হস্তে ফিরিয়া আইসে না।

যখন আমরা এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতে পাই, তখন আমারদের আত্মাতে কি প্রকার ভাব উজ্জ্বলিত হয়? সেই নিষ্কলঙ্ক-পবিত্র-স্বরূপ, সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে কি উপহার দিতে ব্যগ্র হই? তখন তাঁহার আরাধনা কি সহজে উত্থিত হয় না? তখন প্রীতি ও শ্রদ্ধা একত্রে মিলিত হইয়া কি তাঁহার পবিত্র চরণে অর্পিত হয় না?

ঈশ্বরের আরাধনা আমারদের মহৎ অধিকার; আমরা ধন্য যে চিরজীবনই তাঁহার আরাধনাতে ব্যয় করিতে পাইব। সেই মঙ্গল-স্বরূপের সহিত যত অধিক যুক্ত থাকা যায়, ততই তাহাতে অধিক প্রীতি হয়; পবিত্রতা যত অধিক চিন্তা করা যায়, ততই তাহাতে শ্রদ্ধা করিবার ক্ষমতা হয়। ঈশ্বরের শতবার আরাধনাতে আমাদের প্রীতি ও পবিত্রতা শতগুণ বল পায়। অনন্তকালে যে এই প্রেম আরো কত উজ্জ্বল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার এই বিশুদ্ধ প্রেমরস পান করিতে করিতে কেবল ধন্য ধন্য জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য; এই ধ্বনি প্রীতি ও অনুরাগের সহিত উত্থিত হইতে থাকিবে।

যখন আমরা ঈশ্বরের মঙ্গল মূর্ত্তির আরাধনা করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সত্য সুন্দর মূর্ত্তিও আমারদের নিকটে প্রকাশ পায় এবং সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপের উপাসনা করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

সুন্দর বস্তুর প্রতি স্বভাবতই আমারদিগের প্রীতি জন্মে। এই আশ্চর্য্য জগতের শোভা ও শৃঙ্খলা দেখিয়া আমরা কেমন সুখী হই! যখন দেখিতে পাই যে যে মঙ্গল-স্বরূপের আমরা অর্চনা করি, তিনিই এত আকাশ ও পৃথিবীর রচয়িতা; তখন তাঁহাতে আমারদের প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার হয়। সুন্দরের প্রতি যে প্রীতি তাহা বাহিরের বিষয়েই বদ্ধ থাকে না; সেই প্রীতি ঊর্দ্ধগামী হইয়া এই সকল সুন্দর উজ্জ্বল বস্তুর রচয়ি-

তার প্রতি গমন করে। আমরা যখন কোন নিপুণ নির্ম্মাতার কোন আশ্চর্য্য বা সুন্দর কার্য্য দেখি, তাহা দেখিবার সময় যেমন সেই নির্ম্মাতার প্রতি আমারদের মনে মনে স্বভাবতঃ এক প্রকার প্রণয় হয়; সেই রূপ যাহারদের মনে সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ আছে, এই শোভন জগতের রচয়িতার প্রতি তাহারদের স্বভাবতঃ এক প্রকার প্রীতি ভাব বদ্ধ হয়।

এই প্রকার প্রীতির সঞ্চার হওয়া কেমন স্বাভাবিক। এক বার মনে করিয়া দেখ, ঈশ্বর আপনার সুন্দর রচনার প্রতি কি রূপ প্রীতি নয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। তিনি এই সকল সুন্দর বস্তু কেবল আমারদের জন্যই করেন নাই। অতলস্পর্শ সমুদ্র গর্ব্ভে কত না সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! যে সৌন্দর্য্য তিনি কৃপা করিয়া আমারদের উপভোগ করিতে দিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহা ভাল বাসেন; এই স্থলেই ঈশ্বর এবং মনুষ্যের পরস্পর প্রীতি-ভাব সম্মিলিত হয়। কবি যেমন পাঠকের পক্ষে, গায়ক যেমন শ্রোতার পক্ষে, চিত্রকর তক্ষক-নির্ম্মাতা যেমন তাহারদের শিল্প নিপুণ মহৎ-কার্য্যের সন্দর্শকের পক্ষে, প্রকৃতির শোভাগ্রাহীর পক্ষে ঈশ্বর সেই রূপ, তিনি তাহা হইতেও অধিক। যিনি সৃষ্টির উপরে এই সকল সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিয়াছেন, তিনি কি আমারদের পিতা নহেন? যিনি আমারদের মুখশ্রী অতি যত্নের সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিই কি বনকে চিত্রবিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত করেন নাই? সমুদ্রে সুনীল বর্ণ প্রদান করেন নাই? তিনিই কি ইন্দ্রধনুককে নানা বর্ণে রঞ্জিত করেন নাই এবং ঘনাচ্ছন্ন মেঘের মধ্যে তিনিই কি তাঁহার মহিমা আবিষ্কৃত করেন নাই? তিনিই কি আমারদের পিতা নহেন, যিনি একটী সামান্য কীটকেও বেশ ভূষা হইতে বঞ্চিত করেন নাই এবং একটী পুষ্পকেও শোভিত করিতে ত্রুটি করেন নাই? তিনিই কি নির্জ্জন বনকে পবিত্র আশ্রম সদৃশ নির্ম্মাণ করেন নাই, হিমালয়কে তাঁহার মন্দির স্বরূপ করেন নাই এবং তাঁহার উচ্চ শিখরের উপর সহস্র সহস্র দীপ্যমান সূর্য্য চিত্রিত বিতান বিস্তার করেন নাই? যিনি আমারদের পিতা, তিনিই কি এই প্রকার করেন নাই? সেই প্রেমময়ের প্রতি প্রীতি হওয়া কি স্বাভাবিক নহে?

আমরা যেমন ঈশ্বরের মঙ্গল ও সুন্দর মূর্ত্তির উপাসক, সেই রূপ তাঁহার সত্য মূর্ত্তিরও উপাসক। সত্যকে সত্যের জন্যই প্রীতি করা আমারদের স্বাভাবিক ভাব। সত্যেতে নিষ্কাম অনুরাগের জন্য কত লোকে প্রাণ দান করিতেও ভীত হয় নাই। এই ইচ্ছা থাকাতে আমারদের আত্মা সেই সকল সত্যের প্রস্রবণে ধাবিত হইতেছে। মানব জীবন ও বিশ্ব-রাজ্য হইতে বিদ্যা যে কৌশল ও নিয়ম উপদেশ দিতেছে, তাহা দেখিয়া কাহার না এই সকল কৌশলের রচয়িতা ও নেতার প্রতি প্রগাঢ় ভাবের উদয় হয়? আমরা জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের প্রখর বুদ্ধির প্রশংসা করি এই জন্য যে তাঁহারা ঈশ্বরের রচনা পাঠ করিতে পারিয়াছেন,—সকল সমন্বয় করিয়া তাহার অর্থ করিতে পারিয়াছেন; তবে সেই বিশ্ব-শিল্পী, অনন্ত কৌশলকর্ত্তা, সকলের যন্ত্রী ও নিয়ন্তা, এই সকল প্রকাণ্ড জ্যোতির্গণের নির্ম্মাতার প্রতি কি আমারদের ভক্তির উদয় হইবে না? আকাশে তাঁহার অগণ্য রাজ্য, প্রতি শরীরে তাঁহার অসংখ্য কৌশল দেখিয়া কি তাঁহার প্রতি শরীর ও মন প্রণত হইবে না? এই জগতের শুভকর নিয়ম দেখিয়া নিয়ন্তার অভিপ্রায় কি অবগত হইবে না? সকল সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যেমন সহজে করি, সকল সত্যের আকর ঈশ্বরেতেও ভক্তি শ্রদ্ধা সহজেই উদয় হয়। আমরা এখানে যে সকল সত্য অনুসন্ধান করিতেছি এবং যাহার অন্বেষণে এ প্রকার আনন্দ পাইতেছি, তাহার প্রস্রবণ তিনিই। নিয়ম-শৃঙ্খলার বিচিত্রতা, মঙ্গলের জন্য অসংখ্য উপযোগিতা, যাহা আকাশ ও অন্তরীক্ষে, ভূলোক ও দ্যুলোকে, মনুষ্য পাঠ করিতেছেন; তাহা ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি মঙ্গলের প্রতিভা। প্রত্যেক নূতন সত্যে ঈশ্বরের

প্রতি আমারদের নূতন ভাব উদয় হয়; এবং আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সঙ্গে তাঁহার বিজ্ঞানের মিল দেখিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করি।

অতএব জ্ঞান-প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য-প্রকৃতি ও ধর্ম্ম-প্রকৃতি; এ তিনকে একত্র করিয়া ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলময়ের আরাধনা করিয়া জীবনকে চরিতার্থ কর।

---

## ব্রহ্মবিদ্যালয়।

### দ্বিতীয় প্রস্তাব।

দ্বিতীয় উপদেশ।

## তলবকারোপনিষদের আখ্যায়িকা।

সকল ধর্ম্মেতেই এই বিশ্বাস পাওয়া যায় যে মনুষ্য-লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক আছে এবং মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব আছে। মনুষ্যের সৃষ্টিতেই ঈশ্বরের জ্ঞান এবং মঙ্গল-ভাবের পরিসমাপ্তি হয় নাই। মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা দেবতা বলি। যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি এবং উন্নত ভাব পাইয়া আমরা মনুষ্য হইয়াছি; সেই সকল বৃত্তি ও ভাব যাঁহারদের আরো উন্নত ও মহান্, তাঁহারাই দেবতা। দিব্যধাম তাঁহারদের আবাসস্থান। এই অনন্ত সৃষ্টি সেই অনন্ত-স্বরূপেরই সদৃশ। অসীম হইতেও অসীম তাঁহার রাজ্য। উপরে যে অগণ্য অগণ্য নক্ষত্র লোক, সে সমুদয় কি শূন্য রহিয়াছে? এই পৃথিবী যে এক বিন্দু স্থান, ইহা যখন জীবন ও সুখে পরিপূর্ণ, তখন এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোক-মণ্ডল কি সুখ শূন্য? ইহারা কি শুষ্ক ক্ষেত্রের মত রহিয়াছে? এই সমুদয় সৃষ্টির আশ্চর্য্য শোভা, ও আশ্চর্য্য কৌশল গ্রহণ করে, তাহাতে কি এমন একটী জীবও নাই? এ সমুদয় শূন্য নহে; কিন্তু তাঁহার মহিমায় পরিপূর্ণ। সেই সকল উৎকৃষ্ট লোকে দেবতারা তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতেছেন। আমরা যদি কেবল উপমিতি দ্বারা দেখি, তথাপি আমারদের এই সিদ্ধান্তই প্রতীভূত হয়; এবং যদি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও মঙ্গল-ভাব মনে করি, তবে আমরা এমন কথনই মনে করিতে পারি না যে মনুষ্যের সৃষ্টিতেই তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গলের পরিসমাপ্তি হইয়াছে? উৎকৃষ্ট লোকের নামই স্বর্গলোক—উৎকৃষ্ট জীবের নামই দেবতা। মনুষ্যও জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা যত অধিকার করিতে পারেন, ততই তিনি দেব নামের যোগ্য হয়েন,—তাঁহাকে ভূদেব বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহার যত নিকট সম্বন্ধ, তিনি সেই পরিমাণে দেব ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। যদি মনুষ্যকেই দেবতা বলা যায়, তবে উৎকৃষ্ট লোকের উৎকৃষ্ট জীব-সকলকে আরো বিশেষ রূপে দেবতা বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্মে যেখানে দেবতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহার অর্থ এই যে তাহারা জ্ঞান ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতিতে উন্নত। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" সকলের সম্ভজনীয় পরমেশ্বর মধ্যে রহিয়াছেন, আর সকল দেবতারা নিয়ত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। মনুষ্যও যখন তাঁহার উপাসনা করেন, তখন তিনিও দেব-ভাব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু মনুষ্যকে সম্পূর্ণ রূপে দেবতা বলা যায় না। মনুষ্যের অবস্থা সংগ্রামের অবস্থা, মনুষ্যের দেব-ভাবও আছে, অসুর-ভাবও আছে। তাঁহার অন্তরে দেবাসুরের যুদ্ধ হইতেছে। কুপ্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তির নিরন্তর সংগ্রাম হইতেছে। কখনো অসুরেরা অধিক অন্ন পাইয়া বলবান হইতেছে—কখনো দেবতারা উপযুক্ত অন্ন পাইতেছেন। কখনো অসুরের জয়, কখনো দেবতাদের জয়। অসুরের জয়েই আমারদের পরাজয়; দেবতাদের জয়েই আমারদের বিজয় ও মঙ্গল।

দেবতা আর অসুরের আর এক ভাব এই;—যে সকল ভূত—অগ্নি বায়ু মেঘ প্রভৃতি পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছে, প্রাচীন ঋষিগণ তাহারদিগকে দেবতা শব্দে বলিতেন। যাহা কিছু মহান্, দীপ্তিমান্, মঙ্গল-

ভাব-সম্পন্ন, তাহাই তাঁহারদের নিকট দেবতা হইত। যদিও ইহারা জড়, ঈশ্বরের যন্ত্র মাত্র; যদিও ইহারা না জানিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে; কিন্তু পূর্ব্ব কালের মনুষ্যের নবীন নেত্রে ইহারাই জীবিত বোধ হইত। উষা, সন্ধ্যা; বৃষ্টি, সূর্য্য; অগ্নি, বায়ু; সকলই তাঁহারদের নিকটে সচেতন কর্ম্মঠ জীবের ন্যায় মনে হইত। আমারদের নিকটে যে সকল বস্তুকে অচেতন জড় মাত্র বোধ হয়, তাঁহারা সেই সকলকে শক্তিমান্ জীব তুল্য দেখিতেন। জগৎকে তাহার জীবিত ভাব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে অনেক কাল সাপেক্ষ। নবাম্বু গর্ব্ব উদার মেঘ-মালাকে কেবল বাষ্প রাশি মনে করা; ভীষণ বজ্র বিদ্যুৎকে কেবল তাড়িত-যন্ত্র রূপে দেখা; সূর্য্যকে কেবল জড়ময় পৃথিবী মনে করা সহজে যায় না। বৃষ্টি ও সূর্য্য; যাহারা সকলের উপকার সাধনে তৎপর এবং কি দরিদ্রের কুটীরে, কি ধনীর প্রাসাদে, সকল স্থানেই সমান রূপে প্রবেশ করে; ঋষিগণ তাহারদিগকে দেবতাত্মা জানিতেন। তাঁহারা যাগ যজ্ঞ করিতেন এই জন্য যাহাতে দেবতাদের উপকার হয় এবং পৃথিবীর অনিষ্ট নিবারণ হয়; তাঁহারদের আহুতিতে যেন দেবতারদের মঙ্গল, অসুরেরদের অমঙ্গল। দেবতারদের মঙ্গল-ভাবের কোন ত্রুটি নাই; কিন্তু অসুরেরাই তাহারদিগকে বিঘ্ন দেয়। অসুরেরা যখন প্রবল হয়, তখন দেবতারা দুর্ব্বল হয়েন, যেমন বৃত্রাসুর আর ইন্দ্র দেবতা; বৃত্র জয়ী হইলে অবৃষ্টি হয়। বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের সংগ্রামেতেই যেন বজ্র বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; এই সংগ্রামে ইন্দ্র জয়ী হইলে পৃথিবী বৃষ্টিতে পূর্ণ হয়।

বেদেতে এই তিন প্রকার দেবতা; আধ্যাত্মিক দেবতা, আধিভৌতিক দেবতা, আধিলৌকিক দেবতা। আমারদের আত্মার দেব-ভাব সুপ্রবৃত্তি, জ্ঞান ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতি; এই অধ্যাত্মিক দেবতা। আধিভৌতিক দেবতা, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি; যাহারা সকলে মিলিয়া পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছে। আধিলৌকিক দেবতা মনুষ্য হইতেও যে সকল শ্রেষ্ঠ জীব এই ভূলোক অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। বেদেতে দেবতা শব্দ যেখানে আছে, এই তিনের মধ্যে একটী না একটী ভাব তাহাতে অবশ্য আছে।

তলবকারোপনিষদের আখ্যায়িকাতে আছে, "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে"। ব্রহ্ম দেবতাদিগকে জয় দান করিলেন। ঈশ্বর দেবতারদেরই সহায়। যদিও এখানে দেবাসুরের সংগ্রাম নিয়তই রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর পরিশেষে দেবতাদিগকেই জয়ী করেন। অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবন, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, এই সকল আধিভৌতিক অসুর। এই যুদ্ধে অবশেষে আধিভৌতিক দেবতারদেরই জয় হয়; কেন না ঈশ্বর "সেতুর্বিধরণ"—ভৌতিক রাজ্যে কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার উপক্রম হইলেই তাহা নিবারিত হয়। আবার অন্তরের দেবাসুর কুপ্রবৃত্তি, সুপ্রবৃত্তি; সাধু ইচ্ছা, অসৎ ইচ্ছা; ইহার মধ্যে সাধু-ভাবেরই জয়। দেবতারদের পক্ষে ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি সকলের সাধু ইচ্ছা সম্পন্ন করেন—"সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়"। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের বিপরীতে গেলে কখনই আমারদের মঙ্গল নাই; আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া চলিলে তাহার জয় কখনই হয় না। যদিও বোধ হয় জয় কিন্তু বাস্তবিক পদে পদে পরাজয়; প্রথমে সে আপনার নিকটেই পরাজিত হয়। সংসারের নিকটেও তাহার পরাজয়, কেননা "অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি*।" "অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রুদিগকে জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ পায়।" সে যদি জয়ী হইতে পারে, তবে সে ঈশ্বরকেই জয় করিতে পারে; কেননা সে ঈশ্বরের প্রতিকূলেই দণ্ডায়মান হইয়াছে। ধর্ম্মের সহায়, পবিত্রতার সহায়,

* ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক।

সাধুতার সহায় ঈশ্বর। দেবতাদের জয় হইল; কিন্তু দেবতারা মনে মনে অভিমান করিলেন যে আমারদেরই জয়, আমারদেরই মহিমা। ঈশ্বর মঙ্গলদাতা, ফলদাতা, সিদ্ধি-দাতা, ইহা ভুলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, আপনার ক্ষমতা-বলে আমরা জয়ী হইয়াছি। আপনার ক্ষুদ্র শক্তির উপরেই তাঁহারদের গর্ব্ব হইল। আমরা মোহবিশিষ্ট হইয়া মনে করি যে আপনার ক্ষমতাতে সকলই করিতে পারি; আপনার বুদ্ধি-বলে পুণ্য-ফলে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারি। দেবতারা যদিও শ্রেষ্ঠ জীব, তথাপি একেবারে পূর্ণ নহেন; এই হেতু তাঁহারদেরও এই প্রকার মোহ হইল। যে প্রকার জ্ঞানে মঙ্গল-ভাব বিস্তরণ করিতে হয়, তাহাতে তাঁহারদের ক্রটি হইল। তাঁহারা মনে করিলেন আমারদেরই জয়, আমারদেরই মহিমা। যদি সেই জয়ের জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেন, তাঁহাকেই ধন্যবাদ দিতেন; তবে আমারদের মনের সঙ্গে কেমন মিল হইত! ভূমা আর অল্পেতে এত প্রভেদ। ঈশ্বর তাঁহারদের অজ্ঞান ও অভিমান নিরাকরণের নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে প্রকাশিত হইলেন। দেবতারা জানিতে পারিলেন না, ইনি কে? কেননা "সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" তিনি বেদ্য বস্তু সকলই জানেন, তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। এই সময়ে তাঁহারদের সকল অভিমান খর্ব্ব হইয়া গেল, তাঁহারা জানিতেও পারিলেন না, ইনি কে?

## ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত গত ৪ ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য ও উপাচার্য্যদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিহিত বিধানে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরে স্বীয় মানসিক যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে জগদীশ! তুমিই আমার সমুদয় আশা, সমুদয় ভরশা। তোমার প্রাপ্তির আশা শূন্য হইয়া জীবন যাপন করা কেবল ভার বহন করা মাত্র। এত দিবস তোমার স্বরূপ চিন্তনে নিযুক্ত না হইয়া মহা মোহে মুগ্ধ ছিলাম, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা দ্বারা আপন ভ্রম দেখিতে পাইয়াছি এবং ক্রমে যত তোমার সত্য পথে অগ্রসর হইতেছি, ততই যথার্থ আনন্দ অনুভব করিতেছি। তোমার যে নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল জানিতে পারিয়াছি, তাহা নহে; তাহারই বা ক্ষমতা আমার কি আছে? কিন্তু তোমাকে যে অত্যল্প মাত্র জানিতেছি, তাহাতেই তোমাকে আরো জানিবার জন্য আমি তোমার প্রসাদে উৎসাহ ও সাহস পাইতেছি। অদ্য তোমার প্রসাদে সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম আমি অবলম্বন করিলাম; কিন্তু আমার কি ক্ষমতা যে তোমার সাহায্য ব্যতীত সেই ধর্ম্মানুযায়ি সমুদয় কার্য্য করিতে পারি। এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া এই পরম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, হে করুণাময় পিতঃ! আমাকে এ প্রকার বল দেও যে তৎ সমস্ত প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই। আমাকে এ প্রকার মতি ও ক্ষমতা দেও যে লোক-ভয়ে এবং বিষয় সুখ-ত্যাগ-ভয়ে যেন তোমার আদেশ মত কার্য্য করিতে কোন অংশে ভীত না হই। এক এক বার তোমার বিষয় চিন্তা করিয়া যে প্রকার বল পাই, সেই বল যেন ক্ষণ স্থায়ি না হইয়া আমার প্রাণের প্রাণ হয়। তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন উদ্দেশে যেন কোন বিষয় বিসর্জ্জন করিতে শঙ্কিত না হই। হা! কত দিনে আমার সেই দিন আসিবে, যে দিন হইতে "তুমিই আমার সর্ব্বস্ব হইবে" কেবল মুখেই তোমার কথা কহিব এমত নহে কিন্তু অন্তরেও তোমার ভাব সর্ব্বদা অনুভব করিব। যে দিন হইতে সকল কার্য্যই তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতে পারিব, তখন ধর্ম্ম-কার্য্য করা কঠোর না হইয়া পরম আহ্লাদকর হইয়া উঠিবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার উপরে নির্ভর করিলে আমার কিছু মাত্র আশঙ্কা থাকে না; যে আশঙ্কা সে আমার আপনার নিকট হইতেই। হে মঙ্গলময়! আমার এই

সকল ভয় দূর কর। সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব যখন ভাবিয়া দেখি, তখন কি প্রকারে সকলে যে যথার্থ পথ দেখিতে পাইবে, তাহার আর ঠিক পাই না। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপে কত প্রকার কল্পিত বিকার আরোপণ করিয়াছে, তাহার আর সীমা নাই। পবিত্র মনে তোমার আলোচনা না করিলে সেই সকল ভ্রম দূর হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম তখন সেই ধর্ম্মাবলম্বিদের ইহা কর্ত্তব্য হইতেছে, যে সত্য প্রচার পূর্ব্বক তাঁহারা মানব জাতির অশেষ উপকার সাধন করেন। আমিও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই গুরুতর ভার আমার উপর লইয়াছি, কিন্তু তোমার সহায় না পাইলে সেই ভারের মত কার্য্য করিবার আমার কি সাধ্য আছে? হে দয়াময়! অকপট হৃদয়ে তোমার নিকট সেই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমাকে তাহা প্রদান কর। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, তুমি অতি মহান্; তোমার সহায়তা না পাইলে তোমার কার্য্য আমি কি রূপে সম্পন্ন করিতে পারিব। চিরকালই তোমার সন্তান; অদ্য ব্রাহ্ম হইয়া বিশেষ করিয়া আমি আপনাকে তোমার সত্য-ব্রতে ব্রতী করিলাম, এক্ষণে বিশেষ ভাবের সাধন জন্য তোমারই উপর নির্ভর করিতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

# বিজ্ঞান

## বায়ু বিজ্ঞান।

পৃথিবী পরিবেষ্টিত বায়ু-রাশির ভার আবিষ্কৃত হওয়াতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে কত দূর উন্নতি সাধন হইয়াছে তাহার সীমা করা যায় না। পৃথিবীতে সচরাচর পদার্থ-শূন্য স্থান প্রায় দৃষ্ট হয় না, যত স্থান দেখা যায় প্রায় সকলই কোন না কোন পদার্থ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। কোন পদার্থকে স্থানান্তর করিলে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে বিস্তৃত হইয়া সেই পরিত্যক্ত স্থান পরিপূর্ণ করে। ইহা দেখিয়া পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বোধ করিয়াছিলেন যে, "প্রকৃতি শূন্যকে দেখিতে পারে না।*" অর্থাৎ আকাশ † কখনই পদার্থাপরিত্যক্ত থাকিতে পারে না, ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। যদি একটী নলের এক অন্ত জলে নিমগ্ন করত অপর অন্তে ওষ্ঠ দ্বয় নিবেশিত করিয়া সেই নলাভ্যন্তরস্থ বায়ু আচূষণ করা যায় তাহা হইলে যতই সেই নলস্থ বায়ু আচূষিত হইতে থাকে ততই তাহার ভিতর জল উত্থিত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ইহার কারণ এই রূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে প্রকৃতি শূন্যকে দেখিতে পারে না এ জন্য নলাভ্যন্তরস্থ আকাশ বায়ুশূন্য হইলে জল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতি শূন্যের উপর বিরক্ত ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া প্রায় দুই সহস্র বৎসর মান্য ছিল। পরে যখন ফ্লোরেন্স নগরে ৩২ বত্রিশ পাদাপেক্ষা উচ্চ একটী জলোত্তোলক যন্ত্রে‡ জল তুলিতে গিয়া দৃষ্ট হইল যে চাপদণ্ড উত্তোলন দ্বারা নলের ৩২ বত্রিশ পাদ উচ্চ পর্য্যন্ত জল উঠে—তদপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধে আর জল উঠে না তখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে, কেন জল ৩২ বত্রিশ পাদাপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় না? সুবিখ্যাত গ্যালিলীয় নামক Gallilio পণ্ডিত তৎকালে সেই ফ্লোরেন্স নগরে ছিলেন। তিনি ইহার যথার্থ কারণ অবধারণ করিতে না পারিয়া এই মাত্র সিদ্ধান্ত করেন প্রকৃতি শূন্যকে দেখিতে পারে না শুদ্ধ ৩২ পাদ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই নিয়মের সীমা অর্থাৎ আকাশ কখনই পদার্থ-শূন্য থাকিতে পারে না, এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধিকার অধিক দূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত নহে শুদ্ধ ৩২ পাদ পর্য্যন্ত মাত্র ¶।

গ্যালিলীয়ের মৃত্যুর পর তাহার প্রসিদ্ধ শিষ্য টরিশেলী (Torricelli) ইহার যথার্থ কারণ অবধারণার্থ মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথমে অনুমান করিলেন, যে কারণে জলোত্তোলক যন্ত্রে জল উপস্তম্ভিত থাকে সে কারণ যাহাহউক না কেন তাহার শক্তি অবশ্যই সেই উপস্তম্ভিত জল স্তম্ভের ভারের সমান হইবেক, এবং জলের পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা গুরুতর দ্রব পদার্থ ঐ রূপে উত্তোলন করিতে গেলে সুতরাং সেই শক্তি জলের মত উচ্চ স্তম্ভ ধারণ করিতে পারে, তাহা

* Nature abhors vacuum. † Space

‡ Pump

¶ বায়ুরাশির চাপে এক্ষণে ৩৪ পাদ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত জল উঠে ফ্লোরেন্স নগরীর জলোত্তোলক যন্ত্রে জল যে ৩২ পাদ অপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধে উঠে নাই বোধ হয় সেই জল ঘোলা হওয়াতে অন্যান্য পরিষ্কার জলাপেক্ষা ভারি হইয়াছিল বরং সেই সময়ে বায়ুরাশির ভারও অধিক থাকিতে পারে।

কখনই তত উচ্চ স্তম্ভ ধারণ করিতে পারিবেক না। যে পরিমাণে সেই দ্রব পদার্থ জল অপেক্ষা গুরু, সেই পরিমাণে তাহার উচ্চতা অল্প হইবেক। আর কোন গুরুতর দ্রব পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেও অনেক সুবিধা, যেহেতু তদবলম্বিত স্তম্ভ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পোচ্চ হইবেক। পারদ তাহার সমায়তন জল অপেক্ষা ১৩½ গুণ ভারি, এজন্য পূর্ব্বোক্ত শক্তি, যদি ৩৪ পাদ উচ্চ জল স্তম্ভ ধারণ করিতে পারে, তবে সেই শক্তি, তদপেক্ষা ১৩½ ভাগের এক ভাগ মাত্র অর্থাৎ প্রায় ৩০ ইঞ্চ উচ্চ পারদ স্তম্ভ ধারণ করিবেক। এরূপ অনুমান করিয়া ১৬৪৩ খৃষ্ট অব্দে উক্ত টরিশেলী সাহেব যে নিম্ন লিখিত পরীক্ষা করেন তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তিনি ৩০ ইঞ্চ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ

অধিক লম্বা এবং এক অন্ত রুদ্ধ ও এক অন্ত খোলা একটী কাচ নির্ম্মিত সরু নল লইয়া তাহাকে পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। পরে সেই নলাভ্যন্তরস্থ পারদ বহির্গত হইতে না পারে এজন্য খোলা অন্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ করত সেই নলটী বিপর্য্যস্ত করিয়া একটী পারদ পূর্ণ পাত্রে তাহার সেই অঙ্গুষ্ঠ বদ্ধ অন্ত নিমগ্ন করিলেন। অনন্তর অঙ্গুলী অপনীত করিয়া দেখিলেন যে, নলস্থ পারদ স্তম্ভ কিছু নামিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সমস্ত একেবারেই মূলস্থ পাত্রে পড়িয়া যায় নাই, সেই পাত্রস্থ পারার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রায় ৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত উচ্চ রহিয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া টরিশেলী একেবারে আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন, যেহেতু তিনি যাহা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলেন তাহা এই পরীক্ষাতে স্পষ্ট রূপ সপ্রমাণ হইল। গালিলীয় পূর্ব্বে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন (প্রকৃতি শূন্যকে দেখিতে পারে না এই নিয়মের সীমা ৩২ পাদ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত) তাহা যে, অমূলক ও নিতান্ত অসঙ্গত এক্ষণে তাহা স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হইল, যে হেতু এই পরীক্ষায় ৩০ ইঞ্চ স্থানের উপরেই শূন্যের অধিকার আসিল। অবশেষে এই পরীক্ষার অনতিবিলম্বেই টরিশেলী সাহেব ইহার যথার্থ কারণ বুঝিতে পারিলেন।

বায়ু-রাশির সহিত পাত্রস্থ পারদের সংস্পর্শ থাকাতে সেই বায়ু-রাশির ভার পাত্রস্থ পারদের উপরি পড়ে। তদ্দ্বারা নলাভ্যন্তরস্থ পারদ স্তম্ভ উপস্তম্ভিত থাকে। কিন্তু নলাভ্যন্তরস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ বায়ু-রাশির সহিত সংস্পর্শ না থাকাতে তদ্ভারে আক্রান্ত হয় না, এজন্য সেই নলস্থ স্তম্ভ বায়ু-রাশির ভারে ঊর্দ্ধ ভাগেই নিপীড়িত হয় এবং সেই সময়ে অন্য কোন শক্তি দ্বারা অধোভাগে নিপীড়িত হইতে পারে না সুতরাং নলস্থিত পারদস্তম্ভের ভার, বায়ু রাশির ভারের সহিত সমসংস্থানে থাকে *। কিন্তু সেই নলের ঊর্দ্ধান্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা তদন্তে যদি কোন আরুদ্ধক অর্থাৎ ছিপী থাকে তাহা খুলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্তম্ভ পড়িয়া যায়, ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা আরও অধিক দৃঢ়ীভূত হয় ¶ নলাভ্যন্তরস্থ পারদ স্তম্ভ পাত্রস্থিত পারদের উপরিস্থ বায়ু রাশির ভারের সহিত সমসংস্থানে রহিয়াছে, সেই স্তম্ভোপরি বায়ু রাশির চাপ পড়িলে আর এমত কোন শক্তি নাই যে, সেই স্তম্ভকে ধারণ করিতে পারে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ মূলস্থিত পাত্রে পড়িয়া যায়।

টরিশেলী সাহেবের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা দ্বারা তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। বহুকাল প্রচলিত বদ্ধ-মূল মতের বিপরীত অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়ার ন্যায় এই আবিষ্ক্রিয়া প্রথমে তখনকার অধিকাংশ পণ্ডিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ও অসামান্য ধীমান Pascal পাসকেল নামক পণ্ডিত টরিশেলী সাহেবের ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বুঝিতে পারিয়া নিজে এক প্রকার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* অর্থাৎ পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থানের উপরি যে বায়ুরাশি আছে তাহার ভার এবং সেই পারদ পৃষ্ঠদেশের প্রতিবর্গ ইঞ্চ স্থানোপরি যে পারদ স্তম্ভ তাহার ভার উভয়ই সমান।

¶ এই নিয়মানুসারে পিচকারির চাপদণ্ড উত্তোলন করিলে তন্মধ্যে জল উঠে এবং সেই চাপদণ্ড খুলিয়া লইলে তৎক্ষণাৎ সেই জল পড়িয়া যায়।

তিনি কহিলেন যে "যে বায়ু রাশির মধ্যে আমরা বাস করি তাহার ভার যদি যথার্থই টরিশেলীর নলের পারদস্তম্ভ ধারণ করে, তাহা হইলে সেই নলকে বায়ু রাশির ঊর্দ্ধ ভাগে লইয়া গেলে সেই নল বায়ু-রাশি অতিক্রম করিয়া যত উপরে উঠিবে, পারদ স্তম্ভ তত নিম্নে পড়িবে; কেন না সেই স্তম্ভের আশ্রয় যে বায়ু ভার তাহা সেই উচ্চ স্থানে অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে" অনন্তর পাস্‌কেল সাহেব এই বিষয় পরীক্ষার্থ টরিশেলীর নলকে আভরণ্‌* প্রদেশস্থ পাইডিডোম † নামক পর্ব্বতের শিখর দেশে লইয়া যাইয়া দেখিলেন যে ঐ নল যত ঊর্দ্ধগত হয়, পারদস্তম্ভ ততই নিম্নস্থ হইতে লাগিল। পারিশ্‌ নগরের একটী অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি এ বিষয় পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা পুনঃ সপ্রমাণ হইলে পর টরিশেলী সাহেবের আবিষ্ক্রিয়ার উপর সকল সন্দেহই এক কালে অপনোদিত হইল। তখন সকলে স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আশোষণ শক্তি দ্বারা বা প্রকৃতি শূন্যকে থাকিতে দেয় না বলিয়া নলে পারদ, ও জলোত্তোলক যন্ত্রে জল, উত্তম্ভিত থাকে না, পাত্রস্থ পারদের উপরে ও যে কূপ হইতে জলোত্তোলিত হয় তাহার উপরে বায়ু রাশির ভার দ্বারা উত্তম্ভিত থাকে। পরন্তু জল পারদাপেক্ষা ১৩½ অংশে লঘু এ জন্য পারদ স্তম্ভ অপেক্ষা জলস্তম্ভ ১৩½ গুণ অধিক উচ্চ (প্রায় ৩৪ পাদ) না হইলে বায়ু রাশির ভারের সহিত সমান হয় না।

তরল পদার্থের এক অংশ নিপীড়িত হইলে, তাহার সমস্ত অংশ সমান রূপে নিপীড়িত হয়, এ জন্য নলের ছিদ্র যত বড় হউক না কেন তদন্তর্গত স্তম্ভের উচ্চতা এক সমানই থাকে কিছু মাত্র তারতম্য হয় না। যথা নলস্থ ছিদ্রের মার্গ (Section) এক, দুই বা চারি বর্গ ইঞ্চ হউক, তদন্তর্গত পারদস্তম্ভ ৩০ ইঞ্চ উচ্চ না হইলে বায়ু রাশির ভারের সহিত সমান হয় না। পারদস্তম্ভের অধোভাগ যত বর্গইঞ্চ হয়, সেই স্তম্ভ পাত্রস্থ পারদের তত বর্গইঞ্চ স্থানোপরির বায়ু স্তম্ভকে তোল করে। যদি পারদস্তম্ভের অধোভাগ এক বর্গ ইঞ্চ হয়, তাহা হইলে সমীকৃত বায়ু স্তম্ভের অধোভাগও এক বর্গ ইঞ্চ হইবেক। তৎপরিবর্ত্তে পারদস্তম্ভের তল যদি অর্দ্ধ বর্গ ইঞ্চ হয়, তবে সেই সমীকৃত বায়ু স্তম্ভের তলও অর্দ্ধ বর্গ ইঞ্চ হইবেক।‡

টরিসেলী প্রণীত পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র দ্বারা বায়ু রাশির চাপের সূক্ষ্ম পরিমাণ করিতে হইলে অনেক প্রকার উপপাদন আবশ্যক। বায়ু রাশির ভার অধিক হইলে নলস্থ পারদস্তম্ভ উন্নত, ও অল্প হইলে সেই স্তম্ভ নিম্ন হয়। এ জন্য বায়ু রাশির ভার পরিমাণার্থ পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ হইতে নলস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ যত উচ্চ তাহা পরিমাণ করিতে হয়। কিন্তু যদি পাত্রস্থ পারদের সমতল স্থির Fixed Level না থাকে, তবে শুদ্ধ এই রূপ পারদস্তম্ভের উচ্চতা পরিমাণ দ্বারা বায়ু রাশির ভারের ঠিক পরিমাণ হয় না, নলস্থ পারদ স্তম্ভ উন্নত হইলে পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ নামিয়া যায় যেহেতু তাহাতে পাত্রস্থ পারদের কিয়দংশ নলাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এবং নলস্থ পারদ স্তম্ভ নামিয়া গেলে পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ উন্নত হয়, যেহেতু নলাভ্যন্তর হইতে যে পারদ বহির্গত হয় তাহা পাত্রস্থ পারদের সহিত সংমিলিত হয়। যদি নলের ছিদ্রাপেক্ষা পাত্রস্থ পারদ পৃষ্ঠ দেশের পরিমিতি অনেকাংশে অধিক হয়, এবং যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ আবশ্যক না হয় তাহা হইলে নলস্থ পারদস্তম্ভ উন্নত বা নিম্নস্থ হওয়াতে পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ যে অল্প নিম্নস্থ বা উন্নত হয় তাহার সংশোধন অনাবশ্যক। কিন্তু যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ আবশ্যক হয় যাহা বিজ্ঞান-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পরীক্ষার্থ ব্যবহার্য্য বায়ু চাপমান যন্ত্রে প্রয়োজন, তাহা হইলে পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ স্থির রাখিবার উপায় করা বা সেই পৃষ্ঠদেশের পরিবর্ত্ত পরিমাণ করা কর্ত্তব্য।

এই স্থলে একটী বায়ু চাপমান যন্ত্রের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, যাহার ক, খ, চিহ্নিত পাত্রে একটী গ, চিহ্নিত প্রদর্শক (Index) সংযুক্ত সেই প্রদর্শকের অগ্রভাগ পাত্রস্থ পারদের ঠিক পৃষ্ঠদেশের উপরি সংলগ্ন থাকে উক্ত পাত্রের অধোভাগ সংযুক্ত ঘ, চিহ্নিত একটী স্ক্রু ঘুরাইয়া পাত্রের তলভাগ উন্নত বা নিম্নস্থ করা যায় সুতরাং পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠ উন্নত হইলে তাহাকে অবনত বা অবনত হইলে তাহাকে উন্নত করিয়া অনায়াসে সেই প্রদর্শকের অগ্রভাগের সহিত

---

* Auvergne. † Puy-de-dome

‡ যে সকল নল সচরাচর ব্যবহার হয়, প্রায় তাহার দিগের ছিদ্র গোল তাহাকে বর্গ ইঞ্চিতে আনীত হইলে সেই ছিদ্রের অর্দ্ধ ব্যাসকে বর্গ করিয়া ৩.১৪১৫৯

পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন করা যাইতে পারে। পৃষ্ঠদেশের গ চিহ্নিত প্রদর্শকের অগ্র ভাগ হইতে পারদস্তম্ভ যত উচ্চনীচ হয় তাহার পরিমাণোপযোগী চ, ছ চিহ্নিত একটী মানফলক রহিয়াছে।

বায়ু চাপমান যন্ত্র নিমিত্ত যে পারদ ব্যবহার হয় তাহা অত্যন্ত পরিশুদ্ধ হওয়া উচিত যেহেতু তাহাতে অন্য কোন বস্তু মিশ্রিত থাকিলে সেই বস্তুর গুরুত্ব ও পরিমাণ অনুসারে, নির্দ্দিষ্ট উচ্চ পারদস্তম্ভের গুরুত্বের তারতম্য হয়। ৩০ ইঞ্চ উচ্চ পরিশুদ্ধ পারদস্তম্ভ যত ভারি, পারদাপেক্ষা গুরুতর কোন বস্তু তাহার সহিত মিশ্রিত থাকিলে সেই স্তম্ভ তদপেক্ষা অধিক ভারি হয় এবং যদি পারদাপেক্ষা লঘুতর বস্তু মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে সেই স্তম্ভের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হয়।

যদি পারদের সহিত কোন কঠিন পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে বন ছাগ চর্ম্ম দ্বারা (chamois Leather) ছাঁকিলে সেই পারদ নির্ম্মল হয়। বন ছাগ চর্ম্মের মধ্য দিয়া পারদের পরমাণু অনায়াসে নির্গত হয়, কঠিন পদার্থের পরমাণু নির্গত হয় না।

জলের ন্যায় পারদের সহিতও সচরাচর বায়ু ও অন্যান্য তরল পদার্থ বিমিশ্রিত থাকে, বায়ু চাপমান যন্ত্রের নিমিত্ত সেই অপরিশুদ্ধ পারদ ব্যবহার করিলে সেই মিশ্রিত বায়ু ও বাষ্প বায়ু রাশির চাপ হইতে বিমুক্ত হওয়াতে পৃথক ভূত হইয়া নলের ক, চিহ্নিত উপরিস্থ শূন্য-স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, সুতরাং সেই বায়ুর স্থিতি স্থাপকতা শক্তিও তার দ্বারা বায়ু রাশির ভারে ঊর্দ্ধ ভাগে নিপীড়িত পারদস্তম্ভ অধোভাগে অল্প বা অধিক নিপীড়িত হইবেক। পরন্তু এতদ্ব্যতীত, পারদ পরিপূর্ণ করিবার পূর্ব্বে নলের অভ্যন্তর প্রদেশ নানা প্রকার মলে (impurities) পরিবেষ্টিত থাকিতে পারে। সমুন্দন (moisture) ও বায়ুর পরমাণু সকল সচরাচর নলের অভ্যন্তর প্রদেশে সংযুক্ত থাকে, যদি পারদ পরিশুদ্ধও হয় তথাপি বায়ু রাশির চাপ শূন্য হইলে সেই সমুন্দন ও বায়ু নলের উপরিস্থ শূন্য স্থানে উত্থিত হইয়া পারদস্তম্ভকে অধোভাগে নিপীড়ন করে এ জন্য নলে ঢালিবার পূর্ব্বে পারদকে উত্তম রূপে সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে যদি বায়ু কে বা কোন দ্রব পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহা বিনির্গত হয়। এবং নলকেও উত্তম রূপে সুরা প্রদীপে (spirit Lamp) উষ্ণ করিবেক তদ্দ্বারা তদভ্যন্তর প্রদেশ সংলগ্ন সমুন্দন ও বায়ু বিনির্গত হয় অবশেষে পারদকে নলে ঢালিয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধ করিয়া লইবেক।

কিন্তু যদি পারদ অতি নির্ম্মলও হয় এবং পারদস্তম্ভের ঠিক উচ্চতা জানিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় আবশ্যক তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় না হয়, তথাপি দুইটী সমান সুনির্ম্মিত বায়ু চাপমান যন্ত্র, শীতোষ্ণতার তারতম্যে তাহারদিগের অভিজ্ঞানেরও ( Indication ) বিভিন্নতা হয়। অন্যান্য তরলপদার্থের ন্যায় পারদেরও শীতোষ্ণতার পরিবর্ত্ত হইলে, ঘনত্ব ও গুরুত্বের পরিবর্ত্ত হয়। এইহেতু দুইটী সমোত্তম রূপে নির্ম্মিত বায়ু চাপমান যন্ত্র যদি পরস্পর দূরবর্ত্তি এ রূপ বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত হয় যাহারদিগের উষ্ণতা এক রূপ নহে তাহা হইলে সমান বায়ু রাশির চাপে, অল্পোষ্ণ প্রদেশ স্থিত বায়ু চাপমান যন্ত্রের অপেক্ষা, অধিক উষ্ণ প্রদেশস্থ বায়ু চাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভ অধিক উচ্চ হয়। এ জন্য শুদ্ধ পারদস্তম্ভের উচ্চতা পরিমাণ দ্বারা বায়ু রাশির ঠিক চাপ জানা যায় না ; উষ্ণতার তারতম্যানুসারে পারদের, গুরুত্বের যে তারতম্য হয় তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়ম মতে সংশোধন করিয়া লইলে ঠিক চাপ জানা যায়।

পারদের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, এ জন্য বায়ু চাপের অত্যল্প বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে পারদস্তম্ভ এত অল্প উন্নত বা নিম্নস্থ হয়, যে তাহা সহজে অনুভূত হয় না কিন্তু পারদের পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা লঘুতর তরল পদার্থ ব্যবহার করিলে বায়ু চাপের অত্যল্প পরিবর্ত্ত অপেক্ষা কৃত উত্তম রূপে ( সহজে ) জানা যাইতে পারে। যথা পারদাপেক্ষা জল ১৩২ অংশে লঘু এ জন্য পারদাপেক্ষা জলস্তম্ভ ১৩২ গুণ অধিক উচ্চ ( প্রায় ৩৪ পাদ ) হয় সুতরাং বায়ু চাপ যে পরিমাণে অধিক বা অল্প হইলে পারদস্তম্ভ $\frac{১}{১০}$ এক ইঞ্চের এক দশমাংশ উন্নত বা নিম্ন হয় তদ্দ্বারা জলস্তম্ভের ১৩ ইঞ্চ উন্নত বা নিম্নস্থ হইবেক। পারদের পরিবর্ত্তে বায়ু চাপমান যন্ত্রের নিমিত্ত জল বা লঘুতর তরল পদার্থ ব্যবহার করিবার অনেক প্রকার প্রতিবন্ধক আছে। সেই যন্ত্রের অতিশয় উচ্চতা প্রযুক্ত শুদ্ধ যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালনা করা দুরূহ এমত নহে উক্ত তরল পদার্থ সকল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া নলের উপরিস্থ শূন্য স্থান আশ্রয় করে সুতরাং সেই বাষ্পের গুরুত্ব ও স্থিতি স্থাপকতা শক্তি নলস্থ স্তম্ভকে বায়ু রাশির চাপের প্রতিকূলে নিপীড়ন করে। এই জন্য বায়ু চাপমান যন্ত্রের

---

ভিয়া পুরণ করিবেক।—যথা নলের ছিদ্রের ব্যাস ০ ইঞ্চ, ব্যাসার্দ্ধ ৩ × ৩ = ১ × ৩.১৪১৫৯ = ২৮.২৭৪৩১ বর্গ ইঞ্চ।

নিমিত্ত অন্যান্য মধুতর তরল পদার্থের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ পারদ ব্যবহার হয়।

# বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে লোকের অধিক সমাবেশ হওয়াতে, অনেক ব্রাহ্মেরা উপাসনার জন্য আসন প্রাপ্ত হয়েন না; অতএব ব্রাহ্মদিগের জন্য কতক গুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্মেরা নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা আমার নিকট আবেদন করিলে তাঁহারদের জন্য আগামি পৌষমাস অবধি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। তাঁহারদের নিকট যে নিদর্শন-পত্র প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা সমাজ রক্ষককে দেখাইলেই তাঁহারদের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসন পাইতে পারিবেন। আসন নির্দ্দিষ্ট হইবার যে নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; তদনুসারে কার্য্য হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য্য

নিয়ম।

১ নিয়ম—যে ব্রাহ্ম প্রতি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিবার অভিলাষ করেন, তিনি উপাচার্য্যকে জানাইলে তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং তিনি তাহার নিদর্শন-পত্র প্রাপ্ত হইবেন।

২ নিয়ম—ঐ ব্রাহ্মের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, তিনি যদি নিয়মিত রূপে আগমন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার আসন আর নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক না এবং উপাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিদর্শন-পত্র প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক।

৩ নিয়ম—যাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে, যদি তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকা হেতু বা অন্য কোন কারণ বশতঃ সমাজে আসিতে না পারেন; তবে উপাচার্য্যকে পূর্ব্বে তাহার সংবাদ করিবেন।

৪ নিয়ম—উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে ব্রাহ্মেরা আসিয়া উপবেশন করিবেন; উপাসনা আরম্ভ হইবার পরে তাঁহাদের অপেক্ষায় আসন শূন্য রাখা যাইবে না।

৫ নিয়ম—আগামি পৌষমাস অবধি এই নিয়ম প্রচলিত হইবেক।

## কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের শ্রাবণ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

### ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ মিত্র | ৫ |
| " শ্যামাচরণ সেন | ২ |
| " গৌরগোপাল বসাক | ৯ |
| " অভয়াচরণ গুপ্ত | ১ |
| " প্রতাপচন্দ্র রায় | ১ |
| " ব্রজেন্দ্রনাথ রায় | ১ |
| " কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ১ |
| " শ্যামলাল সেন | ১ |
| " কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায় | ।।০ |
| | ১৪।।০ |

### মাসিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ | ১২ |
| " গোপীমোহন ঘোষ | ১২ |
| " কালীকুমার দে | ৬ |
| " শ্রীনাথ ঘোষ | ৪ |
| " উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর | ৩ |
| " কলুটোলাস্থ সেন পরিবার | ২ |
| " উমাচরণ মিত্র | ২ |
| | ৪১ |

### শুভ কর্ম্মের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত | ৮ |
| " রাজনারায়ণ দত্ত ও ঠাকুরদাস সেন | ৫ |
| " যাদবচন্দ্র দত্ত | ১ |
| | ১৪ |

### এককালীন দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সিংহ | ৮ |
| " আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ | ১ |
| | ৯ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ২৬৵৫ |
| | ৮১।৵৫ |

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১৪ আশ্বিন শনিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

দ্বিতীয়ভাগ
২০৭ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৭৮২ শক

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

## ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

১১ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ

মৃত্যু তোমারদিগকে ব্যথা না দিউক, এই হেতু সেই অমৃত পুরুষকে আশ্রয় কর। সংসারে যত প্রকার বিপদ্ আছে, সকল অপেক্ষা ভয়ানক বিপদ্ মৃত্যু। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। সংসারে যার জন্ম, তারই মৃত্যু; যার বৃদ্ধি, তারই ক্ষয়। এখানকার চঞ্চল অনিত্য বিষয় সকল, পরিবর্ত্তনশীল অস্থির ঘটনা-সকল, মৃত্যুকেই স্মরণ করিয়া দেয়। এই মৃত্যু-ভয়, এই মৃত্যু-পীড়া হইতে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি? মৃত্যুর প্রতিকৃতি সর্ব্বত্রই রহিয়াছে; কিন্তু সেই অমৃত-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যু-ভয় হইতে মুক্ত হই। সংসারেই মৃত্যু-ভয়, সংসার পারে সেই অমৃত ধাম। এখানে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হই; আবার এখানেই অমৃতকে আশ্রয় করিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। কি আশ্চর্য্য! আমরা মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া অমৃতকে জানিতেছি! অতি ক্ষুদ্র হইয়া সেই রাজ-রাজ দেব-দেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছি। এই সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতেছি। এখানে কত পশু পক্ষী, সিংহ হস্তী, জলচর খেচর, কত প্রকার জীব আছে, তাহারা তাহাদের স্রষ্টা পাতাকে জানিতে পারে না, তাহারা তাঁহার প্রসাদে সুখে সঞ্চরণ করিতেছে, অথচ তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিতে পারে না। তাহারা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু না জানিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যেরই এই প্রশস্ত উন্নত অধিকার যে তিনি জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছেন। মনুষ্যই মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া সেই অমৃতকে প্রাপ্ত হইতেছেন। এই ভয়ানক স্থানে থাকিয়া সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতেছেন। এখানেই তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতেছেন। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে নির্ভয় হইতেছেন। তাঁহার প্রতি নির্ভর করিলে আমাদের নূতন জীবনের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মার আনন্দ-ভাব আর কিছুতেই যায় না। আমাদের শরীর মন ক্লিষ্ট হইতে পারে; আমরা বিপদেই আক্রান্ত হই আর রোগেই বা কাতর হই, তথাপি সেই আত্মার আনন্দ কিছুতেই অবসন্ন হয় না। সেই অমৃত নিকেতনকে আশ্রয়

করিলে এমন যে ভয়ানক মৃত্যু, সেও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না।

অতএব এই ঘোরতর সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না।

## মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি; তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ না করি। যাঁহা হইতে আমরা সকল ভোগ সকল সুখ পাইয়াছি; ক্ষণ কালের নিমিত্তে যিনি আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন; তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ না করি। একবার ভাবিয়া দেখ, তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কি দশা হইত? আমরা কোথায় থাকিতাম? আমরা এত দিনে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই না থাকিতেন? তিনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমরা যাঁহার প্রীতিতে লালিত পালিত হইতেছি, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাঁহার আশ্রয়ে থাকিবার আশা করিতেছি; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন, তিনি এ প্রকার অনুগ্রহ করুন, যেন আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত না হই, তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। যিনি আমাদের সুখের জন্য, শিক্ষার জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ব্যস্ত রহিয়াছেন; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? এই কি মনুষ্যের কার্য্য? তাঁহাকে কেনই বা ত্যাগ করিব? তাহাতে কি আমাদের মঙ্গল হইবে? এখানে আমাদের কি কোন যাতনা নাই, সংসারে কি কোন বিঘ্ন নাই; আমাদের শরীর কি ক্লিষ্ট হইতেছে না, মন কি অবসন্ন হইতেছে না যে তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত আমরা থাকিতে পারি? এখানে কি কোন ভয় নাই যে সেই অভয় পদকে আশ্রয় করিতে হইবে না? এখানে কি পাপ তাপ নাই যে সেই পতিত পাবনের শরণাপন্ন হইবে না? এখানে দীপ্ত-শিরা হইলে তিনি ব্যতীত আর কে আমাদিগকে শীতল করিবে? এই ভয়াকীর্ণ সংসারে ভীত হইলে আর কে আমারদিগকে অভয় দান করিবে? কেবল এক মোহ আসিয়া আমারদিগকে তাঁহা হইতে দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে কি আমাদের মঙ্গল হয়? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের ধর্ম্ম-কার্য্য স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে—আমাদের সুখ ভোগে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। এখানে যাঁহারা এই উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা যদি কেবল শ্রবণ করিয়াই চলিয়া যান, তবে এখানে আসাই বৃথা। যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান, তবে তাঁহাদের আর কি হইল? তাঁহাদের হৃদয় যদি উন্নত না হয়; ঈশ্বরানুরাগ প্রজ্বলিত না হয়; বিষয় কার্য্যের সময় তাঁহাকে মনে না থাকে; তবে এত ক্লেশ করিয়া এখানে আসিবার আবশ্যক কি? তাঁহারা কি এখানে কেবল পাঠ ও শ্রবণের জন্যই আসিয়াছেন? ব্রহ্মের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার জন্য নহে? যদি সুখের সময় তাঁহার প্রসাদ স্মরণ না করেন, যদি অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্ন দাতাকে মনে না রাখেন, তবে তাঁহারা কি করিলেন? সেই পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্রতা কোথায় পাইবে? ধর্ম্মাবহকে ছাড়িয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় দিবে? সেই মঙ্গল নিকেতনকে ত্যাগ করিয়া কি রূপে ভদ্র নামের যোগ্য হইবে? অদ্য হইতেই তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ কর, অদ্যই তোমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইবে।

তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিতে হয়, তাহার কি উপদেশ চাই? প্রাণ ধন, বিদ্যা বুদ্ধি, যাহা হইতে সকলই পাইয়াছি, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি উপদেশ সাপেক্ষ। আজন্ম যাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, অনন্ত-কাল যাহার আশ্রয়ে থাকিব, তাঁহার উপাসনাতে কি শিক্ষা চাই? পাপে তাপিত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে

কি মনের মালিন্য দূর করিবে না? সেই গুরুর গুরু পিতার পিতাকে কি আরাধনা করিবে না? ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিবার জন্য কি তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে না? স্বভাবকে বিকৃত না করিলে আর তাঁহার উপাসনাতে অশ্রদ্ধা জন্মেনা। আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর, অদ্য রাত্রি হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। কেবল শ্রবণ করিলে কোন ফল নাই। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে এ দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে ঈশ্বরের পূজা নাই- যে পরিবারের মধ্যে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ হয় না—যে হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আসন নাই সেই শূন্য দেশ, সেই শূন্য পরিবার, সেই শূন্য হৃদয় কেবল যম-দূতদের আলয়। অদ্য হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় কর, তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। তোমাদের শুনিবার উপায়ের অভাব নাই, তোমরা জ্ঞান দ্বারা অনেকে বুঝিয়াছ, তবে জ্ঞান ও কার্য্যে, বিশ্বাস ও আচরণে কেন না মিলিত কর? তোমরা অদ্য হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর, তাহার ফল অচিরাৎ পাইবে। তাঁহার প্রসাদে জীবনের সমুদয় সুখ-ভোগ করিতেছ, কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। ভয় ও বিপদের সময় তাঁহাকে আশ্রয় কর; মাতৃ ক্রোড়ে যাইয়া শিশু যেমন নির্ভয় হয়, সেই প্রকার ভয় শূন্য হইবে। পাপে তাপিত হইলে অনুতাপ ও অশ্রু-পাত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি শরণাগত-বৎসল, তিনি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যিনি জগতের ঈশ্বর, রাজাধিরাজ, দেবতার দেবতা, তাঁহার আরাধনা কর। যাঁহাদের জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারা আপনাকে পবিত্র করুন; ঈশ্বরের নিকটে মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করুন, যত্ন করুন, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিবেন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি; এই বাক্যের অর্থ তাঁহাদের হৃদ্গত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## ঈশ্বরের সহিত সহবাস।

ঈশ্বরে মনুষ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ। ঈশ্বর ফল-দাতা, মনুষ্য ফল-ভোক্তা, ঈশ্বর নিয়ত দান করিতেছেন, মনুষ্য গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্য পরিমিত আশ্রিত জীব। তিনি আপনা আপনি এখানে আসেন নাই, আপনা আপনি থাকিতেও পারেন না। তিনি আপনা হইতেই জীবনও পান নাই, জীবন রক্ষার উপায়-সকলও পান নাই। তিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি এক অনন্ত মূল শক্তি হইতেই পাইয়াছেন। ঈশ্বর দান করিতেছেন, মনুষ্য গ্রহণ করিতেছেন। পরিমিত বস্তুকে অনন্ত স্বরূপের আশ্রিত ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যায় না, এই উভয়ের সঙ্গে যোগ থাকিবেই থাকিবে। ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন, দান করিতেছেন—মনুষ্য সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে গ্রহণ করিতেছেন এবং তাঁহার উপরেই নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছেন।

আপনাকে দেখ, তুমি আপনাকে পরিমিত আশ্রিত ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিবে না; তুমি জীবনের জন্য এক জনের উপর নির্ভর করিতেছ, জীবন রক্ষার জন্য এক জনের উপর নির্ভর করিতেছ। তুমি আপনার পরিমিত ভাব হইতেই সেই অপরিমিতকে জানিতেছ। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সমুদয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনিই তোমার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন—তোমার মন, তোমার আত্মা; তোমার জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রীতি, ইচ্ছা; সকলই সৃজন করিয়াছেন—প্রত্যেকের কার্য্য স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেকের লক্ষ্যও বিভিন্ন করিয়াছেন। তুমি আপনাকে জানিয়াই ঈশ্বরকে—অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরকে জানিতেছ।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। নির্ম্মাতা তাহার রচনার মধ্যে নাই, কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণ রূপে আছেন—তিনি আকাশে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি প্রকৃতির প্রাণ-রূপে রহিয়াছেন। সেই অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত

পরিমিত কোন বস্তুই থাকিতে পারে না, তাঁহার সঙ্গে যোগ ভিন্ন কিছুই থাকিতে পারে না। তিনি সকলেতেই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এবং সকল হইতে স্বতন্ত্র। পশু, পক্ষী জড় উদ্ভিজ্জ, ইহারা সকলই তাঁহার আশ্রিত; কিন্তু ইহারদের কেহই তাঁহাকে জানে না। তিনি চন্দ্র তারককে নিয়মিত করিতেছেন, কিন্তু চন্দ্র তারক তাঁহাকে জানে না। পশুগণ তাঁহা হইতে জীবিত রহিয়াছে—তাঁহা হইতেই রক্ষিত হইতেছে এবং তাঁহাতেই বাস করিতেছে কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ তাহারা অবগত নহে। সিংহ ব্যাঘ্র আপনার গুহা গহ্বরই জানে, উষ্ট্র তাহার রক্ষককেই জানে, কুক্কুর তাহার পালককেই জানে; যে মধুমক্ষিকাকে ঈশ্বর আশ্চর্য্য মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা দিলেন, সে তাঁহার কিছুই জানে না। এই সকল জীবেরা তাহারদের স্রষ্টা পাতাকে বুঝিতে পারে না।

মনুষ্যের বিষয় দেখ। মনুষ্য শরীর আছে জড়ও উদ্ভিজ্জ যে, সে জড়, অথচ জড় হইতে অধিক, পশু যে, সে উদ্ভিজ্জ, অথচ উদ্ভিজ্জ হইতে অধিক, মনুষ্যও আবার পশু এবং পশু হইতে অধিক। মনুষ্য যত দূর জড় ও উদ্ভিজ্জ এবং পশু, কেন না এ তিনেরই কিছু কিছু তাঁহাতে আছে; তত দূর ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের জড় ও উদ্ভিজ্জ এবং পশুর ন্যায় যোগ। কিন্তু মনুষ্যের আত্মার সঙ্গে তাঁহার যেমন যোগ, এমন আর কাহারও সঙ্গে নাই। আমার শরীর—এই হস্ত এবং এই জন্তু তাঁহারই নিয়মের অধীন। তিনি এই হস্তেতে আছেন তাঁহার সত্তা ব্যতীত ইহা থাকিতে পারে না। এই হস্ত কিছুই জানে না, কিছুই ইচ্ছা করে না; কিন্তু ইহা সমস্ত দিবস ও সমস্ত রজনী, তাঁহারই নিয়মের অধীনে রহিয়াছে। একটা মক্ষিকার ন্যায়, একটা প্রস্তর খণ্ডের ন্যায়, এই হস্তও ঈশ্বরের সঙ্গে অজ্ঞাত সম্বন্ধে রহিয়াছে।

এই মক্ষিকা আপনাকে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারেনা এবং আমার এই আশ্চর্য্য হস্ত ও আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে না, কিন্তু আমি আপনাকে আপনি জানি এবং আপনা হইতে ঈশ্বরকে জানিতেছি। এই মক্ষিকাতে, এই প্রস্তর-খণ্ডে, ঈশ্বর যে সকল শক্তি দেন নাই; তাঁহাকে জানিবার জন্য আমারদিগকে সেই সকল শক্তি দিয়াছেন।

আমার শরীর ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, ইহা আপনা আপনি হইতে পারে না—আপনা আপনি থাকিতে পারে না। আমার আত্মাও ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ইহা তাঁহা হইতেই হইয়াছে; তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহার সহযোগেই জীবিত রহিয়াছে। তিনি যদি আমার মন হইতে আপনাকে বিযুক্ত করেন, তবে আর চিন্তা করিতে পারি না, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হইতে আপনাকে যদি বিযুক্ত করেন, তবে ন্যায় অন্যায় দেখিতে পাই না, হৃদয় হইতে যদি বিযুক্ত হয়েন, তবে প্রেম আর থাকিতে পারে না; আত্মা হইতে সদাপি বিযুক্ত হয়েন, তবে পশুবৎ জঘন্য হইয়া পড়ি—তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না, তাঁহার উপরে আর নির্ভর করি না। অতএব আমার সমুদয় জীবনই ঈশ্বরেতে আশ্রিত, এবং তাঁহার সহিতই যুক্ত। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে কখনও ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না, কেন না তাহা হইলে আমার বিনাশ। ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের সকল সময়েই যোগ রহিয়াছে—না জানিয়াও তাঁহার সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। পুণ্যাত্মা যেমন জানিয়া শুনিয়া আনন্দের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইতেছে—পাপী ব্যক্তি অন্ধকারে আবৃত থাকিয়াও তাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছে এবং নানা ক্লেশ নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতেছে।

আমি ঈশ্বরের সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ কখনই বিনাশ করিতে পারি না; কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহা বৃদ্ধি করিতে পারি, তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারি। আত্মার যত উন্নত অবস্থা হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ তাহার তত অধিক হয়। যদি আমি

শরীর মাত্রই থাকি, তবে জড়ের মত, পশুর মতই, তাঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ রহিল। আত্মাকে যত উন্নত যত পবিত্র করি, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ তত অধিক হয়। সকল সময়েই তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াই আছি কিন্তু যখন আমি পবিত্র থাকি ও মোহ মেঘ হইতে মুক্ত হই, তখন সেই নির্ভরের ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারি এবং তাঁহার সঙ্গে সহবাস তখনই যথার্থ হয়।

আমি যত মনে করি, ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ ততই বৃদ্ধি করিতে পারি। আমার মনকে যত শিক্ষিত ও উন্নত করি, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ তত অধিক হয়। নূতন নূতন সত্য আমি যত উপার্জ্জন করি; সেই সত্য-স্বরূপের সঙ্গে আমার তত মিল হয়। ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে যত সারবান্ ও বর্দ্ধিত করি, মঙ্গল-ভাব যত উপার্জ্জন করি; ঈশ্বরের সঙ্গে তত মিল হয়। হৃদয়ের ভাব-সকলকে যত উন্নত ও পরিশোধিত করি, প্রীতির যত প্রশস্ততা হয়; ঈশ্বরের সঙ্গে তত মিল হয়। যত আত্মাকে প্রশস্ত ও উন্নত করি, পবিত্রতা ও সাধুভাব যত উপার্জ্জন করি, ঈশ্বরের সঙ্গে ততই মিল হয়। এই প্রকার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরম সত্য, মঙ্গল পবিত্র প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরকে অধিক করিয়া জানিতে থাকি। তাঁহার সত্য-ভাব, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, তাঁহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতা, আমি যত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করি, তিনি ততই দান করিতে থাকেন। আমার গ্রহণ করিবার শক্তি যত অধিক হয়, তিনি ততই দান করেন।

এই সম্বন্ধের হ্রাসও হইতে পারে। শরীর যেমন অন্ন না পাইলে শুষ্ক হইয়া যায়, আত্মাও তাহার অন্ন না পাইলে ক্ষুদ্র হইয়া আইসে। প্রতিবার আমরা যত নিম্নগামী হই, ঈশ্বর হইতে তত দূরে পতিত হই— তাঁহার নিকটে যাইবার ক্ষমতা ততই হ্রাস হয়।

**মনুষ্য নানা প্রকারে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। তিনি তাঁহার জ্ঞান-প্রকৃতিকে যত উন্নত করিতেছেন, তত সেই সত্যস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি তাঁহার** ধর্ম্মকে পালন করিবার যত্ন করিতেছেন, আত্মার প্রসন্নতা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে তৎপর রহিয়াছেন,—দিন দিন ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ হইতেছেন; মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে তিনি এই প্রকারে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি স্বার্থ-পরতাকে দমন করিতেছেন—সকলের প্রতি প্রেম ও মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতেছেন—তাঁহার হৃদয় দিন দিন উন্নত হইতেছে। সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে তিনি দিন দিন এই রূপে অগ্রসর হইতেছেন।

আত্মার উৎকর্ষ সাধন কর—প্রিয়তম ঈশ্বরকে দিন দিন উজ্জ্বল-রূপে অনুভব কর; তাঁহাতে শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস, প্রগাঢ়-রূপে স্থাপন কর—তাঁহার হস্তে আপনার সমুদয় সমর্পণ কর; দিন দিনই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাঁহার জন্য অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবে, তাঁহার আনন্দ প্রচুর রূপে পান করিতে পাইবে; তাঁহার সহবাসে অধিক ক্ষণ থাকিতে পাইবে। জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে, যত বর্দ্ধিত হইতে থাকি, ঈশ্বরের দিকে ততই অগ্রগামী হই। সংসারের সম্পদ্ বিপদের উপরে আমারদের কোন অধিকার নাই; কিন্তু ঈশ্বরকে যে যত অধিক প্রার্থনা করে, সে তাঁহাকে ততই উপভোগ করিতে পারে। জীবনের দুঃখ শোক তাহাতে কোন বিঘ্ন দিতে পারে না, বরং অনেক সময় তাহারাই সহায় হয়। সরল হৃদয় ঈশ্বরের আবাস স্থান, পবিত্র আত্মা তাঁহার প্রিয় নিকেতন।

মনুষ্যের নিকটে ঈশ্বরের প্রকাশ যে কখন্ কি প্রকারে হয়, তাহা কিছুই বলা যায় না। হয়ত কোন পবিত্র সময়ে কোন ব্যক্তির ঈশ্বরকে স্মরণ হইবা মাত্র তাহার আত্মা বিকম্পিত হয়। তখন তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিতে যান এবং দেখেন যে এত দিন আমি অন্ধ ছিলাম—কত পাপেতে, লোভেতে, আমি পতিত হইয়াছি! তিনি আপনাকে পরাজিত ও পতিত দেখিয়া অনুতাপিত হয়েন।

কিন্তু ঈশ্বরের সেই বিদ্যুৎ প্রভাবে তিনি আপনার চির নিদ্রিত শক্তি-সকল বুঝিতে পারেন। নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন ভাব, তাঁহার মনে বিরাজ করিতে থাকে। ঈশ্বরের প্রেম পবিত্রতা ও মঙ্গল-জ্যোতিঃ তাঁহার নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে। তিনি তাঁহার পরম পিতার প্রতি হস্ত প্রসারিত করেন-তিনি নব জীবন পাইয়া উত্থিত হন। সেই মাতৃস্নেহ-পূর্ণ নয়ন দেখিয়া তিনি অপার শান্তি অনুভব করেন। তাঁহার সেই সর্ব্বলোক পালনী প্রীতি পাইয়া নূতন বল লাভ করেন। ঈশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা তাঁহার আত্মাতে প্রবেশ করে, তিনি তাহাতে শীতল ও পবিত্র হয়েন। তখন ঈশ্বরকে তিনি সমুদয় হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের নিকট হইতেও তাঁহার প্রসাদ অবতীর্ণ হয়; এই প্রকারে তাঁহার অবাধ্য সন্তান তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আইসে।

আমরা যদি সংসারে চিরদিন যন্ত্রের ন্যায় চলিয়া যাইতাম, তবে আমারদের আত্মা কখনই জাগ্রত হইত না। কিন্তু ঈশ্বর আমারদের জীবনকে এ প্রকার স্রোত বিহীন বদ্ধ জলের ন্যায় করিয়া দেন নাই। সম্পদের সময়েই আমরা সুখ ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব লইয়া ব্যস্ত থাকি; কিন্তু আমরা কখনো নিরাশ প্রাপ্ত হইতেছি, কখনো বিপদ আমারদের পথে বিঘ্ন দেয়; তখন কেবল বিষাদেরই বর্ষণ হয়, তখন আপনার অবস্থা স্মরণ করি, আপনার প্রতি দৃষ্টি করি। হে মানব! এই সকল দুঃখের সময় আপনার যথার্থ সম্পদকে অন্বেষণ কর। এই সময়ে ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থাপন কর। এই সময়ে তোমার অশ্রু-জলে যে বীজ রোপিত হইবে, তাহা সারবান বৃক্ষ হইবে এবং তাহাই ছায়া দান করিয়া সংসার-তাপ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে। এই সকল দুঃখ বিপদের উদ্দেশ্যই এই যে আমরা সেই পরম সম্পদ সেই অক্ষয় সম্পদকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হই। সম্পদ অপেক্ষা, সুখ অপেক্ষা, এই সকল বিপদ অনেক সময় আমারদিগকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য সহায় হয়। আমারদের হৃদয়-বেদনা, শোকাশ্রু, অনুতাপ হইতে যে প্রচুর অমৃত বারি নিঃসান্দিত হয়, তাহাতেই অনেক সময় আত্মার বল বীর্য্য উপার্জ্জন হয়।

যাঁহারা ঈশ্বরের সহবাসের প্রার্থনা করেন, তাঁহারদের অভিলাষ অচিরাৎ পূর্ণ হয়। ঈশ্বরে তোমাতে আর কি ব্যবধান? তুমি নিজেই ব্যবধান। তিনি নিয়তই দান করিতেছেন, আমারা গ্রহণ করিলেই হয়। তিনি কাহা হইতেও তাঁহার দান অদেয় রাখেন না। আমরা প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকে দান করিয়া আমারদের তৃষিত আত্মাকে শীতল করেন। আমি যখনই তাঁহাতে আপনাকে সমর্পণ করি, তখনই আমার আত্মাকে পূর্ণ করেন; তোমার আত্মা যদি আরো উন্নত হয়, তাহাও তিনি পূর্ণ করিবেন। তাঁহার সেই অক্ষয় ভাণ্ডার ও অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা চিরকাল অন্ন পান প্রাপ্ত হই।

পরমেশ্বর কাহারো প্রতি পক্ষপাতী নহেন, কাহা হইতেও দূরে নহেন। জগৎপিতা সকলকেই তাঁহার ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিতেছেন। তাঁহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, তিনি প্রতি হৃদয়ে প্রেরণ করিতেছেন। সেই স্নেহময় মাতা সকলকেই তাঁহার নিকটে আহ্বান করিতেছেন। তিনি কাহা হইতেও দূরে নহেন। আমরা কি সকলে তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব না? পাপী পুণ্যাত্মা, সকলে মিলিয়া কি পিতার নিকটে গমন করিবে না? সকলকেই তিনি স্বীয় গৃহে স্থান দিবেন। কেহ পাপ তাপ, নানা ক্লেশ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইতেছে, তখন সেই সকল যন্ত্রণাই মঙ্গল-দায়ক; কেহ বা আনন্দেতে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতেছেন। আমারদের জীবন যেন প্রতি দিন ঈশ্বরের প্রতি উন্নত হইতে থাকে; প্রতিক্ষণে তাঁহারই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। জীবনের মহত্ত্ব কিসে? ধন মান প্রভুত্বেই জীবনের মহত্ত্ব

ময়— তিনিই মহৎ, যিনি ঈশ্বরকে আপনার সমুদয় জীবনই সমর্পণ করেন - তাঁহার সহিত সহবাস করিয়াই আনন্দ লাভ করেন এবং যাঁহার প্রতি দিনের কার্য্য সত্য,মঙ্গল-ভাব,পবিত্রতা,প্রেম প্রকাশ করিতে থাকে।

## ধর্ম্মের সহজ ভাব কি।

সত্যের ভাব যেমন চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয়; মঙ্গলের ভাবও সেই রূপ চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়। মনুষ্যের মনের প্রকৃতিই এই রূপ যে তিনি যেমন সত্য মিথ্যার মধ্যে অক্ষয় প্রভেদ দেখিতে পান, সেই রূপ পাপ পুণ্যের মধ্যেও অক্ষয় প্রভেদ দেখিতে পান। তিনি যেমন ইহা দেখেন যে গুণের আধার বস্তু অবশ্যই আছে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে; সেই রূপ ইহাও সহজে দেখিতে পান, সত্য ব্যবহার স্বভাবতই ভাল; পিতা মাতাকে অমান্য করা পুত্রের পক্ষে মন্দ এবং তাহারদের স্রষ্টা পাতাকে ভুলিয়া থাকা ঈশ্বরের ধর্ম্মজীবি জীবদিগের পক্ষে মন্দ। আমারদের ধর্ম্মের সহজ ভাব কি প্রকার, তাহা একে একে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

১। ধর্ম্মের ভাব আমরা ইচ্ছা মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি না, তাহা আমারদের নিন্দা প্রশংসার উপর স্থাপিত নহে। আমরা দেখিতে পাই বা না পাই, ধর্ম্মের ভাব স্বাধীন কার্য্যে মুদ্রিত থাকিবেই থাকিবে। একটী হিতৈষণার কার্য্য দেখিয়া আমরা প্রশংসা করিলাম বলিয়া যে তাহা ধর্ম্ম-কার্য্য হইল, এমত নহে; কিন্তু এই কার্য্য স্বভাবতই মঙ্গল বলিয়া ইহার মাধুর্য্য দেখিতে পাই এবং ইহার প্রশংসা করি।

২। ইহা হইতেই এই সত্য প্রকাশ পাইতেছে যে যাহা মঙ্গল, তাহা সকল ধর্ম্মজীবি জীবের পক্ষেই মঙ্গল; কেবল মনুষ্যের প্রকৃতির উপরেই মঙ্গলের ভাব নির্ভর করে না। আমরা এমন কখনই মনে করিতে পারি না যে আমরা যাহাকে অধর্ম্ম ও অমঙ্গল বলিয়া জানি, তাহা দেবতাদের পক্ষে মঙ্গল হইতে পারে। বরং ইহা মনে করা যায় যে আমরা যে বর্ণ ও যে আকৃতির সৌষ্ঠবে শোভা দর্শন করি, অন্য জীবেরা সে প্রকার দেখে না; কিন্তু এ প্রকার কখনই মনে করিতে পারা যায় না যে কোন ধর্ম্ম-জীবি জ্ঞান কৃতঘ্নতাকে মঙ্গল বলে, ন্যায়কে পাপ বলে।

৩। ধর্ম্মের সঙ্গে একটী কর্ত্তব্য-ভাবের যোগ আছে। ধর্ম্মের ভাবের এই একটী বিশেষ লক্ষণ; আমারদের ধর্ম্মের জ্ঞান ধর্ম্মের ভাব, ধর্ম্মের বিশ্বাস, বিজ্ঞান-প্রকৃতির সঙ্গে এই এক বিশেষ পৃথক্। দুই সরল রেখা কোন স্থানকে সীমা-বদ্ধ করিতে পারে না, এই সত্যের প্রতি মন দিলে ইহার সত্যতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু এই সত্য হইতে কোন কর্ত্তব্য-ভাব উদয় হয় না। ইহা হইতে এমন কার্য্য দেখি না, যাহা সম্পন্ন করিতেই হইবে, এমন ভাব দেখি না যাহা পোষণ করিতেই হইবে, কিন্তু যখন আমারদের এই বিশ্বাস হয় যে মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর আমারদের স্রষ্টা, পাতা, সর্ব্ব সুখ-দাতা; তখন অন্তর হইতে এই আদেশ পাই, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেই হইবে, তাঁহাকে সেবা করিতেই হইবে—তখন তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্যতা দেখিতে পাই। উচিত, কর্ত্তব্য, বাধ্যতা, আদেশ, এই সকল অবশ্যম্ভাব-সূচক শব্দ ধর্ম্মের সঙ্গেই প্রয়োগ করা যায়। যাহারা বলে আপনার এবং অন্যের সুখ বর্দ্ধন করাই ধর্ম্ম, তাহারা এই সকল শব্দের অর্থই করিতে পারে না। আমরা কোন কার্য্য করিলে লোকের উপকার হইবে, ইহা জানা এক; এবং এই উপকার-জনক কার্য্যটী অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহার বোধ স্বতন্ত্র। এই দুই প্রকার জ্ঞান অনেক পৃথক্।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্ম-জ্ঞানের যেমন প্রভেদ, অন্য প্রবৃত্তির সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরও সেই রূপ প্রভেদ। মনুষ্যের উপরে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির যেমন আধিপত্য, এমন আর কোন প্রবৃত্তিরই নাই। আমোদ-স্পৃহা, যশ-স্পৃহা, এ সকল মনুষ্যকে আকর্ষণ করে

বটে ; কিন্তু তাহারদের সঙ্গে আমারদের সে প্রকার বাধ্য বাধকতা সম্বন্ধ নাই ; যখন সেই সকল প্রবৃত্তির অনুগামী হই তাহাতে আমারদের গৌরব নাই ; যখন সে সকলকে তুচ্ছ করি, তাহাতে লাঘব নাই । কিন্তু ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যখন কোন বিষয়ে আমারদিগকে নিয়োগ করে, তাহার ভাব স্বতন্ত্র। তখন আমারদের এ প্রকার মনে হয় না যে তাহা করিলেও হয়, না করিলেও হয় ; কিন্তু মনে হয়, ইহা করিতেই হইবে ; ইহা করা উচিত, না করিলে আপনাকে হীন বোধ হয়। এই হেতু ধর্ম্মই আমারদের সকল প্রবৃত্তির নেতা। ক্ষুধা যেমন অন্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত করে, লোকানুরাগ থাকাতে যেমন সমাজ বন্ধনে প্রবৃত্ত হই, ধর্ম্মও সেইরূপ আমারদিগকে কোন কোন কার্য্যে নিয়োগ করে; কিন্তু প্রভেদ এই যে আমারদের উপর ধর্ম্মের আধিপত্য বুঝিতে পারি; ধর্ম্ম কেবল প্রবৃত্তি দেয় না কিন্তু আদেশ করে এবং তাহার আদেশ অবহেলা করিলে আমারদিগকে গম্ভীর স্বরে ভৎসনা করে।

৪। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সহজেই আপনার উপরে আর এক জন অধিপতিকে নির্দ্দেশ করে। অন্য সকল প্রবৃত্তির উপরে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির এত আধিপত্য কিসে? আমারদের এক প্রকার প্রবৃত্তির সঙ্গে কর্ত্তব্য-ভাবেরই যোগ কেন, অন্যের সঙ্গে কেনই বা সে প্রকার নাই? কেন না ধর্ম্মের আদেশে আমরা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবহের আদেশ দেখিতে পাই। ধর্ম্মের নিয়ম-সকল সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজা হইতেই প্রসূত হইতেছে। মনুষ্যের যদি আপনার নিয়মে চলিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে, তবে তাঁহার স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে কর্ত্তব্যের সঙ্গে কিছুই বিরোধ থাকে না ; কেন না তাহা হইলে তিনি কাহারো অধীন নহেন, কাহারো নিকটে দায়ী নহেন। ধর্ম্মের সঙ্গে আমারদের যে বাধ্য-বাধক-ভাব, যে কর্ত্তব্য-ভাব, তাহা হইতেই সেই ধর্ম্ম-রাজকে পাইতেছি, যাঁহার নিকটে আমরা বাধ্য ও দায়ী। আমরা সুখ দেখিয়া, সংসারের উপকার দেখিয়াই, যে ধর্ম্ম রাজ্যের এবং ধর্ম্মরাজের ভাব পাই, এমত নহে। কিন্তু মঙ্গলের ভাব হইতে—কর্ত্তব্যের ভাব হইতে মঙ্গল-রাজ্যের রাজাকেও দেখিতে পাই। সেই মঙ্গল-স্বরূপে যে পর্য্যন্ত না পৌঁছে, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বল পায় না ; সে পর্য্যন্ত সে আপনার এক মহৎ অভাব অনুভব করে, এবং তাহা পূরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়; কিন্তু যখন সেই মঙ্গল-স্বরূপকে পায়, এবং তাঁহাকে অন্বেষণ করিলে অবশ্যই পায়, তখন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়।

যখন আমরা এই প্রকারে ঈশ্বরকে ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজা রূপে দেখিতে পাই, তখন দেখি যে তাঁহারই নিকটে আমরা দায়ী। তিনিই আমারদের বিচার-কর্ত্তা; তিনি "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং"। তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যের নিয়ম অবশ্যই রক্ষা করিবেন, সে নিয়ম রক্ষিত হইল কি না, তাহা অবশ্যই দেখিবেন। এই পৃথিবীতে আমারদের এই ভাবের সম্যক্ চরিতার্থতা হয় না। —লিয়া আমরা স্বভাবতই পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করি। এখানে যাহা কিছু দেখি, এই প্রত্যয়ের অনুকূলই দেখিতে পাই। যখন দেখি চির-রক্ষিত পাপ-সকল আবিষ্কৃত হইল, নির্দ্দোষীর প্রতি হস্ত উত্তোলন করিতে না করিতেই তাহা নিবারিত হইল ; যখন দেখি আত্মাপহারী ধূর্ত্ত আপনার পাশেই আপনি বদ্ধ হইল; তখন আমারদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে পাপ পুণ্যের ফলাফল ন্যায্য রূপে বিধান হইবে।

৫। স্বাধীন জীবেরাই ধর্ম্মের অধিকারী; স্বাধীন কার্য্যকেই যথার্থ ধর্ম্ম-কার্য্য বলা যায়; আমরা এই সকল কার্য্যেতেই পাপ পুণ্য দেখিতে পাই। আমরা যাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করিতে পারি, যাহা হইতে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিরত হইতে পারি, তাহার জন্যই দায়ী। যদি আমারদের সকল প্রবৃত্তির উপর আমারদের নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ধর্ম্ম-জীবি হইতাম না। কতক গুলি বিষয় হইতে আমরা সুখ লাভ করি, আমারদের প্রকৃতিই এইরূপ।

সেই সকল সুখ-জনক বিষয়ের আমারদের উপর আকর্ষণও আছে—কেন না সেই সুখই তাহারদের আকর্ষণ। কিন্তু আমারদের এ প্রকার শক্তি আছে যে বিষয়ের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সম্মুখ হইতে দূরেও যাইতে পারি। এই আমারদের স্বাধীনতা। উপযুক্ত বিষয় পাইলে প্রবৃত্তি-সকল তো উত্তেজিত হইবেই হইবে,তাহাতে আমারদের দোষ গুণ নাই; কিন্তু সেই সকল প্রবৃত্তিকে আপন ইচ্ছাতে নিয়োগ করাতেই আমারদের মনুষ্যত্ব।

পাপও স্বাধীন কার্য্যের গুণ। আমারদের মনের ভাব ও কার্য্য, যাহার উপরে আমারদের কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতেই পাপ থাকিতে পারে। পাপের যে কলঙ্ক, তাহা পাপীকেই স্পর্শে। তাহার জন্য সে অন্যকে দোষী করিতে পারে না; কেনন সে পাপকর্ম্মে নিজেই সম্মত হইয়াছে। যদি আর কেহ তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে, তবে তাহারদেরও অবশ্য পাপ, কিন্তু তাহার প্রলোভনে পতিত হওয়ার এবং সেই পাপাচরণ করার যে দোষ, তাহা নিজেরই সম্পূর্ণ। মনুষ্য স্বাধীন বলিয়াই তিনি আপন কার্য্যের জন্য আপনিই দায়ী।

৬। ধর্ম্মের সঙ্গে সুখের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। যে পৃথিবীতে দুঃখের এমন প্রাদুর্ভাব, সেখানে ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করাতে বিস্তর মঙ্গল। মনুষ্যের সুখ-প্রবৃত্তি হইতে অনেক স্থলে ধর্ম্ম-কার্য্যের উদ্ভব হইতেছে। যদি সুখবর্দ্ধনের বা দুঃখ-মোচনের কোন উপায় না থাকিত,তবে সংসার হইতে অনেক ধর্ম্ম-কার্য্য অন্তর্হিত হইত। কিন্তু যদিও সুখ আর ধর্ম্মের সহিত এ প্রকার নিকট সম্বন্ধ; তথাপি ধর্ম্ম ও সুখ এক নহে। ধর্ম্ম সুখসাধনেরই উপায় নহে।

যাহা মঙ্গল, তাহা সুখের অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, তাহা অবশ্যই মঙ্গল; সকল মঙ্গলের উদ্দেশ্যই যে সুখ, তাহা নহে। ঈশ্বরকে প্রীতি করা; তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ করা; আমারদের পরম ধর্ম্ম; কিন্তু তাহাতে আত্ম-সুখের প্রতি দৃষ্টি থাকে না; যে হেতু তাঁহার প্রতি নিঃস্বার্থ ভাব গেলে তবে আনন্দ লাভ হয়। অন্যের প্রতি সকল কর্ত্তব্যেতেই সুখ উদ্দেশ্য থাকে না। দুরস্থিত বিযুক্ত মৃত ব্যক্তির প্রতিও আমারদের কর্ত্তব্য আছে; তাহা তাহারদের জানিবারও সম্ভাবনা নাই। আবার যখন আমরা অন্যের সুখের জন্য কোন কার্য্য করি, তখন দেখি যে সে সুখ যদিও মঙ্গল, কিন্তু সেই সুখের প্রবর্ত্তক হিতৈষণাই প্রকৃত মঙ্গল; সুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকুক বা না থাকুক, ধর্ম্ম সকল সময়েই মঙ্গল।

আমরা ধর্ম্ম-প্রকৃতি হইতে আদেশ পাইতেছি, অন্যের সুখ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এই কর্ত্তব্যের ভাব কোথা হইতে আসিতেছে? ধর্ম্মের সঙ্গে যে কর্ত্তব্যতা, অবশ্যম্ভাবিতা তাহা কোথা হইতে পাই? আপনার ভিন্ন আর কোন জীবের সুখান্বেষণ করা উচিত কেন? স্ব-সুখ-নিরভিলাষ হইয়া অন্যের সুখ কেন দেখিতে যাইব? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ধর্ম্মের এই আদেশ, আমারদের সুখেচ্ছাকেও ধর্ম্মের আদেশ মতে নিয়োগ করিতে হয়।

আমরা ধর্ম্ম-বুদ্ধি হইতে ইহা দেখিতে পাই যে ধর্ম্মেতে পুরস্কার আছে। আবার যখন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস যায়, তখন আবার নিশ্চয় মনে করি যে তিনি পুণ্যের পুরস্কার অবশ্যই দিবেন। পরীক্ষাতে ইহার অনেক বিপরীত ভাব দেখিলেও আমারদের এই বিশ্বাস শিথিল হয় না, যে ন্যায়বান্ পরমেশ্বর ধর্ম্মকে, মঙ্গলকে, অবশ্যই জয়ী করিবেন। ধার্ম্মিকেরা যদিও অনেক সময় দুঃখ পায়, পাপীরা সুখ-সম্পদে কাল হরণ করে; তথাপি ধর্ম্মের পুরস্কার যে আত্ম-প্রসাদ, পাপের দণ্ড যে আত্ম-গ্লানি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে।

৭। আমারদের ধর্ম্ম-প্রত্যয়ে ইহাও বলিয়া দেয় যে পাপ হেয় ও দণ্ডার্হ।

পুণ্যের যেমন পুরস্কার, পাপের সেই রূপ দণ্ড। মঙ্গল স্বরূপের রাজ্যে এই প্রকার বিচার। পাপের দণ্ড যে অবশ্যম্ভাবী, পাপীর হৃদয়ই তাহার সাক্ষ্য স্থল; তাহারদের অন্তর হইতে গ্লানি ও ভয় কেহই নিবারণ করিতে পারে না। তাহারা শত শত বাহ্য সম্পদে পরিবৃত থাকিলেও তাহার আত্মগ্লানি কেহ বিযুক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

ধর্ম্মের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ ও দণ্ড; এই আমারদের স্বাভাবিক প্রত্যয় থাকাতে সকল ধর্ম্মেতেই স্বর্গ নরকের কোন না কোন প্রকার ভাব পাওয়া যায়।

৮। ধর্ম্মের ভাব এমন সহজ যে তাহা অপেক্ষা আর সহজ করিয়া বুঝান যায়

সহজে গ্রহণ করি; ভাল কি, মন্দ কি, এও সেই প্রকারে গ্রহণ করি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, বর্ণ কি? আমরা বলি, চক্ষে দেখ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, ধর্ম্ম কি? আমরা বলি, কোন মঙ্গল কার্য্য নিরীক্ষণ কর; তাহাতে ধর্ম্মের ভাব আপনা আপনিই বুঝিতে পারিবে। ধর্ম্মকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেকে অনেক প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি বলি, সুখই ধর্ম্ম, উপকারই ধর্ম্ম; তবে ধর্ম্মের সঙ্গে যে কর্ত্তব্যতা, যে বাধ্যতা, যে গৌরব; এ সকল কিছুই রক্ষা পায় না। ধর্ম্মের ভাব আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি, তাহা অপেক্ষা আরো সহজে বুঝান যায় না।

---

## ব্রহ্মবিদ্যালয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

তৃতীয় উপদেশ।

## তলবকারোপনিষদের আখ্যায়িকা।

২০৬ সংখ্যক পত্রিকার ৮৭ পৃষ্ঠার পর।

দেবতাদিগের অজ্ঞান, মোহ, অভিমান, দূরীকৃত করিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ঈশ্বর সকলেরই মঙ্গল-দাতা, তিনি সকলের শুভ উদ্দেশে সংসারের ঘটনা-সকল প্রেরণ করিতেছেন। আমারদের আত্মা যখন দূষিত হয়, যখন সে অজ্ঞান মোহে জড়ীভূত হয়, তখন তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। যাহাতে আমরা তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারি, তাঁহার জ্ঞানও প্রীতি উপার্জ্জন করিতে পারি, ইহার জন্য তিনি সততই যত্নবান্। তাঁহার সেই যত্নের সীমা নাই। দেবতারা যখন অজ্ঞান ও মোহে পতিত হইলেন; তিনি দেখিলেন, তাঁহারদের দুর্গতি হয়; তাঁহারদিগকে জ্ঞান দিবার জন্য, মোহ পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, তাঁহারদের নিকটে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু কি প্রকারে প্রকাশিত হইলেন? আমারদের আত্মা যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব যে প্রকার, সেই প্রকারে কি তাঁহার আবির্ভাব হইল? মনে কর, তিনি এক তেজঃপুঞ্জ জ্যোতি রূপে আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা মনে করিলেন, এখানে পূজনীয় ইনি কে আইলেন? অগ্নি আপনা হইতেও তেজস্বান্ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জানিতে পারিলেন না ইনি কে? সকলে মনে করিলেন, ইনি অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, অগ্নি বুঝি ইঁহাকে জানিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া অগ্নিকে বলিলেন, হে অগ্নি! হে জাতবেদ। (অগ্নি এক প্রকার দূত স্বরূপ। তিনি পূজার দ্রব্য লইয়া দেবতাদের দেন এবং পাপ পুণ্যের ফলাফল বিধান করেন; এই জন্য তাঁহার পদবী জাতবেদা অর্থাৎ তিনি সকলই জানেন) হে অগ্নে, হে জাতবেদ! তুমি গিয়া জান, পূজনীয় ইনি কে আইলেন! অগ্নি তাঁহার কথায় তাঁহার নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর করিলেন, আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা। ব্রহ্ম বলিলেন, সেই যে তুমি, তোমার কি বীর্য্য কি শক্তি? অগ্নি বলিলেন, আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম করিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটী তৃণ দিলেন, অগ্নি যত সাধ্য সমুদয় বল প্রকাশ করিয়া তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না এবং জানিতেও পারিলেন না যে সেই পূজনীয়

ইনি কে? অগ্নি হত-দর্প হইয়া ফিরিয়া আইলেন।

পরে সকল দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। বায়ুকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বায়ু উত্তর করিলেন, আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বলিলেন, তোমার কি শক্তি আছে? বায়ু বলিলেন, আমি সকলই চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটী তৃণ দিলেন, তিনি সেই তৃণটীকেও বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনিও লজ্জিত ও নত-মস্তক হইয়া ফিরিয়া আইলেন এবং জানিতেও পারিলেন না যে ইনি কে? এই সময় সকল দেবতার অভিমান নষ্ট হইয়া গেল, তাঁহারদের জ্ঞানের উদ্রেক হইল, তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে আমারদের স্বতন্ত্র শক্তি নহে, আমরা স্বয়ম্ভু নহি; কিন্তু আমারদের উপরে এক জন আছেন, তাঁর শক্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি; কিন্তু ইনি যে কে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

পরে দেবতারা মনে করিলেন, ইন্দ্র আমারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রকে ইঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিই। তখন ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মঘবন্! তুমি যাও, গিয়া জান, পূজনীয় ইনি কে?' তিনি সেখানে যাইবা মাত্র ঈশ্বর অন্তর্ধান হইলেন। ইন্দ্র আরো অভিমান করিয়া তাঁহার সমীপে গিয়াছিলেন, আমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, আমি অবশ্যই জানিতে পারিব। ব্রহ্ম বরং অন্যান্য দেবতার সম্মুখে প্রকাশমান ছিলেন; তাঁহার অভিমানের প্রাচুর্য্য হেতু তাহাও থাকিলেন না। তখন অলঙ্কারবতী এক স্ত্রী সেই স্থানে অবতীর্ণা হইলেন! ইনি মুর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা। দেবতারদের ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যত্ন ছিল, ব্যাকুলতা ছিল, এই হেতু ব্রহ্মবিদ্যা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, ইনি ব্রহ্ম। এই সমুদয় জগৎ সংসারেই ঈশ্বরের আবির্ভাব। সেই অনন্ত-স্বরূপের এই অনন্ত জগৎ। এই জগতের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে গিয়া বুদ্ধি যখন পরাভূত হয়—যখন সকলই প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়; বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কে করিয়াছে? সে কিছুই বলিতে পারে না, চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কে করিয়াছে? সেও মুক হইয়া থাকে—যখন আমারদের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, নানা সংশয় আসিয়া আক্রমণ করে; তখন ব্রহ্মবিদ্যা কৃপা করিয়া আমারদিগকে শিক্ষা দেন। ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে আমরা ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। তখন আমরা এই সকলের অর্থ পাই এবং আমারদের বিশ্বাস বল পায়। ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবা মাত্র ইন্দ্রের তাহাতে তৎক্ষণাৎ প্রত্যয় জন্মিল—কেন না স্বকীয় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্রহ্ম বিদ্যার বাক্যে মিল দেখিতে পাইলেন। মাতৃ রূপা ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তোমরা যে অভিমান করিতেছ, আপনার আপনার জয় ঘোষণা করিতেছ; জয় বাস্তবিক তোমারদের নহে। এ জয় ব্রহ্মেরই জয়। ব্রহ্মই তোমারদের জয়-দাতা। তখন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল। এই প্রকারে আমরা তাঁহার প্রসাদেই তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পাই।

তখন ইন্দ্র দেবতাদের নিকটে গিয়া আবার তাঁহারদিগকে শিক্ষা দিলেন। ইন্দ্র সেই অবধি দেবতাদের মধ্যে আরো প্রধান হইলেন। অভিমানের প্রাচুর্য্য বশতঃ ইন্দ্র পূর্ব্বে এক ভাবে কনিষ্ঠ হইয়া ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে প্রথমেই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিলেন বলিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ-রূপে গণ্য হইলেন। ঈশ্বরকে জানিলেই মহৎ হয় এবং সকলের পূজনীয় হয়। অন্য দেবতারাও ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন; জানিলেন যে তাঁহার শক্তিতেই আমারদের শক্তি, আমারদের সকলই তাঁহার প্রসাদে, তিনিই জয়-দাতা, সিদ্ধি-দাতা, মুক্তি-দাতা!

---

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্ব্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃশ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলিকং বলেন লোকাস্তিষ্ঠন্তি বলমুপাস্বেতি।

# বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে লোকের অধিক সমারোহ হওয়াতে, অনেক ব্রাহ্মেরা উপাসনার জন্য আসন প্রাপ্ত হয়েন না; অতএব ব্রাহ্মদিগের জন্য কতক গুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্মেরা নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা আমার নিকট আবেদন করিলে তাঁহারদের জন্য আগামি পৌষমাস অবধি আসন নির্দ্দিষ্ট হইবেক। তাঁহারদের নিকট যে নিদর্শন পত্র প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা সমাজ রক্ষককে দেখাইলেই তাঁহারদের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসন পাইতে পারিবেন। আসন নির্দ্দিষ্ট হইবার যে নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; তদনুসারে কার্য্য হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য্য

নিয়ম।

১ নিয়ম—যে ব্রাহ্ম প্রতি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিবার অভিলাষ করেন, তিনি উপাচার্য্যকে জানাইলে তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং তিনি তাহার নিদর্শন-পত্র প্রাপ্ত হইবেন।

২ নিয়ম—যে ব্রাহ্মের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, তিনি যদি নিয়মিত রূপে আগমন না করেন; তাহা হইলে তাঁহার আসন আর নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক না এবং উপাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিদর্শন-পত্র প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক।

৩ নিয়ম—যাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে, যদি তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকা হেতু বা অন্য কোন কারণ বশতঃ সমাজে আসিতে না পারেন; তবে উপাচার্য্যকে পূর্ব্বে তাহার সংবাদ করিবেন।

৪ নিয়ম—উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে ব্রাহ্মেরা আসিয়া উপবেসন করিবেন; উপাসনা আরম্ভ হইবার পরে তাঁহাদের অপেক্ষায় আসন শূন্য রাখা যাইবে না।

৫ নিয়ম—আগামি পৌষমাস অবধি এই নিয়ম প্রচলিত হইবেক।

---



কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের ভাদ্র মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত

সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বসাক ........ | ২ |
| " হরিনাথ মিত্র ............ | ৷০ |
| " গোপালচন্দ্র মজুমদার ........ | ।৶০ |
| | ২৸৶০ |

মাসিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়...... | ১৩ |
| " কলুটোলাস্থ সেন পরিবার.... | ১২ |
| " রমাপ্রসাদ রায় .......... | ৮ |
| " শ্রীনাথ ঘোষ.. ........ | ৬ |
| " নীলকমল মিত্র ....... | ৫ |
| " মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ... | ৪ |
| " যাদবকৃষ্ণ সিংহ ........ | ৪ |
| " বৈকুণ্ঠনাথসেন ........ | ২ |
| " কাশীনাথ দত্ত. ....... | ২ |
| " উমাচরণ মিত্র . ....... | ২ |
| " নীলমাধব মুখোপাধ্যায় .... | ২ |
| | ৬০ |

শুভ কর্ম্মের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু.. ........ | ৫০ |
| " মদনমোহন সেন ....... | ৫ |
| " লোকনাথ মৈত্রেয়......... | ৫ |
| " যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়........ | ২ |
| " রুক্মিণীকান্ত রায়........ | ১ |
| " মহেন্দ্রনাথ মিত্র... ...... | ১ |
| | ৬৪ |

এককালীন দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র নন্দী.... ........ | ৫ |
| দানাধারে প্রাপ্ত .... .... .. | ৪৷৶১০ |
| | ১৩৬৷১০ |

---

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ছয় আনা মাত্র। ২ কার্ত্তিক বুধবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবংপূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

## পরিবারের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার প্রার্থনা-বাক্য।

হে প্রাণদাতা মঙ্গলদাতা পরমেশ্বর! তুমি আমারদের সকলকে এক পরিবারে বদ্ধ করিয়াছ এবং সকলকে প্রেম ও সদ্ভাবে মিলিত করিয়াছ; আমারদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, তোমার শীতল ছায়াতে আমারদের সকলকে রক্ষা কর। তোমার প্রসাদ প্রার্থনা না করিয়া আমরা কি করিতে পারি? সংসারের বিঘ্ন বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একাল পর্য্যন্ত সুখ-সৌহার্দ্দে জীবিত থাকিতে পারি, আমারদের ক্ষুদ্র যত্নে তাহা কখনই হয় না। তুমি আমারদের সকলি, তোমার অজস্র করুণার বর্ষণ পাইয়া আমরা হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া তোমাকে কায়মনোবাক্যে প্রণিপাত করিতেছি।

হে মঙ্গলময়! তুমি এই পরিবারের সকলের মধ্যে মঙ্গল-ভাব বিস্তার কর। আমরা ইহা আমাদের সকল সৌভাগ্যের সৌভাগ্য মনে করি যে আমারদিগকে জানিতে দিয়াছ যে তুমি আমারদের পিতা মাতা। এই পরিবার তোমারই প্রিয় পরিবার, তোমার মঙ্গল দৃষ্টি হইতে আমারদের কেহই বিচ্যুত নহে। হে জ্ঞানদাতা জগৎগুরু! তোমার জ্ঞান আমারদিগকে শিক্ষা দেও; তোমার আশ্রয় প্রদান কর এবং তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আমারদের সকল অভাব দুর কর। তোমা হইতে আমরা যে কিছু মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তাহাতেই যেন সন্তোষে থাকি। তুমি যাহা কিছু দিয়াছ, যদি সকলই যায়, তথাপি যেন তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমারদিগকে সংসারের সম্পদই প্রেরণ কর আর বিপদেই আবৃত কর, হে মঙ্গলময়! প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্ত্তনে তুমি আমারদের সঙ্গেই থাকিও। তোমার দক্ষিণ মুখ—তোমার-প্রেম-দৃষ্টি যেন সকল সময় আমারদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করিয়া রাখে।

হে পরমাত্মন্! তোমার হস্তে আমরা সকলই সমর্পণ করিতেছি। অদ্যকার দিন এবং সকল দিন যেন তোমার সঙ্গে থাকিতে পাই, তুমি প্রসন্ন হইয়া এই অধিকার প্রদান কর। তুমি সঙ্গে থাকিলে আমারদের সকল সুখ পবিত্র হইবে, দুঃখের সময় তোমার সান্ত্বনা অনুভব করিব, বিপদের সময় তোমার অভেদ্য কবচে আবৃত থাকিব, সংসারের প্রলোভন আর আমারদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না; তাহা হইলে আমারদের সমুদয় কার্য্য, সমুদয় পরিশ্রম, সার্থক হইবে এবং আমারদের সেই শান্তি লাভ হইবে, যাহা সংসার দিতেও পারে না এবং হরণ করিতেও পারে না।

হে নিরবদ্য নিরঞ্জন পবিত্র পরমেশ্বর! তোমার উদার প্রসাদ যেমন এক্ষণে আমরা অনুভব করিতেছি, এই প্রকার যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে; তখন আবার যেন আমরা প্রত্যেকে তোমার চরণের মঙ্গল ছায়া লাভ করিতে পাই। এই পরিবার মধ্যে, আমারদের দেশে, সমুদয় পৃথিবীতে, তোমার প্রসাদ বিতরণ কর। তোমার জ্যোতি, তোমার সত্য, সকল স্থানেই প্রেরণ কর। তোমার রাজ্যের সকল স্থান হইতেই যেন সত্যের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হয় এবং মঙ্গলভাবের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২৫ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

### আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তু-সকলকে রূপদান করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিমির-মুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্য কিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকটে প্রকাশিত হন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবা মাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি; যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যদি অপবিত্র বিষয়েই নিমগ্ন থাকি, আত্মাকে অচেতন অসাড় করিয়া ফেলি, ঈশ্বরের জন্য মনোদ্বার মুক্ত না রাখি; তবে যেখানেই যাই, নির্জ্জন বনে বা সজন নগরে, তীর্থ-স্থানে কি দেব-মন্দিরে, কোথাও তাঁহার দর্শন পাই না। যখন আপনাকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়দ্বার মুক্ত করি, সতৃষ্ণ হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করি; তখন গিরি গুহা উদ্যান কানন, নির্জ্জন সজন সকল স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব দেখি। সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। বনের নির্জ্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই, "সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ"। ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কবাট বদ্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব—সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যেও তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মিতে উদ্দীপ্ত হইয়া জ্যোৎস্না-সুধা বর্ষণ করে, যখন তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরী রূপে বিরাজ করিতে থাকে; তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? "যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং নবেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরোযমযতি।" যিনি চন্দ্র তারকে থাকিয়া—চন্দ্র তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র তারককে নিয়মে রাখিতেছেন, চন্দ্র তারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র তারক যাঁহার শরীর; তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়।

উষাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রদোষ কালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, নিশাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল এই সকলের মধ্যে কি তাঁহার আবির্ভাব? মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব নাই? যদি উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, চন্দ্র তারকের শোভার মধ্যে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপের শোভা দেখিতে পাই, তবে মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার আবির্ভাব আরো কি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে যদি তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে, তবে আর কোথায় দেখিবে? মৃত্যুর রূপ জড়ের মধ্যেই কি কেবল তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে, পশুরাজার মধ্যেই কি কেবল তাঁহার প্রকাশ দেখিবে? মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবে না? ধর্ম্মাত্মার অনুরাগ-রঞ্জিত মুখে কি তাঁহার জ্যোতি দেখিবে না? ঈশ্বর-প্রেমী প্রসন্ন-হৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন; তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কি তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাব, দেখিবে না? প্রকাণ্ড পর্ব্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র, সূর্য্যে তাঁহার এপ্রকার আবির্ভাব নাই। এই সকল পুণ্যাত্মার ভাব কি চমৎকার! তাঁহারদের ধর্ম্ম-সাধন কি কঠোর! তাঁহারদের হৃদয় কি শীতল কি পবিত্র! সেই অমৃতের প্রিয় আবাস-স্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয়, তাহা কেমন শীতল ও পবিত্র। তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট। এমন আর কোথাও নাই; আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই, সমুদ্রে নাই। ব্রহ্ম-পরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মুখশ্রীতেই তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। যেখানে এই সকল পুণ্যাত্মারা একাসীন হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন, সেই এই পবিত্র স্থান—এখানে তিনি আনন্দ রূপে অমৃত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আমাদের প্রিয়তম পরমাত্মারই আবির্ভাব রহিয়াছে। এখানকার আলোক-কিরণে তাঁহার পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রতি জনের হৃদয়ে তিনি আরো উজ্জ্বল রূপে এবং প্রসন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। এখানে যখন তাঁহার আবির্ভাব অদ্য জাজ্বল্যমান দেখিতেছি, ও তাঁহার প্রসন্নতা অন্তরে অতি গাঢ় রূপে অনুভব করিতেছি; তখন সকলে মিলিয়া তাঁহার পবিত্র চরণে প্রীতি পুষ্প প্রদান কর এবং দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## ব্রহ্ম বিদ্যালয়

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

চতুর্থ উপদেশ।

## বৃহদারণ্যক উপনিষদের আখ্যায়িকা।

তলবকার উপনিষদের মধ্য হইতে যে উপাখ্যান বলা গিয়াছে, তাহাতে আধিভৌতিক দেবতার কথা আছে; ঈশ্বরের মহিমা যে তিনি সাধুদিগের ইচ্ছা সম্পন্ন করেন, ইহাও তাহার মধ্যে কথিত হইয়াছে। যখন আমরা কোন সাধু কর্ম্ম সম্পন্ন করি, তাহাতে আপনার মহিমা ঘোষণা না করিয়া ঈশ্বরের মহিমাই ঘোষণা করি, তাহা হইতে এই উপদেশ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আরো এই আছে যে দেবতাদিগের মধ্যে যিনি প্রথমে ঈশ্বরকে জানিলেন, তিনি মহৎ হইলেন। ব্রহ্মবিদ্যার এই উপদেশ যে যিনি সকলের অধীশ্বর, সকলের দেবতা, তাঁহাকে জানিয়া ও তাঁহার অনুচর হইয়া এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াই মনুষ্য প্রধান হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে, "ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন, ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ" *। ঈশ্বরের জ্ঞানে, তাঁহার প্রতি অনুরাগে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমারদের শ্রেষ্ঠত্ব।

অদ্যকার বক্তব্য আখ্যায়িকাতে আধ্যাত্মিক দেবতার বিষয় আছে। আমারদের অন্তরের যে দেবাসুর তাহারদেরই সংগ্রামের কথা বলা হইবে—

* ব্রাহ্মধর্ম্ম—১ খণ্ড—৩ অধ্যায়।

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ দেবাশ্চাসুরাশ্চ। প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান, দেব আর অসুর। দেবতারা অল্প ভাগ এবং দুর্ব্বল; অসুরেরা অনেক এবং সবল। এই লোকে অসুরেরাই স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়ায়; পৃথিবীতে অসুরের ভাবই অধিক, দেবতারই অল্প। অধিকাংশ লোকেই আপন আপন প্রিয় প্রবৃত্তির বশীভূত। "দুর্লভোহি শুচিনরঃ," "শুদ্ধ চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ"। প্রতি জনের অন্তরে অসুরদেরই পরাক্রম দেখা যায়। আমারদের ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি-সকল দেবতাদিগের অধীনে না থাকিয়া অসুরদের বশবর্ত্তী হইয়া লোক সমাজে নানা প্রকার অনিষ্ট করিতে থাকে, আসুরিক লোকেরাই এখানে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়ায়। আসুরিক ভাব কি প্রকার, তাহা ভগবদ্গীতার কয়েক শ্লোকে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।*

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।

কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং কোন্ কর্ম্ম হইতেই বা নিবৃত্ত হইতে হয়, আসুরিক জনেরা তাহা জানে না। তাহারদের মধ্যে শৌচ নাই, আচার নাই, সত্য নাই।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং।

তাহারা অসত্যেতেই বাস করে এবং জগৎকে অপরস্পর-সম্ভূত কামহেতু নিরীশ্বর বলিয়া স্থির করে।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।

এই প্রকার দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল অল্পবুদ্ধি নষ্টাত্মারা জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত ও অহিতের জন্য ব্যস্ত থাকে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ।

দুষ্পূর কামনা আশ্রয় করিয়া দম্ভ মান মদান্বিত হইয়া মোহেতে অসৎ দ্রব্যকেই গ্রহণ করে এবং অশুচি কর্ম্মেই ব্রতী থাকে।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।

তাহারা প্রলয়ান্ত অপরিমেয় চিন্তাকেই আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করে এবং কামোপভোগ তাহারদের সর্ব্বস্ব।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।

শত প্রকার আশাপাশে বদ্ধ হইয়া সেই কামক্রোধ-পরায়ণ লোকেরা কামভোগার্থে অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ে অভিলাষী হয়।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং।

আজ আমার এই লাভ হইল, এই মনোরথ পরে সিদ্ধ হইবে; এত ধন আছে, পরে এত হইবে; এই তাহারদেরই গণনা।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি। ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।

এই শত্রু আমা কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অপর শত্রুদিগকেও হনন করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী; আমি সিদ্ধ, বলবান, সুখী।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া,
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।

আমি ধনী, জনবান্, আমার সমান আর কে আছে; অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া তাহারা এই মনে করে।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।

এই প্রকারে বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহজালে সমাবৃত হইয়া এবং কামভোগে প্রসক্ত হইয়া অশুচি নরকে তাহারা পতিত হয়।

অসুরদের পৃথিবীতে বড়ই আক্রোশ। দেবতারা মনে করিলেন, এই সকল অসুরদের অতিক্রম করিবার উপায় কি? এক উপায় আছে: আমরা যদি সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করি এবং তাঁহার শরণাপন্ন হই, তাহা হইলেই অসুরদের উপর জয়ী হইতে পারি। এই ভাবিয়া তাঁহারা উদ্গীথ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। উদ্গীথ যজ্ঞের মন্ত্র এই; অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। দেবতারা মনে করিলেন, যদি আমারদের মধ্যে

* ব্রাহ্মধর্ম্ম—২ খণ্ড। ১১ অধ্যায়।

এক জন নিরপেক্ষ হইয়া আমারদের সকলের জন্য যজ্ঞ করেন, তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। প্রথমে বাক্-দেবতাকে বলিলেন, তুমি আমারদের হইয়া যজ্ঞ কর; বাক্-দেবতা সম্মত হইলেন। বাক্যেতে যাহা কিছু ভোগ, তাহা আর আর সকল দেবতারা পাইলেন; কিন্তু ভাল বলার যে প্রশংসা, বাক্-দেবতা তাহা আপনাতে রাখিলেন। বাক্য সকলের উপকার করিয়া এতটুকু স্বার্থ রাখিলেন। তখন অস্থরেরা বলিল, দেখি ইনি কেমন আমারদিগকে জয় করেন। এই বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। বাক্য তাহাতে অভিভূত হইয়া অপ্রতিরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। অসভ্য, অনৃত বীভৎস, এই সকল বাক্যই অপ্রতিরূপ বাক্য। বাক্য সত্য মৃদু প্রিয় না বলিয়া আপনার উৎকর্ষ আর পরের নিন্দা বলিতে লাগিল। বাক্য ভাল বলার প্রশংসা আপনার উপর রাখাতে তাহার স্বার্থপরতা দোষ হইল। তাহার সেই অল্প রন্ধ্র পাইয়া অস্থরেরা বাক্-দেবতাকে পরাজয় করিয়া আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইল। অতএব দেখ, আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য কত যত্ন চাই; অল্প দোষকে অবহেলা করিলে তাহা মহৎ অনিষ্টের কারণ হয়। বৃহৎ সমুদ্র-পোতে অল্প ছিদ্র হইলে তাহা যদি উপেক্ষা করা যায়, তবে সে সমুদ্রপোতও ডুবিয়া যায়। আপনার বিষয়েও এই রূপ। এমন কখনই মনে করিবে না যে আত্মাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার আবশ্যক নাই; একটি কোন কুপ্রবৃত্তি পোষিত হইলে তাহা সমুদয় সৎভাবকে গ্রাস করিতে পারে। আপনি এই প্রকারে বিনষ্ট হইলে, না আপনাকে উদ্ধার করা যায়, না অন্যকেই উদ্ধার করিবার শক্তি থাকে।

বাক্য পরাস্ত হইলে পর আর আর দেবতারা একে একে যজ্ঞ করিলেন; কিন্তু সকলেই পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আইলেন। কেহই নিরপেক্ষ হইতে পারিলেন না। চক্ষু সকলের উপকার করিলেন, কিন্তু ভাল দেখিবার অভিমান আপনার প্রতি রাখিলেন। শ্রোত্র ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্য অন্য আর আর দেবতার হিত সাধন করিলেন কিন্তু আপনাদের উপরে এক একটি অভিমান রাখিলেন, ইহাতে প্রতি দেবতা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বাক্য অনৃত বলিতে লাগিলেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয় শরীর ও মনের বিকৃতি জনক দুর্গন্ধ বস্তুর প্রতি লুব্ধ হইলেন। চক্ষু অভদ্র দর্শনে প্রবৃত্ত হইল। শ্রোত্র সদুপদেশ ও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ শ্রবণ না করিয়া কুমন্ত্রণাই শুনিতে লাগিল। তখন দেবতারা প্রাণের নিকটে যাইয়া কহিলেন যে তুমি আমারদের জন্য যজ্ঞ কর। প্রাণ যজ্ঞ করিলেন। প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র সকল ইন্দ্রিয়েরই উপকারী এবং সকল ইন্দ্রিয়ের উপকারেই তাঁহার উপকার। যদি সকল ইন্দ্রিয় সুস্থ থাকে, তাহা হইলেই প্রাণের মঙ্গল। প্রাণের এই প্রকার নিরপেক্ষ ভাব। অস্থরেরা প্রাণকেও আক্রমণ করিতে গেল কিন্তু পর্ব্বতের উপরে ঢিল ফেলিলে সে যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, প্রাণকে আক্রমণ করিতে গিয়া অস্থরেরা আপনারাই এই প্রকার বিনাশ পাইল। এই প্রকারে দেবতারা জয়ী হইলেন। যতক্ষণ অস্থরের ছিদ্র পাইয়া ছিল, ততক্ষণ তাহারদের পরাক্রম কেহ ভঙ্গ করিতে পারে নাই। প্রাণ যখন নিরপেক্ষ হইয়া তাহারদের প্রতিকূলে দাঁড়াইল, তখনই তাহারদের পরাজয় হইল। এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা সাধারণের উপকারের নিমিত্তে দাঁড়াইবেন; তাঁহারা যেন সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারদের যেন স্বার্থপরতা না থাকে। শরীরের মধ্যে যেমন প্রাণ, পরিবারের মধ্যে সেই রূপ পিতা। ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষভাব থাকিতে পারে কিন্তু পিতার সকল পুত্রের উপরেই মঙ্গল দৃষ্টি, সকল পুত্রের মঙ্গলেই তাঁহার মঙ্গল; আপনার মঙ্গল স্বতন্ত্র, পুত্রদিগের মঙ্গল স্বতন্ত্র, এমত নহে। প্রাণের ইচ্ছা যেমন শরীরের সকল অঙ্গই ভাল থাকুক; যে হেতু শরীরের সমুদয় অঙ্গ, সমুদয় কার্য্য, সামঞ্জস্য রূপে থাকিলেই প্রাণের মঙ্গল, পিতারও এই

প্রকার ভাব। প্রজার প্রতি রাজারও এই প্রকার ভাব চাই। পিতা যেমন সকল পুত্রের মঙ্গল চান, রাজারও সেই রূপ সকল প্রজার প্রতি মঙ্গল দৃষ্টি থাকা উচিত। এই হেতু কালিদাস এক স্থলে রাজাকে পিতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, "প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি। স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" রাজা যদি নিরপেক্ষ ভাবে প্রজা পালন করেন, তাহা হইলেই রাজ্যের মঙ্গল। আর যদি তিনি প্রজাদের প্রীতি না চান, কেবল ভয় প্রচার করিয়া সকলকে বশীভূত করেন এবং সকল প্রজাকে যদি আপনার স্বার্থ-সাধনের যন্ত্র মাত্র করিয়া ফেলেন; তবে সে রাজা রাজাই নহেন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য যাঁহাদের প্রতি ভার, তাঁহারদের প্রাণের মত নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারদের কি প্রকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য? যখন এখানে চতুর্দ্দিকে অসুরদেরই জয়, তখন তাঁহাদের এমন এক জনকে চাই, যিনি নিরপেক্ষ হইয়া সকলের মঙ্গল করিতে পারেন, যিনি সাধারণের জন্য আপনার জীবন দান করিতেও প্রবৃত্ত থাকেন। এ প্রকার ধর্ম্ম-প্রচারক আপনার ধন মান প্রভুত্ব সাধনের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। বঙ্গদেশে অসুরদের যে প্রকার উৎপাত, তাহাতে সকলেই মুমূর্ষ হইয়াছে। তোমরা যে কয়েক জন এই ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছ, তোমাদের ইহা অবশ্যই হৃদগত হইয়াছে, যে ধর্ম্ম ভিন্ন, ঈশ্বর ভিন্ন, আর আমারদের গতি নাই। অতএব এইক্ষণে তোমরা সকলে একত্র হইয়া স্থির কর, ঈশ্বরের জন্য ধর্ম্মের জন্য কে তোমারদের মধ্যে অসুরদের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে। যে মহাত্মা আপনার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক মাত্র এই ধর্ম্মের উন্নতি-সাধন কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তিনি এই ধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাকে সাবধান হইতে হইবে, যেন আপনার কোন ছিদ্র না থাকে, যাহাতে অসুরেরা প্রবেশ করিতে পারে। এক্ষণে অসুরেরাই প্রবল, দেবতারা মুমূর্ষু। অসুরেরাই এক্ষণে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতেছে। এইক্ষণে ব্রাহ্মদিগের কত যত্ন চাই। এখন এপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারক চাই, যিনি ধর্ম্মের জন্যে আপনার সকলই সমর্পণ করিতে পারেন এবং সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন প্রাণ, সেই রূপ তিনি বঙ্গ সমাজের প্রাণ হইতে পারেন। ইহা হইতে মহোচ্চ পদ আর কি আছে।

## নিবাধই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা।

১২ কার্ত্তিক শনিবার, ১২৬৭।

হে আমাদিগের চিরকালের ঈশ্বর! চিরকালের আশ্রয় দাতা! চিরকালের সহায়! আমাদিগের সর্ব্বস্ব ধন ও চরম সম্বল! আমরা কতিপয় সুহৃদে এইখানে প্রতিসপ্তাহে মিলিত হইয়া গত সম্বৎসর কালাবধি তোমার আরাধনা করিতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা আমাদিগের কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় দয়াময়। এ সৌভাগ্য আমরা কেবল তোমারই প্রসাদে লাভ করিয়াছি। আমরা এত দিন তোমাকে ভুলিয়া অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বৃথা কাল যাপন করিতে ছিলাম কিন্তু তুমি করুণাময় পিতার ন্যায় তোমার এই অধম সন্তানদিগকে বিষয়ের বিষময় পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া তোমার অমৃতময় পথে আনয়ন করিয়াছ, তোমার ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছ ও সস্নেহ সুমধুর বচনে নিয়ত এই কহিতেছ যে তোমাকে লাভ করাই আমাদিগের জীবনের একমাত্র সাফল্য সাধন। তোমাকে লাভ করা আমাদিগের কিছুই দুষ্কর নহে। তুমি প্রেমের ধন; আমরা যখনই অকপট প্রেমভরে তোমাকে ডাকিতেছি, তখনই তুমি আমাদিগের হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইতেছ। ধর্ম্ম সাধন করিতে কত বল, কত বীর্য্য প্রদান করিতেছ, তোমার সহবাস জনিত বিমলানন্দ সম্ভোগ করাইতেছ ও আমাদিগের মনে এই ধ্রুব সত্য প্রদীপ্ত করিতেছ যে তুমি আমাদিগের চিরকালের উপজীব্য। তোমার সহিত এখানে সম্বন্ধ

নিবদ্ধ করিতে পারিলে সে সম্বন্ধ আর কোন কালেই বিচ্যুত হইবার নহে। ইহাতে আমাদিগের মনে কি রমণীয় আশা বলবতী হইতেছে, মৃত্যুর পর পরলোকে তুমি আমাদিগকে তোমার মঙ্গলময় পথে লইয়া যাইবে ও আমাদিগের বিমলানন্দের স্রোত ক্রমশ বর্দ্ধমান করিতে থাকিবে।

হে পরম বন্ধু! তুমি আমাদিগের মন তোমার প্রতি লইয়া গিয়া আমারদিগকে যে কি অপার সুখে সুখী করিয়াছ, তাহা কি বলিব? তুমি আমারদিগকে অমৃতের পথ প্রদর্শন করিয়াছ; আমরা যদি তোমার করুণার প্রতি নির্ভর করিয়া দৃঢ় প্রযত্নাতিশয়ে তাহাতে চলিতে থাকি, তাহা হইলেই আমরা জীবন সার্থক করিতে পারি। কিন্তু হায়! তোমার সহিত স্বর্গীয় সহবাস সুখ, যাহা কখন কখন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক আমাদের চিদাকাশে প্রতিভাত হয়, তাহা নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোক তুল্য বিরাজমান থাকিয়া তাহার মোহান্ধকার নষ্ট করিতেছে না। যদিও তুমি তোমার সহিত সহবাস সুখ এমন সুলভ করিয়া দিয়াছ যে আমরা হস্ত প্রসারণ করিলেই তাহা পাইতে পারি, কিন্তু আমরা মোহ-বশত এমনি বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছি, যে আমরা তাহাতে অবহেলা করিয়া বিষয়ের পশ্চাৎ নিয়ত ধাবমান হইতেছি। আমরা শরীর রক্ষণ, ধনোপার্জ্জন, আমোদ প্রমোদে এমনি মুগ্ধ হইয়া থাকি, যে সেই সকল কার্য্যকেই জীবনের সার মনে করি ও তোমাকে লাভ করা যে আমাদের মহান্ প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা ভুলিয়া যাই। আমরা ন্যায় পথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করি, জ্ঞানালোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করি, স্বীয় পরিবারগণকে প্রতিপালন করি, এ সমুদায়ই তোমার অনুমোদিত কর্ম্ম। যদি আমরা সেই সকল তোমার প্রিয়কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করি ও তাহাতে এই মাত্র লক্ষ্য রাখি, যে কিসে তোমার মঙ্গলময় অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়? তাহা হইলে আমরা কেবল তোমারই কার্য্য করিতে থাকি, তোমার সহিত সম্বন্ধ ক্রমে গাঢ়তর হইতে থাকে; কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা সেই সকল কর্ম্ম আমারদিগের আপনার কর্ম্ম বলিয়া বোধ করি, আমরা বিষয়ের জন্যই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই ও তজ্জনিত হর্ষশোকে বিমুগ্ধ হইয়া থাকি। হে প্রেমময়! কত দিনে আমারদিগের এ ভ্রম দূরীকৃত হইবে? কত দিনে আমরা তোমাকে পরম সুহৃদ্, পরম শরণ, পরম আশ্রয় জানিয়া পবিত্র হৃদয় হইয়া তোমাকে প্রীতি ও ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিতে পারিব? কত দিনে বিষয় জনিত হর্ষশোক হইতে বিমুক্ত হইয়া তোমার সহিত সহবাস লাভে বিমল সান্দ্রানন্দ উপভোগ করিতে পারিব?

হে পরমাত্মন্! আমারদিগের নিজের কি ধর্ম্মবল আছে যে আমরা তাহার দ্বারা তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারি? তুমি কৃপা করিয়া তোমার প্রসন্ন বদন আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহ বর্দ্ধিত কর ও তোমার সহবাসের উপযুক্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

---

# বিজ্ঞাপন

আগামী মাঘ মাস হইতে ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই অবধি বিয়ারিং পত্রিকা ডাকে চলিবেনা; অতএব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন, যাঁহারা বিয়ারিং পত্রিকা লইয়া তথায় ডাকের বেতন দিয়া থাকেন, তাঁহারা টিকিট ক্রয় করিয়া আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। নতুবা পত্রিকা পাঠাইবার আর উপায় হইবেক না।

আগামী ২৫ অগ্রহায়ণ রবিবার অবধি ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ চলিতে আরম্ভ হইবে। শিশুদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিখাইবার জন্য এবৎসর একটি শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্প আছে।

---

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কৃত শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় বার মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম খণ্ড এই সমাজে দান করিয়াছেন।

## কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে লোকের অধিক সমারোহ হওয়াতে, অনেক ব্রাহ্মেরা উপাসনার জন্য আসন প্রাপ্ত হয়েন না; অতএব ব্রাহ্মদিগের জন্য কতক গুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্মেরা নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা আমার নিকট আবেদন করিলে তাঁহারদের জন্য আগামি পৌষমাস অবধি আসন নির্দ্দিষ্ট হইবেক। তাঁহারদের নিকট যে নিদর্শন পত্র প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা সমাজ রক্ষককে দেখাইলেই তাঁহারদের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসন পাইতে পারিবেন। আসন নির্দ্দিষ্ট হইবার যে নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; তদনুসারে কার্য্য হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য্য

### নিয়ম।

১ নিয়ম—যে ব্রাহ্ম প্রতিব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিবার অভিলাষ করেন, তিনি উপাচার্য্যকে জানাইলে তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং তিনি তাহার নিদর্শন-পত্র প্রাপ্ত হইবেন।

২ নিয়ম—যে ব্রাহ্মের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, তিনি যদি নিয়মিত রূপে আগমন না করেন; তাহা হইলে তাঁহার আসন আর নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক না এবং উপাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিদর্শন পত্র প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক।

৩ নিয়ম—যাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে, যদি তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকা হেতু বা অন্য কোন কারণ বশতঃ সমাজে আসিতে না পারেন; তবে উপাচার্য্যকে পূর্ব্বে তাহার সংবাদ করিবেন।

৪ নিয়ম—উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে ব্রাহ্মেরা আসিয়া উপবেসন করিবেন, উপাসনা আরম্ভ হইবার পরে তাঁহাদের অপেক্ষায় আসন শূন্য রাখা যাইবে না।

৫ নিয়ম—আগামি পৌষমাস অবধি এই নিয়ম প্রচলিত হইবেক।

---

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র

---

## কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের আশ্বিন মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

### ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. .... ১০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. .... ১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় .. ১০
" হরনাথ ঠাকুর .... .. ৪
" কার্ত্তিকচরণ মল্লিক .... .. ২
" সুবলদাস সেন .. .. .... ২

৩৮

### মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ .... ... ০
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় .. . ৪
" সাগরলাল দত্ত .. .. .. ৪
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ...... ৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল .. . .... ১
" কাশীনাথ দত্ত.. .. .. .. . ২
" বৈকুণ্ঠনাথসেন .. .. .... ১

১৫

### শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন সেন .. ...... ২
" কাশীনাথ দে .... .... ১
" প্রসন্নকুমার ঘোষ .. .... ১
" শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ...... ১

৫

### এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বিশ্বাস .... .... ১
" বলহাটী ব্রাহ্মসমাজ .... ১
" গঙ্গাধর কয়াল .. . .. ৸৶০

২৸৶০
দানাধারে দান প্রাপ্ত .... .... ১৫।৶৫

৮৬।৴৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১২ অগ্রহায়ণ সোমবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।
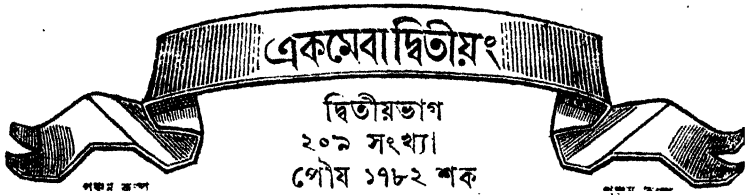
ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং। সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

## ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে আমারদের চির কালের পিতা মাতা! তুমি পিতা হইতেও অধিক যত্নে, মাতা হইতেও অধিক স্নেহে, আমারদিগকে লালন পালন করিতেছ; আমারদের কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয় গ্রহণ কর। আমাদের নিদ্রার অসহায় অবস্থাতে তুমি জাগ্রত ছিলে, জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছ। অদ্য আমরা দিবসের আলোক পাইয়া,নূতন বল নূতন স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া,তোমাকে কায়মনে প্রণিপাত করিতেছি। আমাদের প্রতি তোমার অজস্র দান; কিন্তু আমরা তাহার কোন রূপেই যোগ্য নহি। হে পরমাত্মন্! আমরা কি প্রকার বাক্যে, কি প্রকার মনে, তোমাকে ধন্যবাদ দিব। তোমার করুণা প্রতি দিনে নূতন, প্রতি সন্ধ্যায় নূতন। আমরা যেন কখন তাহা ভুলিয়া না যাই।

হে পরমাত্মন্! এক্ষণে আমাদের সকলই তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আমাদের দেহ মনের সকল শক্তি তোমারই— সে সকলকে তোমার কার্য্যে নিয়োগ কর। আমারদের সকল ভাবকে পবিত্র কর। তোমার সত্য, তোমার ধর্ম্ম, যেন আমারদের জীবনের অন্ন-পান হয়। আমরা যেন তোমার প্রীতি, হৃদয়ে রাখিয়া সকলকেই প্রীতি করি; যেন অন্যের দোষ প্রশস্ত মনে মার্জ্জনা করি। আমরা যেন সকল কার্য্যে সত্যবাক্ হই, সকল ব্যবহারে সরল হই, সকল কথাতে অকপট হই এবং সকলের সঙ্গে প্রেম ও সদ্ভাবে দিন যাপন করি।

আমারদের মনে তোমার মঙ্গলের প্রভা উদ্দীপন কর। তুমি আমারদিগকে এই প্রকার সাধু ভাব দেও, যাহাতে তাপিতের সঙ্গে সম-দুঃখী হই; অনাথকে আশ্রয় দিই; বিপন্নকে উদ্ধার করি; শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করি এবং সকল মনুষ্যের মধ্যে মঙ্গল-ভাব প্রচার করি। হে পরম গুরু! তোমার শিক্ষা যেন আমরা সকল সময়ে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি। অতি দুর্ব্বল যে আমরা, আমারদিগকে পাপ পরিহার করিবার বল দেও এবং যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল, যাহা পবিত্র, তাহাই অনুসরণ করিবার স্পৃহা দেও। আমরা যেন এই সংসারের অস্থায়ী ধন সম্পত্তির উপরে সকল আশা স্থাপন না করি কিন্তু তোমাকেই আমারদের অক্ষয় ধন রূপে সঞ্চিত করিয়া রাখি।

হে পরমেশ্বর! অদ্যকার দিন তোমার করুণাই ব্যক্ত করিতেছে, দিন রাত্রিই তোমার করুণা প্রচার করিতেছে। প্রতি দিনই আমারদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে তুমি আমারদের নিকটেই আছ; তুমি আমারদের মধ্যে বাস করিতেছ; আমারদের

মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, অহরহ প্রেরণ করিতেছে। সুখেতে,দুঃখেতে, মৃত্যুতে,সকল সময়েই আমারদের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

৩২ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

### তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর তিনি আমারদের হইতে দূরে থাকুন, আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকি,একি কখন প্রার্থনীয় হইতে পারে? তিনি সকলের প্রাণ স্বরূপ; তিনি জ্ঞানদাতা, পরম সুহৃৎ; তাঁহার করুণা আমরা অজস্র ভোগ করিতেছি; তাঁহা হইতে দূরে থাকি, তিনি আমারদের হইতে দূরে থাকুন; এ প্রকার অভিলাষ কি কাহারও কখন হইতে পারে? প্রকৃত মনুষ্যের কি কখন এমন প্রার্থনা উদয় হইতে পারে? যদিও তিনি পাপে কলঙ্কিত হয়েন; অপবিত্র বিষয়ে মগ্ন থাকেন; তথাপি তাঁহার আত্মা কি এ প্রকার অসাড় হইতে পারে, যে তিনি ইচ্ছা করেন, ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি,ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন। মনুষ্যের কি এমন দুরবস্থা হইতে পারে যে তাঁহার আত্মা হইতে ঈশ্বর-স্পৃহা একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতেছে—তাঁহার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ভাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইতেছে, সে যদিও এক এক বার মনে করিতে চাহে, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি,ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন; কিন্তু তাহার আত্মা হইতে কি কখন কখন এ প্রকার গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হয় না "তুমি কোথায় পলায়ন করিবে; আর কাহা হইতে নিস্তার পাইবে? তাঁহার আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া আর কাহার আশ্রয়ে যাইবে?" তুমি পাপেতে ভীত হইয়াছ, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা কর; ঈশ্বরের নিকটেই ক্রন্দন কর; তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তোমার কি হইবে? পাপময় আত্মাও তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না। গিরি গুহা, কানন সমুদ্র, যেখানেই যাউক, পাপী তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে পারে না; তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে অন্তরের ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অতএব পাপ করিয়া তাঁহা হইতে দূরে যাইও না; ব্যাকুল অন্তরে, গ্লানি-যুক্ত মনে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর; বল "আমি আপনাকে জঘন্য করিয়াছি; তুমি আমাকে গ্রহণ কর: আমার হৃদয় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, তুমি জ্যোতির জ্যোতি, তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। তুমি সহস্র দণ্ড দেও, তাহা আমি বহন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমাকে কুটিল পাপ হইতে মুক্ত কর এবং তোমার প্রসন্ন মুখ আমার নিকট প্রকাশ কর।" এই প্রকার গ্লানি-যুক্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেই তাঁহার করুণা-বারি অবশ্যই পতিত হইবে, তিনি তোমার দগ্ধ আত্মাকে অবশ্যই শীতল করিবেন। যাহারা পাপ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হয়; এই মনে করে যে ঈশ্বর না থাকিলে পরকাল না থাকিলেই ভাল এবং তদনুরূপ মিথ্যা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখে; সেই আত্মঘাতিরা এই ইচ্ছা করে যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি। তমেতে মোহেতে মুগ্ধ হইয়া তাহারা মনে কত কুটিল সংশয়কে স্থান দেয়। তাহাদের কি দুর্দ্দশা! তাহারা কি কৃপা-পাত্র! ঈশ্বর নাই, তাহারদের আত্মা ইহা কোন ক্রমেই বলিতে চায় না; তথাপি তাহারা অন্ধ থাকিবে। তাহারা দেখিতেছে, পুণ্য-পাপ-দর্শী ঈশ্বর জাগ্রত আছেন, তাহা দেখিয়াও দেখিবে না। তাঁহাদের অন্তরে ভয়ও হইতেছে কিন্তু তাহারা পাপের শাস্তাকে ভয় করিয়াও করিবে না। পরম পিতা তাহারদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তাহারা সে আহ্বানের প্রতি বধির। তোমরা কি

তাঁহার শান্তি-ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছ? কখনই হইও না। তাঁহার সকল শাস্তিই ঔষধ। এখন হইতেই তাঁহার শরণাপন্ন হও; সকল গ্লানি হইতে মুক্ত হইবে, সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তোমাদের আত্মা পুনর্ব্বার পুণ্য-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে; ঈশ্বরের বাক্যে মন আকৃষ্ট হইবে; সেই পবিত্র স্বরূপের সহবাসের যোগ্য হইবে। যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে; সেই একটী দিন, যখন ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, তখন তোমাদের মনে কি হইবে? কেহ মনে করিবেন, "এক সময় আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিয়া কুটিল পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম; তখন আমার উদ্ধারের আর আশা ছিল না; তখন ঈশ্বরই কৃপা করিলেন, তাঁহার প্রসাদেই আমি আবার তাঁহার প্রতি গমন করিয়াছি, এ প্রকার না হইলে আমার কি হইত?" কেহ মনে করিবেন, "এখন আমার কি হইবে? এ শোক ও যন্ত্রণা-ভার আর কোন রূপে বহন করা যায় না। আমি কোথায় যাইতেছি, আমার গতি কি হইবে? হা! আমি আমার জীবনের প্রতি কিছুই দৃষ্টি করি নাই—কত সময় সৎপথে গেলেও যাইতে পারিতাম, তাহা আমি তুচ্ছ করিয়াছি, ঈশ্বর কত সময় আমাকে সতর্ক করিয়াছেন, তাঁহার কথাও আমি শ্রবণ করি নাই। এখন আমার কি হইবে?" এই মৃত্যুকাল যে বহুদূর, এ প্রকার মনে করিও না, কিছুই স্থির নাই। এ প্রকার মনে করিও না, এখন ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করি, বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম সাধন করিব; তখন ঈশ্বরের প্রতি মন দিব। অদ্যই যাহা করিতে পার, পরদিন তাহা করিতে যাইও না। অসুরেরা সময়েতেই বল পায়; আজি যদি কোন প্রলোভন অতিক্রম করিতে পার, কোন কুটিল ইচ্ছাকে জয় করিতে পার, তবে এমন মনে করিও না যে আজি ইহা চরিতার্থ করি, পরে আর করিব না। এই ইচ্ছা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে এখনো মোহ যায় নাই, মন হইতে এখনো কুটিল ভাব দূর হয় নাই। অপবিত্রতার উপরে যাহার কিছু মাত্র ঘৃণা আছে, সে কি তাহা হইতে বিমুক্ত না হইয়া তিষ্ঠিতে পারে? সে কি এক ঘণ্টা কাল অপবিত্রতার মধ্যে থাকিয়া সুস্থ থাকিতে পারে? অতএব যিনি পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, যিনি পরাজিত ধর্ম্মকে পুনর্ব্বার জয়ী করিতে চাহেন; তিনি এখনি তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হউন। অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে অশ্রুপাত করুন—তাহা হইলেই তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা যাইবে, পাপের আকর্ষণ থাকিবে না, শোকের তীব্রতা থাকিবে না। তখন তিনি আর এমন মনে করিবেন না যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন। তখন তাঁহার গাঢ় অনুতাপ হইবে যে এক সময় তাঁহা হইতে দূরে ছিলাম; তাঁহার সঙ্গে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা রক্ষা করি নাই—তৎকালে আমার জীবন কি শূন্য কি অপবিত্র ছিল। এইক্ষণে ঈশ্বর-প্রসাদাৎ তাঁহার দর্শন পাইতেছি, তিনি কৃপা করিয়া আমার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি তখন পরীক্ষাতে জানিলেন যে তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না। তিনি দেখিলেন যে এক সময়ে যখন আমি ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত ছিলাম, তখন আমার কি ব্যাকুলতার অবস্থাই ছিল; এক্ষণে তাঁহার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে সকলই জ্যোৎস্নাময়, সকলই সুধাময়! তিনি এই দুই অবস্থার মধ্যে কেমন প্রভেদ দেখিতে পান। এক সময়ে তিনি তাঁহা হইতে দূরে থাকিয়া কোন সুখেতে সুখী ছিলেন না; আর এক সময় তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিয়া কোন বিপদেই বিপন্ন হয়েন না। যদিও শত শত বাহিরের শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করে, তাঁহার আত্মার শান্তি কেহই হরণ করিতে পারে না; কেন না তিনি আত্মার আরাম-স্থল ঈশ্বরকে পাইয়াছেন। তাঁহার নিকটে শোকের তীব্রতা নাই, মৃত্যুর ভয় নাই—পাপের গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; "তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয় গ্রন্থি-সকল

হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।" যিনি এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদেরই নিত্য সুখ, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" "যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য এবং তাবৎ সচেতনের এক মাত্র চেতন কর্ত্তা, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন; তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" এখানে বলা হইতেছে, যাহারা তাঁহাকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দেখেন; এই আলোক কিরণে যে তাঁহার জাজ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়াছে, এও এক ভাবে দূর। আত্মাতে দেখাই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেয়। এই সমাজ-মন্দিরে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতেছি; কিন্তু ইহা হইতেও তিনি আমাদের নিকটে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের আত্মার অন্তরে রহিয়াছেন। তিনি আমাদের শরীর মন্দিরের পরম দেবতা। বাহিরে যে তাঁহার প্রকাশ দেখা, সেও তাঁহাকে দূরে দেখা। যখন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখি, তখনই নিকটে দেখি। তিনি শরীর মন্দিরের দেবতা। তিনি আমাদের নিজস্ব ধন। বায়ু বৃষ্টি, অগ্নি সূর্য্য, যেমন সাধারণের উপকারের জন্য, তিনি কেবল সেই রূপ সাধারণেরই ধন নহেন; তিনি প্রত্যেকের নিজস্ব ধন। তাঁহার সঙ্গে প্রতি আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি প্রতি শরীরের পুর-স্বামী; তিনি প্রতি জনের গৃহ-দেবতা। আমরা যেমন বলি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার স্বসা, এই সকলকে আমার বলিয়া বলি; ঈশ্বরও সেইরূপ আমার ঈশ্বর, তিনি আমার হৃদয়েশ্বর। "য উদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" যিনি আপনা হইতে তাঁহাকে অল্পও দূরে দেখেন, তাঁহারও ভয় হয়; যখন আপনার আত্মাতে তাঁহার অবির্ভাব দেখি, তখনই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া নিঃশঙ্ক হই। কি আশ্চর্য্য! অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছি। যখন চক্ষু উন্মীলন করিতেছি, তখন চতুর্দ্দিকেই তাঁহাকে দেখিতেছি, যখন চক্ষু নিমীলন করি, তখন অন্তরেই তাঁহার স্বপ্রকাশ-মূর্ত্তি বিরাজমান দেখি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের এক বিশেষ গৌরব এই যে তিনি ঈশ্বরকে অতি নিকটের বস্তু বলিয়া দেখিতে আমারদিগকে উপদেশ দেন। অন্য ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রকাশ বাহিরে দেখিয়াই নিরস্ত থাকে; কোন ধর্ম্মে এই আশা মাত্র পাওয়া যায় যে এখন ঈশ্বর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, ভবিষ্যতে আমারদের নিকটে প্রকাশিত হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, এখন ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রকাশমান দেখ, ভবিষ্যতে তাঁহাকে আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর, প্রতি আত্মাতে যে প্রকারে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন, কোন বাহ্য বস্তুতে বা কোন গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার প্রকাশ সে প্রকার কখনই থাকিতে পারে না। তাঁহার সঙ্গে আমারদের এ প্রকার নিকট সম্বন্ধ যে আমরা তাঁহাকে পিতা বলি, আমরা তাঁহাকে মাতা বলি, আমরা তাঁহাকে অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হই। তিনি যে হঠাৎ আত্মাতে কি প্রকারে কখন কখন অতি জাজ্বল্য রূপে প্রকাশিত হয়েন, এই নিগূঢ় ব্যাপারে প্রবেশ করা যায় না; কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে, সে ভিন্ন আর সকলেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে এবং সেই পাষাণ হৃদয়েরও মানিতে হইবে যে কোন না কোন সময়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ পাইয়াছে।

মনুষ্যের কি এমন জঘন্য অবস্থা হইতে পারে যে চিরকালের জন্য ঈশ্বর হইতে

বিচ্যুত থাকেন? এমন হইতে পারে না। কারণ জঘন্য অবস্থা কিসে কয়? ঈশ্বর যাহার হৃদয়-মন্দিরে কখনই আসেন না, কখনই আপনার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করান না; তাহাকে আমরা জঘন্য বলিতে পারি না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিয়াও অন্ধ থাকে, যে ব্যক্তি তাঁহার গম্ভীর বাক্য শুনিয়াও তাহা অবহেলা করে; তাহাকেই জঘন্য বলি।

ঈশ্বরের জ্যোতি সকল হৃদয়েই প্রকাশিত হইতেছে। আমরা যদিও তাঁহাকে না দেখি, না চাহি, তথাপি তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি শিশু হইয়া পরে মনুষ্য হইয়াছে, সে তাহার জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ অবশ্যই অনুভব করিয়াছে। আমরা তাঁহাকে আপনার বলিয়াই আলিঙ্গন করি, আর অপরিচিতের মতই দেখি; তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তাঁহার স্নিগ্ধ প্রীতি-দৃষ্টি যে নাও অনুভব করে, তাঁহার মহৎ গম্ভীর আদেশ-সকল অনেক সময় তাহার কুটিল গতিকে অবশ্যই বাধা-দেয় এবং উন্নত বিষয়ে নিয়োগ করে। ঈশ্বর জানিতে দেন যে তাঁহার আদেশ পালন করাই শ্রেয় এবং কল্যাণকর। যিনি এমন গম্ভীর আদেশও অবহেলা করিয়া পাপে পতিত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ দেখিতে পান যে তাঁহার জয় বাস্তবিক তাঁহার পরাজয়ের কারণ; কেননা তখন তিনি তাঁহার হৃদয় হইতে তাঁহার পরম বন্ধুকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

আমারদের প্রতি জনের পরীক্ষা কি ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখাইয়া দিতেছে না? কত সময় কেমন আশ্চর্য্য-রূপে আমারদের মনের ভাব, আমারদের চিন্তা-স্রোত পরিবর্ত্ত হইয়া মঙ্গলের দিকেই নিয়োজিত হয়। বাহিরের কত ঘটনা, কত অবস্থা, কত পরিবর্ত্তন, আমারদের এমন ভাব-সকল উদ্দীপন করে, যাহাতে আমারদের জীবন পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উঠে। যদি কখন কোন প্রলোভন আমারদিগকে কোন নীচ কিম্বা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে—মিথ্যা বা প্রতারণা বাক্যে কুমন্ত্রণা দেয়—মলিন বা স্বার্থপর চিন্তার উদ্দীপন করে; তখন কি অন্তর হইতে আর এক গম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হয় না, যাহাতে সত্য, মঙ্গল, নিঃস্বার্থ ভাব, পবিত্রতা; এই সকল স্মরণ হয়? এই প্রকার যখন আমরা শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে আন্দোলিত হই, তখন মঙ্গলের চারিদিকে কতই উৎসাহ—কত আনন্দের প্রবাহ দেখিতে পাই। তখন বুঝিতে পারি যে ঈশ্বর আপনার প্রতি আমাকে আকর্ষণ করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে আমরা চিরজীবনই তাঁহাতে প্রীতির সহিত অনুরক্ত থাকি; তিনি আমারদিগকে ভয় দেখান, বা উৎসাহ দেন, দুঃখে ফেলেন, বা সুখ বিধান করেন, সকলই ইহারই জন্য যে তাঁহার সৎপথ আমরা অবলম্বন করিয়া থাকি।

ইহা আমারদের কেমন অধিকার—ইহাতে আমারদের কত উৎসাহ যে ঈশ্বর আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। দুর্ব্বল ক্ষুদ্র জীব যে আমরা, আমারদের ইহাতে কি প্রকার আশা ভরশা, বল বীর্য্য, উদয় হয়। ঈশ্বরের নিকটে যাইতে আর আমারদের কি ভয় থাকে?

যিনি নিয়তই আমাকে তাঁহার প্রেম দান করিতেছেন এবং তাঁহার অজস্র সাহায্যে আবৃত করিতেছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া বিশ্বাস ও নির্ভর ও প্রীতি আর কাহার প্রতি যাইতে পারে? পুত্র যদি তাঁহার পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করে—অনেক অসৎ সঙ্গে পতিত হয় ও প্রতিক্ষণে পিতার উপদেশ-সকল উল্লঙ্ঘন করে; আর যদি সেই অবাধ্য পুত্র তাহার প্রতি পদ বিক্ষেপে সেই পিতার প্রীতির চিহ্ন পায়; কোন স্থানে তাঁহার এক স্নেহ-পূর্ণ পত্র, কোন স্থানে তাঁহার প্রেরিত কোন বন্ধু, কোন স্থানে তাঁহার আর কোন অভিজ্ঞান; এই সকল পাইয়া কি তাহার মন আর্দ্র হয় না? এই প্রকার পিতার নিঃস্বার্থ প্রেম ও অনিবার্য্য যত্ন দেখিয়া সে কি বশীভূত হইবে না এবং পুনরায় তাহার পিতার পদতলে আসিয়া অবনত হইবে না।

ঈশ্বর এই প্রকার তোমার জীবনের সমুদয় পথে তাঁহার করুণার চিহ্ন-সকল বিস্তার করিয়া তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিতেছেন। তিনি তোমাকে আসিতে বাধ্য করেন না; যেহেতু তোমার ধর্ম্ম-প্রকৃতি সে প্রকার বাধ্যতার অধীন নহে। তিনি তোমাকে তবে শ্রেয়ের পথে কি প্রকারে প্রবৃত্ত করেন? মন্দ প্রেয়ের দিকে কত সংশয়, কত বিপত্তি, কত ভয় বিস্তার করেন; আর মঙ্গলময় শ্রেয়ের দিকে কত গভীর আনন্দ, কত পবিত্র চিন্তা, কত বিমল প্রসাদ, বিকীর্ণ করেন। এই প্রকারে তিনি প্রথমে তোমার চিত্তকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন ও পরে তোমার হস্ত ধারণ করিয়া আপনার অমৃত পথে লইয়া যান।

আমাদের প্রতি তাঁহার যে কেবল কৃপা দৃষ্টি মাত্র আছে, এমন নহে। তিনি স্বয়ং আপনি আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তিনি কেবল আমাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন। তিনি কেবল আমাদের সঙ্গী নহেন কিন্তু আশ্রয় দাতা। তিনি আমাদের ধর্ম্ম-চেষ্টাতে তাঁহার অমোঘ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। হে সাধু যুবা! তোমাদের মধ্যে যে কেহ কুটিল পাপ-পথ পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ এবং পুণ্য পদবীতে আরোহণ করিবার যত্ন পাইতেছ, তোমার কি কেহ উৎসাহ-দাতা নাই? ইহা সত্য যে তুমি আপনার দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা অনুভব করিতেছ; কত উচ্চ পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত বল আপনাতে কিছুই দেখিতেছ না; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি মনে করিতে পার যে ঈশ্বরই তোমার সহায়। তিনি আপনার বলি তোমাকে দিয়া প্রস্তুত করাইবার জন্য আপনি সহায়তা করিতেছেন। তোমার যে সকল বিষয়, যে সকল চির-পোষিত প্রবৃত্তি, তাঁহার জন্য বলিদান দিতে হইবে, তাহাতে তিনি কি উৎসাহ ও সাহস দিতেছেন না? তিনি কি তাঁহার দক্ষিণ মুখ প্রকাশ করিতেছেন না, যাহাতে ভগ্ন হৃদয় না হও? কেবল আমারদের আপনার উপর নির্ভর থাকিলে সকলই যন্ত্রণা এবং সকলই নিরাশা; কিন্তু সেই অভয়দাতার প্রতি নির্ভর গেলে সকলই কল্যাণতর উৎসাহ, বীর্য্য, ও জয় এবং আনন্দ প্রদান করিতে থাকে।

তাঁহার উৎসাহ-বাক্যে আমাদের সকল সংশয় দূর হয় এবং আমাদের ভগ্নোদ্যম আবার নবীকৃত হয়। তাহাতে আমাদের যত্ন ও চেষ্টা ও সতর্কতা আরো কত অধিক হয়। তখন আমাদের এমন কোন ভাব, কোন বিশ্বাস, কোন প্রতিজ্ঞা, কোন পরিশ্রম, কোন কার্য্য; যাহাতে আত্মা পবিত্র হয়, যাহাতে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন হয়; তাহা অবহেলা করি না কিন্তু প্রাণ-পণে রক্ষা ও সাধন করি। আমারদের যে সকল ধর্ম্ম-চেষ্টা একাকী অসহায় হইয়া করিলে নিষ্ফল হইয়া যায়, তাঁহার সহায়বান্ হইয়া করিলে তাহাতে নূতন বলাধান হয়। আপনার উপর নির্ভর করিয়া যেখানে ভয় এবং অস্থিরতা—ঈশ্বরের উপর নির্ভর গেলে সেখানে সাহস এবং দৃঢ়তা। যেখানে আপনার চেষ্টা নাই, সেখানে ঈশ্বরের প্রসাদ নাই—যেখানে ঈশ্বরের প্রসাদ নাই, সেখানে আপনার চেষ্টাতে কিছুই সিদ্ধ হয় না। আত্ম প্রভাবের উপর যতদূর নির্ভর, ততদূর যেন আমরা সভয় ও সাবধান থাকি—ঈশ্বরের উপর যত দূর নির্ভর, তাহাতে যেন অপরাজিত সাহস ও ভরশা পাই। যেখানে আমরা অধিক দুর্ব্বল, সেখানেই অধিক সবল। যখন আপনার প্রতি সকল ভরশা না থাকিয়া ঈশ্বরের প্রতি সকল নির্ভর যায়, তখনই আমরা কঠোর ধর্ম্ম-কার্য্য-সকল অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি।

যিনি আমারদিগকে হস্তধারণ করিয়া আপনার অমৃত পথে লইয়া যাইতেছেন—আমারদের প্রতি যাঁহার যত্নের কখন বিরাম নাই; সেই ঈশ্বরের প্রতি আমরা কত ঋণে বদ্ধ রহিয়াছি—সে ঋণ এমন সহস্র জীবনও পরিশোধ করিতে পারে না। আমরা মনের সহিত তাঁহাকে কি প্রণিপাত করিব না এবং যে অমৃত পথ তিনি আমারদিগকে

প্রতি ক্ষণে দেখাইতেছেন, তাঁহার অবলম্বন করিতে কি যত্নবান্ হইব না।

## ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগ ভৈরব— চৌতাল।

তোমারি এ রাজ্য ধন-ধান্য-পূর্ণ শোভাময়; তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।

সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি; সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-সাজে সজ্জিত কেমন।

প্রফুল্লিত কানন, গিরি, নদী, সাগর, অযুত অগণ্য লোক, সকলি তোমারই।

ধন্য পরম কারণ, ধন্য জগত পতি, ধরাধিপ আবরত প্রাণ, ধন, জীবন; সুখ অতুলন। ১।

---

ললিত রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

কোথা দিব মাতা তোমার স্নেহের উপমা, হে অখিল মাতা।

না হয় বিশ্রাম আতপ কোলাহলে; তুমি তাই নিবাইলে রবি, থামাইলে বিহঙ্গ কুলে। ২।

---

কুকব রাগিণী—তাল তেওট।

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও, শরণ লয়ে রহিও।

যাঁহার কৃপায় তুমি খুলিয়ে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও। ৩।

---

কুকব রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

কেন ভোল ভোল চির-সুহৃদে, ভুলনা চির-সুহৃদে।

ধন প্রাণ মান সকলি যাঁ হতে, এমন সুহৃদে কেন ভোলো।

থেকনা থেকনা তাঁ হতে অন্তর; তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল।

চির-জীবন-সখা চির-সহায়ে, করুণা-নিলয়ে, কেন ভোলো। ৪।

---

টোড়ী রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

গেল বিভাবরী, আইল শুভ্র-বসনা উষা; মগন হও রে অমৃত সাগরে।

চির দিন তাঁরে রাখ হৃদয়ে; কেহ তাঁর সমান, চখে দেখে নাই, শুনে নাই শ্রবণে। ৫।

---

টোড়ী রাগিণী— চৌতাল।

তুমি তো জীবনের আধার, ডাকি তোমায়, সংসার মোহ কোলাহলে দেও নিস্তার।

রয়েছো সকল ভুবন করি আলো, নিরঞ্জন সনাতন, যত আর সকলি অসার। ৬।

---

টোড়ী রাগিণী—তাল তেওট।

যদি অমৃতে না দেখিলে এ আলোকে, কি আর ভবে কি দেখিলে।

নাহি কেহ নাহি, তাঁর সমান, প্রেম সৌন্দর্য্য মঙ্গলে। ৭।

---

দেবগিরি রাগিণী—তাল একতালা।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে। হৃদয়-কমল বিকাশে যাঁর নামে।

গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত মন্দিরে বিরাজেন সপ্রকাশ।

দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে উজ্জ্বল সুন্দর অনুপম। ৮।

---

শঙ্করা রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

আজি আমাদের মহোৎসব। আজ আনন্দের সীমা কি।

সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে। আজ আনন্দের সীমা কি। ৯।

---

* রাগ মেঘ—ঝাঁপতাল।

বিপদ-রাশি দুখ দারিদ্র কি করে। যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে।

কি ভয় লোক-ভয়ে; বিশ্বপতি মহেশ রাজ-রাজের প্রসাদ-বারি-গুণে, বিপদ-সাগর অনায়াসে তরে।

নিয়ত বহে আনন্দ-পবন, তাহে পাই নব জীবন, নিমিষে সকল পাপ-তাপ হরে;

হৃদয় আকাশে, জ্যোৎস্না প্রকাশে, যখন দেখি সেই করুণাকরে। ১০।

রাগ গৌড় মল্লার—চৌতাল।

তাঁরে কেমনে ভোলো; অন্ধকার এ সংসার তিনি বিনা।

কি হবে, কি হবে, এ প্রাণে, যদি সত্যে না জানিলে; শূন্য সে জীবন, বিষাদেরই আলয়।

কেমনে তাঁরে ছাড়িবে; এখানে নাহি কি পাপ তাপ, আছ যে সুখেতে শয়ান।

না দেখিলে যদি তাঁর প্রীতি-নয়ন, কোথা গিয়ে হইবে শীতল। ১১।

---

রাগ গৌড় মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

হা—যাবে কোথা আর পিতা হতে; আপন গৃহ ছেড়ে সুখ শান্তি পাইবে কোথা।

সকলি সুধাময় যখন তাঁর সাথে; ভয় তাপ কি থাকে, সে অমৃত-নিকেতনে পাইলে—সংসার-যাতনা সব ভুলিয়ে যাই।১২।

---

রাগ গৌড় মল্লার—চৌতাল।

গাও তাঁরে,গাও সদা তরুণ ভানু, যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ; জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা,সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী, মহেশের মহৎযশ ঘোষো, বারিদ, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল-কুসুম-বনরাজি, অগ্নি,তুষার, কেহই থেকনা নীরব।

যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র গবে, আনন্দ রবে গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নাম; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে। ১৩।

---

পরজ রাগিণী—ঝাঁপতাল।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি, রতন মণি খচিত অম্বর কি শোভে।

তরুণ বিভাকর, তারা, বিশদ চন্দ্রমা, জগত রঞ্জিছে কনক রজত রঞ্জনে।

সুরভি পুষ্পাভরণ বিপিন, গিরি, সিন্ধু, নদ,সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে।

কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী, তোমার জগত শোভা নিরখি নয়ন ভুলে। ১৪।

দেশ রাগিণী—তাল তেওট।

থেকনা থেকনা দূরে নাথ! সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ বিকারে, চির দিন আমি তোমারি।

ধন মান চাহি না তোমা হতে; দেও এই অধিকার; নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি। ১৫।

---

ছায়ানট রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

জাননা রে কত তাঁর করুণা। যে জন দেখে না চাহে না তাঁরে, তারেও করিছেন প্রেম দান।

রসনা গাও তাঁর নাম প্রচারো; তাঁর আনন্দ-জনন, সুন্দর আনন, দেখরে নয়ন, সদা দেখরে। ১৬।

---

পূরবী রাগিণী—এক তালা।

দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও,কভু ভুলনা ভুলনারে করুণা তাঁর।

খুলে দেও হৃদয়-দ্বার; তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশো মনের আঁধার। ১৭।

---

ইমনকল্যাণ রাগিণী—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল; তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-শরণ; তুমি গুরু, পিতা, পাতা।

তুমি আদি, তুমি অন্ত; তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা।

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ; তুমি পরম, তুমি অমৃত-সেতু; তুমি অগম্য অপার। প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি-অদ্ভুত-কারণ, তুমি সকলের মূলাধার। ১৮।

---

শ্রীরাগ—চৌতাল।

ধন্য সেই সাধু, সেই জ্ঞানী; যে শুদ্ধ বুদ্ধ সত্যে ধ্যায়ে নিয়ত।

কত তাঁর আনন্দ তাঁরে পাইয়ে অন্তরে।১৯।

কামোদ রাগিণী—তাল ধিমা তেতালা।

কি ধন না মেলে যবে আনন্দময় প্রেমময়ের সঙ্গে থাকি।

মঙ্গল মুরতি দেখাও তোমার; প্রাণ আসে দেহে যখন তোমায় দেখি। ২০।

---

জয়জয়ন্তী রাগিণী—চৌতাল।

জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে। মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া। কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে। ২১।

---

বাহার রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার। তুমিহে আমার মোহ-আঁধারের আলো।

মোহময় সংসার মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা।

মুক্তি-দাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান। ২২।

---

কেদারা রাগিণী—তাল কাওয়ালি ঠেকা।

তার হে তার হে ভয়-হর ভব তারণ হে ভব-তারণ।

ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ওহে পতিত-জন-পাবন। ২৩।

---

বেহাগ রাগিণী—চৌতাল।

জনম এমন বৃথা চলে গেল। মোহে অন্ধ হইয়ে কত আর থাকিবে বল।

চারি দিনের সুখেরই কারণ ভুলিয়ে গেলে সেই প্রাণ সখারে; এখনো নাহি চেতন, এত অচেতন।

ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসার তরে ছেড়োনা অমৃতে; এ সব কোথা যাবে এক পলকে। প্রলোভন এমন কি আছে যাতে ভোলো পরম সম্পদে; কিসের অভাব থাকে সে ধন মিলিলে। ২৪।

---

বেহাগ রাগিণী—চৌতাল।

থাকিবে এমন আর কত কাল। বল কি ভুলে ভুলে রয়েছো পরম সম্পদে।

এ ধন পাইলে সকলি দেয়া যায়, যদি এ প্রাণ যায় কি তাহে; কি এমন যা অদেয় তাঁয়। ২৫।

---

বেহাগ রাগিণী—তাল রূপক।

প্রেম-মুখ দেখরে তাঁহার। শুভ্র সত্য-স্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার; সর্ব্ব সম্পৎ তাহে মেলে যখন থাকি তাঁর সাথ।

না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান; সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁর কাযে, দিয়াছেন যে প্রাণ;

ছাড়ি যাবো অনায়াসে তাঁরে করিব দান। ২৬।

---

বেহাগ রাগিণী—তাল ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে, কে জানে রে।

প্রখর-বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।

ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে।

প্রেম-দাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে। ২৭।

---

মুলতান রাগিণী—একতালা।

চাহি সদা তোমা সঙ্গে থাকি, কেমন মোহ আসি, ফিরায় সে মন।

কেমনে পাব আমি তোমায়, দেখা দেও এই ভব-তিমিরে। ২৮।

---

মুলতান্ রাগিণী—তাল তেওট।

অজস্র করুণা হতেছে বরষণ তোমার।

আনি দেও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে, নাহি নাহি অন্ত তাহার। ২৯।

---

# বিজ্ঞান

## ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা।

২০৫ সংখ্যক পত্রিকার—৮০ পৃষ্ঠার পর।

শারীরিক বিধান ( Fissue) ক্ষয় হওয়া যে রূপ ক্ষুধার আদিকারণ, সেই রূপ প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম ও মূত্রাদি দ্বারা শারীরিক জলীয়াংশ ক্ষয় হওয়া তৃষ্ণার আদি কারণ। প্রতি প্রশ্বাসে আমারদিগের ফুস ফুস হইতে জল বাষ্প রূপে নির্গত হয়, সেই বাষ্প অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমারদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, কিন্তু শীতল কাচ বা ধাতুপাত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে তদুপরি জল দেখা যায়, যেহেতু প্রশ্বাস বিনির্গত জলীয় বাষ্প শীতল প্রদেশে সংলগ্ন হইলে জলে পরিণত হয়, এজন্য শীতকালে প্রশ্বাস নির্গত হইবামাত্র জলীয় বাষ্প সকল শীতলতায় অপেক্ষাকৃত ঘন হওয়াতে সেই বাষ্প আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু শরীরের জলীয়াংশ নির্গত হইবার এই একটী মাত্র নির্গমন পথ নহে—চর্ম্মের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া নিয়তই জলীয়াংশ নির্গত হইতেছে, গ্রীষ্মকালে বা অত্যন্ত শ্রম করিলে সেই সকল ছিদ্র দিয়া অধিক জলীয়াংশ নির্গত হয়। যখন আমিরা কিছু মাত্র শ্রম না করি, ও শীতল স্থানে থাকি, তখন সেই সকল ছিদ্র দিয়া তত অধিক জলীয়াংশ নির্গত হয় না বটে, তথাপি অদৃশ্য বাষ্প রূপে যাহা নির্গত হয় তাহা নিতান্ত অল্প নহে।

যদিচ নানাবিধ কারণ বশতঃ চর্ম্ম হইতে যে জলীয়াংশ নির্গত হয় তাহার তারতম্য হইয়া থাকে বটে, তথাপি শারীর বিধানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রত্যহ চর্ম্মের ছিদ্র দিয়া বাষ্প রূপে এক সের হইতে দেড় সের শারীরিক জলীয়াংশ নির্গত হয়*। প্রতি মিনিটে প্রশ্বাস দ্বারা ফুসফুস হইতে প্রায় চারি গ্রেণ হইতে সাত গ্রেণ এবং চর্ম্ম হইতে প্রায় একাদশ গ্রেণ জল নির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব দ্বারাও শারীরিক জলীয়াংশ নির্গত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ শরীর হইতে যে জলীয়াংশ নির্গত হইতেছে, সেই ক্ষতি পরিপূরণ না হইলে শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার বিষম ব্যতিক্রম হয়, যেহেতু জল সর্ব্বাপেক্ষা শরীরের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ—শরীর নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। শরীরের ১০০ শত ভাগের ৭০ সত্তর ভাগ জল ও ৩০ ত্রিশ ভাগ অন্যান্য কঠিন পদার্থ অর্থাৎ শরীরকে তৌল করিলে যদি ১০০ সের হয় তবে তাহার ৭০ সের জল ও ৩০ সের অন্যান্য বস্তু। শরীরের এমত কোন বিধান নাই যাহাতে কিছু না কিছু জলীয়াংশ না আছে। অস্থি ও দন্ত যে এমত কঠিন পদার্থ, তাহাতেও জলীয়াংশ আছে। কোন কোন শরীর বিধানের ( বিশেষত যে শরীর বিধানের ক্রিয়া অত্যন্ত প্রবল) জলই নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। শরীরের পৃথক পৃথক বস্তুর প্রতি ১০০০ সহস্রাংশের কত অংশ জল তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

স্নায়ু পদার্থ (Nerves including Brain and spinal marrow, ) ৮০০
মাংশ পেশী (Muselcs) ৭৮৫,
যকৃৎ (Lever) ৬০
ফুসফুস ( Lung ) ৮৩০
চক্ষুমুকুর ( Crystafine Lans) ৬০০,
ক্লম ( Pancreis ) ৮৭১
দর্শন স্নায়ু জাল (Retana) ৯২৭
পিত্ত ( Rite ) ৯৫০,
রক্ত ৮৭০,
লালা (Soliva ) ৯৯০,
লসিকা ( Lymph ) ৯২৫,
পাচক রস ( Gastice juice ৯৬০
ক্লম রসে ( Panercatic juicc) ৯৪৫
জলীয়াংশ আছে।

জল দ্বারা শরীরের যে কত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহার সীমা করা যায় না, ইহা শুদ্ধ শরীর গঠনের প্রধান উপকরণ নহে, শারীরিক বিধান সকলের স্থিতি স্থাপকতা, কোমলত্ব প্রভৃতি ভৌতিক গুণ সকল জলীয়াংশ দ্বারা উৎপন্ন হয়, শারীরিক কঠিন পদার্থ সকল অকর্ম্মণ্য হইলে জলীয়াংশে পরিণত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হয়, পোষণোপযোগী কঠিন পদার্থ সকল রক্তের জলীয়াংশে পরিণত হইয়া না থাকিলে শরীরের পোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না*। সুতরাং সেই জলীয়াংশের অল্পতা হইলে অবশ্যই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার বিষম ব্যাঘাত হইবেক। অন্ন অভাবেও কয়েক সপ্তাহ জীবিত থাকা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ জল অভাবে ৩।৪ তিন চারি দিনের অধিক জীবিত থাকা যায় না। ক্ষুধার যন্ত্রণাপেক্ষা তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণা শত গুণ অধিক†। অত্যন্ত দুষ্ট হিংস্র

---

* It is calculated that there are no less than twenty-eight miles of tubing on the surface of the Human body, from which the water will escape as insensible Perspiration

* এতদ্ব্যতীত জল দ্বারা শরীর যন্ত্রের যে কত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে শরীর বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে তাহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন।

† মুরসিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার ঘন অষ্ট দশ পাদ পরিমিত একটী গৃহে Black Hole

পশু পর্য্যন্তকেও তৃষ্ণা দ্বারা শীঘ্র বশীভূত করা যায় *। পরন্তু শারীরিক জলীয়াংশ ক্ষয় হওয়া তৃষ্ণার আদিকারণ বটে, কিন্তু মুখগহ্বর তালু ও গলনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকা (Mucous membrane) শুষ্ক হওয়া তৃষ্ণার উপাদান কারণ (Proximate cause) যেহেতু কখন কখন আদিকারণ অসত্ত্বেও শুদ্ধ উপাদান কারণে তৃষ্ণানুভব হয়। যথা সুরা ও ঘন কাফি পানে তৃষ্ণা হয় কিন্তু তদ্দ্বারা শরীরের জলীয়াংশ হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং কোন কোন অবস্থায় এমত তৃষ্ণার উদয় হয় যে যত জল পান করা যাউক না কেন, কিছুতেই সেই তৃষ্ণার নিবারণ হয় না। এন্‌ডরসন্ সাহেব (Anderson) আফ্রিকা ভ্রমণের বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে "যখন আমার সমভিব্যাহারি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত লোক ও পশুগণ জল প্রাপ্ত হইল, তখন তাহারা অবিশ্রান্ত জলপান করিতে লাগিল, তথাপি কিছুতেই তৃষ্ণার নিবারণ হইল না বোধ হইল যেন জলের তৃষ্ণা নিবারণ শক্তি একেবারেই লোপ হইয়াছে।" অধিকক্ষণ তৃষ্ণার্ত্ত থাকিলে শরীর এক প্রকার জ্বরীভূত হয়, এবং প্রয়োজন পরিমাণে জলপান করিলেও সে তৃষ্ণার তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয় না।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে মুখ, তালু ও গলনলী শুষ্ক হওয়া তৃষ্ণার যে উপাদান কারণ তাহার সন্দেহ নাই।

পরন্তু তৃষ্ণার সেই উপাদান কারণ আর তাহার আদি কারণে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার সময়ে শিরা (vein) বা অন্ত্রে (intestine) পিচকারির দ্বারা জল প্রবেশ করিয়াদিলে অথবা শীতল জলে স্নান করিলে ¶ তৃষ্ণার নিবারণ হয় অথচ এক বিন্দু মাত্র জলও মুখ ও গলার ভিতর স্পর্শ হয় না। এ জন্য অর্ণব যানে পর্য্যটন কালে লোক সকল জলাভাবে তৃষ্ণায় কাতর হইলে ফ্রাঙ্কলিন (Franklin) সাহেব কহেন যে, তাহাদিগের সমুদ্র জলে স্নান করা কর্ত্তব্য তদ্দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হয়। যদিচ ইহাতে তৃষ্ণার নিবারণ হয় সত্য বটে, কিন্তু সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য না থাকিলে এই রূপ স্নানে বিষম হানি হইতে পারে, যে হেতুক স্নান দ্বারা দৈহিক উষ্ণতার অল্পতা হওয়াতে শীঘ্র প্রাণ নাশ হইবার সম্ভাবনা।

অপিচ আদিকারণ সত্ত্বে শুদ্ধ উপাদান কারণ নিবারণ হইলেও তৃষ্ণার নিবারণ হয় না। বার্ণার্ড সাহেব (Barnard) লিখিয়াছেন যে "একটি কুক্কুরের পাকস্থলিতে একটি ছিদ্র ছিল, সে নিয়ত জল পান করিত, কেন না জল পাকাশয়স্থ হইবামাত্রই নির্গত হইয়া যাইত শরীরাভ্যন্তরে আচুষিত হইত না। জলপান করিলে শুদ্ধ মুখ ও গলা আর্দ্র হওয়াতে তৃষ্ণার নিবারণ হইত না। জলপান করিতে করিতে সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত না হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই জল পানে ক্ষান্ত হইত না, অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনঃ পূর্ব্ব রূপ জলপান করিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে যখন তাহার সেই পাকাশয়ের ছিদ্র রুদ্ধ হওয়াতে পাকস্থলি হইতে জল নির্গত হওয়া ক্ষান্ত হইল, তখন শীঘ্রই তাহার সেই অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা নিবারণ হইল।

সকল জীব সমান জল পান করে না। শল্লকী (শজারু) প্রভৃতি কতকগুলিন জীব স্বভাবতই অত্যল্প জল পান করে এবং জল পান না করিয়াও বহুদিন জীবিত থাকিতে পারে। গণ্ডার মহিষ, জিব্রা (বনগর্দ্দভ) জিরেফা, প্রভৃতি কতকগুলি জীব স্বভাবত অধিক জল পান করে, এবং জল না পাইলে অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না এবং কোন কোন জীবকে জল পান করিতে কিম্বা জলের নিকট কখনই দেখা যায় না। জল সকল জীবেরি শরীর গঠনের প্রধান উপকরণ, সকল জীবেরই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ নিতান্ত প্রয়োজন কিন্তু যখন সকল জীবেরই শরীর হইতে প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম ইত্যাদি দ্বারা জলীয়াংশ নির্গত হয় এবং সেই ক্ষতি পরিপূরণ না হইলে কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না, তখন জলপান না করিয়া কিরূপে এক জীব অপর জীব অপেক্ষা অধিক দিন সুস্থ শরীরে ও অক্লেশে জীবিত থাকিতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত সহজ নহে। সকল জীবের আহার একরূপ নহে—কাহার আহারীয় দ্রব্যে অধিক, কাহার আহারীয় দ্রব্যে অল্প জলীয়াংশ আছে। যাহাদের আহারীয় দ্রব্যে অধিক জলীয়াংশ আছে তাহারা অল্প আর যাহাদের আহারীয় দ্রব্যে অল্প জলীয়াংশ আছে তাহারা অধিক জল পান করে। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এইরূপ সিদ্ধান্ত কখনও যুক্তিসংগত বলিয়া স্বীকার

---

১৪৬ জন সাহেবকে এক রাত্রি কারা রুদ্ধ করিয়া রাখেন পরদিন প্রত্যুষে সেই গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে দৃষ্ট হইল যে তন্মধ্যে কেবল ২৩ জন মাত্র জীবিত আছে. সেই কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা তৃষ্ণায় যে রূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা পাঠে পাষাণময় হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

* এসটেলী সাহেব অত্যন্ত দুষ্ট ঘোটক সকলকে তৃষ্ণা দ্বারা বশীভূত করিতেন। যখন তাহারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইত তখন প্রতি অনুমতি পালনের পুরস্কার স্বরূপ অত্যল্প জল পান করিতে দিতেন।

¶ স্নান দ্বারা লোমকূপদিয়া দেহাভ্যন্তরে জল প্রবিষ্ট হওয়াতে তৃষ্ণার নিবারণ হয়।

করা যায় না, যেহেতুক উদ্ভিজ্জ জোজীদিগের মধ্যে কেহ অধিক কেহ অল্প জল পান করে, কিন্তু সকল জীবের জলীয়াংশ ক্ষয় সমান নহে, কাহার অধিক কাহার অল্প, যাহাদিগের জলীয়াংশ ক্ষয় অধিক তাহারা অধিক জল পান করে এবং যাহাদিগের অল্প সুতরাং তাহারা অল্প জল পান করিয়া থাকে, এই রূপে সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসংগত ও অযুক্ত নহে, প্রত্যুত নানাবিধ কারণে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত ও যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয়। গ্রীষ্ম কালে বা অত্যন্ত শ্রম করিলে শরীর হইতে অধিক জলীয়াংশ নির্গত হয় এজন্য আমরা অধিক জল পান করি। শীতকালে বা অধিক শ্রম না করিলে অল্প জল নির্গত হয় এজন্য তত জল পান করি না। মনুষ্যের মধ্যেও কেহ কেহ অধিক কেহবা অল্প জল পান করে। (Sauvages) সভেজস সাহেব স্বীয় গ্রন্থে (Nosologica Medica) টলস (Toulouse) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্যের বিষয় লিখিয়াছেন, যিনি আদৌ তৃষ্ণা কি তাহা কিছুই জানিতেন না এবং বহুদিন বিন্দুমাত্র জলপান না করিয়াও অক্লেশে কাল যাপন করিতেন। উক্ত গ্রন্থে আর একটী স্ত্রীলোকের বিষয় লিখিত আছে যিনি এক সময় ৪০ দিন এক বিন্দুমাত্র কোন প্রকার তরল পদার্থ পান করেন নাই। বেরাড (Berard) সাহেব কহেন যে আহারীয় দ্রব্যে কত জলীয়াংশ আছে অগ্রে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয় অধিক আশ্চর্য্য জনক বোধ হয় না।

জগৎপাতা জগদীশ্বর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আমারদিগের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দিয়া অসামান্য কৌশল ও অপার অনুপম কারুণ্য রস বর্ষণ করিয়াছেন। আমারদিগের শারীরিক বৃহত্তত্ত্ব ও জলীয়াংশ নিয়তই ক্ষয় হইতেছে তিনি সেই ক্ষতি পূরণার্থ শুদ্ধ নানা প্রকার সুস্বাদ পুষ্টিকর আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য দিয়া কান্ত হয়েন নাই, শরীর রক্ষার্থে ক্ষুধা তৃষ্ণাদিয়া এরূপ করিয়া দিয়াছেন, যে আমরা সেই ক্ষতি পূরণ না করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, যে কোন প্রকারে হউক সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য হই। মাতা যেরূপ অবোধ শিশু সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থ বল-পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করাইয়া দেন, তিনিও ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়া যেন আমারদিগের সেইরূপ বল-পূর্ব্বক আহার করাইয়া দিতেছেন। এই রূপ না করিয়া দিলে কখনই আমারদিগের শরীর রক্ষা হইত না, আমারদিগের শারীরিক অংশ নিয়তই ক্ষয় হইতেছে তাহা আমরা বোধ করিতে পারি না, বোধ করিতে পারিলেও ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে কখনই আমারদিগের তাদৃশ যত্ন হইত না, সুতরাং শীঘ্রই শরীর পতন হইত।

# বিজ্ঞাপন

আগামী বর্ষের বিত্ত সংস্থানার্থে আগামী ২৪ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মদিগের সভা হইবেক। ব্রাহ্মেরা তৎকালে সভাতে উপস্থিত হইয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হয় এমত বিধান করিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য।

আগামী মাঘ মাস হইতে ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই অবধি বিয়ারিং পত্রিকা ডাকে চলিবেনা; অতএব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন, যাঁহারা বিয়ারিং পত্রিকা লইয়া তথায় ডাকের বেতন দিয়া থাকেন, তাঁহারা টিকিট ক্রয় করিয়া আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। নতুবা পত্রিকা পাঠাইবার আর উপায় হইবেক না।

## কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের কার্ত্তিক মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

### ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি .... .. | ২৫ |
| " হরচন্দ্র দত্ত .... .. | ১৩ |
| " চন্দ্রকুমার দত্ত .... .. | ১ |
| | ৩৯ |

### মাসিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি .... .. | ১২ |
| " মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় .. .. | ৪ |
| " রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবরায় .. | ৫ |
| | ২১ |

### শুভ কর্ম্মের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে .. .... .. .. | ১ |
| দানাধারে দান প্রাপ্ত .... .... | ৫।৶৫ |
| | ৬৬।৶৫ |

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। ১০ পৌষ রবিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
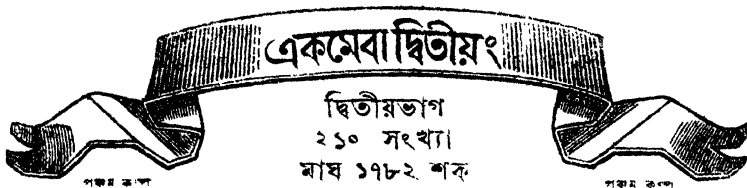
## ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

৭ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

### হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।

আমরা এই মাত্র শ্রুত হইলাম, ঈশ্বর আমাদের শরীরের পুর-স্বামী; তিনি প্রতি জনের গৃহ-দেবতা। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা। যাঁহারা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন, তাঁহারাই যথার্থ দেখেন। যাঁহারা তাঁহাকে অন্তরে অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু কয় ব্যক্তি তাঁহাকে এই প্রকারে অন্বেষণ করে। অনেকে বাহিরের বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকে—বিষয় কামনাতেই আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান দেয়। বাহিরে কখনই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা যায় না; আকাশে যে তিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেখানে দেখা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিকট করিয়া দেখা নয়। সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ; কিন্তু আত্মাতেই তাঁহার রূপ দেখা যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে, ধার্ম্মিকের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎরূপ বিরাজ করিতেছে। সেখানেই তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সেখানে তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার প্রতিরূপ সকল স্থানে। মাতার স্নেহ, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম; এ সকলই তাঁহার প্রতি রূপ, আত্মাতেই তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইতেছে সেই 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে' তিনি সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। সেই সত্য স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ, সেখানে প্রকাশিত হইতেছেন। জগৎ সংসার তাঁহার মলিন দর্পণ; তাঁহার বিমল নিরবয়ব সুন্দর মূর্ত্তি অন্তরে যেমন প্রকাশ পাইতেছে, এমন আর কোন স্থানেই নয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরে অন্বেষণ করে, তাহার যত্ন কখন বিফল হয় না।

কিন্তু আত্মাতে তাঁহার কি প্রকার আবির্ভাব? সেখানে তিনি কি প্রকারে বিরাজ করিতেছেন? কেহ বলেন, যেমন আমি আছি ইহা নিশ্চয় বোধ হয়, শরীর মধ্যে যেমন আপনাকে উপলব্ধি করি, পরমেশ্বরকে সে প্রকার স্পষ্ট দেখিতে পাই না। যিনি আত্মার আত্মা, আত্মাই যাঁহার শরীর, তাঁহারা তাঁহাকে সেখানে উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাকে যেমন করিয়া দেখিতে হয়, তাহা তাঁহারা দেখেন না। জ্ঞান যাহা প্রকাশ হইতেছে সে পরিমিত বস্তুর আশ্রয় সেই অপরিমিত। সেই মূল

কারণ ও আশ্রয় হইতে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। যিনি আমার আশ্রয়, তাঁহা হইতে কেমন করিয়া দূরে থাকিতে পারি। আমরা বৃক্ষ ফল ফুল শাখা পল্লব দেখিতেছি, ইহা কি মনে করিতেপারি যে তাহার মূল নাই, যদিও সেই মূল মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; আমাদের পরিমিত আত্মাও সেই মূল কারণ ব্যতীত থাকিতে পারে না। আমি যখনি আপনাকে জানিতেছি, তখনি জানিতেছি আমি পরিমিত আশ্রিত এবং আমার উপরে এক মহান্ পুরুষ আছেন, যাঁহার আমি আশ্রিত। আপনার জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহা চতুর্দ্দিকেই পরিমিত ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাহাই অসীম জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে থাকে। আপনার ইচ্ছার ভাব দেখ, তাহা স্বাধীন অথচ ক্ষুদ্র; তাহা সেই মহতী ইচ্ছারই অধীন দেখিতে পাইবে এবং সেই অপরিমিত শক্তির আশ্রয়েই আপনার স্বাধীনতার প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আপনার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ভাব সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখ; সেই অনন্ত স্বরূপে স্থাপিত না হইয়া কিছুতেই তাহারা তৃপ্ত হয়না। আপনার সমুদয় আত্মাই পরমাত্মার আশ্রয়ে দেখিতে পাইবে। আত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূল কারণ ও আশ্রয়কে দেখিতে পাইবে। যেমন সমুদায় বস্তু আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে এবং আকাশের সহিত সমুদয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই পরে অক্ষরে আত্মনি' অবিনাশী পরমাত্মাতে জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন রথ নাভি ও রথ নেমিতে অর সকল সমর্পিত রহিয়াছে, সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সর্ব্ব ভূত, সকল দেবতা, সকল লোক সকল প্রজা এই সমুদয় আত্মা সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট যে তাঁহাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ। আমরা আশ্রিত হইয়া কি আশ্রয়কে জানিব না? যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরে দেখে, সে সেই এক অদ্বিতীয় সকলের আশ্রয়কে এবং আপনার আশ্রয়-দাতাকে দেখিতে পায়। আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্র রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। এ দুই জন সর্ব্বদা একত্রে থাকেন; এক জন আশ্রয়, এক জন আশ্রিত; এক জন ফলভোগী, আর এক জন ফল দাতা। অতএব তাঁহার সঙ্গে আমারদের কেমন নিকট সম্বন্ধ।

কেহ বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হইতে পারে? মনুষ্য মনুষ্যেরই সঙ্গী হইতে পারে কিন্তু কোথায় সেই ভূমা অনাদ্যনন্ত পুরুষ আর কোথায় আমরা এই সকল ক্ষুদ্র জীব—আমাদের আবার নানা অভাব, নানা দুর্গতি। তাঁহারা সেই মহান্ পুরুষকে দেখিয়া এবং আপনাদের অতি ক্ষুদ্র ভাব দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হন। কিন্তু সহবাস কি? না, একত্রে থাকা। দূরের বস্তুর সঙ্গেই সহবাস হয় না কিন্তু অন্তরতমের সঙ্গে কেন না একত্রে থাকা যাইবে? এমন যে নিকটের বস্তু, তাঁহার সঙ্গে সহবাস কেন না হইবে? আশ্রয় হইতে আশ্রিত কি দূরে থাকিতে পারে? পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ বলিয়া গিয়াছে! আমলক ফলকে যেমন আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাঁহাকে সেই রূপ আত্মাদ্বারা স্পর্শ করি। তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন যে আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে; তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখন তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন, তখন তাঁহার সহিত সহবাস কেন না হইবে? সহবাস আর কাহাকে বলে? আমরা মুক্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন; তিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিতেছেন, আমরা তাঁহার অমৃত বাক্য শুনিতেছি; একি তাঁহার সহিত সহবাস নয়? আমি' যখন যাহা তাঁহাকে বলিতেছি, তাহা তিনি শুনিতেছেন; তিনি যাহা আদেশ করিতেছেন, আমি শুনিতেছি; এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হ-

হবে ? তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করিতেছি, তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিতেছি এবং তাঁহার নিকট হইতে আমাদের প্রার্থনা-বাক্যের সার পাইতেছি ; এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হইতে পারে! যাঁহারা বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস করা যায় না, তাঁহারা যদি অল্প কালের জন্য বিবেচনা করেন, তবে দেখেন যে এমন সহবাস আর কাহারও সঙ্গে হয় না। তাঁহার উপদেশ-বাক্যের শব্দ নাই, অথচ তাহা আমরা গ্রহণ করিতেছি ; তাঁহার সহবাসে এই সকল স্থূল ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক করে না, আমাদের এ চক্ষু, এ কর্ণ, তাহাতে আবশ্যক হয় না। তিনি নিজে যেমন অচক্ষু অকর্ণ অথচ সকল দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন ; আমরাও এ চক্ষু না দিয়াও তাঁহাকে দেখিতেছি, ও এ কর্ণ না দিয়াও তাঁহার অমৃত বাক্য শ্রবণ করিতেছি। যখন এই প্রকারে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি ; তখন সহবাস শব্দ ভিন্ন আর কোন্ কথা দ্বারা আমাদের ভাব স্পষ্ট জানান যাইতে পারে? তিনি রস স্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। যেমন চক্ষু ব্যতীত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দেখিতেছি, স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত আত্মা দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি, সেই রূপ তাঁহার অমৃত আনন্দ-রস জিহ্বা ব্যতীতও আস্বাদন করিতেছি। তাঁহার সেই অতুল্য প্রেমানন্দ আত্মাকেই সিক্ত করিতেছে। তাঁহার পবিত্র আনন্দ যখন আমাদের আত্মাতে উদয় হয়, তখন রস স্বরূপ বলিয়াও আমাদের সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না। কোন রসের সঙ্গেই সে রসের মিল নাই, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সহবাসে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য চাই না। তিনি নিজে অতীন্দ্রিয়, তাঁহার সহিত সহবাসও অতীন্দ্রিয়। জীবাত্মা যখন তাঁহাকে স্পর্শ করে, তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করে, তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে, তাঁহার অমৃত রস, আস্বাদন করে ; তখন তাহার চক্ষু কর্ণ ও অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ, যে জীবাত্মাতে ও তাঁহাতে আকাশের ব্যবধান নাই ; কেন না তাঁহারা উভয়েই আকাশের অতীত। জীবাত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তিনি আকাশে যে রহিয়াছেন ; বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার যে প্রতিরূপ রহিয়াছে ; সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মঙ্গল কার্য্যে, বন্ধুদিগের প্রণয়ে তাঁহার মঙ্গল ভাবের যে সকল আদর্শ রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। কিন্তু অন্তরে যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি, এই আমাদের মহৎ অধিকার। বাহিরে তাঁহার প্রতিরূপ ; অন্তরে তাঁহার রূপ দর্শন করিতেছি। সেখানে তাঁহাকে দেখিলেই ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি হেতু ; সেই রস-স্বরূপকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। এখানে আমরা যাহা কিছু উপভোগ করিতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। বায়ু বৃষ্টি সূর্য্য চন্দ্র সকলে মিলিয়া তাঁহার উদার প্রসাদ বিতরণ করিতেছে। কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকে আমাদের আত্মাতে প্রকাশ করিয়া, যেমন প্রীতি ও করুণা প্রকাশ করিতেছেন, এমন আর কিছুতেই করেন নাই। তিনি আপনার দক্ষিণ মুখ প্রকাশ করিতেছেন, আপনার প্রেম দান করিতেছেন, আপনার সৎপথে আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন ; এই তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রধান বন্ধন। তিনি যে আপনাকে দান করিয়াছেন, এই তাঁহার সকল দানের প্রধান দান। তিনি যে আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন, এই আমাদের সকল অধিকারের প্রধান অধিকার। আশ্চর্য্য ! আমরা এখান হইতেই জানিতেছি, তিনিই আমাদের পরম সম্পদ তিনি আমাদের পরম গতি, তিনি আমাদের পরম লোক এবং তিনিই আমাদের পরম আনন্দ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

---

## ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

১৪ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

পরমাত্মার সহিত আত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ; তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হয়; তাহা এই মাত্র বলা হইল। তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন: আমরা আত্মাতে সেই জ্ঞান স্বরূপের প্রকাশ দেখিতেছি। তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত; অথচ তাঁহার আদেশ তাঁহার উপদেশ, শ্রবণ করিতেছি। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত; অথচ তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব গ্রহণ করিতেছি; তাঁহার অমৃতানন্দ-রস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। তিনি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হন না বটে কিন্তু আত্মার সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। আমরা ধ্যানযুক্ত হইয়া, শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া, আত্মাতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই। সেই ভূমার সহিত সহবাস করিয়া আমারদের এই ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইতেছে। যখন দেখিতে পাই যে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু আমার উপরে প্রসন্ন ভাবে বিকশিত রহিয়াছে, যখন তাঁহার চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি; তখনই তাঁহার সহিত আমাদের সম্মিলন হয়। এক বার অনুভব করিয়া দেখ, জ্ঞান দৃষ্টিতে প্রেম দৃষ্টিতে এক বার আত্মাকে উন্নত করিয়া দেখ; তাহা হইলেই ঈশ্বরের দৃষ্টি দেখিতে পাইবে; তাঁহার সে দৃষ্টি, প্রেম দৃষ্টি। প্রীতির ভাব তাঁহার যেমন, আমারও তেমন। তাঁহাকে প্রীতি নয়নে দেখ, তাঁহার উদার প্রীতি অনুভব করিতে পারিবে; তাঁহার প্রতি উদাসীন-ভাবে দেখিলে সেই প্রেমময়ের প্রেম আর দেখিতে পাইবে না। অনুরাগের সহিত, তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া উঠে। একের প্রীতিতে প্রীতি-ভাব সম্পূর্ণ হয় না; প্রীতি উভয়েরই চাই। ঈশ্বর আমারদিগকে যে প্রীতি করিতেছেন, সেই প্রীতি আবার আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি আমারদের উপরে তাঁহার অজস্র প্রেম-বারি বর্ষণ করিতেছেন; আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রেমবিন্দু দিয়াও কৃতার্থ হইতেছি। উদাসীনের মত দেখিলে তাঁহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রেম অনুভব করা যায় না, বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে, প্রীতি রঞ্জিত নয়নেই, তাঁহার প্রেম-দৃষ্টি প্রকাশ পায়। তাঁহার দৃষ্টি মাতৃ-স্নেহের ন্যায়। মাতৃ-স্নেহের ন্যায় সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকল জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; সকল জগৎ এবং প্রতি জনের হৃদয় তাঁহার স্নেহ-রসে সিক্ত রহিয়াছে। তিনি প্রতি জনকেই পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছেন। তিনি একাকী প্রতি আত্মার প্রেম-ক্ষুধা শান্তি করিতেছেন। পৃথিবীর মধ্যে যদি আর কেহই না থাকিত; আমি একাকী তাঁহার রাজ্যের অধিকারী হইতাম; তাহা হইলে তিনি আমাকে যে প্রকারে দেখিতেন, এখনো অগণ্য জীবের মধ্যেও আমাকে সেই প্রকারে দেখিতেছেন। রাজা আপন রাজ্যের প্রতি প্রজাকে জানিতেও পারেন না; জগৎ পিতা তাঁহার অসীম সংসারের প্রতি পুত্রকে স্বকীয় স্নেহময় ক্রোড় প্রদান করিতেছেন।

আজন্ম কাল যাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছি, এখনি যিনি আমারদের সকলকে তাঁহার প্রেম বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞ চিত্তের সহিত নমস্কার কর; সমুদয় মন সমুদয় আত্মা, তাঁহাকে অর্পণ কর। আজন্ম যিনি আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই যাঁহার স্নেহে আমরা লালিত পালিত হইয়াছি; তাঁহাকে নমস্কার কর। তাঁহার এই স্নেহ কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? আমরা এই পৃথিবীতে কিছু জানিয়া শুনিয়া আসি নাই; আমরা এক সময়ে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচেতন ছিলাম; অন্ধকারে আবৃত ছিলাম; কোথায় কি আছে, জানিতেও পারি নাই—আলোক দেখিবা মাত্রই কোথা হইতে স্নেহ আসিয়া

আমারদিগকে আলিঙ্গন করিল। তখন আমারদের এমন কি গুণ, কি আকর্ষণ ছিল, যে আমারদের উপরে কাহারও যত্ন হইতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই মাতার হৃদয়ে স্নেহ প্রেরণ করিলেন। সেই স্নেহ তখন আমারদের বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমারদের জীবন রক্ষা হেতু ঈশ্বর মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ দিলেন, মাতার হৃদয়ে স্নেহ দিলেন; এই স্নেহেতে দুগ্ধেতে আমরা এক সময় লালিত পালিত হইয়াছি। তাঁহার প্রীতি আমরা প্রার্থনা করি নাই, তাহা আপনা হইতেই আসিয়া আমারদিগকে গ্রহণ করিল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমারদিগকে প্রীতি করিয়া ছিলেন, আমরা কত কাল পরে তাহা জানিতে পারিয়া এক্ষণে তাঁহাকে প্রীতি প্রদান করিতেছি। যখন আমারদের দন্ত ছিলনা, তখন তিনি দুগ্ধ দিলেন; যখন দন্ত দিলেন, তখন কি অন্ন দিবেন না? যখন বুদ্ধি ছিলনা, তখন রক্ষা করিলেন; যখন বুদ্ধি বলে আমারদিগকে সম্পন্ন করিলেন, তখন কি আমারদিগকে আর আশ্রয় দিবেন না? যখন অনাথ ও দুর্ব্বল ছিলাম, তখন আপন ক্রোড়ে রাখিয়া পালন করিলেন; এক্ষণে কি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? তাঁহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিবেন? তিনি তখনও আমারদের পিতা, মাতা, সর্ব্বস্ব, ছিলেন; এখনো তিনি আমারদের পিতা, মাতা, এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমারদের পিতা মাতা থাকিবেন। তাঁহার প্রীতি বিহীন হইয়া আমরা অনন্ত জীবন লইয়া কি করিব? আমরা কি অনন্ত কাল কেবল উদাসীনের মত থাকিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি? তাঁহার উদার প্রীতি আমরা আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে থাকিব—আমারদের প্রীতি তাঁহাকে আরো প্রচুর রূপে দান করিতে থাকিব—এই প্রকারে আমারদের সমস্ত জীবন গত হইবে। তিনি আমারদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া, তিতিক্ষা ধৈর্য্যের অচ্ছেদ্য কবচ দ্বারা আবৃত করিয়া, এই পৃথিবীর কঠোর ব্রতে ব্রতী করিয়াছেন; তাঁহার চির-সহবাসের জন্যই আমরা এখান হইতে প্রস্তুত হইতেছি। তাঁহার প্রতি সকলে কৃতজ্ঞ হও। তাঁহাকে বর্ত্তমান দেখিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ কর। প্রীতি-নয়নে তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম দর্শন কর; এমন সুহৃৎ, এমন বন্ধু, আর আমারদের কেহই নাই। আমরা প্রার্থনা করিতে না করিতেই আমারদের প্রার্থনীয় সমুদয় বস্তু তিনি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, আমারদের কামনার পূর্ব্বে সকল প্রকার কাম্য বস্তু বিধান করিয়াছেন। তাঁহার এই উদার প্রীতি-ভাব দেখ, আর এই ক্ষুদ্র সংসারের ভাব দেখ। এখানে যাহার নিকট হইতে সকল প্রত্যাশা করা যায়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া মনে করা যায়, বৃদ্ধ কালে এ আমার যষ্টি স্বরূপ হইবে, সেখান হইতেও নিষ্ঠুর আঘাত পাইতে হয়। অকৃত্রিম প্রেম-ভাবে বন্ধুর হস্তে আপনার সমুদায় হৃদয় অর্পণ করিতেছে, সে তাহা পাইয়া নানা প্রকার নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি, সেখানে কৃতঘ্নতা; যেখানে বন্ধুতা, সেখানে শত্রুতা। এই অন্ধকার সংসারে আমরা কাহার প্রীতির উপর নির্ভর করিতে পারি? কাহার উপর নিঃশঙ্ক হইয়া বিশ্বাস করিতে পারি? কেবল ঈশ্বরের প্রীতির উপর নির্ভর করিয়াই সকল নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করিতে পারা যায়। যদি আমরা তাঁহার প্রীতি হইতে বহিষ্কৃত হইতাম, তবে আমারদের কি দুর্দ্দশাই হইত? কাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শান্তি পাইতাম? এই সকল দুর্ব্বল লোকেরা, এই সকল স্বার্থপর লোকেরা; ইহারা আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত, অন্যের বিষয় কি দেখিবে? ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে আমাদের পরিত্রাণ কোথায়? এই পবিত্র স্থানে দেখ ঈশ্বরের কি উদার ভাব! তিনি আপনার প্রীতি দান করিয়া আর সকল প্রীতির অভাব দূর করিতেছেন। যেখান হইতেই যত আঘাত পাই, যত প্রকার হৃদয়-বেদনা

পরে তাঁহার সমীপে গিয়া তাহার সকলই শান্ত হইতেছে। যেখানে নির্ভর করিতে যাই, সেই সেই স্থান হইতেই ফিরিয়া আসি, কিন্তু আমাদের চিরজীবন-সখা আমাদের সঙ্গেই আছেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়াও আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতা আমারদের মনুষ্যত্ব—তাহা এখনি আমারদের অলঙ্কার। পরে আমরা মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়া শোক মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া, হৃদয়-গ্রন্থি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, চরিতার্থ হইব। কিন্তু এক সময়েই কি সে অবস্থার শেষ হইবে? অনন্ত কালই আনন্দের উপর আনন্দ প্রেমের উপর প্রেম লাভ করিতে থাকিব। যাঁহার উপর আমারদের এই প্রকার আশা ভরশা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তাঁহার প্রীতির উপর নির্ভর করিয়া সকল ব্যাধি, সকল পীড়া হইতে মুক্ত হও। তিনি আমারদের পরম বন্ধু, তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা, তিনি আমারদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি। তাঁহার নিকটে প্রার্থনা এই যে এখন যেমন তিনি আমারদের নিকটে প্রকাশ হইতেছেন, সেই রূপ যেন তিনি আমারদের হৃদয়ে চিরকাল থাকেন। সেই আনন্দ-স্রোত যেন আমারদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বর্তমান হইতে থাকে। তিনি ভিন্ন আর আমারদের গতি নাই—তাঁহার প্রেমই আমারদের সর্ব্বস্ব। হে পরমাত্মন্! তোমার অমৃতানন্দ দ্বারা আমার আত্মাকে অভিষিক্ত কর। আমার মন যেন তোমার প্রীতি-দৃষ্টির উপরে সর্ব্বদাই থাকে। আমার ইচ্ছা যেন তোমার মঙ্গল ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র না থাকে। আমি যদি তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করি, তবে আমাকে সহস্র দণ্ড দেও; কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করিও না। হে সুহৃৎ! তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

## ঈশ্বর জ্ঞান।

মনুষ্য ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। আমারদের অন্তরের গভীর ভাব-সকল স্বভাবতই আমারদিগকে সেই মহান্ পুরুষের দিকে লইয়া যায়—সকলই আমারদের মনে তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার ভয়, আরাধনা, তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব উদ্দীপন করে। আমারদের আন্তরিক বিশ্বাস, আন্তরিক ভাব-সকল ঈশ্বরের দিকেই উন্মীলিত রহিয়াছে। আকাশ হইতে জলধারা পর্ব্বত-সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন এক মুখীন হইয়া গমন করে, সেই সকল ভাবও সেই প্রকারে ধাবিত হয় এবং তাহাদের স্বাভাবিক গতি প্রতিরোধিত হইলে আর আর দিক্ দিয়া নিঃসৃত হয়। যে পর্য্যন্ত না তাহারা তাহারদের উপযোগী বিষয় পায়, সে পর্য্যন্ত তাহারদের কিছুতেই আর শান্তি ও তৃপ্তি নাই। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে কঙ্কর মিশ্রিত অন্নও যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা যায়, আমারদের ঈশ্বর-স্পৃহাও সেই রূপ ভ্রম ও অসত্যকে গ্রহণ করে; কিন্তু তাহা গ্রহণ করিয়া সে স্পৃহার নিবৃত্তি হয় না, অশান্তি ও ব্যাকুলতার মধ্যে থাকিয়া তাহার যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিতে থাকে।

ঈশ্বরের প্রতি যাওয়াই আত্মার সহজ ভাব। সৃষ্ট জীবকে এক স্বয়ম্ভু পুরুষের আশ্রিত দেখিয়াই আমরা তাহাকে স্থির এবং স্থায়ী মনে করিতে পারি। চতুর্দ্দিকের বিষয়-সকল এমন অস্থির ও পরিবর্ত্তনশীল যে ইহার মূলীভূত সেই সৎস্বরূপে না গিয়া আমারদের সত্য ভাব চরিতার্থ হয় না। এই সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার হস্ত না দেখিলে ইহারদের কোন অর্থই পাই না। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালকে সেই জীবিত পবিত্র পুরুষের সত্তাতে পূর্ণ দেখি। এই জগতের আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, সুন্দর কৌশল, নিয়ম, ও উপযোগিতা, এ সকল সেই গম্ভীর জ্ঞানেরই কিরণ রূপে আমারদের মনে প্রতিভাত হয়। আমরা স্বভাবতই সকলেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে যাই; কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেই সকল কারণের মূল কারণে না গিয়া কথনই নিরস্ত হয় না। অচির পার্থিব সৌন্দর্য্যে সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আভাস দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই;

আমারদের ধর্ম্মের ভাব-সকল ঈশ্বরে গিয়াই তাহারদের জীবন, তাহারদের মূল, তাহারদের আশ্রয় ভূমি পায়। ধর্ম্মের বল কোথা হইতে আইসে? আমারদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অন্য প্রবৃত্তির উপর এত আধিপত্য কিসে? আমারদের প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তব্যের অধিকার কোথা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই অধিকার, এই বল, আমারদের ধর্ম্ম প্রকৃতির রচয়িতা ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ন্তা ঈশ্বর হইতেই হইয়াছে। তাঁহার সহিত আত্মার অকাট্য বন্ধন। আমারদের সকল কার্য্যের জন্য আপনাকে তাঁহারই নিকটে দায়ী মনে করিয়া কার্য্য করি। পাপ করিয়া তাঁহার নিকটে আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করি এবং পাপের পরিত্রাণের জন্য তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি করি। আমারদের অন্তরের প্রত্যেক ভাবই ঈশ্বরের দিকে তাহার মূল বিদ্ধ করিতেছে—তাঁহার প্রতিই তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। জগৎকে ঈশ্বরের আশ্রিত মনে না করিলে ইহার স্থিরতা পাই না। আমরা আপনাকেও তাঁহার আশ্রিত মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। আমারদের জীবনের সঙ্গেই এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় যে আমারদের জীবনের আশ্রয়-দাতা আছেন, আমারদের উপরে এক জনের চক্ষু রহিয়াছে, আমারদের ধন, প্রাণ, সুখ, সৌভাগ্য, তাঁহারই হস্তে; তিনিই আমারদের জন্য সংসারের ঘটনা-সকল প্রেরণ করিতেছেন, আমরা আপনারাই কর্ত্তা নহি, নিয়ন্তা নহি, কিন্তু এক মধ্য-স্থিত মহান শক্তির চতুর্দ্দিকে আমরা ভ্রমণ করিতেছি।

পুরুষে পুরুষে যেমন সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত আমারদের সেই প্রকার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই তাঁহার পূজা ও আরাধনার মূল; আমরা আমারদের ভ্রাতা-সকলের সঙ্গে থাকিয়া কত সময় তাঁহার আশ্রয় চাই, কত সময় তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করি, কত সময় তাঁহার প্রসন্নতা প্রত্যাশা করি। আমারদের এমন সকল বিপদ্ আছে যে মনুষ্যের আশ্রয়ে তাহার উপশম হয় না। এমন গ্লানি ও বিষাদ আছে যে ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারো নিকটে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করা যায় না। সকলেই ঈশ্বরের জীব, সকলেই তাঁহাকে পূজা এবং সেবা করে। সকলেই তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার উদার প্রসাদ প্রার্থনা করে। সকলেই আমরা পাপ পঙ্কে মলিন, অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করে। সকলেই তাঁহার প্রীতির পাত্র, তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করে। সকলে সেই স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা পরিত্রাতা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও।

## জগতের ভাব।

মনুষ্য এবং বাহ্য জগৎ পরস্পর ভ্রাতা ভগিনী। এই জগৎ জীবিত, সচল এবং অর্থপূর্ণ। মনুষ্যের ন্যায় ইহাও নিয়ম এবং শক্তি, বিজ্ঞান ও কার্য্যে পরিপূরিত। জ্ঞানরাজ্যের নিয়ম মনুষ্যের মনে এবং বাহ্য বিষয়ে, উভয়েতেই বিদ্যমান রহিয়াছে বিজ্ঞানই প্রকৃতি-নিহিত গূঢ় ভাব-সকল আবিষ্কৃত করিতে পারে। চক্ষে আমরা কেবল কতক গুলি পরিবর্ত্তনশীল, অর্থ শূন্য, ঘটনাবলী দেখিতে পাই; বিজ্ঞানই এই সকল প্রহেলিকার অর্থ করিতে পারে। বিজ্ঞানই এই সকল ঘটনাকে আপনার আয়ত্ত করে; ইহারদের গুণ, ইহারদের অর্থ, ইহারদের উদ্দেশ্য, ইহারদের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সকল দেখিতে পায়; প্রত্যেক ঘটনাতে অন্য এক ঘটনার কার্য্য এবং সম্বন্ধ নিরূপণ করে এবং সকল ঘটনাতে এক সুদূর-বিস্তৃত সুন্দর-শৃঙ্খলা পূর্ণ কার্য্য-কারণ-সূত্র অবধারণ করে। আত্মার নিয়ম সমুদয় জগতের সঙ্গে ঐক্য করিয়াই রচিত হইয়াছে। আমরা এক অপরিচিত নূতন ক্ষেত্রে স্থাপিত হই নাই। আমারদের মানস প্রকৃতি, আর বাহ্য প্রকৃতি, পরস্পর প্রতিকূল নহে। বিজ্ঞানের নিয়ম উভয়েতেই দেখা যায়; উভয়েতেই একই পুরুষের হস্তাক্ষর পাঠ করা যায়; উভয়ে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে, একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে এবং উভয়ে মিলিয়া একটী আশ্চর্য্য সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে।

তাহার দৃষ্টান্ত দেখ ; মনুষ্যের মনে এবং জগতে, উভয়েতেই ক্ষেত্র তত্ত্বের নিয়ম বিদ্যমান রহিয়াছে। সৌর জগতের আকৃতি, গতি এবং শৃঙ্খলা, গণিত শাস্ত্রের নিয়মের সম্পূর্ণ অনুযায়ী এবং সেই সমস্ত বিস্তৃতি এবং সংখ্যার নিয়ম মনুষ্যের মনও সত্য না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি করিতেছি, অন্যে তাহা যথার্থই প্রকাশ করিতেছে; আমরা যাহা ভাবতঃ জানিতেছি, অন্যেতে তাহা কার্য্যতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিজ্ঞানের নিয়ম এ উভয়েতেই বিদ্যমান—আমারদের মানসিক প্রকৃতি এবং ভৌতিক প্রকৃতি উভয়ের মূলেই স্থাপিত রহিয়াছে। সেই সকল নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া গ্রহগণ যেমন তাহারদের নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছে; তাহারই অনুযায়ী হইয়া আমারদের মন ও তেমনি গণিত শাস্ত্রের একটী সামান্য সত্যে সায় দিতেছে।

আবার দেখ, মনুষ্যের মনে শোভা, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্যের ভাব, এ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমারদের প্রকৃতির মূলে এই যে সকল ভাব নিহিত আছে, তাহা জগতে যথার্থই বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্যের কার্য্যের মধ্যে যাহা কিছু আকর্ষণীয়, তাহা স্বভাব ছবির অনুকরণ। এই আদর্শ হইতে তাহার যত বিভিন্নতা হয়, ততই তাহার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় এবং আমারদের সৌন্দর্য্যের ভাব-সকলের সঙ্গে তাহার তত মিল পাওয়া যায় না।

প্রকৃতিতে এই যে বিজ্ঞান নিহিত আছে তাহা আমারদের শরীর রচনাতে আরো স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। শরীর রচনার সঙ্গে তার অন্তস্থায়ী বিজ্ঞানাত্মার সঙ্গে, কেমন আশ্চর্য্য সংযোগ রহিয়াছে! জ্যোতির সঙ্গে, চক্ষুর সঙ্গে, কেমন সম্বন্ধ: আবার চক্ষের সঙ্গে মনের কেমন আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। চক্ষেতে আলোক পতিত হইবা মাত্র তাহার কিরণ-সকল কেন্দ্রীভূত হইয়া বহির্বিষয়ের ছবি প্রকাশ করে। মনও সেই ছবি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে। এই তিনেতে একই বিজ্ঞান কার্য্য করিতেছে। কিন্তু তিনেতেই সমান রূপে নয়; কেননা এই বিজ্ঞান এক স্থানে অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতেছে, অন্য স্থানে জ্ঞানত কার্য্য করিতেছে; কিন্তু ইহারদের মধ্যে পরস্পর যে একটী উপযোগিতা আছে তাহাতে তাহারদের মূলে একই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে।

জগতে এই প্রকার একটী নিদ্রিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞান রহিয়াছে। এই জ্ঞানটীকে আবিষ্কৃত করা; আমারদের জ্ঞানের সঙ্গে তাহার একের ঐক্য নিরূপণ করা; অমুরালোক দ্বারা বাহ্য বিষয় পাঠ করা সমুদায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কেবল কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া আমারদের জ্ঞান তৃপ্ত হয় না, আমরা স্বভাবতই সেই সকল ঘটনার মধ্যে একটী নিয়ম অনুসন্ধান করিতে যাই। আমরা সকল বস্তুকেই ভূতলে পতিত হইতে দেখি, পরে এই সকল ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণের এক সাধারণ নিয়মের অধীনে আনিয়া নিরস্ত হই এবং ক্রমে তাহারদের গতি এবং বেগের নিয়ম-সকলও অবধারণ করি। আবার কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে আলোক কিরণের সঞ্চার নিরীক্ষণ করি কিম্বা কোন মসৃণ ভূমি হইতে তাহা প্রতিবিম্বিত হইতে দেখি; এই প্রকারে আলোকের পরিবর্ত্তন * এবং বক্রগতির † নিয়ম অবধারণ করি। আমরা পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা রাশির মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অন্বেষণ করি। এই সকল প্রকৃতির নিয়ম এবং বিজ্ঞানের নিয়ম সমান। আমরা অনায়াসেই জ্ঞানের নিয়ম চতুর্দ্দিকে প্রকটিত দেখিতে পাই। যেখানে বিশেষের মধ্যে সাধারণ; পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়; অস্থায়ীর মধ্যে স্থায়ী নিয়ম দেখিতে পাই; সেই স্থলেই আমরা আমারদের বিজ্ঞান-প্রকৃতির অনুরূপ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হই এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে থাকি।

সকল ঘটনাই যে কোন এক নিয়মের অনুযায়ী হইয়া চলিতেছে, এই প্রত্যয় অবলম্বন করিয়া আমরা নির্ভয়ে সকল কার্য্য করিতেছি। শারীর বিধানবিৎ পণ্ডিত যদি

---

* Reflection † Refraction

জীবন সংক্রান্ত কোন এক নূতন কার্য্য দর্শন করেন, তবে তিনি কি দেখিতে যান? এই পঞ্চ বিষয়। ১—সেই অঙ্গ কি প্রকার, যাহাতে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে? ২—সেই কার্য্যের প্রবর্ত্তক কারণ কি? ৩—সেই কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? ৪—সেই কার্য্যটি কি? ৫—সেই কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? তাহার দৃষ্টান্ত, যেমন চর্ব্বণ কার্য্য। ইহার অঙ্গ কি? মুখ, জিহ্বা, হনু এবং তাহার সঞ্চালক পেশী সমুদয়—অঙ্গ। তাহার প্রবর্ত্তক কি? বুভুক্ষা প্রভৃতি তাহার প্রবর্ত্তক। কি প্রকারে সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়? সেই অন্নকে দন্ত ও জিহ্বা দ্বারা চূর্ণ ও পেষণ করিয়া সম্পন্ন হয়। সেই কার্য্য কি? অন্নের অবস্থান্তর করণ। তাহার উদ্দেশ্য কি? প্রথমতঃ সেই অন্নকে গলাধঃকরণ করা, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে পরিপাকের উপযুক্ত করা, তৃতীয়তঃ শরীরের পুষ্টিসাধন করা।

যে পর্য্যন্ত এই পাঁচ বিষয় নিরূপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই জীবন-কার্য্যের সমুদয় তত্ত্ব নিঃশেষে নিরূপিত হয় না। যদি কোন এক বিশেষ কার্য্যে এই কয়েক বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ও নিরূপিত না হয়, তবে তাহা শিক্ষা করা অসম্ভব; কেননা তাহা হইলে তাহা আছে কি না, তাহাই জানা যায় না। ইহার মধ্যে কোন একটা বিষয় অনেক সময় অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়। ইহার কোন একটী বিষয় প্রকাশিত হইবা মাত্র তাহার আনুষঙ্গিক কয়েক বিষয়ের সত্তাও সপ্রমাণ হয়। শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত সেই জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়-সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। কোন একটি অঙ্গ দেখিতে পাইলেই তাঁহার নিশ্চয় মনে হয়, ইহার অবশ্য কোন উদ্দেশ্য আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দেখিতে যান, ইহার কার্য্য কি? কার্য্যের প্রকার কি? কি কারণে ইহা চালিত হয়? কি অভিপ্রায় ইহাতে সম্পন্ন হয়? আবার তিনি যদি অঙ্গ না দেখিয়া কোন জীবন-কার্য্য দেখিতে পান, তবে এই মনে করেন, এই কার্য্যটি কি প্রকারে উৎপন্ন হইতেছে? এই কার্য্য নির্ব্বাহক যন্ত্রইবা কি? ইহা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে? অতএব উল্লিখিত পঞ্চ বিষয়ের এক বিষয় পাইলেই আমরা তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয় স্থির করিতে উদ্যত হই। যদিও পরীক্ষাতে এই সকল বিষয়ের মধ্যে একবারে সকল না পাওয়া যায়, তথাপি শারীর-বিধান-বেত্তা ইহা নিশ্চয় মনে করেন যে ইহারা থাকিবেই থাকিবে; ইহার মধ্যে একটি বিষয় দেখিতে পাইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয় বিষয়ের সত্তা সপ্রমাণ হয়।

এ প্রকার আমরা কেন মনে করি? এই জ্ঞানের মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে আমারদের জ্ঞান-প্রকৃতি আর বাহ্য-প্রকৃতি পরস্পর সামঞ্জস্য রূপে সংরচিত। প্রত্যেক ঘটনাকেই আমরা উল্লিখিত নিয়মের অনুবর্ত্তী মনে করি। আমারদের জ্ঞান-প্রকৃতি এই নিয়ম না দেখিয়া থাকিতে পারে না। আমারদের পরীক্ষা অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যেই হয়, তথাপি আমরা ইহা সর্ব্ব সাধারণ নিয়ম মনে করি। আমরা যখনই কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, অমনি মনে করি, ইহা একটি কার্য্য; ইহার অবশ্য কারণ আছে। এপ্রকার মনে করিতে পারি না যে কোন একটি কারণ, বিনা অর্থে, বিনা উদ্দেশ্যে, কার্য্য করিবে কিম্বা একটি নিরর্থক কার্য্য উৎপন্ন করিবে। ইহা মনে হইলে আমরা জড় রাজ্যের মধ্যে কোন প্রকার বিজ্ঞানের ভাব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতাম না এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্র কেবল কতক গুলি অর্থশূন্য অসম্বন্ধ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। আমরা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার কারণ মনে করি, সেই রূপ তাহার উদ্দেশ্য মনে করি। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে তাহার কার্য্য, তাহার কারণ, তাহার উদ্দেশ্য, মনে উদয় হয়, এবং আমারদের এই প্রকৃতি-মূলক প্রত্যয় পরীক্ষাতেও সপ্রমাণ হয়। এই হেতু উল্লিখিত পঞ্চ বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় পাইলেই তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়-সকল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং যদি তাহার সকল বিষয় নাও পাই, তথাপি তাহারা আছে ইহা মনে করিতেই হয়। এই

নিয়মটি পরীক্ষার পূর্ব্বেই আমারদের সত্য বলিয়া মনে হয়; কেন না এই সত্য অবলম্বন করিয়া আমারদের পরীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমারদের আন্তরিক প্রকৃতির যাহা অব্যর্থ ভাব, তাহাই জগতে যথার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কার্য্যেও প্রকাশ পাইতেছে।

আমারদের বিজ্ঞান-প্রকৃতির নিয়ম সমুদয় বাহ্য প্রকৃতিতে যথার্থই মুদ্রিত রহিয়াছে। এই উভয়ের সামঞ্জস্য না থাকিলে আমরা কোন প্রকার সত্য নিরূপণ করিতে পারিতাম না। আমাদের সকল পরীক্ষা এই সমঞ্জসীভাবের উপর নির্ভর করিতেছে। যে সকল রাশি রাশি বিষয় ও ঘটনা আমারদের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমরা কি দেখিতে যাই? এপ্রকার কোন বিজ্ঞানের কার্য্য দেখিতে যাই, যাহা সেই সকল বিষয় ও ঘটনাকে অর্থযুক্ত করে ও তাহাদের মধ্যে একটি শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তাহাদের অর্থ, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, লক্ষ্য ও উপায়ের পরস্পর উপযোগিতা, এই প্রকার কোন বিজ্ঞানের চিহ্ন, যাহা ব্যতীত সমুদয় বিষয় সমুদয় ঘটনাই আমারদের নিকটে অর্থশূন্য ও মৃত বোধ হয়, তাহাই আমরা প্রকৃতি-ক্ষেত্রে অন্বেষণ করি। এই সকল নিয়ম প্রাপ্ত হইবার জন্য আমরা নানা প্রকারে পরীক্ষা করি; প্রকৃতির গূঢ় কার্য্য-সকল যত্ন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করি—যে সকল স্থূল বিষয় সেই পরীক্ষার প্রতিবন্ধক, তাহা স্থানান্তর করি এবং সেই সকল কার্য্যের পরিপাক ও ফল দেখিবার জন্য নানা কৌশল প্রস্তুত করি। আমাদের পরীক্ষার ভাবই এই প্রকার। এই কার্য্যটির মধ্যে অবশ্য কোন বিজ্ঞানের নিয়ম থাকিবে, আমাদের মন তাহা অগ্রে জানিয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

যে স্থলে আমরা উপযুক্ত মত বিষয় সংগ্রহে অক্ষম, সে স্থলে অনুমানও আমারদের সহায়ে আইসে। তখন আমরা আমাদের জ্ঞানের জ্যোতিতে প্রকৃতির বিষয় সকল পাঠ করিতে যাই। আমাদের বিজ্ঞান তখন পরীক্ষার অপেক্ষা না রাখিয়া আপনার ভাবানুরূপ প্রকৃতির নিয়ম নির্ম্মাণ করিয়া লয়। উপযুক্ত পরীক্ষা ব্যতীত এই অনুমান সম্যক্ রূপে সপ্রমাণ হয় না বটে, কিন্তু তথাপি আমাদের বিজ্ঞান নিরস্ত থাকে না। সে কোন প্রকার বিষয় পাইলেই তাহার মধ্যে সাধারণ নিয়ম অন্বেষণ করিতে যায়; আপনার সঙ্গে তাহার ঐক্য নিরূপণ করে এবং পরীক্ষার উপযোগী সমুদয় বিষয় না পাইলেও অনুমান করিয়াও একটি সিদ্ধান্ত স্থির করে; হয় তাহা পরীক্ষাতে সপ্রমাণ হয়, নয় তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা পরীক্ষাতে অনুমানে যে প্রকারেই অনুসন্ধান করি কি দেখি? জড়ময় জগতে বিজ্ঞানের ভাব দেখিতে যাই।

## ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা।

কোথা ওহে দীননাথ অগতির গতি।
তব পদে অধীনীর থাকে যেন মতি॥

তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি
বিশেষে অবলা আমি হীনবুদ্ধি নারী॥

তথাপি কহিব কিছু যথাসাধ্য মতে।
তোমার সমান বন্ধু নাহি এ জগতে॥

মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, কেহ কার নয়।
অসময়ে কেহ নয় জেনেছি নিশ্চয়॥

কিঞ্চিৎ করুণা কৃপা কর বিতরণ।
রাখ রাখ অধীনীর এই নিবেদন॥

আমার নিকটে নাথ হও হে প্রকাশ।
অন্তরেতে থাক সদা এই অভিলাষ॥

অন্তরে আছ হে তুমি দেখিতে না পাই।
দূরেতে তোমাকে সদা খুঁজিয়া বেড়াই॥

যখন তোমার সৃষ্টি করি দরশন।
ইচ্ছা হয় করি তব মহিমা বর্ণন॥

আমি অতি মূঢ়মতি অল্পবুদ্ধি নারী।
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি॥

যখন যে দিকে আমি করি দৃষ্টিপাত।
কৃতজ্ঞ হইয়া আমি, করি প্রণিপাত॥

চন্দ্র সূর্য্য আদি করি গ্রহ তারাগণ।
তোমার নিয়মে সবে করিছে ভ্রমণ॥
পৃথিবীতে না হইলে সূর্য্যের প্রকাশ।

কে [illegible] জগতের অন্ধকার নাশ ।।
মনের তিমির নাশ করহ আমার ।
কাতর হইয়া আমি ডাকি বার বার ।।
বারেক করুণা-নেত্রে চাহ কৃপাময় ।
তোমা বিনা কেবা আর দিবে হে অভয় ।।
ভেবে দেখিলাম মনে সকলি অসার ।
ধন জন পরিবার কেহ নহে কার ।।
অসার সংসারে আছি পড়ে মায়া কূপে ।
তোমা বিনা পরিত্রাণ নাহি কোন রূপে ।।

---

We praise thee in thy power, O God !
We praise thee in thy sanctity.
We praise thee who reignest in the furthest heavens,
We praise thee who dwellest in our inmost souls,
Our Lord and hidden Comforter.
No voice can duly proclaim thy greatness,
No heart can comprehend thy goodness,
O thou Father of all our spirits.
The longings of the spirit are inexhaustible:
Only thou canst fill the heart.
When it is empty and aching for thee,
Hungering and thirsting for thy righteousness,
Thou visitest it with peace unspeakable.
With thee there is no misery to the distressed;
But sorrow is hallowed and pain is sweetened,
And hardship is assuaged, and fear is calmed.
For, thine own nature is blessedness,
And thou makest thy worshippers blessed.
Yea, blessed is thy presence, O Lord most Holy !
Blessed is it to dwell with thee and to know thee,
To rest on thee and to serve thee.
Blessed shall the nations be, when thy glory is recognized,
When all who love thee unite to succour and raise the weak,
When men of all climes and colours know their union.
Meanwhile, enable us to discern and love thy servants,
Under whatever strange name or false creed they are hidden.
Strengthen us in life or death, in this and in every life,
To be thine in fact, as we are thine in right;
To obey cheerfully, to strive loyally,
To suffer meekly, to enjoy thankfully.
So shall we love thee while we live, and partake of thy joy,
And triumph over sorrow, and fulfil thy work,
And be numbered with thy saints, and die on thy bosom.

NEWMAN

---

# বিজ্ঞাপন

## ব্রাহ্ম সমাজ ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক ।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ।
উপাচার্য্য ।

---

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান, আগামী ১১ মাঘের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করেণ ।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ।
উপাচার্য্য ।

---

ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে এক্ষণে বিয়ারিং পত্রিকা আর ডাকে চলেনা ; অতএব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন, যাঁহারা বিয়ারিং পত্রিকা লইয়া তথায় ডাকের বেতন দিতেন, তাঁহারা টিকিট ক্রয় করিয়া আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। নতুবা পত্রিকা পাঠাইবার আর উপায় হইবেক না।

---

## শূল রোগের ঔষধ ।

শূল কেমন ভয়ানক রোগ তাহা যিনি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তিনিই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন । এই রোগ জন্মিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকে ।

কিছু দিন হইল এক সন্ন্যাসী আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন । আমার মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন তাঁহার নিকট হইতে শূল রোগের এক ঔষধ পান । তিনি ঐ ঔষধের পরীক্ষা করিতে আরম্ভ

করেন। যত ব্যক্তিকে সেবন করান সকলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে শূল রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন।

এই সংবাদ শুনিয়া এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া আমিও কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের কতক গুলি লোককে উক্ত ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে শূল রোগের মহৌষধ সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যিনি এই ঔষধ সেবন করিবেন তিনি নিঃসন্দেহ শূল রোগের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবেন।

যে যে দ্রব্যে ও যে প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় তাহার নিয়ম।

| দ্রব্য | ওজন |
|---|---|
| শুঁঠ চূর্ণ | ৫ পাঁচ ভরি |
| বিট লবণ | ২॥০ আড়াই ভরি |
| সোহাগা | ১।০ সওয়া ভরি (খৈ করিয়া লইতে হয়) |
| মুলতানী হিং | ॥৶০ দশ আনা |

সজনা গাছের ছালের রস দিয়া প্রথমে হিং মাড়িতে হয়, তৎপরে উহাতে বিট লবণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে সোহাগার খৈ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে শুঁঠ চূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ৫৪ চুয়ান্নটি বড়ী বাঁধিতে হয়। সজনারসের পরিমাণের নিয়ম নাই, যত দিলে সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ী বাঁধা যায় তাহাই দিতে হয়।

ঔষধ সেবনের নিয়ম।

প্রাতঃকালে এক বড়ী ও সায়ংকালে এক বড়ী মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়।

পথ্যাপথ্যের নিয়ম।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জন, দুগ্ধ।

মৎস্য নিষিদ্ধ নহে, ঘৃতে পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ—শাক, অম্ল, মিষ্ট, তৈল, কাঁচাঘৃত, ডাইল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজাদ্রব্য, মাদক দ্রব্য, নূতন তণ্ডুল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা,
১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬৭।

---

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের অগ্রহায়ণ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন নিয়োগী | ২ |
| " অক্ষয়কুমার দত্ত | ২ |
| " শ্যামাচরণ সরকার | ২ |
| " রাখালরাজ রায় | ২ |
| " রামদাস দাস | ১ |
| " তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় | ১ |
| " গোপালচন্দ্র হাজরা | ১ |
| " রামদাস বসু | ১ |
| | ১২ |

মাসিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঘোষ | ১৬ |
| " যাদবকৃষ্ণ সিংহ | ৪ |
| " রামচন্দ্র ঘোষাল | ৩ |
| | ২৩ |

শুভ কর্ম্মের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত হরগোপাল সরকার | ১ |
| " রামদাস দাস | ১ |
| সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি রামতনু বসুর পল্লী হইতে প্রাপ্ত | ৪ |
| | ৬ |

এককালীন দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ | ১৶০ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ৬॥৶০ |
| | ৪৯ |

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১ মাঘ রবিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং। সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবংপূর্ণমপ্রতিমমিতি।একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

---
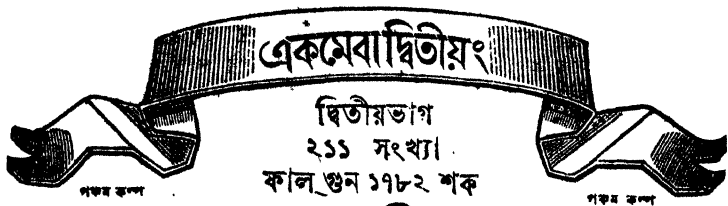
## একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ মাঘ বুধবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক সমাজ অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য ও উপাচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন।

"অদ্যকার উৎসব উপলক্ষে মহা সমারোহ দেখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু যাঁহারা কেবল সমারোহ দেখিবার জন্য অদ্য এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা অদ্যকার দিনের যথার্থ গৌরব কিছুই জানেন না। আমরা শূন্য কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসি নাই, আমরা সংসারীর মত হইয়া সাংসারিক ভাবে এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে একত্র হই নাই। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব আমারদের মনে চির মুদ্রিত হইবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে হৃদয়ে হৃদয়ের সম্মিলনে প্রীতির শিখা উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই মহেশ্বরের প্রতি গমন করিবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরেতে মনুষ্য-হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পালন করিতে অপরাজিত বল পাইব—তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে অপরাজিত উৎসাহ পাইব। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক পুণ্য হৃদয় সাধুদিগের মুখজ্যোতি দেখিয়া মলিন হীন ভাব সকলকে দূর করিতে পারিব, কৃতজ্ঞতাকে উজ্জ্বল করিব, আশাকে উন্নত করিব—প্রীতি-পুষ্প বিকশিত করিয়া প্রেমস্বরূপকে দান করিব। এখান হইতে কেহ শূন্য হস্তে শূন্য হৃদয়ে চলিয়া যাইও না। অদ্য হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তাহা যেন চিরদিন জ্বলিতে থাকে।

অদ্য এখানকার ভাব দেখিয়া কি কাহারো মনে হইতেছে না যে সকল লোকের বিপক্ষে, সকল অসত্যের বিপক্ষে, সত্যের জয় ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। কাহারো মনে কি সত্যের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতেছে না? ঈশ্বরের প্রেম সমুজ্জ্বল হইতেছে না? মঙ্গলের প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না? উন্নত আশার সঞ্চার হইতেছে না? এক্ষণে কেহ মনে করিতেছেন না, আমি সংসারের আকর্ষণেই আর ভুলিয়া থাকিব না, আজ অবধি ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব? কাহারো কি মনে হইতেছে না, অদ্য অবধি আর আর নীচ লজ্জা, নীচ কার্য্য, পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য চিরজীবন ব্যয় করিব? অদ্য আমারদের মনে যে অনুরাগ-

অনল প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা যেন নির্ব্বাণ না হয়।

অদ্য যেন আমারদিগকে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "সকলে শ্রবণ কর—বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে—সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।" সত্য আপনার বলেই এ প্রকার বলীয়ান্ যে তাহা অন্যের সাহায্য অতি অল্পই আবশ্যক করে। দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য এখনো পর্য্যন্ত কাহারও রক্ত পাত হয় নাই, তথাপি ইহার বল কেমন প্রচার হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কি নিবিড় অন্ধকার! তাহার মধ্যেও সত্যের আলোক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। কত ভয়ানক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নত ভাবে পদ সঞ্চার করিতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কত লোকের সত্য অনুসন্ধানে স্পৃহা জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল আশ্রয়ে কত শূন্য-হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ-স্বরূপ কত লোকের মনে প্রতিভাত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রেমে কত আত্মা অভিষিক্ত হইয়াছে। এই অল্প কালের মধ্যে অনেকের মনে ধর্ম্মের জন্য একটী অভাব বোধ হইয়াছে—ঈশ্বরের জন্য একটী অভাব বোধ হইয়াছে; আত্মার সেই একটী গভীর অভাব, সংসার যাহা কিছুতেই বিমোচন করিতে পারে না। এই প্রকার সত্যানুরাগী ঈশ্বরান্বেষী সাধুদিগের আত্মাকে পূর্ণ করিবার জন্য কোন কোন মহাত্মা আপনার সমুদয় পরিশ্রম, সমুদয় যত্ন, অর্পণ করিতেছেন। যাহাতে অসত্যের উচ্ছেদ হয়, ভ্রমান্ধকার দূর হয়, সংশয়াত্মা সত্য-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়, শুষ্ক হৃদয় প্রীতির নীরে অভিষিক্ত হয়, তাহার এখন সদুপায় হইয়াছে। এই অল্প দিনেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী ভ্রাতৃ ভাব সংস্থাপনের উপক্রম হইয়াছে। হা! তখন পৃথিবী কি সুখের দিন দেখিবে, যখন এই রূপ হইবে, সমুদয় ব্রাহ্মই এক শরীর, ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার প্রাণ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে প্রকার শূন্য-হৃদয় হয়, তাহা এক্ষণে অনেকে অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বরের উপাসনাতে সহস্র আত্মা পবিত্র হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে, বল পাইয়াছে, জ্যোতি পাইয়াছে, জীবন পাইয়াছে। তাঁহারদের হৃদয় ঈশ্বরের ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া আর আর হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। বঙ্গভূমির মধ্যে কোথায় আলাহাবাদ, কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় ত্রিপুরা, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত বৎসরে আমাদের মনে হইয়াছিল, এখনো পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম উদাসীন রহিলেন, এখনো পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, এ বৎসরে সে অভাবও দূর হইয়াছে। এক এক পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মের ছায়া লাভ করিয়াছে! হা! আমরা আশার অতীত ফল পাইয়াছি। ইউরোপের বিজ্ঞ লোকদিগের মনও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবে পূর্ণ হইতেছে। তাঁহারদের অগ্নিময়-বাক্য-পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কে না তাঁহারদিগকে ব্রাহ্ম ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হন? তাঁহারা ইউরোপ বাসী হইলেন, তাহাতে কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশ এক করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে এক পরিবারের মত করিবে। ব্রহ্ম-পরায়ণদিগের হৃদয় অভিন্ন হৃদয়। দূরদেশ তাঁহারদিগকে পৃথক করিতে পারে না। দূর কাল তাঁহারদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না। তাঁহারদের মধ্যে যদি বিস্তৃত সমুদ্র মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। যদি লক্ষ বৎসর ব্যবধান থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। সত্য-ব্রত প্রাচীন ঋষিরা যেমন আমারদের, তদ্রূপ ইংলণ্ড বা আমেরিকা বা পারস্তান দেশের কোন এক সত্যানুরাগী ঈশ্বর প্রেমাও আমারদের ব্রাহ্মসমাজের এক জন।

আমরা যদি কেবল গত বৎসরের ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির বিষয় আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই যে এই এক বৎসরের মধ্যে আমারদের মনে কত অমূল্য সত্য মুদ্রিত হইয়াছে। এই সমাজের বেদী হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে, তাহা কি কাহারো অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত করে নাই? আমরা কত সময় এই পবিত্র স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরকে

অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া প্রণিপাত করিয়াছি। আমরা কেমন স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, জড় জগৎ আমারদের চক্ষের তত নিকট নহে—ঈশ্বর আত্মার যত নিকট। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরকে আমারদের নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে? আমরা সেই ঈশ্বরকে পাইয়াছি, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সংসারের পাপ-তাপ দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে অটল থাকিতে পারি। আমরা সংসারের আর সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারি, আর সকল সম্পদ তুচ্ছ করিতে পারি; কিন্তু সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বর—তিনি প্রাণ হইতেও প্রিয়তর—তাঁহাকে না পাইলেই নয়। তাঁহাকে পাইলে আমারদের নিকটে আর সকলই উজ্জ্বল দেখায়। আমরা সেই অমৃতের পুত্র বলিয়া আমারদের এই জীবনকে অমূল্য জীবন মনে করি। আমরা আমারদের পিতাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই—তাঁহার প্রকাশে সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় দিক্ বিদিক্ সমুজ্জ্বলিত দেখি। আমরা নির্জ্জনে তাঁহাকে অনুভব করি—প্রিয় বন্ধুর সহবাস অপেক্ষা তাঁহার সহবাসে সুখী হই। তাঁহার জন্য আমারদের সকল কার্য্য আনন্দের সহিত সম্পন্ন করি—আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি। তাঁহার জন্য আর সকলি বিসর্জ্জন করিতে পারি। যদি এই প্রাণ দান করিয়া তাঁহার কোন মঙ্গল কার্য্য উদ্ধার করিতে পারা যায়, তবে আমারদের পরম সৌভাগ্য। সম্পদের সময় কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করি। বিপদে তাঁহার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় শিক্ষা করি। পাপ-তাপে সেই পবিত্রতার প্রস্রবণের নিকটে গিয়া শীতল হই। কোন অবস্থা কোন ঘটনা আমারদিগকে তাঁহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। মৃত্যুতে, বিদেশ হইতে স্বদেশে যাওয়া যে প্রকার, সেই প্রকার আনন্দ হয়; কেননা আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে আমরা যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, ঈশ্বর আমারদের সঙ্গেই থাকিবেন এবং নূতন নূতন আনন্দ বিধান করিবেন আমাদের এসংসারে ভয় নাই—আমাদের মৃত্যুতে ভয় নাই। বিশ্বাস শূন্য শূন্য-হৃদয় ব্যক্তি যে সকল স্থান শূন্য দেখে, আমরা তাহা দেব-ভাবে পূর্ণ দেখি তাহারা যে সকল বিষয় স্মরণ করিয়া ভয়েতে কম্পিত হয়, আমরা তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই। আমরা সেই মঙ্গল-স্বরূপের অনুচর হইয়া দেখি, আমাদের প্রীতি তাঁহার সেই উদার, সেই গম্ভীর প্রীতির অনুরূপ ভাব ধারণ করে। তাঁহার সেই প্রীতি দেখিয়া আমরা সকলকেই বন্ধু বলিয়া, ভ্রাতা বলিয়া, আলিঙ্গন করি—যে পর্য্যন্ত না সকলকে সেই পিতার চরণে আনিয়া অবনত করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আর কিছুতেই নিরস্ত হই না। আমারদের প্রীতির বিরাম নাই। আমারদের আশার শেষ নাই। এমন কোন সত্য নাই, এমন কোন মঙ্গল নাই, ঈশ্বর আমারদের এমন পিতা নন যে তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতে না পারি। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে সকল মনুষ্য জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত হইয়া সেই এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপের উপাসক হইবে। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে প্রতি আত্মা উন্নত হইয়া তাঁহার চরণের মঙ্গল ছায়া লাভ করিবে। এখন যদিও চতুর্দ্দিকে রোগ শোক, পাপ তাপ, দেখিতেছি; তথাপি এ আশা কিঞ্চিৎমাত্রও ম্লান হয় না। সেই পিতা পাতা বন্ধু আমারদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যে কত উপায় করিতেছেন, তাহা আমরা কি জানি। সেই পিতা তাঁহার প্রতি সন্তানকে আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য যে কত যত্ন করিতেছেন, কত উপায় প্রেরণ করিতেছেন, কত অবসর অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা কে জানে। হা! আমরা সকলে কি তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব না? পাপী পুণ্যাত্মা সকলে মিলিয়া কি তাঁহার চরণে অবনত হইবে না? সংসারে

তিনি ভিন্ন আর আমারদের কে আছে? তিনি আমারদের পরম গতি, তিনি আমারদের পরম সম্পদ্, তিনি আমারদের পরম লোক, তিনি আমারদের পরম আনন্দ। তিনি আমারদের এখানকার পিতা মাতা— তিনি আমারদের চিরকালের পিতা মাতা —তিনি আমারদের সর্ব্বস্ব ধন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং॥

## ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

১৪ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

শিষ্য আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবন্ সেই অনির্দ্দেশ্য সুখ-স্বরূপ পরমেশ্বর, যাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত ভাব বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, যাঁহাকে ব্রহ্মপরায়ণ সত্য-ব্রত ধীরেরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তাঁহাকে আমি কি প্রকারে জানিব? তাঁহাকে কোথায় দেখিব? কে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে? আচার্য্য উত্তর করিলেন, সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ-সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই পার্থিব অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? সেখানে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ পায় না, সেখানে সকলই তাহারা অন্ধকার। কেবল আত্মজ্যোতিই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে। আত্মজ্যোতির দ্বারাই সেই সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হয়, সূর্য্য চন্দ্রের জ্যোতি সেই জ্যোতির নিকটে পরাভব পায়। আত্মজ্যোতি হইতেই সেই সত্য-জ্যোতির আভাস পাওয়া যায়। এই আত্মজ্যোতি কি? এক বার অনন্যমনা হইয়া, প্রণিধান পূর্ব্বক অন্তরে দৃষ্টি কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, আত্মজ্যোতি কি। "অস্তমিতে আদিত্যে" সূর্য্য যদি অস্ত হইয়া যায়, "চন্দ্রমসি অস্তমিতে" চন্দ্র যদি অস্ত হইয়া যায়, "শান্তে অগ্নৌ" অগ্নি যদি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; তবে কি জ্যোতি অবশিষ্ট থাকে? তখন সেই আত্মজ্যোতিই থাকে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ। এখন সূর্য্যের জ্যোতি নাই, সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; এখানে চন্দ্রের কিরণও নাই; এখানে কেবল অগ্নির আলো রহিয়াছে। মনে কর এখানকার এই সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেলে; তবে সকলই অন্ধকার। ব্রক্ষণে এই আলোকময় মন্দিরে যে সকল ব্রহ্মোপাসক মহাত্মাদিগের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা তখন দেখিতে পাইব না। এই স্থান যদি এখানকার মত নিঃশব্দ থাকে; এখন ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণে সকলে যে প্রকার স্তব্ধ হইয়া তাঁহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন,এখানকার এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেলেও যদি তাঁহারা সেই প্রকার থাকেন; তবে এই শব্দ-শূন্য আলোক-শূন্য গৃহে কেহ কাহাকে জানিতেও পারেন না। কিন্তু যদিও আমরা সকলে এই অন্ধকারে স্তব্ধাগারে থাকি, তথাপি আমারদের অন্তরে আত্মজ্যোতি নির্ব্বাণ হইবেক না। প্রতি জনে তখন আপনাকে দেখিতে পাইবেন, আত্মার প্রভা সেই অন্ধকারের মধ্যে আরো উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে। সেই আত্মজ্যোতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্য-জ্যোতিও প্রকাশিত হইবেক; সেই আত্মার কারণ, আশ্রয়, সুহৃৎ; তাহার অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ; তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হইবেন। যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারে না, আত্ম জ্যোতিতেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যে তাঁহাকে বাহিরের আলোকে দেখিতে যায়, সে কি নির্ব্বোধ। এ কাহার না বোধ আছে যে সেই অন্তরাত্মাকে অন্তরেই পাওয়া যায়, অন্তরেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। জগতে তাঁহার জ্ঞানের, তাঁহার মঙ্গল-ভাবের ছায়া মাত্র; তাঁহার আলোক অন্তরে। "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা

সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁহার প্রকাশে সকলই প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু আর সকলই সেই প্রকাশের ছায়া; তাঁহার আলোক হৃদয়ে রহিয়াছে, আত্মাতেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ। যখন আত্মাতে—"এই উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে" সেই সূর্য্য-প্রভা প্রকাশ পায়,তখন কি হয়? প্রাতঃকালে সূর্য্য চন্দ্র একত্র উদয় হইলে যাহা হয়, তাহাই হয়। তখন দেখিতে পাই, সেই সূর্য্যের প্রকাশেই এই চন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে; আত্মা তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে; জীবাত্মার জীবন, তাহার ধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান, তাহার প্রেম, সকলেরই প্রকাশ তাঁহা হইতে দেখা যায়; তিনি আত্মার মূল কারণ ও আশ্রয়-রূপে প্রতিভাত হন। যখন অন্তরাকাশে পরমাত্মা-রূপ সূর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়, তখন কি আপনার প্রতি আর লক্ষ্য থাকে? সেই প্রখর সূর্য্য-জ্যোতির নিকটে কি চন্দ্রের প্রভা আর দীপ্তি পায়? তাঁহার সেই প্রভার নিকটে আপনার ক্ষুদ্র ভাব সকলই বিদূরিত হয়। যিনি ভূমা, যিনি পূর্ণ মঙ্গল; যিনি নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র-স্বরূপ; যিনি নিরবদ্য, নিরঞ্জন; তাঁহাতে প্রীতি-ভাব গেলে কি আপনার প্রতি প্রীতি থাকে? তখন আমারদের সেই প্রীতি-দৃষ্টি কি তাঁহা হইতে আর কোন দিকে লইয়া যাওয়া যায়? তাঁহা হইতে লইয়া গিয়া কি আপনার ক্ষুদ্র ভাবের উপর স্থাপন করা যায়? তখন সকল ভাব, সকল প্রীতি তাঁহাতেই অর্পিত হয়। তাঁহাতে প্রীতি যেমন উজ্জ্বলিত হয়, আপনাতে প্রীতি তেমনি অস্তমিত হয়। সেই প্রীতি ঈশ্বরে গিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আবার যখন সংসারে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার কি শোভা, কি জ্যোতি! তাঁহার সংশ্রবে তাহা পবিত্র ও নিম্নগামী হইয়া পৃথিবীর আর আর সকল স্থানকে সিক্ত করে। ঈশ্বর-প্রেমী মহাত্মা সেই মঙ্গল-স্বরূপের আদর্শ গ্রহণ করিয়াই শান্তি করেন। তাঁহার শোভা অনুভব করিয়াই তিনি শোভা ধারণ করেন। ঈশ্বরের ভাব তিনি যত টুকু অর্জ্জন করেন, তাহাতেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার যে কুৎসিত ভাব, তাহা তিনি অনুভব করিতেছেন; তাঁহার সহিত থাকিয়া আপনার যে মহত্ত্ব, তাহাও দেখিতেছেন। ঈশ্বরের সুন্দর মঙ্গল-ভাবের যদি তিনি কণা মাত্রও পান, তবে তাহা সমুদয় রাজত্বের সহিতও তিনি বিনিময় করিতে চাহেন না। ঈশ্বরের সেই মঙ্গল-ভাবই তাঁহার সর্ব্বস্ব;—তাঁহার নিকটে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, তাঁহার কিছুই নহে। আমারদের এ প্রকার দুর্ব্বলতা যে এই ক্ষণকালের নিমিত্তে তাঁহার যে প্রকাশ, তাহাই আমরা ধারণ করিতে পারি না কিন্তু এই ক্ষণ কালের প্রকাশেই আমাদের জীবন নূতন হইয়া উঠিতেছে। আমারদের সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার উদয়াস্ত হইতেছে; কিন্তু আমারদের আশা হইতেছে যে এখানে তিনি আপনাকে যে এক এক বার আলিঙ্গন করিতে দিতেছেন, পরে আমারদিগকে তাঁহার চির আলিঙ্গন প্রদান করিবেন। আমরা এ প্রকার দুর্ব্বল হইয়া, দোষেতে গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া, ক্ষণকালের নিমিত্তেও তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি, এ কিছু সহজ সূচনা নয়। ইহাতে তাঁহার এই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে যে ভবিষ্যতে আপনাকে আরো প্রচুর রূপে দান করিবেন। আমরা এক্ষণকার মুহূর্ত্ত কালের যে আনন্দ, তাহা ভোগ করিয়াই যখন আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি, তখন অধিক কালের জন্য তাহা ভোগ করিতে পাইলে আমারদের অবস্থা কি হইবে? সেই অবস্থা পাইবার জন্য আমরা কি না দিতে পারি? আমরা অতি দুর্ব্বল; কখনো সেই মহান্ আনন্দ আত্মাকে প্লাবিত করে, আবার তাহা বিলুপ্ত হয়। তাহা চিরস্থায়ী হইলে সংসারের আকর্ষণ কি কিছু মাত্র থাকিতে পাইত? এখানে যখন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া আমারদের সমুদয় জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া যাইতেছে; তখন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার নিরন্তর প্রকাশ দেখিলে আমারদের কি সম্পদ না লাভ হ-

হইবে? অনন্তকালের নিমিত্তে সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া আমারদের সকল ক্লেশ দূর হইতেছে। সমুদয় পৃথিবী যদি শত্রু হয়, তথাপ আত্মা সেই বিন্দু মাত্র অমৃত পাইয়া এমন বলীয়ান্ হয়, যে সমুদায় পৃথিবীকে সে তুচ্ছ করিতে পারে। এখন যেমন দিবারাত্রি পরিবর্ত্তনের ন্যায় অন্তরে ঈশ্বরের ভাবের উদয়াস্ত হইতেছে, পরে আর সে ভাবের অস্ত হইবেক না; ঈশ্বর অন্তরে উদয়ই থাকিবেন, সূর্য্য-কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ অবিচ্ছেদে দেখিব। এখানে আমারদের এই প্রকার শিক্ষা হইতেছে। আমারদের দেখা উচিত, আত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশ কত হইল, তাঁহার সঙ্গে যোগ কত স্থায়ী হইল। তাঁহার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলাম। ইহা দেখিবার কোন আবশ্যক নাই যে কত ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হইল, এই সকল গণনাতে আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া কি হইবে? মৃত্যুর সময় সকলই শূন্য, সকলি অন্ধকার দেখিবে। যে ধন নিত্য ধন, অক্ষয় ধন, তাহা কত সঞ্চয় করিতে পারিলে; তাহাই গণনা করিয়া দেখ। এই ধন এখানে পাইলে সকল পাইবে। কিন্তু সংসারের কি বিপরীত ভাব। লোকেরা অনায়াসে ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, চিরস্থায়ী ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়েরই পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে—এক টুকু মান এক টুকু যশের জন্য ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! কি মোহ! তাহারা বুঝিয়াও বুঝিবে না; মোহ আসিয়া তাহারদিগকে আর সত্য দেখিতে দেয় না। সেই যে নিত্য ধন,—সেই যে চির-সম্পদ, তাহা তোমরা চিরদিন সম্ভোগ করিতে পাইবে, এ আশাতে কেন না আনন্দিত হইবে? কেন না বিষয়-বিপদ-সম্পদকে তুচ্ছ করিতে পারিবে? যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহার প্রকাশ আমরা সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে পাইব! এখানে পরীক্ষাতে ইহার আভাস পাইতেছি। এই ভাব চিরস্থায়ী হইলে দুঃখ কি? শোক কি? মোহ কি? সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারা যায়—দুর্ব্বল শরীর সবল হয়, নির্ব্বীর্য্য মন বীর্য্যবান্ হয়। এই আশার কি বল নাই? ইহা কি ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক নহে? প্রত্যক্ষের সঙ্গে, আশার সঙ্গে, যখন সম্মিলন হইতেছে; তখন সংশয় অন্ধকার কি কিছু মাত্র থাকিতে পারে? কোটি কোটি সূর্য্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হইতেছেন, এই আমারদের প্রত্যক্ষ;—তিনি সেখানে চিরস্থায়ী হইবেন, এই আমারদের আশা। হে সত্যকাম! তুমি যখন এই আশা দিতেছ—তুমি আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হইবে, তুমি তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। কত দিন, আর কত দিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব, যে দিনে আমি তোমার সম্মুখে পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং নিত্য কাল তোমার সঙ্গেই থাকিতে পাইব। হে পরমাত্মন্! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াচি। আমি যে তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা এখানকার ধন মান যশের জন্য নয়। কিসে সকলে আমাকে আদর করিবে, কিসে সকলের নিকটে মান্য হইব; ইহার প্রার্থী হইয়া আমি তোমার নিকটে আসি নাই। আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি যে তুমি আমার দুর্ব্বলতার পরিহার করিবে, পাপ-কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি দিবে। হে পতিত-পাবন! তোমার অমৃত সহবাসে নিরন্তর থাকি; এই আমার ইচ্ছা, এই আমার আশা। এই আশা পূর্ণ কর। আমি যেন অকৃত্রিম হৃদয়ে তোমার সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি। তোমার প্রসাদে যেন সংসারের সকল নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করিতে পারি। যেন তোমার প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টির উপরে আমার প্রীতি-নয়ন সর্ব্বদা রাখি। তোমার ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া যেন সকল কার্য্য করিতে পারি। এই আমার প্রার্থনা। তোমার নিকটে অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

## ব্রাহ্ম-সমাজের পুরাবৃত্ত।

গত ২৪ পৌষ রবিবার কলিকাতাতে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যালোচনা জন্য ব্রাহ্মদিগের যে বার্ষিক সভা হইয়াছিল, তাহাতে সুধীবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"একত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, আমারদের প্রিয় জন্ম-ভূমি এই বঙ্গ দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম সূত্র-পাত হয়; সেই কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমারদিগির একবার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। এই সমালোচনাতে অনেক লাভ আছে। ভবিষ্যতে কি প্রকারে আচরণ করা উচিত, তাহা পুরা কালের ঘটনা আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত লিখিবার ভার ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষেরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। এই ভারটী আমার পক্ষে অতি মনোরম ভার। যে সজীব ধর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বে আমার অল্প ক্ষমতানুসারে আমার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই সজীব ধর্ম্ম অনেক ব্রাহ্মের মনে এক্ষণে সঞ্চারিত দেখিতেছি। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ধর্ম্ম কেবল বলিবার বস্তু নহে, তাহা করিবার বস্তু। ঐ কথা কেবল তাঁহারদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এমত নহে; তাঁহারদিগের মধ্যে সাধ্যানুসারে কেহ কেহ সেই হৃদ্গত প্রত্যয়ানুযায়ী কার্য্যও করিতেছেন। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই এই গাঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে —কষ্ট বহন করিতেই হইবে। দিন দিন অনেক নূতন লোক আমারদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। আমি আমার সঙ্কীর্ণ শক্তি অনুসারে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া তাহার পুরাবৃত্ত লিখন কার্য্যকে অতি মনোরম কার্য্য জ্ঞান করিতেছি। প্রস্তাবটী অতি মনোরম, আমার ইচ্ছা যে তাহা অতি উৎকৃষ্ট করিয়া লিখি; কিন্তু মনের মতন করিয়া লিখিতে আমার অক্ষমতা বোধ করিয়া বিশেষ ক্ষোভ পাইতেছি।

যদ্রূপ অন্ধকার রজনীতে সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একটী তারকও আকাশে স্বীয় রমণীয় জ্যোতি দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে আমোদিত করে না, এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহার তদ্রূপ অবস্থা ছিল। সকল লোকই পশু উদ্ভিদ্ ও অচেতন মৃণ্ময় বা প্রস্তর নির্ম্মিত পদার্থকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা-রূপে উপাসনা করিত এবং অলীক ক্রিয়া-কলাপই আপনারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনের এক মাত্র উপায় বলিয়া জানিত। কেহই সেই নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিত না। ধর্ম্ম হীনাবস্থায় থাকিলে আর সকলই হীনাবস্থায় থাকে। ভিতরের অন্ধকারের সহিত বাহ্য অন্ধকারের তুলনা কোথায়? এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হওয়াতে যে অন্ধকার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। হুগলী জেলার অন্তঃপাতি খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে ঐ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি তিব্বতাদি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও যে যে দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের ধর্ম্ম বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন। পর্য্যটনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; তৎপরে ১৭৪০ শকে বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাহির শিমলার উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যান হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত কয়েক খানি উপনিষদ্ প্রকাশ করিলেন। সেই সকল উপনিষদের এক একটি ভূমিকা পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি এক একটী প্রবল আঘাত-স্বরূপ হইয়াছে। ১৭৪৫ শকে পাষণ্ড-পীড়ন নামক গ্রন্থের উত্তরে 'পথ্য প্রদান' এই কোমল আখ্যা দিয়া প্রচলিত কাল্পনিক

ধর্ম্মের সম্পূর্ণ খণ্ডন-স্বরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। তিনি উল্লিখিত গ্রন্থ-সকলে সপ্রমাণ করিলেন যে বেদ, পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রই এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা শত্রু উত্থিত হইল; রামমোহন রায়ের নিন্দা ও অপবাদের আর পরিসীমা রহিল না। কথিত আছে যে তাঁহার প্রতি বিপক্ষ-দলের শত্রুতা এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি অন্যত্র যাইবার সময় পরিচ্ছদ মধ্যে কিরিচ রাখিতে বাধ্য হইতেন। এই রূপ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আপনার মতের অনুবর্ত্তীদিগকে লইয়া এক উপাসনা সমাজ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেই সমাজ আমারদিগের এই বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজ। ১৭৫১ শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। তিনি এই উদ্দেশে ঐ সমাজ স্থাপন করিলেন যে সকল জাতীয় লোকেরা একত্র হইয়া সেই এক মাত্র অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। সমাজ স্থাপনে তাঁহার যে এ অভিপ্রায় ছিল, তাহা সমাজ গৃহের দান পত্রে প্রকাশিত আছে। এই দান-পত্রে উক্ত হইয়াছে।

'The said messuage or building land tenements hereditaments and premises with their appertenances to be used occupied enjoyed applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the eternal unsearchable and immutable Being who is the Author and Preserver of the universe but not under or by any other name designation or title peculiarly used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * No sermon preaching discourse prayer or hymn be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promeotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity morality piety benevolence virtue and the strengthening the bonds of union between men of all religious presuasions and creeds.'

'যে কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া পবিত্র ও নম্র ভাবে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্ব-পাতা অকৃত অমৃত অগম্য পুরুষের উপাসনার অভিলাষ করে, তাহারদের সমাগমের জন্য এই সমাজ-গৃহ সংস্থাপিত হইল। যে কোন লোক, বা যে কোন সম্প্রদায়, নাম রূপ-বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে; এখানে তাহার উপাসনা হইবেক না। * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
যাহাতে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্ব-পাতা পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি ও আত্মা উন্নত হয়; যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা, সাধু-ভাবের সঞ্চার হয়; যাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকদিগের মধ্যে একটী ঐক্য-বন্ধন হয়; উপাসনার সময় এই প্রকার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ব্যবহৃত হইবেক না।'

প্রথমে কমল বসুর বাটীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্ম-সমাজ হইত; তথায় এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্ত্তমান সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা হইতে লাগিল। সমাজ দিবসে সূর্য্যাস্তের কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে ইহার এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত; সে ঘরে কেবল ব্রাহ্মণেরা যাইতে পারিতেন। তৎপরে তাহার যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন; তৎপরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্ত সূত্রের ভাষা ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্যে মধ্যে নূতন ব্যাখ্যান রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তৎপরে ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত।

ব্রাহ্ম-সমাজের বিপক্ষে ধর্ম্মসভা নামে এক সভা কলিকাতায় সংস্থাপিত হইল। ধর্ম্মসভার সভ্যেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অতিশয় দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরব রক্ষার জন্য রামমোহন রায়, বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জন্য সমাজের অনেক ব্যয় হইত। সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরী, রামকৃষ্ণপুর নি-

বাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ, এবং তেলিনী পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা রামমোহন রায়কে অর্থ দিয়া আনুকুল্য করিতেন। প্রথম কোন মহৎ অনুষ্ঠান করা কঠিন কর্ম্ম। প্রথম অনুষ্ঠাতারা সকল করিয়া উঠিতে পারেন না; ইহাতে কিন্তু তাঁহারদিগের গৌরবের কিছু হানি হইতে পারে না। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান প্রয়োজন রামমোহন রায়ের সময় সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না; কেবল উপনিষদের শ্লোক ও বেদান্ত-সূত্র সকলের ব্যাখ্যান হইত। দ্বিতীয়তঃ তখন ব্রাহ্ম-দল বলিয়া দল-বদ্ধ কোন সম্প্রদায় ছিল না; তখন প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য; যাহা সকল ধর্ম্ম-মূলে নিহিত আছে; যাহা তর্ক-তরঙ্গ দ্বারা কখনই আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে পারে না ও যাহা সকল মনুষ্যের হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজমান আছে; এক্ষণে যেমন সেই আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্পষ্ট-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এরূপ তখন ছিল না। ইহা যথার্থ বটে যে রামমোহন রায় সেই আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সকলের পরীক্ষা করিতেন। তিনি কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থের সকল বাক্যেতে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে আত্ম-প্রত্যয়কে যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এক মাত্র পত্তন-ভূমি বলিয়া স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, তখন এ রূপ হয় নাই। এক্ষণে যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন করা হইয়াছে, তখন সে রূপ হয় নাই। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এক বৎসর পরে ১৭৫২ শকে রামমোহন রায় ইংলণ্ড-দ্বীপে গমন করেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে সমাজ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল। যাঁহারা অর্থ দিয়া আনুকুল্য করিতেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীয় স্বীয় দাতব্য রহিত করিলেন; কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যাবৎ জীবিত ছিলেন, তাবৎ প্রতি মাসে প্রথমে ৬০ টাকা, পরে ৮০ টাকা করিয়া দিতেন, তাহাতেই সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। অত্যল্প লোক প্রতি বুধবারে সমাজে উপস্থিত হইতেন; পরিশেষে এমন হইল যে কেবল ১০। ১২ জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। তথাপি তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয়-প্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত সমাজ যে জীবিত ছিল, তাহা কেবল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে। ঐ মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সভা কি রূপে সংস্থাপিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত অতি কৌতূহল-জনক। আমারদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। যৌবন কালে যখন ঐ সভার সংস্থাপকের মন অত্যন্ত ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ছিল, যখন তিনি সত্য ধর্ম্ম লাভার্থে নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত ছিলেন, যখন ঐশ্বর্য্যের ও ইন্দ্রিয়-সুখের নানাবিধ প্রলোভন সত্ত্বেও ঈশ্বরের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা তাঁহার মন প্রবল রূপে আকৃষ্ট হইতেছিল; সেই ব্যাকুলতার সময়ে তিনি এক দিবস রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ঈশোপনিষদের এক খানি পরিত্যক্ত পত্র পাইলেন, সেই পত্রে পরব্রহ্মের নামের উক্তি দেখিলেন; কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ভাষা না জানাতে তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ প্রকার গ্রন্থের অর্থ করিতে পারেন, ইহা শুনিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকাইলেন। সেই কালাবধি তত্ত্ববোধিনীর সংস্থাপক বেদ ও বেদান্তাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন ও সেই সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার এই ইচ্ছার উদয় হইল যে যে সকল ধর্ম্ম-ভাব তখন তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল, তাহা আপনার প্রিয় বান্ধবদিগকে জ্ঞাপন করেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহারদিগকে এক দিন আহ্বান করিলেন। সে দিবস প্রথমে উপনিষদের ব্যাখ্যা হয়, তৎপরে বক্তৃতা হয়, বক্তৃতা

হইলে পর উপস্থিত বন্ধুদিগের মধ্যে এক জন প্রস্তাব করিলেন যে ধর্ম্মালোচনা জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হয়; সকলেই সেই প্রস্তাবে পোষকতা করিলেন ও মহোপকারিণী তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিতা হইল। ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিনে এই সভা জন্ম গ্রহণ করেন। সেনাপতির জয় শব্দের ন্যায়, অথবা রাজপুরুষদিগের সর্ব্বত্র ঘোষিত কার্য্যের ন্যায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপন সাড়ম্বর নহে; কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে উক্ত সভা সংস্থাপনের গৌরব তদপেক্ষাও অধিক। যে সভা দ্বারা সত্য ধর্ম্ম এতদ্দেশে এতদ্রূপ আন্দোলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, যে সভার যত্ন দ্বারা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে, যে সভার প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিবিধ জ্ঞান রত্নাকর স্বরূপ; বঙ্গ দেশের ভাবি পুরাবৃত্ত লেখকের উচিত, যে সভার সংস্থাপনকে মহৎ ঘটনা জ্ঞান করেন। তত্ত্ববোধিনী সভাতে উপনিষদের ব্যাখ্যা হইত ও বক্তৃতা হইত। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যত দিন জীবিত ছিলেন, তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদককে বিশিষ্ট রূপে সাহায্য করিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মত প্রচার জন্য রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলেন এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রচারে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহারা ঐ ধর্ম্ম প্রচার জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। ঐ পাঠশালাতে সংস্কৃত বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করান হইত। উপনিষদ্ পড়াইবার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। ঐ পাঠশালা প্রথমতঃ কলিকাতায় ছিল; পরে ১৭৬৫ শকে বংশবাটী গ্রামে স্থাপিত হয়। সেখানে ৪ বৎসর থাকিয়া ১৭৬৮ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হওয়াতে, উহা রহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা চারি ব্যক্তিকে চারি বেদ অধ্যয়ন জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশাবধি ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ছিলেন। তিনি নানাবিধ বিষয়ে সুচারু প্রস্তাব-সকল লিখিয়া পত্রিকাকে অলঙ্কৃত ও তাহার মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৭৬৮ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য-প্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রকৃতরূপে উপাসনা যাহাকে বলা যায়, তাহা ছিল না; বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে অবলম্বিত হইল। তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক দেখিলেন, যাঁহারা সমাজে উপদেশ শ্রবণ করিতে আইসেন, তাঁহারা পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কাল্পনিক ধর্ম্মের অনুশাসন সকলই পালন করেন, এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসকের ন্যায় কোন কার্য্যই করেন না। অতএব যাঁহারদিগের এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারদিগকে বর্ত্তমান লৌকিকাচার পৌত্তলিকতা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত করিলেন। সে প্রতিজ্ঞা এই।

১ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব ব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২ পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩ রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫ পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬ যদি মোহ বশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

কোন ব্রাহ্ম-সমাজে আচার্য্য বা উপাচার্য্যের নিকটে উক্ত প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি সমাজে আসিতে না পারেন, তবে কোন ব্রাহ্মের সাক্ষাতে ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেও তিনি ব্রাহ্ম মধ্যে গণ্য হন। ১৭৬৫ শকে ৭ পৌষ দিবসে সর্ব্ব প্রথমে বিংশতি জন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কাশীতে প্রেরিত ব্যক্তিরা যখন বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আইলেন; তখন তত্ত্ববোধিনী সংস্থাপক মহাশয় বেদের ভিতরে কি আছে, ইহা যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে লাগিল যে বেদের সকল বাক্য অভ্রান্ত-রূপে গণ্য করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল সত্য, সকল ধর্ম্মের মূলে নিহিত আছে; যাহা মনুষ্যের দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে না; যাহা আপনা আপনি সকল মনুষ্যের হৃদয়ে উদিত হয়; যাহা কখনই মানব মন হইতে অন্তর্হিত হয় না; যাহার প্রমাণ জগতের অস্তিত্বের প্রমাণের ন্যায় এক মাত্র আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ; সেই সকল সত্যের সহিত বেদ ও উপনিষদের অনেক স্থলের অনৈক্য দেখিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক মহাশয় স্থির-নিশ্চয় হইলেন যে এই সকল গ্রন্থের সকল বাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না,—তাহা সম্যক-রূপে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে পারে না। অতএব তিনি এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই আমারদিগের বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ডে উপনিষদ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন ঋষিদিগের প্রোক্ত ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে; বোধ হয়, এমন কোন জাতি নাই, যাহারদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঐ সকল বাক্য অপেক্ষা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্টতর বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে দ্বিতীয় খণ্ড, তাহা অষ্টাদশ স্মৃতি, মহাভারত, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের অতি কর্ত্তব্য সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহের সুন্দর উপদেশ বাক্য-সকল আছে। ইহার প্রতি খণ্ড ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই রূপে তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংকলিত করিয়া তাহার সার মর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-দিগের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে নিহিত করিলেন। সে বীজ এই।

১ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

১ পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২ তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ নিত্য নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র, ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩ এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪ তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই বীজ, সকল ব্রাহ্মের ঐক্যস্থল। এই বীজ আমারদিগের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সূত্র-স্বরূপ। ইহাতে এমন একটী বাক্য নাই, যাহা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ-সত্য-মূলক নহে। ইহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার হয় না, এবং তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করাও যায় না। ইহা ঈশ্বরের লক্ষণ এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি সুন্দর অথচ সংক্ষেপ-রূপে

ব্যক্ত করিতেছে। ১৭৭২ শকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রথমে প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের সময়ে যে যে ত্রুটি অভাব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মোচন হইল। উপাসনা-প্রকরণ প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্ম-দলের সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মকে শাস্ত্র-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের উপর ইহাকে পত্তন করা গেল এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সাধন হইলে পর ১৭৮২ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হয়। ভঙ্গ হইবার সময় ঐ সভা স্বকীয় সমস্ত ভার ও সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে অর্পণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ধাত্রীর কার্য্য করিয়া অবসৃত হইলেন। যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা হইয়া থাকে। ১৭৮১ শকের ১১ পৌষে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়; তাহাতে ধর্ম্ম-প্রচার সামঞ্জস্য-রূপে যে উপায়ে সংসাধন হইতে পারে, তাহার বিধান হইয়াছিল ও সমাজের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; তত্ত্ববোধিনী সভা প্রচারের সভা ছিল ও ব্রাহ্মসমাজ কেবল উপাসনা সমাজ ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার ভঙ্গ হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভারও ব্রাহ্ম সমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সংস্থাপন উক্ত কার্য্য সাধন করিবার এক প্রধান উপায় জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম-কর্ত্তারা ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গলাতে ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরাজীতে সুচারু রূপে উপদেশ দেন। বর্ত্তমান শকের ভাদ্র মাসে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়, তাহার ফল অতি সন্তোষ-জনক বলিতে হইবেক। ৩০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। যখন এত গুলি যুবা পুরুষকে উৎসাহ-পূর্ণ নয়নে ঈশ্বর-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে একত্র সমাগত দেখা যায়, তখন সত্য ধর্ম্মানুরাগী স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তির মন কি পর্য্যন্ত না উল্লসিত হয়? ব্রহ্ম-বিদ্যালয় দ্বারা মহোপকার সাধন হইতেছে। সেই উপকার-সকলের প্রধান মূলীভূত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অসাধারণ বাক্-পটুতা, যত্ন ও উৎসাহ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে প্রতীত হইবে যে ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে সমাজে যে প্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান ও ব্রহ্ম সঙ্গীত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতিশয় সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে যে সকল ব্যাখ্যান সমাজের বেদী হইতে পঠিত হয়, তাহা হৃদয়ের অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নিতে প্রজ্বলিত করে। পূর্ব্বে যে সকল গান গীত হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-ভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল না; এক্ষণে যে সকল সঙ্গীত হয়, তাহা চিত্তকে এরূপ আর্দ্র করে, আত্মাকে এতদ্রূপ উন্নত করে যে তাহা বর্ণনাতীত। এক্ষণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের পুরুষেরা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে একত্রিত হওয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন; দুই একটী ব্রাহ্ম পরিবারে স্ত্রীলোকেরাও এই রূপ উপাসনা করিয়া থাকেন। একটী ব্রাহ্ম পরিবারের একেবারে পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে; কিন্তু তাহার মহোন্নতি তখন সাধন হইবে, যখন পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মদিগের কোন সংশ্রব থাকিবে না। ঈশ্বর সত্যের পরম নিধান, ঈশ্বর সত্যের সত্য; তিনি অসত্যাপকারককে কখনই প্রকৃত জয় প্রদান করেন না। যত কাল পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম মিশ্রিত থাকিবে, তত কাল এ ধর্ম্মের প্রকৃত জয় লাভ হইবেক না।

পৌত্তলিকতার অধীনতা স্বীকার করিয়া কি তাহাকে কখন পারাজয় করা যাইতে পারে? পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব আমারদিগের ধর্ম্মের অধিকতর উন্নতির যেমন একটী প্রতিবন্ধক, এ ধর্ম্মের প্রচারক না থাকা সে উন্নতির তেমনি আর একটী প্রতিবন্ধক। ইহা যথার্থ বটে যে পৌত্তলিক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মই এই ধর্ম্মের প্রচারকের স্বরূপ হইয়া উঠিবেন; কিন্তু এমন কতকগুলিন লোক সংগ্রহ করা উচিত, প্রচার যাঁহারদের ব্রত ও এক মাত্র জীবনের কর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোন্নতি তখন সাধিত হইবে, যখন বিশুদ্ধ-চরিত্র জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্ম-সকল আপন ইচ্ছায় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গমন করিয়া লোকের কটূক্তি ও অপমান ও নিগ্রহ তুচ্ছ করিয়া এই ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং দহ্যমান দারু নিঃসৃত অনলোপম উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম-প্রীতি-শূন্য নিরুৎসাহ ব্যক্তিদিগের মন উৎসাহ দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া যাবতীয় কুসংস্কার ও অধর্ম্ম-বন্ধন ছেদন করিবেন। কষ্ট-সহিষ্ণুতা বিষয়ে তাঁহারদিগের শরীর লৌহ সমান হইবে; উৎসাহ বিষয়ে তাঁহাদিগের মন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইবে। যাঁহারা এই গুরুতর কর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই যথার্থ শূর নামের উপযুক্ত। তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের সেনাপতি হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবেন। হা! ব্রাহ্মদলের অলঙ্কার-স্বরূপ এবংপ্রকার শূর-সকল আমারদিগের মধ্যে কবে উদয় হইবেন?

## দীপ্ত-শিরার অভিষেক।

কোথা ওহে দয়াময় জগৎ আধার।
চাহিয়া দাসের প্রতি দেখ একবার॥
চির অনুষ্ঠিত পাপ করিয়া স্মরণ।
খেদেতে অন্তর মম করিছে ক্রন্দন॥
তোমার নিষিদ্ধ কর্ম্ম কত শত শত।
তোমার সাক্ষাতে করিযাছি অবিরত॥
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার।
বুঝিতে না পারি প্রভু কিসে হব পার॥
কিন্তু জানি তব দয়া অসীম অতুল।
ভরসা হতেছে তাই পাব বুঝি কূল॥
কিন্তু হায় যখন ভাবিয়া দেখি মনে।
তোমারে সরল চিত্তে ডাকিতে জানিনে॥
তখন যাতনা মম দ্বিগুণ প্রবল।
হইয়া আমারে করে নিতান্ত বিহ্বল॥
কত আর নিদ্রা যাবে ভ্রম অন্ধকারে।
ডুবিল তরণী দেখ অকূল পাথারে॥
এই বেলা জাগো কর লজ্জা পরিহার।
ভক্তি-ভাবে পূজ তাঁরে ঘুচিবে আঁধার॥
লোকের বিদ্রূপ-ভয় কেন মিছা কর।
কি ভয় তাঁহার যার সহায় ঈশ্বর॥
যাঁহা হোতে আসিয়াছ,যাবে তাঁর কাছে।
তবে কেন ভোল তাঁরে ডুবে মিছে কাজে॥
প্রবল ঝড়ের মত মানব জীবন।
ক্ষণেকের মধ্যে দেখ হয় অদর্শন॥
দুই দিন মাত্র বাস সঙ্গিদের সনে।
সম্বন্ধ তাঁহারই সনে ভেবে দেখ মনে॥
অতএব বলি শুন মান হে বারণ।
কুলোকের সহবাস করহে বর্জ্জন॥
যাহারা কেবল রত ইন্দ্রিয়-সেবায়।
আমোদে মজিয়া কাল হেলায় হারায়॥
ঈশ্বরের উপাসনা তুচ্ছ মনে করে।
বিষয়-গরল পানে সুখ বোধ করে॥
তাহাদের সহবাস ত্যজহ যতনে।
তাহাদের কুমন্ত্রণা শুন না শ্রবণে॥
তাহাদের উপহাস তুচ্ছ করি মনে।
কাঁদহে পিতার কাছে পাপের কারণে॥
অনন্ত তাঁহার দয়া জগতে প্রচার।
করিবেন দুঃখ নাশ শুন কথা সার॥
কর হে একান্ত-চিত্তে তাঁহাতে বিশ্বাস।
নিশ্চয় ঘুচিবে তবে যতেক হুতাশ॥
অহঙ্কার পরিহরি হইয়া বিনীত।
তাঁর আরাধনা কর ভক্তির সহিত॥
করো না বিলম্ব আর নিমেষের তরে।
কি জানি এখনি যদি কাল প্রাণ হরে॥
ভেবে দেখ দিন স্থির নাহি কিছু তার।
এখন হারালে কাল কি করিবে আর॥

২

ওহে জগদীশ লহ প্রণাম আমার।
সকাশে তোমার কিবা দিব উপহার॥
নিশ্চয় জানি হে তুমি দয়ার সাগর।
তবে কেন দুঃখে এত হতেছি কাতর॥
দহিছে হৃদয় মম যন্ত্রণা অনলে।
কাঁদিতেছি দেখ নাথ বসিয়া বিরলে॥
কোথা হে আশ্রয়-দাতা করুণা-আধার।
দয়া করে দেখ ওহে বিপদ আমার॥
ভাবনায় অস্থি মম হলো জর জর।
দেও হে আশ্রয় নাথ চরণে তোমার॥
বিজনে বসিয়া আমি দেখ হে একাকী।
উপায় না দেখে নাথ তোমাকেই ডাকি॥
অনাথ নিতান্ত আমি কে দিবে সান্ত্বনা।
বলিব কাহারে এই মনের যাতনা॥
বসিয়াছি সত্য বটে মানব সমাজে।
কিন্তু হইতেছে বোধ আছি বন মাঝে॥
কপোত ক্রন্দন ধ্বনি কান্তারে যেমন।
বায়ুতে মিশায়ে যায় কে করে শ্রবণ॥
তেমনি আমার দশা দেখ ওহে নাথ।
কত আর সব নয় দুঃখ কশাঘাত॥
কেমনে জানাবো মুখে হৃদয় বেদনা।
জানহ তুমি হে নাথ যতেক যাতনা॥
অসীম তোমার দয়া মহিমা অপার।
জানি তুমি হও সকলের মূলাধার॥
থাকিতে তুমি হে পিতা ভয় কর কাহারে।
কাহার বা সাধ্য আছে রক্ষা করিবারে॥
এক তুমি সর্ব্বজীব জীবের কারণ।
একা তুমি সকলেরে করিছ রক্ষণ॥
একা তুমি হও পিতা পতিত-পাবন।
মুক্তি দাতা সুখ দাতা অকিঞ্চন-ধন॥
আর যত আছে পথ সকলি অলীক।
না বুঝিয়া নানা লোক ভ্রমে নানা দিক॥
তেঁই আমি তব পদ জানি হে কেবল।
সেই পদ মম চির-জীবন সম্বল॥
কাঁদিব তোমারই কাছে মুক্তির কারণে।
সেবিব তোমারই পদ মনের যতনে॥
অনুপম জগদীশ মহিমা তোমার।
জলে স্থলে শূন্যে দেখ রয়েছে প্রচার॥
সর্ব্বত্র তোমার দয়া বিরাজে সমান।
সর্ব্বত্র তোমার নাম হয় মহীয়ান॥
অনাথের নাথ তুমি পতিত-পাবন।
শোকাতুর জনের শান্তির প্রস্রবণ॥
দুঃখ পারাবারে ভেবে যে ডাকে তোমায়।
দ্বিগুণ সাহস বল সেই জন পায়॥
ক্ষুদ্র কীট, পশু পক্ষী, তব দয়া বলে।
মনের সুখেতে চরে অবনী-মণ্ডলে॥
তবে কেন আমি পুড়ি যন্ত্রণা শিখায়।
থাকিতে তুমি হে পিতা অনন্ত আশ্রয়॥
বিলম্ব না সয় আর বিলম্ব না সয়।
করুণা করিয়া শীঘ্র দেও হে অভয়॥

৩

ওহে জগতের নাথ জীবের জীবন।
দেও দেও দেও শীঘ্র তব দরশন॥
বধির হয়েছ কি হে আমার কথায়।
পাপী বলে ত্যাগ কি হে করেছ আমায়॥
তবে কেন তব মুখ দেখিতে না পাই।
অনাথের মত আমি কাঁদিয়া বেড়াই॥
তব দয়া-দৃষ্টি পিতা পড়িবে কখন।
যাহার আশায় ধরে রয়েছি জীবন॥
আমার বিলাপ-ধ্বনি কাতর ক্রন্দন।
কবে তুমি ওহে নাথ করিবে শ্রবণ॥
এস এস মোর কাছে দেও হে সান্ত্বনা।
তোমা বিনা কে ঘুচাবে মনের বেদনা॥
আর নাহি কোন পথ যাব কোথাকারে।
পরিত্রাতা এক মাত্র তুমি এ সংসারে॥
তুমি যদি ঘৃণা কর পাপাত্মা বলিয়া।
কোথায় যাইব নাথ না পাই ভাবিয়া॥
সমূলে আমার পাপ কর উৎপাটন।
তবে পাব ওহে নাথ নবীন জীবন॥
যদি না নির্ম্মল হয় অন্তর আমার।
কেমনে আসন-যোগ্য হইবে তোমার॥
অতএব কর নাথ কর হে শ্রবণ।
হৃদয়ের পাপ তাপ করহ বারণ॥
বিলম্ব কোরো না আর করুণা নিধান।
দয়াময় নাম তব কর হে প্রমাণ॥
হইলে বিশুদ্ধ আমি তব দয়া বলে।
গাইব তোমার গুণ অবনী-মণ্ডলে॥
বর্ণিব তোমার শক্তি পাপী সন্নিধানে।
আনিব তোমার পথে অবিশ্বাসীগণে।
প্রাণ মন দিব পিতা তোমার সেবায়।
গাইব তোমার নাম যথায় তথায়॥

শ্রী কামাক্ষা চরণ ঘোষ।

## CORRESPONDENCE.

FROM FRANCIS W. NEWMAN ESQ.

TO THE SECRETARIES OF THE CAL: BRAHMA SAMAJ.

DATED LONDON, ST. JOHN'S WOOD, 20th oct. 1860.

Dear Gentlemen

Your warmly welcome letter of July 6th seems to have lain some time at University College awaiting me. I thank you heartily for it. I am filled with delight, that those who have cast off old religious errors preserve nevertheless so positive a spirit of faith, full of promise for the world's future. I much rejoice that you sturdily refuse entrance to any name or form, however slight, which might seem to identify you with any sect of Christians. The *name* Christian has been justly honoured; but at the present crisis of the world it inherits a curse, which it will bequeath to all who touch and handle it,—*infinite theological controversy* heart-withering and head-perplexing. Whoever takes up the Christian name exposes his children and dependents to [illegible] and traps for the mind, with enormous loss of [illegible], when nothing worse occurs.

I would hope that in using your own Vedas as books of *instruction*, just as I use our Bible, you take good care that no *authority* be allowed to them, other than what the opinions of other good and wise men may deserve. This is the central truth for which in this age we have to battle: that God has not given to our generation *less of his* own teaching than to some past generation; that as a Living God, he is *as much* to us as he was to our distant ancestors; and that while *each* man has to learn much from *all* men collectively, we must never bow to the absolute authority of any *one* man or any one book.

Freedom politically socially, religiously, seem to be definable nearly in the same way. To be subject to *one* (man) is slavery; to be subject to *all* collectively is to be subject to Law and hereby to God; and this is freedom.

The kind words which you address to me personally I cannot reject; yet I fear to accept them unconditionally. I am not a professed religious teacher. I very seldom appear in print in this character. In fact I think that however needful religious instruction to those open to receive it, few will resign their bigotry at the summons of direct attack. In Europe men lay aside erroneous religion by *their minds outgrowing it*; and with few exceptions this is to be alone expected. With this conviction I beg to suggest to you, that for weaning your countrymen from puerile and baneful superstition, the most powerful of all weapons would be, the *Diffusion of Pure Literature in the native languages.*

I have with you high hopes of the future. .. .. Gladly do I reciprocate your salute of Love and Faith

Yours &c.

F. W. NEWMAN

---

# বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমাজে প্রেরণ করেন।

---

ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে এক্ষণে বিয়ারিং পত্রিকা আর ডাকে চলেনা, অতএব যাঁহারা এই পত্রিকা বিয়ারিং লইয়া তাহার ডাকের বেতন দিতেন, তাঁহারা টিকিট ক্রয় করিয়া আমার দিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। নতুবা পত্রিকা পাঠাইবার আর উপায় হইবেক না।

---

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে যে সকল উপদেশ দ্বারা

**ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস**

সুন্দর-রূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ-বদ্ধ ও মুদ্রিত করিয়া তাহার সহস্র খণ্ড ব্রাহ্ম-সমাজে দান করিয়াছেন; যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাইবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা আগামী মাসে ব্রাহ্ম সমাজে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ।৷০ আনা নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সহকারি সম্পাদক।

দ্বিতীয়ভাগ

২১২ সংখ্যা

চৈত্র ১৭৮২ শক

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।


## ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে অচিন্ত্য, অনন্ত পুরুষ! তোমার কি চিন্ময় আভা যে স্থানে নিপতিত হয়, সে স্থান স্বর্গ তুল্য হয়; তাহা যে আত্মাতে প্রবেশ করে, সে আত্মা প্রসুপ্ত থাকিলেও জাগ্রত হয়, নীরস থাকিলেও রস-পূর্ণ হয়, ম্রিয়মাণ থাকিলেও সজীব হয়। তোমার জ্যোতির্ম্ময় মহিমাতে তোমাকে যে ব্যক্তি দর্শন করিয়াছে, সে আর কিছুই দেখিতে চাহে না। যে ব্যক্তি তোমার প্রতি এক বার নয়ন উন্মীলন করে, তাহাকে তুমি শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে দেওনা; সুনির্ম্মল শান্তি বর্ষণ করিয়া তুমি তাহার হৃদয়কে পূর্ণ কর। যে ব্যক্তি তোমাকে জীবন্ত দেখে, সে যে দিকে দেখে, সেই স্থানেই তোমাকে বিরাজমান দেখে। গ্রহ নক্ষত্র তারকাগণের মধ্যে তোমারই শুভ্র রশ্মি দেখিতে পায় এবং আপনার গূঢ়তম ও অন্তরতম প্রদেশে তোমাকেই জাগ্রত দেখিতে পায়। সে আর স্তব্ধ থাকিতে পারে না। সে তোমার অমৃত পাইয়াছে, সে মৃত্যুতে ভীত নহে। সে তোমার প্রীতিতেই বদ্ধ আছে, সংসার পিঞ্জরে বদ্ধ নাই। তাহার আত্মার সকল গ্রন্থি ভগ্ন হইয়াছে, সকল আবরণ মুক্ত হইয়াছে; কারণ যে ব্যক্তি তোমার রাজ্যে বাস করে, তোমার আনন্দে আনন্দিত হয়, ও তোমার প্রেম-পূর্ণ নয়নের সমক্ষে অহরহ ধর্ম্মেতে ও জ্ঞানেতে বর্দ্ধিত হয়; তোমার নিকটে তাহার প্রার্থনা কি? তাহার অভাব কি? হে চৈতন্যময় অমৃতময় পুরুষ! যদিও তুমি আকাশের অতীত মহান পবিত্র পুরুষ, কোথায় আর এই ক্ষুদ্রমর্ত্ত্যলোকের জীব, তথাপি তোমার প্রীতি আমারদিগের প্রতি এরূপ অবিচলিত রহিয়াছে যে তুমি আমারদিগের আত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছ বলিয়া আমরা তোমাকে প্রীতি করিতে পারিতেছি। তুমি আমারদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রীতি উদ্দীপন করিয়াছ বলিয়াই ত আমারদিগের তোমার প্রতি উন্মুখ হয়। তুমিই আমারদের হৃদয়ে প্রীতি-পুষ্প প্রস্ফুটিত কর এবং তুমিই তাহা গ্রহণ কর; আমরা কেবল হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তোমাকে আহ্বান মাত্র করি। হে হৃদয়েশ্বর! তুমি যে আমারদিগের অন্তরের কত অন্তরে রহিয়াছ, তাহা কে বুঝিতে পারে? সমুদ্র-নিহিত-রত্নের ন্যায় যে সকল ভাব আমারদিগের আত্মাতে গভীর নিমগ্ন আছে, যাহা আমারদিগের আপনারদিগেরও অগোচর; তাহা তুমিই কেবল দেখিতেছ। আমরা বাহিরে নানা ক্লেশে পতিত হইতেছি, নানা কুটিল পথে উপনীত হইতেছি নানা বিভীষিকায় ভয় পাইতেছি, তুমি কি তাহা দেখিতেছ না? দেখিতেছ—অথচ কখন কখন আমারদিগের এরূপ মোহ হয়, যেন তুমি

আমারদিগের প্রতি উদাসীন রহিয়াছ। যে সকল অন্তরতম গূঢ়তম শান্ততম নির্ম্মলতম কামনা আমারদিগের অন্তরে নিহিত আছে, সেই সকল বিশুদ্ধ কামনা যখন আমারদিগের আত্মাতে উদিত হয়, তখন আমরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হই, তখনি আমরা জীবিত থাকি। নৌকা যখন প্রবল বাত্যার ভীষণ তরঙ্গে আন্দোলিত হয়, তখন সেই নৌকারূঢ় ব্যক্তিরা ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে; কিন্তু সুনিপুণ কর্ণধার আপন স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া নৌকাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়; সেই রূপ আমরা যখন পাপ-তাপে মুহ্যমান হই, তখন তুমি আমারদিগের অন্তরের অন্তর স্থানে নিস্তব্ধ থাকিয়া নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে দিয়া আমারদিগকে তোমার প্রেমময় অমৃতময় পথে উত্তীর্ণ কর। আমারদিগের সাধ্য নাই যে তোমাকে ধন্যবাদ করি, কেননা যত ধন্যবাদ করি, ততই তোমার করুণা আমারদিগের হৃদয়ে সহস্র ধারে বর্ষিত হয়। হে বিশুদ্ধ কামনার নিকেতন! কত দিনে আমারদিগের আত্মা হইতে কুটিলতার ঘন মেঘ-সকল তোমার আনন্দ রশ্মিতে জর্জ্জরিত হইয়া তিরোহিত হইবে. কত দিনে পৃথিবীর সমস্ত লোক তোমার প্রেম-সূত্রে বদ্ধ হইয়া এক পরিবারের ন্যায় বাস করিবে. কত দিনে আমারদিগের সকল আত্মা তোমার জ্যোতিতে অলঙ্কৃত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গ তুল্য করিবে, তুমি আমারদিগের এ সকল কামনা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। আমরা সকলে একাত্মা হইয়া তোমার চরণে প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

১৮ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

### প্রাণোহ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি।

এই সত্যটি আমারদের আত্মাতে মুদ্রিত হইয়াছে যে অন্তরেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ; আত্মজ্যোতিতেই সেই সত্যজ্যোতির প্রকাশ হয়। সে জ্যোতিকে চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মার উজ্জ্বল কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল নিরবয়ব পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমারদের অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর। এখানে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখ। যদি এই পবিত্র উপাসনা-স্থলে আসিয়া তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে; যেমন আসিয়াছিলে, শূন্য হৃদয় হইয়া তেমনি চলিয়া গেলে, তবে আর কি হইল? এখানে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃত-পুণ্য হও। এখান হইতে ভূয়োভূয় এই উপদেশ পাইয়াছ, এবং যত বার বলা যায়, এ বাক্য কখনই পুরাতন হয় না যে পরমাত্মা অন্তরের অন্তর, অন্তরেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়। এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ কর. "প্রাণোহ্যেষঃ" ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ; যে পুণ্যাত্মা অন্তরে সেই পরমাত্মা রূপ সূর্য্যের প্রকাশ দেখিতেছেন; সেই সত্য-জ্ঞান-জ্যোতির উজ্জ্বল আভা আত্মাতে প্রজ্বলিত দেখিতেছেন; তিনি দেখিতেছেন, সেই পরমেশ্বর প্রাণ স্বরূপ তিনি মৃত্যুর রূপ নহেন—তিনি অমৃত, সকলের প্রাণ। যিনি আত্মাতে প্রকাশ পাইতেছেন, আমরা তাঁহাকে আত্মার প্রাণ রূপে দেখিতেছি। আমারদের দেবতা নিদ্রিত নহেন; তিনি জাগ্রত, তিনি জীবন্ত দেবতা; তিনি প্রাণ, তিনি সকল জগতের প্রাণ; তিনি প্রাণের প্রাণ। সেই প্রাণ-স্বরূপ সকলের সম্ভজনীয় পরম দেবতাকে যখন অন্তরে সাক্ষাৎ পাই; তখনই তাঁহার উপাসনা সার্থক হয়। যখন তাঁহার চক্ষুর সঙ্গে আমার চক্ষুর যোগ হয়, তখনি তাঁহার পূজা যথার্থ হয়। উপাসনার সময় তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহাকে কি প্রকারে ভক্তি ভরে প্রণাম করিবে; অশ্রু পূর্ণ নয়নে কিরূপে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে? আমরা কি মৃত শরীরের সঙ্গে কখন আলাপ করিতে যাই? সেই অমৃতের, সেই প্রাণ-স্বরূপের উপাসক হইয়া কি কাষ্ঠ পাষাণ মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক দেখিতে পাইব না? সকল সময়েই তাঁহার প্রকাশ জাজ্বল্যমান দেখি, এই

আমারদের প্রার্থনা; আমরা অতি দুর্ব্বল বলিয়া যদি তা নাও পারি, তবে যখন তাঁহাকে পূজা প্রদান করিতে যাইতেছি; যখন তাঁহার পবিত্র চরণে ভক্তি-পুষ্প বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—তাঁহার মহিমা গানে জীবনকে সার্থক করিবার অভিলাষ করিতেছি; তখন প্রথমে কি তাঁহার প্রকাশ দেখিব না? যদি সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ না করিলাম, তবে মনের ভাব তাঁহাতে কি প্রকারে যাইবে? যদি সেই বিশ্বচক্ষুকে আমার উপরে দেখিতে না পাইলাম, তবে প্রীতি কাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত হইবে! এখনি তাঁহার প্রকাশ দেখ। আত্মজ্যোতি দ্বারা তাঁহার প্রকাশ দেখ। তিনি সকলের প্রাণ স্বরূপ। সেই সর্ব্বব্যাপী অমৃত পুরুষ জড়ের মধ্যে আত্মার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে আছেন; আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টির বহিভূত না হই। তাঁহাকে যেন প্রীতি-পুষ্প দান করিতে বিরত না হই। আমারদের যদি এই শুভ উদ্দেশ হয়, তবে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। দেখ এখনি কি হইতেছে। আমারদিগের ঈশ্বর-লাভের স্পৃহার উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে তিনি আমারদিগকে দর্শন দিতেছেন; এই আলোক কিরণে তাঁহার প্রকাশ জাজ্বল্যমান দেখিতেছি; আপনার অন্তরে সেই নিরবদ্য সুন্দর পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিতেছি। যিনি আমারদের উপাস্য দেবতা; তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। আমারদের শরীরই তাঁহার মন্দির; আত্মা তাঁহার আসন; সেখানে তিনি সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন। দেখ, আমারদের কি মহত্তর অধিকার! তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমারদের স্থানান্তরে যাইতে হয় না; যখনই ইচ্ছা করি, সেই পবিত্র স্বরূপকে প্রণাম করিয়া আসি; স্বীয় আত্মাতেই তাঁহার অধিষ্ঠান দেখি। সূর্য্য চন্দ্র ওষধি বনস্পতি অপেক্ষা আত্মা তাঁহার প্রিয় নিকেতন। সেই বিজ্ঞানময় অমৃত-ময় পুরুষ সর্ব্ব কালে সর্ব্ব স্থানেই আছেন। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে আর সমুদয়ই মৃত্যুর রূপ দেখায়। তাঁহার সহিত বিযুক্ত দেখিলে সকলই মৃত, সকলই অসৎ বোধ হয়। সেই প্রাণের অধিষ্ঠানেই এই সকল প্রাণ-বিশিষ্ট হইয়াছে। তিনি "চেতনঃ চেতনানাং।" সেই চেতনের প্রকাশেই সকলে চেতন পাইয়াছে। তাঁহার সেই সত্য-ভাব গ্রহণ করিয়াই এই জগৎ সৎ হইয়াছে। সেই অমৃতের আশ্রয়েই মনুষ্য অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। আমরা অমৃতের পুত্র, এই জন্যই আমরা অমৃত লাভের অধিকারী। যত দিন আমারদের সংসারেরই অধীনতা, তত দিন মৃত্যুর পাশে বদ্ধ আছি, মৃত্যু মধ্যেই প্রবিষ্ট আছি। সংসারের সকলই মৃত্যুর রূপ, অমৃতের ভাব ইহাতে কিছুই নাই। সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি—ঈশ্বরই অমৃত নিকেতন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেই আমরা সংসারের পার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পাই এবং আপনা হইতেই বলিতে থাকি, "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" সেই প্রাণের সহিত যিনি আপনাকে যুক্ত করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুর হস্ত দেখিয়া আর ভয় পান না; তিনি অমৃত লাভের প্রতি স্থির-নিশ্চয় থাকেন।

আমারদের আত্মা তাঁহার আসন; তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা। আমারদের উপাসনা বাহিক নয়, কিন্তু আন্তরিক উপাসনা। যখন আমারদের আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখি, তখন কি আনন্দ! তাঁহাকে সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য কত লোকে কত প্রকার কষ্ট সাধন করিতেছে, কত কঠোর তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিতেছে। তাহাদের আত্মার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ না বুঝিয়া বাহ্য ক্রিয়াতেই তাঁহাকে লাভ করিতে যায়, সুতরাং নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই জন্য আছে, "যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মিন লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।" যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্বারা ফল প্রাপ্ত হয় না—সে সেই ব্রহ্মের পরম পদ প্রাপ্ত হয় না, সংসার-

গতিকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমারদের সৌভাগ্যের সীমা কোথা—আমরা শান্ত দান্ত হত-চিন্ত হইলেই স্বীয় আত্মাতে সহজেই সেই পরম দেবতার সাক্ষাৎ পাই; তাঁহারই প্রসাদে তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া সকল পাপকে অতিক্রম করি। পূর্ব্ব কালের পবিত্র ঋষিদিগের ন্যায় যখন তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই—সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে যখন হৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি, যখন তাঁহার চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি, তাঁহার সঙ্গে যখন অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ হয়, তাঁহাতে আমাতে আর কিছুই ব্যবধান থাকে না—তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র; তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার শিষ্য; তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার স্নেহের ধন; তখনই মনের সহিত বলিতে পারি যে "ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি।" তুমি আমারদের পিতা; যিনি আমারদিগকে অজ্ঞান সংসারের পারে উত্তীর্ণ করেন। তখন মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি যে "মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি নইতি।" মাতার ন্যায় আমারদিগকে রক্ষা কর তুমি আমারদিগকে শ্রী দেও প্রজ্ঞা দেও। যখন সেই অভয়-দাতা পিতা, জ্ঞান-দাতা গুরু, স্নেহ-দাতা মাতার হস্ত আমরা একত্রে গ্রহণ করি; তখন তাঁহার প্রতি কি গাঢ় নির্ভরের ভাব হয়! তাঁর প্রীতি পাইয়া আমারদের প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকি; তিনি আমাকে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রীতি করিতেছেন, যখন এই ভাব আমারদের সমুদয় ভাবের সহিত সম্মিলিত হয়; তখন আমরা নূতন জীবন পাই; তখন তাঁহাকে পাইয়া সকলেরই অর্থ পাই; তখন সংসার আর প্রহেলিকার ন্যায় থাকে না; তখন যে দিকে দৃষ্টি করি, তাঁর সঙ্গে সকলেরই যোগ দেখি; স্বদেশ বিদেশ, সকল স্থানে সকল অবস্থাতে, তাঁরই মহিমা দেখিতে পাই। "প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি।" ইনি প্রাণ-স্বরূপ যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।" যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু, সেই রূপ সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত—বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে; সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যে, পর্ব্বতের উচ্চতায়। সকল শক্তির অভ্যন্তরে তাঁহার শক্তিরই প্রভাব; সেই প্রাণের অধিষ্ঠানে জগৎ জীবিত রহিয়াছে। সকল কৌশলে তাঁহার জ্ঞান; সকল ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গল-ভাব; সকল জগতে তাঁহার প্রেম। যখন রোগে কাতর হই, তখন সেই মাতার ক্রোড়েই আমরা সুরক্ষিত হই। যখন সংসারের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হই, তখন তাঁহার অতুল্য প্রেমে আমরা নিলীন থাকি। সকল জগতে তাঁরই জ্ঞান, তাঁরই প্রেম, তাঁরই মঙ্গল ভাব। হা! আমি এইক্ষণে কি দেখিতেছি! কোথায় রহিয়াছি! এক্ষণে আমি ভূলোকেও নাই, দ্যুলোকেও নাই; সেই পরম লোকে রহিয়াছি, ঈশ্বরের মহিমার মধ্যেই স্থিতি করিতেছি। এ আনন্দ মন আর ধারণ করিতে পারে না, বাক্য কি বলিবে!

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

---

## ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রহ্ম সমাজ।

৪ আশ্বিন বুধবার ১৭৮২ শক।

**দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যন-শ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥**

দুই সুন্দর পক্ষী—কি না জীবাত্মা আর পরমাত্মা; পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হইয়াছে এই জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন—কি না এক শরীর অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন; পরমাত্মা আর জী-

রাত্মা আশ্রয় আশ্রিত ভাবে একত্রে আছেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের সখা —পরমাত্মা প্রেম দান করিয়া পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছেন; এই জন্য উভয়েই উভয়ের সখা। তন্মধ্যে এক জন সুখেতে ফল ভোজন করেন, ঈশ্বরের উদার সদাব্রতে জীবাত্মা জীবনের সমুদয় কল্যাণ উপভোগ করেন; অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন, সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার আশ্রিত সন্তানদিগকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া পিতা মাতার ন্যায় পরিতৃপ্ত হয়েন। জীবাত্মা পরমাত্মার এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ; এক জন ফলপ্রদাতা, এক জন ফল-ভোক্তা। তাঁহার করুণা-বারিতে যে সকল সুখ প্রচুর রূপে বর্ষিত হইতেছে, জীবাত্মা তাহাতে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক ভোগ করিতেছে। সেই আশ্রয়দাতার আশ্রয়-লাভে জীবাত্মা নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে। আত্মার স্বাধীনতা দেখ। ইহা কোন প্রকারেই কাহারও অধীন হইতে চাহে না। স্বাধীনতাতে আত্মার যে প্রকার সুখ, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। এখানে নানা ঘটনা, নানা অবস্থায় পড়িয়া যদিও তাহাকে অধীন হইতে হইতেছে, কিন্তু আত্মার অন্তরের ভাব স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা-সুখই তাহার সকল সুখ,—পরের অধীনতাতেই তাহার সকল দুঃখ; কিন্তু দেখ ঈশ্বরের অধীনে থাকায় আত্মার কেমন আনন্দ। সে আর কাহারো অধীন হইয়া থাকিতে চাহে না; কিন্তু ঈশ্বরের অধীনতা ব্যতীত থাকিতে পারে না; তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার দাস ও সেবক হইয়া, থাকিতেই তাহার আনন্দ; তাঁহার ইচ্ছার অধীনে আপনার ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারে, এই তাহার মহত্ত্ব। আমারদের যে মুক্তির অবস্থা, যাহাতে আমারদের সংসার-আকর্ষণ ও বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইবে; সে অবস্থা প্রার্থনীয় কিসে? সে কেবল এই জন্য যে সংসারের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ অধীন থাকিতে পারিব—তাঁহার পদতলেই সর্ব্বদা বিশ্রাম করিব—তাঁহার সেবক হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব—যাহাতে তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, আনন্দের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিব যদি কেবল দুঃখ ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি হয়, যদি সে অবস্থাতে তাঁহার সেবা, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে আমারদের অধিকার না হয়; তবে এই উদাসীন অবস্থাতে আমারদের কি হইবে? ঈশ্বরের অধীন হওয়াতেই আত্মার আনন্দ; তাঁহার সেবক হওয়াতেই তাঁহার মহত্ত্ব। সকল হইতে তাহার উচ্চ অধিকার এই যে সে তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার পূজা করিবার, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবার অধিকারী হইয়াছে।

যিনি আমারদের প্রভু, আমারদের ঈশ্বর, আমারদের জীবন-দাতা; যাঁহার অধীন না হইয়া থাকিলে, যাঁহার দক্ষিণ মুখ না দেখিতে পাইলে, জীবন বৃথা হয়; তিনিই আমারদের সখা। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন এবং তিনি আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহেন; তিনি প্রেম দান করিয়া আমারদের প্রেম আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রীতি-নয়নে আমারদিগকে দেখিতেছেন, আত্মার উৎকর্ষতা সাধন করিতেছেন; আপনার দিকে তাহাকে লইয়া যাইতেছেন; আনন্দের উপর আনন্দে তাহাকে প্লাবিত করিতেছে, আমরা তাঁহাকে প্রীতি দান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ে উভয়ের সখা। আমরা আমারদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল সুখ লাভ করিতেছি, তাহারই সীমা করা যায় না; তবে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতির প্রস্রবণ হইতে আরো কত বিমল আনন্দ উৎসারিত হইতেছে, তাহার কে পরিমাণ করিবে? এই প্রেম এই জ্ঞান এই আনন্দের ক্রমাগতই উন্নতি হইবে, ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞতা মনে কি প্রকারে ধারণ করিব? যদি আপনার জন্যই কৃতজ্ঞতা সীমাকে অতিক্রম করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; তবে

সকলের হইয়া যদি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে যাই, তবে বাক্য কি বলিবে! আপনার উপরেই ঈশ্বরের যে প্রেম, যে মঙ্গল-দৃষ্টি, অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে গিয়া বাক্য যদি নীরব হয়, মনে করিতে গিয়া মন যদি স্তব্ধ হয়; তবে অনন্ত লোক হইতে অনন্ত লোকে অসংখ্য জীবের উপর তাঁহার যে প্রেম ও করুণার বর্ষণ হইতেছে, তাহা কি প্রকারে মনে ধারণ করিব? এইক্ষণে আমরা সকলে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের যে উদার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, এই সকলের হইয়া তাঁহাকে কি শব্দে, কি মনে, কি প্রকারে, ধন্যবাদ দিতে পারি?

আমরা এমন ক্ষুদ্র—দোষেতে গ্লানিতে আবৃত; তথাপি ঈশ্বর আমারদের সখা। আমারদের কি উচ্চ অধিকার! যিনি দেবতার দেবতা, রাজার রাজা, তাঁহার দৃষ্টি আমারদের উপরে—কেবল তাঁহার দৃষ্টি আমারদের উপরে নয়; কিন্তু তিনি আমাদের সখা! মনুষ্যের মধ্যে কোন উচ্চ পদের লোককে আমরা সখা বলিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু সেই মহেশ্বরকে সখা বলিয়া ডাকিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। সেই দেবদেব আমারদের সখা। তাঁহার প্রীতিতে আমারদের প্রীতিকে সম্মিলিত হইতেছে। তাঁহার অধীনে থাকিতে আমারদের আহ্লাদ—আমারদের নেতা হইতে তাঁহার ইচ্ছা। আমরা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সেবা করিতেছি, তিনি আমারদিগকে ভৃত্যের ন্যায় পোষণ করিতেছেন। যখন তাঁহাকে বলি "তুমি আমারদের প্রভু, আমারদের শরণ, আমারদের পূজনীয়;তুমি আমারদের রক্ষা-কর্ত্তা"—যখন "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করি; তখন সমুদয় আত্মা হইতেই সায় পাই। অন্তরে ঈশ্বরের ভাব না থাকিলে, কথাতে ভাবেতে এ প্রকার কখনই মিলিতে পারে না। যাহারা অহর্নিশি সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত থাকে, তাহারদেরও কর্ণ-পথে যদি এই মহাবাক্য বায় "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" তবে এই শব্দ শুনিবা মাত্রই তাহারদের অন্তরের ভাব তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া উঠে। দেখ আত্মাতে পরমাত্মাতে কেমন যোগ। যদিও মহা মোহে মুগ্ধ থাকি, তথাপি তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতেও বিদ্যুৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আত্মার সঙ্গে তাঁহার যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা মুখে বলা যায় না। পরমাত্মার সহবাসেই যাঁহার জীবন, তাঁহার কত আনন্দ! ঘোর বিষয়ীর পাষাণ মনও ঈশ্বরের নামে যদি দ্রব হয়; তবে সেই অমৃত সাগরে যাঁহারা সর্ব্বদাই অবগাহন করিতেছেন, তাঁহারদের আত্মার কি উজ্জ্বল ভাব! যাঁহারা সেই সূর্য্য-কিরণে নিরন্তর রহিয়াছেন—সেই মঙ্গল-ছায়াতে নিয়ত বাস করিতেছেন—সেই মলয় বায়ুর হিল্লোল সর্ব্বদা সেবন করিতেছেন, তাঁহারদের ভাব কি প্রকার? তাঁহারদের নিকটে এই মর্ত্ত্য লোকই ব্রহ্ম লোক; তাঁহারা "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। বিষয়েই যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহারা এই সকল মহাত্মার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনারদিগকে শোধন করুন। তাঁহারা নানা দুঃখ, নানা যন্ত্রণা পাইয়া তাহার ঔষধ চিন্তা করুন। ঈশ্বর বিপদ প্রেরণ করেন, দণ্ড বিধান করেন, এই জন্য যে আমরা তাঁহার সৎপথে ফিরিয়া আসি। ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমাকে ভুলিয়া থাকিও না; আমার অজস্র দান উপভোগ কর কিন্তু আমাকে স্মরণ করিয়া রহ। এই সমস্ত জগতের যাবতীয় সম্পদের এমন ক্ষমতা নাই যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। সমুদয় ত্রিভুবনে এমন আনন্দ নাই যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার দুঃখ বিমোচন করিতে পারে তিনি বিষয়ে তৃপ্তি দেন নাই, ইহারই জন্য যে বিষয়ে তৃপ্ত থাকিলে আমরা তাঁহার পবিত্র আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিব না। এই জন্যই তিনি এখানে সুখের সঙ্গে দুঃখ, সম্পদের সঙ্গে বিপদ, মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন যে আমরা সেই নিরাপদ স্থানকে অবলম্বন করিতে যত্ন করি। সংসার কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হই-

লে আমরা তাঁহার অমৃত আশ্রয় প্রার্থনা করি। সংসারানলে দীপ্ত শিরা হইলে তাঁহার শীতল বারির নিমিত্তে ধাবিত হই। আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-লালসা যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, ব্রহ্মানন্দ তত অধিক হয়। তখন ঈশ্বরের কার্য্যের জন্যই সংসার, আপনার ভোগের জন্য ঈশ্বর। আমরা এক্ষণে সেই সখার সঙ্গেই একত্র আছি—তাঁহাকে প্রেমাশ্রু উপহার দেও, মনের সহিত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ কর। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

## ঈশ্বরের পিতৃভাব।

মনুষ্য পৃথিবীরই জীব নহেন। সংসারের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ নহে। বাহ্য জগতের নিয়ম শিক্ষা করিয়া—বাহ্য জগৎকে নিয়মিত ও আয়ত্ত করিয়া—শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিয়াই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। তাঁহার আত্মার যে সকল গভীর ভাব, যে সকল উচ্চ ভাব, সংসার তাহা তৃপ্ত করিতে পারে না। তিনি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছেন, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। তাঁহাকে জানিয়াই তিনি জীবন ও শান্তি লাভ করেন; আমারদের প্রতি ঈশ্বরের অজস্র করুণা কিন্তু সকল অপেক্ষা তাঁহার এই বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি আমারদিগকে তাঁহার মহিমা জানিতে দিয়াছেন এবং তাঁহাকে পূজা করিবার অধিকার দিয়াছেন।

মনুষ্যের আত্মা কোন কালেই ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ঘোর অজ্ঞানাবৃত কালের অন্ধকার মধ্যেও ঈশ্বরের জ্ঞান একেবারে প্রচ্ছন্ন থাকে না। মনুষ্য তখনও আপনার উপরে এক মহান্ পুরুষকে দেখিতে পান এবং আপনার যাহা কিছু উচ্চ ভাব, মঙ্গল ভাব, তাহা তাঁহার আভাস বলিয়া প্রত্যয় যান। মনুষ্য যখন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখেন নাই, তখন পর্ব্বতের চূড়া, অথবা গহন কানন, তাঁহারই পূজার মন্দির ছিল; যখন গৃহ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিলেন, তখন দেব-মন্দির তাঁহার হস্তের প্রথম কার্য্য হইল। যখন তিনি অক্ষর লিখিতে জানেন না, তখন সঙ্গীত দ্বারা ব্রহ্ম-গুণানুকীর্ত্তন করিতেন এবং আপনার আশা ভরসা, দুঃখ অভাব, ভক্তি কৃতজ্ঞতা, সেই অদৃশ্য অগম্য পুরুষের প্রতি প্রকাশ করিতেন। যখন মনুষ্যের মধ্যে সমাজ বন্ধন হয় নাই, তখনকার শাসন-কর্ত্তারা ঈশ্বরের নামেই তাঁহারদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচার করিতেন, এবং ঈশ্বরের নামে তখনকার দুর্ব্বিনীত দুর্দ্দান্ত লোকেরাও বশীভূত হইত। সমাজ বন্ধনের পূর্ব্বেও মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্ম-বন্ধন স্থাপিত ছিল।

ঈশ্বরের ভাব মনুষ্যের আত্মার গভীর প্রদেশে নিখাত, কিছুতেই তাহা উন্মূলন করিতে পারে না। মনুষ্যের আর সকল অভাব তত গভীর নহে; শারীরিক অভাব-সকল এক দিনের জন্য, তাহা শরীরের সহিত বিনাশ পাইবে; ঈশ্বরের অভাব আর সকল অভাব হইতে গাঢ়তর, ঈশ্বর ভিন্ন আত্মার শান্তি কিছুতেই হয় না। মনুষ্যের উন্নতি সহকারে তিনি গিরি গুহা বনের আশ্রয় ত্যাগ করেন কিন্তু ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যান না; আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে দেখিবার নূতন নূতন জ্ঞান-দ্বার হৃদয় হইতে আবিষ্কৃত হয়। আত্মা জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে যেমন বর্দ্ধিত হয়, ঈশ্বরের ভাব তেমনি প্রগাঢ়-রূপে অনুভব করে—তাঁহার মঙ্গল ভাব সেই পরিমাণে গ্রহণ করে এবং আরো গাঢ়তর অন্তরতর ভাবে তাঁহাকে পূজা করে।

কিন্তু ঈশ্বরের ভাব সকল কালে, সকল হৃদয়ে, সমান রূপে উন্নত হয় না; সেই বিশুদ্ধ ভাবের সহিত মনুষ্য আপনার ভয় আশা কামনা-সকল মিশাইয়া তাহা কলঙ্কিত করিয়াছে। মনুষ্য আপনার হীন মলিন ভাব দেখিয়া, দুঃখেতে কাতর হইয়া, প্রকৃতির উপদ্রবে ভীত হইয়া, ঈশ্বরের নিকটে ভয়েতে কম্পিত হইয়াছেন। এই হেতু তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিবার জন্য, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য, অনেকে

পূজার আয়োজন করিয়া আসিয়াছেন। এই হেতু অনেকে ঈশ্বরের উপাসনাকে তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিবার এবং আপনার ভয় শান্তি করিবার উপায় মাত্র করিয়া ফেলিয়াছেন। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব, প্রীতি ও পবিত্রতা দেখিয়া আত্মাকে তাঁহার প্রতি উন্নত করা, কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে প্রীতি করা যে পূজার যথার্থ ভাব, মনুষ্য তাহা সকল সময়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনাকে তিনি নানা প্রকারে কলঙ্কিত করিয়াছেন।

আমরা ঈশ্বরের যে পূজা করি, আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহার পূজা করি না। তাঁহার ক্রোধ উপশমের জন্য অথবা আমারদের ভয় নিবারণের জন্য তাঁহার পূজা নহে। আমরা জানি, ঈশ্বর প্রীতি-স্বরূপ, তিনি আমারদের নিকট হইতে আর কিছুই চান না, কেবল আমারদের প্রীতি-পূর্ণ হৃদয় চান। আমরা তাঁহাকে আমারদের পিতা-স্বরূপ দেখিয়া তাঁহার আরাধনা করি। অনেকে তাঁহাকে দূর-স্থিত সিংহাসনে অধিরূঢ় মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হন; অনেকে তাঁহাকে কঠোর রাজার ন্যায় দেখিয়া তাঁহার নিকটে ভয়েতেই কম্পিত হন; অনেকেরই এই ভ্রম যে তিনি আমারদিগকে ক্রোধ দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন, তিনি আমারদের জন্য অনন্ত যাতনা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি আমারদের অল্প পাপও মার্জনা করিতে পারেন না। মনুষ্য কোথায় উন্নত মনে প্রেমার্দ্র হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা করিবেন, না তিনি আপনার ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিতান্ত অধীন হইয়া তাঁহার নিকটে ভগ্ন-হৃদয় হইতেছেন। আমরা জানি, ঈশ্বর প্রেমের আবহ, তিনি আমার প্রতি প্রীতি-নয়নে দেখিতেছেন; তিনি পাপী পুণ্যাত্মা সকলকেই আপনার মঙ্গল ছায়া প্রদান করিতেছেন; তাঁহার কোন সন্তানকেই পতিত রাখিবেন না। এই মঙ্গল বিশ্বাসে উন্নত হইয়া, ঈশ্বরকে আমারদের পিতা জানিয়া, তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি।

আমরা তাঁহাকে বলি 'ত্বং হি নঃ পিতা'। এই বাক্যের মধ্যে কত আশাকর বীর্যকর অমূল্য সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঈশ্বরকে পিতার মত দেখিলে তাঁহার সহিত আমরা কি অক্ষয় প্রেম-বন্ধন দেখিতে পাই; তাঁহার উপাসনা আমারদের কেমন অমূল্য অধিকার মনে হয়। হা! যিনি সকল পৃথিবীর রাজা, যিনি নিত্য কাল হইতে নিত্য কাল পর্যন্ত আছেন, তাঁহার সহিত আমার এমন নিকট সম্বন্ধ—আমরা এমন হীন মলিন হইয়াও তাঁহাকে আমারদের পিতা বলিয়া প্রণিপাত করিতে পারিতেছি। এই অধিকারে কে না আপনাকে ধন্য মনে করিবে? এই বিশ্বাসে কাহার হৃদয় না উন্নত হইবে? কোন্ হৃদয়ে না আশা বল পবিত্রতার প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়া সহস্র ধারে উত্থিত হইবে?

ঈশ্বর আমার পিতা। এ কথার অর্থ কেবল ইহা নয় যে তিনি আমারদের সৃষ্টি-কর্ত্তা। এই অতুল্য জগতের স্রষ্টা বলিয়াও আমরা তাঁহাকে পূজা করি। তাঁহারই এক নিঃশ্বাসে অনন্ত শূন্য অগণ্য লোকে পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছাতে সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সমুদয় জগতে তাঁহার মহিমা অবলোকন কর; এই জগতের সমুদয় বিচিত্র সুন্দর নিয়ম-শৃঙ্খলাতে তাঁহারই হস্ত দেখ; ইহার কোমল গভীর নাদে এই বাক্য শ্রবণ কর, ধন্য ধন্য জগদীশ্বর; তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

কিন্তু ঈশ্বর কেবল আমারদের স্রষ্টা নহেন, তিনি স্রষ্টা হইতেও অধিক। স্রষ্টা হইলেই যে পিতা হইলেন, এমন নয়। তিনি নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে ইহাদের পিতা বলি না। আমরা চিত্রকরকে তাহার রচিত চিত্রের পিতা বলি না; নির্ম্মাতাকে তাহার নিপুণ কার্য্যের পিতা বলি না। পুত্রেতে পিতার সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে তাঁহার সাদৃশ্য প্রদান করিয়া বিশেষ-রূপে তাঁহার পিতা হইয়াছেন।

আমরা কেবল জড় নহি, আমরা জড় জগতের ন্যায় অসাড় বস্তু নহি। আমরা

শরীর হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া জানিতেছি। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি হইতে উচ্চতর উৎকৃষ্টতর বৃত্তি-সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। ইন্দ্রিয়-সকল আমারদের নিকটে যাহার পরিচয় দেয়, তাহা হইতে আমরা গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করি। আমরা প্রকৃতির মধ্যে গূঢ় কারণ-সকল অনুসন্ধান করি, ইহার পরিবর্তনময় বিষয়রাশির মধ্যে তাহাদের লক্ষ্য, অর্থ, যোগ, নিয়ম-শৃঙ্খলা আবিষ্কৃত করি; এবং ইহার বিচিত্রতার মধ্যে একীভাব গ্রহণ করি। এই মৃত জগৎকে আমরা ঈশ্বরের জ্ঞানে, মঙ্গল-ভাবে, সৌন্দর্য্যে,পূর্ণ দেখি। আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস নহি, অবস্থার অধীন নহি। আমরা অকাট্য ভৌতিক নিয়মেই বদ্ধ নহি, আমারদের জন্য ধর্ম্মের নিয়ম। আমরা সত্য পবিত্র মঙ্গল সুন্দর ভাব-সকল গ্রহণ করি এবং সেই সত্য মঙ্গল সুন্দর পরমেশ্বরে গিয়া আমারদের আত্মার তৃপ্তি সম্পাদন করি। আমরা পরিমিত ক্ষয়শীল পরিবর্ত্তনীয় নিয়মের মধ্যে থাকিয়া সেই অকৃত অমৃত পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হই। জড় জগৎ কতক গুলি অখণ্ড ভৌতিক নিয়মের অধীন,কিন্তু আমরা স্বাধীন পুরুষ। আমারদের সকল বৃত্তির উপর আপনারদের কর্তৃত্ব আছে—ধর্ম্ম নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবার এবং তাহা লঙ্ঘন করিবারও শক্তি আছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে আপনার প্রতিকৃতিতেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; মনুষ্যের আত্মাতে তাঁহার স্বতন্ত্রতার, তাঁহার বিজ্ঞানের, তাঁহার মঙ্গল ভাবের আভাস দিয়াছেন। মনুষ্যের বিজ্ঞান তাঁহার সেই পূর্ণ জ্ঞানের কিরণ, মনুষ্যের সাধু ভাব তাঁহার সেই গম্ভীর মঙ্গল ভাবের আভা। এই হেতু ঈশ্বর বিশেষ-রূপে মনুষ্যের পিতা। অন্য সকল বস্তু তাঁহার অধীন;কিন্তু মনুষ্য তাঁহার পুত্র। অন্য সকল জীব না জানিয়া অন্ধের ন্যায় ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে;মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া অনুরাগের সহিত সেই পরম পিতার কার্য্য করিতেছেন।

ঈশ্বর আমারদের পিতা। তিনি কেবল জড় জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, তিনি বিজ্ঞানবান্ ধর্ম্মজ্ঞ উন্নত জীব-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহারদিগকে আপনার পিতৃভাবে রক্ষা করিতেছেন; তাঁহার সেই পিতৃভাব আমারদের নিকটে নানা দিক্ দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

ঈশ্বরকে যখন আমারদের পিতা বলি, তখন জানিতেছি, তিনি তাঁহার প্রতি সন্তানকে প্রীতি-নয়নে দেখিতেছেন। স্নেহ পিতার প্রধান ধর্ম্ম। পৃথিবীতেই পিতার কি গাঢ় গভীর স্নেহ; কিন্তু এই স্নেহ-ভাব ঈশ্বরের সেই গভীর প্রীতি কিছুই ব্যক্ত করিতেছে না। তাঁহার প্রীতির বল সেই, যে বলে তিনি সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন, আবার আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন; তিনি জগৎ সংসারকে প্রীতি করিতেছেন কিন্তু তাহা হইতে প্রীতি পুরস্কার চাহেন না। আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন আর ইচ্ছা করিতেছেন, আমরা তাঁহার প্রীতি দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতি করি। আমারদের তিনি কেমন পিতা।

আবার যখন তাঁহাকে আমারদের পিতা বলি, তখন বুঝিতে পারি, তিনি যে এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অদ্যাপি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ উন্নত জীবদিগের শিক্ষা ও উন্নতির নিমিত্তে। শিক্ষা দেওয়া পিতার এক প্রধান কার্য্য; যিনি এই কার্য্যে অবহেলা করেন, তিনি পিতাই নহেন। পরমেশ্বর আত্মার সৃষ্টি করিয়া আর সমুদয় সৃষ্টির মহত্ত্ব সাধন করিলেন এবং সেই আত্মাতে এ প্রকার বীজ নিহিত করিলেন যে সে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। এই অসীম আকাশে অগণ্য লোক তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের শিক্ষাভূমি। তিনি আমারদের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ইহাকে শিক্ষা দিতেছেন; ইহাতে চিরন্তন সত্য ভাব-সকল উদ্দীপন করিতেছেন; ইহাকে নিয়ত অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন; ইহাকে নানা দুঃখ

ক্লেশে পরিবৃত্ত করিতেছেন যে সেই সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া বলীয়ান্ হইবে এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সহিত অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে। কেহ মনে করেন যে পরমেশ্বর যখন আমারদের . হইলেন, তখন আমারদের সুখ বিধান করাই তাঁহার পরম লক্ষ। কিন্তু ঈশ্বরের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য আছে; তিনি আমারদের সুখ তত চাহেন না, যত আমারদের জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, চাহেন। আমারদের পৃথিবীর পিতা, যিনি পুত্রের যথার্থ হিতৈষী, তিনি তাহার সাংসারিক সুখ অপেক্ষা ইহা ইচ্ছা করেন যে সে সত্যেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হউক। পরমেশ্বর যখন আমারদিগকে দুঃখ, ক্লেশ, কঠোরতায় আবৃত করেন, তখন তিনি যথার্থ পিতার ন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহার শুভ অভিপ্রায় এই যে আমরা ধর্ম্মেতে বলীয়ান হই---ধৈর্য্যের সহিত বিপত্তি-সকল বহন করি, আনন্দের সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করি এবং সত্য ও কর্ত্তব্যের আদেশে আর সকল বিষয় অক্ষুব্ধ চিত্তে বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হই।

পিতার ন্যায় পরমেশ্বর আমারদের মঙ্গলের জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছেন; তিনি আমারদিগকে ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেছেন, আমারদের মঙ্গল-ভাব উদ্দীপন করিতেছেন; তিনি আমারদের অন্তরে গম্ভীর আদেশ দিয়া কর্ত্তব্যে আমারদিগকে নিয়োগ করিতেছেন। তিনি আমারদের মলিনতা দেখিতে পারেন না; তিনি হস্ত ধারণ করিয়া আমারদিগকে পাপ-তাপের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ করিতেছেন। তিনি যেমন সমুদয় জগৎকে উন্নতির মুখে অল্পে অল্পে লইয়া যাইতেছেন; সেই রূপ প্রতি আত্মাকে অমৃতের পথে অগ্রসর করিতেছেন। আমরা যদিও দেখিতে না পাই---আমরা যদিও চতুর্দ্দিকে পাপ তাপ দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছি; কিন্তু আমারদের পিতাই জানেন, কখন্ কি উপায়ে তিনি তাঁহার পতিত সন্তানদিগকে আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবেন। তাঁহার ধৈর্য্যের অবসান নাই, তাঁহার যত্নের বিরাম নাই। তিনি আমারদিগকে বাধ্য করিতে চাহেন না; কেন না আমরা স্বাধীন জীব। তিনি অবসর দেখিতেছেন, প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সম্মিলিত হই; তখন তিনি আমারদিগকে আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করেন।

আমরা যখন ঈশ্বরকে পিতা বলি, তখন জানি যে তিনি আমারদিগের জন্য কিছুই অদেয় রাখেন নাই; তিনি আপনাকে দিয়াও আমারদের আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। ইহা মনে করিয়া আমারদের হৃদয়ের সমুদয় কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। পিতার আপনার যাহা কিছু সৎ ভাব, উচ্চ ভাব, থাকে; তাহা সন্তানকে দান করিবার জন্য ব্যগ্র থাকেন; ঈশ্বর আমারদের এই প্রকার পিতা। তিনি কেবল আমারদিগের তাঁহার প্রিয় বস্তু-সকল উপভোগ করিতে দিয়াছেন, এমত নহে; তিনি আপনাকে দান করিতেছেন। তিনি আত্মার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; আর সকল বস্তু তাঁহার তুলনায় দূর। অন্যেরা আমারদের এই শরীর আবরণের বাহিরে থাকিয়া আমারদে সহিত আলাপ করে; তিনি আমারদের আত্মাকে স্পর্শ করিয়া আছেন এবং তথায় থাকিয়া অহরহ আমারদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। তিনি অন্তরের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি আমারদের নিকটে থাকিয়া কেবল দেখিতেছেন না; কিন্তু আমারদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন; তিনি আমারদিগকে আশ্বাস দিতেছেন ও আমারদের মঙ্গল ইচ্ছায় সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার সেই বিশ্বব্যাপী গম্ভীর মঙ্গল ভাব, যাহা সকল জগতে জীবন, সুখ, সৌন্দর্য্য, বর্ষণ করিতেছে; মনুষ্যের আত্মা যাহাতে তাহাও ধারণ করে, এত দূর তাঁহার লক্ষ্য। আত্মার সঙ্গে তাঁহার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা কে বলিবে? তিনি আমারদিগকে এ প্রকার বাধ্য করেন না, যাহাতে আমারদের স্বাধীনতার হানি হয়; অথচ তিনি আমারদের

প্রতি উদাসীন নহেন। তিনি আমারদের চক্ষু তাঁহার প্রতি উন্মীলন করিয়া দিতেছেন, ধর্ম্মের শুভ আদেশ অন্তরে প্রেরণ করিতেছেন, সত্যের ভাব-সকল জীবিত রাখিতেছেন, আত্মার গম্ভীর প্রদেশে প্রীতির প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিতেছেন, এবং পাপ দুঃখ মৃত্যুর মধ্য হইতে হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইতেছেন।

ঈশ্বর আমারদের এই প্রকার পিতা। আমরা তাঁহার মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করি, তাঁহার সাদৃশ্য ধারণ করি, তাঁহার সহিত সংযুক্ত থাকি; এই মহান্ অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তে তাঁহার যত্নের আর সীমা নাই।

ঈশ্বরের পিতৃ ভাবের কথায় আর দুইটি ভাব বলিবার আছে। প্রথমতঃ আমরা পাপে মলিন হইয়া তাঁহাকে কি প্রকার দেখি? ঈশ্বরকে যখন আমারদের পিতা বলি, তখন মনে করি যে যাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে, তিনি তাহারদিগকেও পরিত্যাগ করেন না। তিনি তাঁহার পতিত সন্তানের উদ্ধারের নিমিত্তে কোন উপায় অপেক্ষিত রাখেন না। তিনি সেই আত্মাকে দণ্ড দিয়া, দুঃখ গ্লানি দিয়া, তাহার অসাড়তা মোচন করিয়া, পুনর্ব্বার তাহাতে আপনার সুনির্ম্মল প্রসাদ-বারি সিঞ্চন করেন এবং নবীন জীবন প্রদান করেন।

দ্বিতীয়তঃ আমরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া মনে করি, তিনি আমারদিগকে অমৃত লাভের অধিকারী করিয়াছেন, তিনি আমারদের এই মর্ত্ত্য দেহে অবিনশ্বর আত্মার যোগ করিয়া দিয়াছেন। পিতার কেমন ইচ্ছা যে তাঁহার সন্তান দীর্ঘ-জীবী হউক; তবে যিনি আত্মাকে জন্ম দিয়াছেন, এবং তাহাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত করিয়াছেন; তাঁহার কেমন ইচ্ছা যে সে চিরজীবী হউক। তাঁহার ইচ্ছা যে আমরা তাঁহার সঙ্গে অমৃতভোজী হইয়া চিরদিন বাস করি। আর সকল বস্তু আপন আপন কার্য্য করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু আত্মার জীবনের শেষ নাই। তাঁহার অজস্র দানে যদিও আমরা তৃপ্ত হইতেছি; তিনি বলিতেছেন, ইহা অপেক্ষাও তোমার উন্নতির প্রয়োজন। আমরা যখন জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে, উন্নত হইয়া তাঁহাকে দেখিব; তখন তাঁহার পিতৃভাব আমারদের নিকটে আরো কি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইবে।

## সঙ্গ-দোষ।

আমারদের আত্মার উন্নতির যত প্রকার বাধা আছে, তাহার মধ্যে সঙ্গ-দোষ অতি ভয়ানক। যাঁহারদের ধর্ম্মের প্রতি কিছু মাত্র অনুরাগ আছে, যৌবন কালে এ বিষয়ে তাঁহারদের সতত সতর্ক থাকিতে হইবেক। যদি যুবাদিগের কর্ণ কুহরে অপবিত্র সঙ্গীদিগের স্বর এক বার প্রবেশ করে, তবে সাধুদিগের মুখ বিনির্গত অমূল্য উপদেশের প্রতি তাহারা বধির হইয়া পড়ে। যদি জিজ্ঞাসা কর, কি প্রকার লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিব? তাহার উত্তর এই, যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাঁর পবিত্র নাম লইয়া উপহাস করে এবং সর্ব্বদা অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, তাহারদের সঙ্গ তো পরিত্যাগ করিবেই করিবে; কিন্তু যাহারা সাধু কর্ম্মকে ও সাধু লোককে আদর না করে, যদিও তাহারদের চরিত্র কোন প্রকার বাহ্যিক কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয়, তথাপি তাহারদের সঙ্গে থাকিবে না। হে যুবা! এক বার ভাবিয়া দেখ, তাহারদের দ্বারা তোমার কত অনিষ্ট হইতেছে। সেই দুরাত্মাদিগের সহবাস জন্য কত প্রকার গ্লানি সহ্য করিতেছ। হয়ত তাহারা তোমার আত্মাকে এ প্রকার অচেতন ও অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে যে এখনি তুমি যে সকল উপদেশ পাঠ করিতেছ, তাহা তোমার অন্তরে কিছু মাত্র প্রবেশ করিতেছে না—হয়ত একাল পর্য্যন্ত তোমার যে ধর্ম্ম-শিক্ষা, তাহা বৃথা হইয়াছে। যদি এখন হইতে সেই সকল শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে না থাক, কেবল পাপের পথে ভ্রমণ কর, তবে ক্রমে ক্রমে তোমার আত্মা ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দূরে যাইতে থাকিবে। তোমার অন্তরে যে স্বর্গীয় অগ্নির শিখা এক এক বার প্রজ্বলিত হইয়া

উঠে, দুষ্ট লোকের সঙ্গে বৃথা কথায় কাল যাপন করিলে ক্রমে তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ধর্ম্মের ভাব রক্ষা করা এত কঠিন যে কত লোকে সাধু সমাজে থাকিয়াও এক এক বার তাহা হইতে পতিত হয়, তবে অসাধুদিগের সহিত সহবাস করিতে কি প্রকারে সাহস করিতেছ। যৌবন কাল অতি ভয়ানক কাল; তোমার প্রিয় সঙ্গিরা যখন ধর্ম্মের কথা লইয়া উপহাস করিবে, তখন তাহারদিগকে বারণ করিতে তোমার সাহস হইবে না এবং ক্রমে ক্রমে হয়ত তোমারও ধর্ম্মেতে অনাদর হইয়া উঠিবে। আবার তাহারদের সেই বৃথা আমোদের আস্বাদ পাইলে উপাসনার প্রতি তোমার যে কিছু শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে, তাহা ক্রমে অন্তরিত হইবে। দৃষ্টান্তের কি আশ্চর্য্য শক্তি! যে প্রকার ব্যক্তিদিগের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন কর, তাহারদেরই অনুগামী হইবে। আমারদের চতুর্দ্দিকেই প্রলোভন। নানা প্রকার উপদেশের মধ্যে থাকিয়াও ধর্ম্মকে রক্ষা করা কঠিন; আবার যখন পাপীরা পাপের পোষকতায় উচ্চৈঃস্বরে বাক্য বিন্যাস করিতে থাকে, তখন তাহাতে কর্ণ-পাত করিলে কি আর ভদ্রতা থাকে? আমারদের সমুদায় জীবনের কার্য্য কি না ঈশ্বরের অনন্ত সহবাসের উপযুক্ত হওয়া; তবে বৃথা কথায় কাল যাপন করা কি আমারদের কর্ত্তব্য? কিন্তু অসৎ সঙ্গ অবলম্বন করিবা মাত্র প্রথমেই এই পাপে পতিত হইতে হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, প্রথম বয়সে কত লোকের ধর্ম্মের প্রতি কেমন অনুরাগ ছিল; অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হইয়া পরে তাহারা সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছে। কত সাধু যুবা প্রথম উদ্যমে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবে এত দূর নির্ভর করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মের জন্য আপনার ধন, প্রাণ, মান, সর্ব্বস্ব বলিদান দিতেও প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু কোথা হইতে আত্মাপহারী কুসঙ্গী আসিয়া তাঁহার কর্ণ কুহরে কি কুমন্ত্রণা দিল; অমনি সে উদ্যম, সে উৎসাহ, আর কিছুই রহিল না—সকলি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কত লোকে আপনার অন্তরের পবিত্র ভাব-সকলকে কেমন উন্নত করিয়াছিলেন, ক্রীড়াসক্ত যুবকদিগের সংসর্গে পতিত হইবা মাত্র সে সকলই নির্জ্জীব হইল। এক সময়ে যে সকল অত্যাচার স্মরণ করিতেও ঘৃণা হইত, এখন প্রকাশ্যে সেই সকল পাপের আরম্ভ হইল। সঙ্গদোষ কি ভয়ানক শত্রু! তাহা অজ্ঞাতসারে পান, ব্যভিচার, পর-পীড়ন, মিথ্যা কলহে অল্পে অল্পে পদ নিক্ষেপ করায়। অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে এক বার এ রূপ অপবিত্র সহবাস ভাল লাগিলে অনুতাপ এবং সংশোধনের আর পথ থাকে না। পূর্ব্বে যাহার মুখ হইতে কত প্রকার ধর্ম্মোপদেশ শুনা যাইত, এক্ষণে সে আপনার আন্তরিক দুষ্ট ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্তে কত প্রকার কুতর্ক উপস্থিত করিতে থাকে। যে খানে পুণ্যাত্মা সাধু ব্যক্তিরা অগ্নিময় উপদেশ প্রদান করেন, সে পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিতে তাহার বাসনা হয়; তাঁহারদের সহবাস পর্য্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠে। যদি কখন তোমার কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বর-পরায়ণ সুহৃদ্ নির্জ্জন নিকেতনে তোমার সহিত একত্র হইয়া তোমার আত্মাতে ধর্ম্মের ভাব কিছু মাত্র মুদ্রিত করিতে পারেন, এমন কি যাহাতে তোমার নিদ্রিত মন জাগ্রত হইয়া উঠে; কিন্তু ইহা কেমন সম্ভব যে সেই কুপথগামীদিগের সহিত আবার মিলিত হইলে তাহার কিছুই থাকিবে না। সেই পাপাত্মাদিগের কি কুটিল মন্ত্রণা! এক ঘণ্টা কাল তুমি তাহারদের সহিত হাস্য পরিহাস ও আমোদ-কোলাহলে যাপন কর, ৎসরাৎ পবিত্র ভাব-সকল তোমারি অন্তর হইতে অমনি বিলুপ্ত হইবে এবং যে দিন চির কালের জন্য তাহারদের সহবাস পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেই ভীষণ দিবসে রোদন করিবে "কত বার আমি আমার প্রিয় বন্ধুদিগের পবিত্র উপদেশ অবহেলা করিয়াছিলাম, এখন তার ফল ভোগ করিতেছি।"

## দীপ্ত-শিরার অভিষেক।

৪

জগতের পিতা মোরে হও হে সদয়।
তোমারই অধীন আমি দেখ কৃপাময় ॥
অনাথের নাথ তুমি আমি তো অনাথ।
আমারে করিয়া তুমি লও আত্মসাৎ ॥
তুমি যদি ত্যজ নাথ যাইব কোথায়।
সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য জানি হে নিশ্চয় ॥
তোমাকে ছাড়িয়া পাপী কোথা পাবে ত্রাণ।
যথায় তথায় প্রভু তুমি বিদ্যমান ॥
যে তোমাকে নাহি ডাকে বিপদে পড়িয়া।
কতই যাতনা তার না পাই ভাবিয়া ॥
নাহি করিয়া নির্ভর তোমার উপরে।
পাপ-ভরা ধরা মাঝে কে তিষ্ঠিতে পারে ॥
মুক্তি দাতা এক মাত্র তুমি সর্ব্বসার।
তোমা ভিন্ন আমার নাহিক গতি আর ॥
দয়াময় দয়া-বারি করিয়া বর্ষণ।
আত্মার মলিন ভাব কর প্রক্ষালন ॥

৫

কখন আমার আত্মা হবে উৎসাহিত।
গাইবে তোমার গুণ মনের সহিত।
এমন সুখের দিন হইবে উদয়।
কখন বল হে পিতা হইয়া সদয় ॥
বিশুদ্ধ অন্তর হবে কবে হে আমার।
কখনি বা ঘুচিবে জড়তা রসনার ॥
ঊর্দ্ধ মুখে এক দৃষ্টে অসীম আকাশে।
চাহিবে নয়ন কবে একান্ত উল্লাসে ॥
দেখিবে তোমার রাজ্য অনন্ত অপার।
মধ্য স্থল যথা তথা,নাহি শেষ তার ॥
দেখিতে দেখিতে মন আনন্দ সাগরে।
ভাসিয়া তোমার গুণ গাবে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কবে হেন শুভ দিন হইবে উদয়।
বল ওহে দয়াময় হইয়া সদয় ॥
সামান্য বিষয়-সুখ তুচ্ছ করি মনে।
গরল সমান পাপ ত্যজিয়া যতনে ॥
একান্ত প্রশান্ত মনে বসিয়া বিজনে।
তব প্রিয় পুত্র হয়ে রব তব সনে ॥
দেও দেও শীঘ্র নাথ করুণা করিয়া।
এমন সুখের দিন নিকটে আনিয়া ॥

৬

ধরিয়া উন্নত ভাব অন্তর আমার।
যখন করয়ে দৃষ্টি করুণা তোমার ॥
তখন কত যে তার আনন্দ উদয়।
বলিব কেমনে মুখে প্রকাশ না হয় ॥
সে সময়ে মন মোর কত ব্যগ্র হয়।
বারম্বার ধন্যবাদ করিতে তোমায় ॥
ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত চমৎকৃত হয়।
তোমার উপরে প্রেম কত উথলয় ॥
সে সময়ে কি অদ্ভুত ভাবের উদয়।
আপনারে ভুলে মন তব গুণ গায় ॥
ঘুমাইয়া যবে আমি থাকি অচেতন।
আমার রক্ষার তরে কর জাগরণ ॥
জড়াকারে মাতৃগর্ভে ছিলাম যখন।
তখনো তোমারই দয়া করেছে রক্ষণ ॥
যখন মাতার স্তনে ক্ষুধা শান্তি তরে।
ঝুলে থাকিতাম, নাহি জানি আপনারে ॥
নাহি জানি তোমার কাছে করিতে প্রার্থনা।
তথাপি আমার কিছু ছিল না ভাবনা ॥
তখন তোমারি দয়া করেছে পালন।
তোমারি প্রভাবে দেহে হয়েছে বর্দ্ধন ॥
যখন পাপের পথে সুখের আশয়ে।
চলেছি যৌবন কালে মোহে অন্ধ হয়ে ॥
তখন তুমি হে পিতা হইয়া সদয়।
আপনার পথে পুন এনেছ আমায় ॥
যখন বিজনে বসে হইয়া কাতর।
দেখিয়াছি দুঃখময় সংসার সাগর ॥
অশ্রুপাত করিয়াছি পাপের কারণে।
আলোকে বসিয়া দেখি আঁধার নয়নে ॥
আপনার প্রতি ঘৃণা হয়েছে অপার।
লোক সঙ্গ বিষবৎ, মৃত্যু ভাবি সার ॥
তখনো তুমি হে পিতা দিয়েছ সান্ত্বনা।
তোমারই প্রসাদে ঘুচে মনের বেদনা ॥
যখন রোগেতে আমি হয়েছি কাতর।
যাতনায় হইয়াছে দেহ জর জর ॥
তব দয়া স্বর্গ হতে নামিয়া তখন।
নব বল বীর্য্য দেহে করেছে অর্পণ ॥
কত যে করুণা তব ভাবিয়া না পাই।
দেও শক্তি দিবা নিশি, তব গুণ গাই ॥
দিবা নিশি ক্ষুদ্র কালে কি হইতে পারে।
যাবৎ অনন্ত কাল গাইব তোমারে ॥

শ্রী কামাক্ষা চরণ ঘোষ